ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী
এসোসিয়েট প্রফেসর
দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি আই আই টি)

www.amarboi.org

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট
ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯২৪২৫৬, ৮৯৫০২২৭, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail :biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪১৩
সেপ্টেম্বর ২০০৬
রমজান ১৪২৭

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই : ২০০৯

ISBN
984-8203-37-7

প্রচ্ছদ
জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ২০০.০০ টাকা
US $ 10.00

Islamic Dawater Paddati O Adonic Prakkhapat (The Method of Islamic Dawah & Modern Perspective) by Dr. Mohammad Abdur Rahman Anwari (Professor, Department of Dawah and Islamic Studies, Islamic University Kushtia, Bangladesh), Published by the Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttar Model Town, Dhaka-1230, Phone : 8950227, 8924256, Fax : 8950227, Email : biit.org@yahoo.com, Website : www.iiit.org, Price : Tk.250.00, US $ 10.00

www.amarboi.org

উৎসর্গ

যুগে যুগে যাঁরা ইসলামী দা'ওয়াতের পথে
শহীদ হয়েছেন , তাঁদের উদ্দেশে ...

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আদর্শ যতই উন্নত হোক, তা এমনিতে প্রচারিত হয় না, তা প্রচার করতে হয়। আর প্রচার অনেকটা নির্ভর করে তা কিভাবে সম্পন্ন হবে তথা এর জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তার উপর। পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করলে একজন প্রচারক সফল হওয়ার আশা করতে পারেন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শাশ্বত জীবন বিধান আল ইসলাম। সত্য সুন্দরে সমুজ্জ্বল ও মুক্তির পয়গাম এ দীন ইসলামকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তথা দা'ওয়াতের জন্য তিনি যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল (আ.)। তাঁদেরকে তিনি দিয়েছেন দিক নির্দেশনা সে সব নির্দেশনার মধ্যে ছিল দাওয়াতী পদ্ধতির দিক নির্দেশনা। সে পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাঁরা সফল হয়েছিলেন।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) কেও আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন জীবন বিধান আল কুরআন। মহানবী (স.) এ গ্রন্থের বিধি বিধান যে পন্থায় বাস্তবায়ন করেছেন তাই হল সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন সুন্নাহর সম্মিলিত ধারায় দীন প্রচারের যে পদ্ধতি অনুসৃত, তার মাধ্যমেই এসেছিল সফলতা, ঘটেছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর বিপ্লব।

মহানবী (স.) এরপর প্রতি যুগেই দাঈগণ দা'ওয়াতের সে পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলমানগণ ক্ষণে ক্ষণে সে নিরাপদ সহজ সরল পদ্ধতি থেকে যখনই বিচ্যুত হয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে, তাদের মাঝে দলাদলি ও মতবিরোধ, যা আজকের বিশ্বেও দৃশ্যমান। মুসলিম উম্মাহর দাঈগণ শতধা বিভক্ত। উম্মাহর এ অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে কুরআন হাদীসের দিকনির্দেশনা সমূহ যথাযথ অনুসরণ না করা। এমনকি কুরআন সুন্নাহর আলোকে দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে কেউ কেউ ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিভিত্তিক দিক নির্দেশনায় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইআইআইটি (IIIT) উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে নীরব থাকতে পারে না। তাই আইআইআইটি'র সাথে সম্পর্কিত বিআইআইটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে "ইসলামের দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট" শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়।

এ গ্রন্থটি রচনা করেন ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী যিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক যুগ ধরে দাওয়াহ বিভাগে অধ্যাপনা করে আসছেন। বাজারে বইটির ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে বইটি প্রকাশিত হলো- এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

যারা ইসলামী দাওয়াতে কাজ করছেন, ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন বা আধুনিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, এটি তাদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজে আসবে বলে আমরা মনে করি। এছাড়া বইটি সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক

www.amarboi.org

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন মহোদয়ের অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বি. আই. আই. টি ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক পুস্তক খানি প্রকাশ করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। কারণ আমাদের মাতৃভাষায় এ জাতীয় পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ড. আন্ওয়ারী আমাদের স্নেহাস্পদ ছাত্র এবং বর্তমান সহকর্মী। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে আসছি। ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব। তাছাড়া, প্রতিটি দেশে ও সমাজে একদল মানুষ অবশ্যই এমন থাকবেন, যাঁরা ইসলামী দা'ওয়াহ- এর কাজে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করবেন, যাঁরা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন এবং যাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের মানুষকে দ্বীন ইসলাম অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন। আর এঁরাই হচ্ছেন্ মূলতঃ 'দা'য়ী ইলাল্লাহ' -এর যথার্থ প্রতিভূ।

আমি আশা করি ড. আন্ওয়ারীর এ পুস্তক বাংলাভাষাভাষী মুসলিম ভাই বোনদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে, এবং বিশেষ করে দা'ওয়াহর ছাত্র-ছাত্রী ও বিশেষজ্ঞগণের জন্যও এটি একটি মূল্যবান সহায়ক পুস্তক হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর মনোনীত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন । ছুম্মা আমীন।

বিনীত

প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম
দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
বর্তমান ডীন, ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় , কুষ্টিয়া।

www.amarboi.org

দা'ওয়াহ্ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত:

আল্লাহর বাণী: - "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ." "আপনি দা'ওয়াত দেন হিক্‌মত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্ক করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। আর আপনি যদি সবর করেন, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্যই, অন্য কারো জন্য নয়। আর তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে "(সূরা আন্ নাহল :১২৫-১২৮)।

www.amarboi.org

আল্লাহর বাণী: قل هذه سبيلي ادعو إلي الله علي بصيرة أنا و من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين "বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তাই। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" ।(সূরা ইউসুফ: ১০৮) ।

আল্লাহর বাণী: " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم " যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম , তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার ? সমান নয় ভাল ও মন্দ । জাওয়াবে তাই বলুন ও করুন, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু । এ চরিত্র তারাই লাভ করে যারা সবর করে । এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা ভাগ্যবান । যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হন । নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা হা-মীম - সেজদাহ : ৩৩-৩৬)

www.amarboi.org

সূচি

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী দা'ওয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির পরিকল্পনাগত উপাদান

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির কৌশলগত মৌলিক পদক্ষেপ সমূহ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

www.amarboi.org

www.amarboi.org

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা মালিক। যিনি মানুষকে হেদায়েতের জন্য দান করেছেন জীবন বিধান আল- কুরআন। দুরূদ ও সালাম সেই মহান নবীর উপর যিনি সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ঈ বা আলাহর পথে দা'ওয়াত দানকারী হিসাবে অভিহিত। অতঃপর তাঁদের জন্য সালাম ও দু'আ, যারা যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং যারা কেয়ামত অবধি তা করবেন।

আল কুরআনের ভাষ্য মতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক এ সৃষ্টি জগতকে এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, বরং এর পিছনে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য।[১] আর তা হলো, এক মাত্র তাঁর 'ইবাদত বন্দেগী করা। অতঃপর সে উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি জগতের মাঝেই এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন জ্বীন ও মানব জাতিকে।[২] আর তাদেরকে তিনি দিয়েছেন স্বাধীনতা। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর ইবাদত করে, আর কে তা অস্বীকার করে। কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেয়া শরী'য়ত মেনে চলে, আর কে তা মেনে চলে না। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে, আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানব জাতিকে শুধু সৃজন করেই ছেড়ে দেননি। বরং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য তাদের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রসুল এবং হাদি। যেন মানুষ এ অভিযোগ না করে বসে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়নি। আল কুরআনে এসেছে رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل" অর্থাৎ সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে" (সূরা নিসা : ১৬৫)। আর আল্লাহ পাকের সেই ইচছা ও ন্যায় ভিত্তিক হেদায়েত প্রক্রিয়ায় তাঁর হেদায়েতের বাণী নিয়ে তথা একই দা'ওয়াত নিয়ে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের আঞ্জাম দিয়েছিলেন হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, লূত, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, 'ঈসা ও শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (স.)। তাদের দা'ওয়াতের মুল কথা ছিল-" আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাও। আর সে অনুসারেই তোমাদের জীবন পরিচালিত কর।এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালে সফলতা লাভ কর "।

---

[1] সূরা আম্বিয়া :১৬ ।

[২] সূরা আয - যারিয়াত : ৫৬ -৫৭ ।

www.amarboi.org

যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর (স.) অনুসারীগণ ঐ একই রব্বানি দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। যে দা'ওয়াত চিরন্তন ও শাশ্বত। শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (স.) এর অনুসারীগণ আজও সেই একই দা'ওয়াতের পথে কাজ করে যাচেছন। তাদের সেই পথে দিশা দিচ্ছে মহাগ্রন্থ আল- কুরআনের আলো ও সেই মহানবী (স.) কর্তৃক গৃহীত প্রয়োগ নীতি বা উস্‌ওয়ায়ে হাসানা। এ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল কুরআনে মহানবী (স.) কে ঘোষণা দিতে ইরশাদ করা হয়েছে - "وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" আর এ কুরআন আমার কাছে আবর্তীণ হয়েছে যেন তার দ্বারা সতর্ক করি তোমাদেরকে এবং এ কুরআন যার কাছে পৌছাবে তাদেরকেও" (সূরাঃ আন'আম :১৯)।

মোটকথা উপরোক্ত দা'ঈগণ তাদের দা'ওয়াতে আল্লাহ নির্দেশিত পদ্ধতি ও পন্থায় দা'ওয়াত দিয়েছেন ।

উল্লেখ্য, ইংরেজী Method শব্দের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে পদ্ধতি। Method শব্দটির গ্রীক Meta এবং Hodos থেকে এসেছে। গ্রীক শব্দটির ইংরেজী যথাক্রমে With এবং Way, যার বাংলা ভাবার্থ হলো পন্থাসহ বা পন্থার সাহায্যে। অতএব কোন কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে যে পন্থার (Way) সাহায্য নিতে হয়, তা হলো পদ্ধতি। পদ্ধতিই বলে দেবে "কিভাবে " কাজটি করা সম্ভব। পদ্ধতি ও কৌশল (Technique) সমার্থক নয়। পদ্ধতি হলো গোটা কাজটি কিভাবে করতে হবে সেটার পন্থা। আরবীতে যাকে মানহাজ (منهج) বলা হয়। আর কৌশল (Technique) হলো ঐ পদ্ধতি বা পন্থা অনুসরণ করতে যে কায়দায় বা উপায়ে এগুতে হবে সেটা।[৩] আরবীতে যাকে উসলূভ (أسلوب) বলা হয়। অতএব কৌশলের তুলনায় পদ্ধতি বেশ ব্যাপক। একই পদ্ধতির একাধিক কৌশল থাকতে পারে। এমনি ভাবে পদ্ধতির মৌলিক পদক্ষেপগত নীতিমালা আছে। তেমনি ভাবে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মাধ্যম ব্যবহারেরও পদ্ধতি আছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে মৌলিক দিকগুলোর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

একথা প্রণিধানযোগ্য যে, দা'ওয়াতের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পদ্ধতি জানা থাকলে সহজেই দা'ঈ দা'ওয়াতী কাজে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন। অনেক সময় দা'ওয়াত যথাযথ পদ্ধতিতে পেশ করা হয়নি বলে তা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে। পদ্ধতি জানা ব্যতীত দা'ওয়াতে নেমে যাওয়া মানে অন্ধকারে হাতড়ানো। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দা'ওয়াত দিলে এ ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়।

আজকে ইসলামের দা'ঈগণের মাঝে বিভিন্ন মত পার্থক্য, দলা দলি, হানাহানি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাদা ছোড়াছুড়িতে তারা সদা লিপ্ত। পরিতাপের বিষয় হলো, কখনো কখনো তাদের কেউ কেউ ইসলাম বিরোধীদের সাথে হাত

[৩] Gisbert , *Fundamentals of Sociology* , (London , 1960) . p. 11 G

www.amarboi.org

মেলান প্রতিপক্ষ দা'ঈকে শায়েস্তা করার জন্য। এ ধরনের মতপার্থক্য ও বিরোধ জন্ম নেয় দা'ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে।
আজকে ইসলাম বিরোধীরাও ইসলামী দা'ওয়াহকে কটাক্ষ করছে। সে সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ দিচ্ছে। মৌলবাদী, সন্ত্রাসী বলে দা'ঈগণের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানা থাক্‌লে তাদের সে অপবাদ দেয়ার অবকাশ থাকবে না। অন্তত পক্ষে এর হার কমে যাবে। এ সব অপবাদ দ্বারা দা'ঈ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তারা নিরাশ বা নিষ্ক্রিয়ও হবেন না। জনগণও তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করবে না।

উল্লেখ্য, আল-কুরআন ও সুন্নাহ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ও হেদায়েতের অগ্রগণ্য পাথেয় ও মৌলিক উৎস। তাই বর্তমান গ্রন্থটিতে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি আলোচনায় এর বিভিন্ন দিকের মূলনীতিসমূহকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে কুরআন সুন্নাহর দিক নির্দেশনা জানা থাক্‌লে অনেক বিভ্রান্তি ও মতানৈক্যের অবসান হবে এবং এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজে অনেক সফলতা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সে লক্ষ্যে লেখা। যেন হকের দা'ঈ ঐক্যবদ্ধভাবে দা'ওয়াতী কাজ করে ইসলাম বিরোধী সংঘবদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় ইসলামকে বিজয়ী জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

স্মর্তব্য যে, ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে যেমনি বৈচিত্র্যময় ধারণা রয়েছে, তেমনি দা'ওয়াতের স্বরূপ সম্পর্কেও জন সমাজে অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন কেউ কেউ মনে করেন, দাওয়াহ হচ্ছে ইউনানী দা'ওয়াহ খানার বিষয় বস্তু। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দা'ওয়াহ হলো খাবারের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি অভিধা। সুতরাং যেহেতু "দা'ওয়াহ" প্রত্যয়টি নিয়েই বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তি জন সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তাই গ্রন্থটির উপক্রমণিকা স্বরূপ এক অধ্যায়ে দা'ওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও এ গ্রন্থের শুরুতে সংযোজন করা হয়েছে। অতঃপর গ্রন্থটিকে মূল আরো দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ ইসলামী দা'ওয়াহ পদ্ধতির পরিকল্পনাগত দিক। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী দা'ওয়াহ পদ্ধতির কৌশল গত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। শেষত এ সব বর্ণনায় ইসলামী দা'ওয়াতের যে পদ্ধতি ফুটে উঠেছে, তা কথিত আধুনিক যুগে কতটুকু কার্যকর এবং এটা কিভাবে, তাও এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে তুলনামূলক পর্যালোচনায় পেশ করা হয়েছে।

সার্বিক আলোচনায় কুরআন সুন্নাহ সহ জীবন প্রবাহকে সামনে রেখে বক্তব্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এতে প্রচলিত গবেষণা রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর ক'টি অংশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়ার গবেষণা জার্নালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত বিষয়ে পাঠ দান করতে গিয়ে বিষয়টির

www.amarboi.org

গুরুত্ব বিবেচনায় প্রেরণা লাভ করেই এ গ্রন্থটি লেখা। তাই আলোচনায় কিছুটা একাডেমিক ধারার প্রাধান্য আসলেও সাধারণ পাঠকবর্গসহ ইসলামী দা'ওয়াতের পথে দ্বীনি ভাই বোনদের জন্য এ গ্রন্থটি সহায়ক বই হিসেবে কাজে আসতে পারে বলে আশা করছি। এ গ্রন্থটি তাদের সামান্য উপকারে আসলে আমার এ প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব ।

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) ঢাকা এর কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থটি প্রকাশের নিমিত্তে দু'জন বিশেষজ্ঞ দিয়ে রিভিউ করেছেন এবং বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে এটি প্রকাশ করেছেন। এ জন্য এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শমশের আলী ও সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জহুরুল ইসলাম এফসিএ এবং বর্তমান চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব শাহ আবদুল হান্নান (প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) ও বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল ড. মাহমুদ আহমদ, প্রকাশনা সম্পাদক জনাব মনসুর আহমেদ, এ প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক জনাব আবদুল আজিজ প্রমুখ এ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য যে অবদান রেখেছেন সে জন্য তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এটি রচনায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন মিশরীয় প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইখওয়ান নেতা বর্তমান দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের মাননীয় ডীন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর মহাম্মদ আস সাযিদে সাযিদে সাফতী আল আযহারী (الأستاذ محمد السيد السيد الصفطي الأزهري) এবং গ্রন্থটির ভাষাগত দিকটি কষ্ট করে দেখে দিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমার প্রিয় সহকর্মী ড. হাবিব রহমান। এ জন্য আমি উভয়ের কাছে ঋণী। এটি কম্পিউটার কম্পোজে আমার স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ ওলিউর রহমান নিরলস পরিশ্রম করেছে । আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে দু'আ করি আল্লাহ পাক তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন ও ইসলামী দা'ওয়াহর পথে আরো বেশী অবদান রাখতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করুন।

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা হল, তিনি যেন এটাকে তাঁর একমাত্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই নিবেদিত কাজ হিসাবে গণ্য করেন এবং তাঁর পছন্দ মত কাজ করার জন্য তাওফীক দান করেন। আমীন ।

বিনীত ,
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী
সহযোগী অধ্যাপক
দা'ওয়াহ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায় : ইসলামী দা'ওয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতের অর্থ

দা'ওয়াহ্ শব্দের অর্থ

দা'ওয়াহ শব্দটি 'আরবী دعـوة (দা'ওয়াতুন)। আভিধানিক অর্থ আহ্বান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা, মুকাদ্দামা ইত্যাদি ।[৪] দা'ওয়াতের আর একটি অর্থ হলো কাউকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা। যেমন আল কুরআনে এসেছে -

"قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه"

তিনি (অর্থাৎ ইউসুফ) বলেন , হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করেছে, তার চেয়ে কয়েদখানা আমার জন্য শ্রেয়" (সুরা ইউসুফ: ৩৩)। পরিভাষিক অর্থে শুধু আহবান জানানো কে দা'ওয়াহ বলা হয় না। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ। আরেকটু গুছিয়ে বলতে গেলে ,

"যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ"।[৫]

এখানে স্মর্তব্য যে, আধুনিক অভিধানগুলোতে ধর্মীয় বা কোন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়] যেমন : - The Hans wehr Dictionary of Modern Written Arabic - এ দা'ওয়াহ শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে Missionary activity, Missionary work, propaganda[৬]।

---

[৪]দ্র; ইবন মানযুর আল ইফ্রীকী , *লিসানুল 'আরব* (বৈরূত: দারু বৈরূত লিত্ তাবাআতি ওয়ান নাশরি ১৯৫৬) ১৪ খ. প্র. ২৫৮ ও মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আযহারী , *বাংলা একাডেমী 'আরবী -বাংলা অভিধান* (ঢাকা ঃ ১৯৯৩ ই ং) ২খ. পৃ. ১৩০০

[৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ পরিধি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩৯বর্ষ ২য় সংখ্যা, অকটোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯)পৃ. ১১৯।

[৬]*The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic* , ed. J.M. cowan, (Newyork. 1976) p.283 .

www.amarboi.org

তাই দা'ওয়াহ.যে কোন পথ বা মত কিংবা যে কোন বিষয়ের প্রতি হতে পারে। যে কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে । আর সে বিষয় ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে: কিংবা কল্যাণকর হতে পারে বা ক্ষতিকরও হতে পারে ।

আল কুরআনে ও দা'ওয়াত শব্দটির ঐ ধরনের ব্যবহার লক্ষণীয়। ইরশাদ হয়েছে

"يا قوم مالي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار"-

অর্থাৎ "হে আমার স্বজাতির লোকজন, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেই মুক্তির দিকে, অথচ তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ জাহান্নামের দিকে"(সূরা আল্ মু'মিন :৪১)।

ইসলামী দা'ওয়াহর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থগুলোর আলোকে আরো উল্লেখ্য, ব্যাপকার্থে দা'ওয়াহর পরিচয় তার উদ্দেশ্য নির্ভর। উদ্দেশ্য ভাল হলে ভাল দা'ওয়াহ। আর মন্দ হলে মন্দ দা'ওয়াহ। তেমনি খৃস্টান ধর্মের দা'ওয়াত হলে খ্রীষ্টীয় দা'ওয়াহ , সমাজতন্ত্রের দিকে দা'ওয়াহ হলে সমাজতন্ত্রী দা'ওয়াহ। যা তারা প্রচার মাধ্যম,গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তা ব্যবহার করে সম্পাদন করে আস্ছে। বস্তত বিশ্বে মানব সমাজে বিভিন্ন রকমের দা'ওয়াত রয়েছে। কোনটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ে নিয়োজিত।যথা খৃষ্টবাদ, হিন্দুবাদ, ইত্যাদি। কোনটা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে(?) উদ্ভাবিত। যথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্রয়েডবাদ, ইত্যাদি। আবার কোনটা বস্তুর সংগে মানুষের এবং বস্তুর সংগে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত। যেমন আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহবান। কিন্তু উপরোক্ত সকল সম্পর্ক (তথা আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক ইত্যাদি)যথাযথ মূল্যায়ন, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে যে দা'ওয়াতী প্রবাহ পরিচালিত, সেটাই হলো ইসলামী দা'ওয়াহ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে এ সৃষ্টিজগত বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানব সমাজকে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার নিমিত্তে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাই -ই ইসলামী দা'ওয়াহ।

সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে দা'ওয়াত হলে তাকে বলা হবে ইসলামী দা'ওয়াহ। এখানে ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানেও মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন রূপে মন্তব্য রেখেছেন। কারো মতে ইহা ওয়ায- নসীহত, কারো মতে শুধু তাবলীগ ও মেহনত, কারো মতে, আন্দোলন বা ইকামতে দ্বীন। কারো মতে, আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল্ মুনকার তথা সৎ ও সুকৃতির আদেশ করা এবং অসৎ ও দুস্কৃতির বাধা নিষেধ করা, ইত্যাদি। কিন্তু প্রসঙ্গত বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়টির ধারণা আরো ব্যাপক। ওয়ায নসীহত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার প্রচারণা, নতুবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ,

www.amarboi.org

ইত্যাদির নামে ঐ দা'ওয়াহকে সীমিত করা যথাযথ নয়। যদিও এ সব ক'টি কাজ ইসলামী দা'ওয়াতেরই আওতাভুক্ত। দা'ওয়াহ বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু গুরুত্ব পূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে। যাতে ইসলামী দা'ওয়াহ্র এ ধরনের ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ গালূশ ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞায় স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে

"الدعوة إلي الإسلام تعني المحاولة العملية أو القولية لإمالة الناس إليه"-

অর্থাৎ "মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম ইসলামী দা'ওয়াহ [৭]।

বাচনিক যথা আলাপ আলোচনা, ওয়ায নসীহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দর্স, আর কার্যগত যথা, দা'ঈ (বা দা'ওয়াত দান কারী) কর্তৃক চারিত্রিক তথা আচরণগত নমুনা পেশ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য চর্চা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সমাজ সেবা, সংগঠন, জিহাদ , লেখালেখি ইত্যাদি। এ গুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্যকে পৌছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হল দা'ওয়াহ ।

ড. হুসাঈন আল-'আস্সালের ভাষায়-

هي قيام ذوي البصائر بحث الناس علي خير و نهيهم عن كل شر وفقا

لما جاء به الإسلام تحقيقا لمنفعتهم في عاجلهم و آجلهم"

অর্থাৎ মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্ম তৎপরতার নাম ইসলামী দা'ওয়াহ।[৮]

ড. রউফ শালাবী এতে আরো ব্যাপক ধারণা পেশ করেছেন। তার মতে-

"الدعوةهي حركة نقل المجتمع الإنساني من حالة الكفر إلى حالة الإيمان ،

ومن حالة الظلمة إلى حالة النور ومن حالة الضيق إلى حالة السعة فى

الدنيا والآخرة"

অর্থাৎ দা'ওয়াহ হল ,সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানব সমাজকে কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়. অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে

---

[৭] ডঃ আহমদ আহমদ গালুশ, *আদ্ দা'ওয়াতুল ইসলামিয়া* (কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী ,১৯৭৮) পৃ. ৯।

[৮] ড. খলীফা হুসাঈন আল্'আস্সাল, *মাআলিমুদ্ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহদিহাল্ মাক্কী*, (কায়রোঃ দারুত্তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৯৮৮) ১খ.পৃ.১৯।

www.amarboi.org

সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয় ।[৯]

এর মর্ম হল, এ রূপান্তরিত অবস্থায় অধিবাসীগণ তাদের পূর্ববতী বিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আখেরাত তথা গোটা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করবে। সমগ্র সমাজটি অন্ধকার হতে আলোতে রূপান্তরিত হবে । মানুষ খুঁজে পাবে তাদের জীবন চলার সঠিক পথ।সাথে সাথে বৈষয়িক একক বস্তুবাদীতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে ইহ-পারত্রিক জীবনের ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে কাজ করে উভয় জগতে কলাণ লাভ করবে, সাফল্য অর্জন করবে ।

ড. শালাবী অন্য স্থ্বনে সে আন্দোলনের দু'টি দিক নির্দেশ করেছেন:
(১) এর মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা
(২) বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা ।

তার উক্তিদ্বয় সাধারণ দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে নয়, বরং ইসলামী দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে।আন্দোলন অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটির পারিভাষিক দিক দিয়ে একটা ব্যাপকতর ধারণা চলে এসেছে।কারণ সমাজ পরিবর্তনে মানব জীবনের অবস্থা ও কার্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বস্তুত যে কোন দা'ওয়াতী কার্যক্রমে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সে গুলো হলো ঃ

ক. দা'ঈ তথা দা'ওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে, দা'ওয়াতীকাজ সম্পাদন করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সুঅভিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ. বিষয়বস্তু বা যে দিকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

গ. পদ্ধতি বা যে পন্থায় দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

ঘ. মাদ'উ তথা আহুত ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গ, যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

এর যে কোন একটি উপাদান বাদ দেওয়া হলে, দা'ওয়াতী কার্যক্রম সংগঠিত হবে না। যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি বিষয় বস্তু লক্ষ্য করে কারো দা'ওয়াত ছাড়াই সেটা মেনে নিতে পারে। সরাসরি কোন দা'ঈ নাও থাকতে পারে, কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিটি যার মাধ্যমে বা উপলক্ষ্যে সেই বিষয়বস্তু অবগত হল, সেটাই দাঈর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অন্য দিকে স্বয়ং বিষয় বস্তুকে দাঈ বলা যায়। যেমন ইসলাম। এর অনেক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েও অনেকে ইসলাম

---

[৯] ড: রউফ শালাবী , *সাই কোলোজিয়া তুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ* (কুয়েত : দারুল কলম ,১৯৮২) পৃ-৪৯

www.amarboi.org

গ্রহণ করেছে। এভাবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।তবে সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থাগত দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে। সুতরাং যে সংজ্ঞায় উপরোক্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তাকেই একটি গ্রহণযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলা যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে পূর্বোল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ড. আহমদ গালূশ দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও তার মাধ্যম (যেমন কার্যগত ও বাচনিক হওয়া) এর উপর জোর দিয়েছেন। এ সংজ্ঞায় দা'ঈ ও মাদ'উর কথা আসেনি।

এমনিভাবে ড.আস্সাল স্বীয় সংজ্ঞায় অভিজ্ঞ দাঈ, দা'ওয়াতের বিষয় বস্তু (ইসলামের অনুসৃত জীবন চলার পথ), মাদ'উর বা মানব সমাজ, এবং কল্যাণ অকল্যাণ তথা ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। আর পদ্ধতির আলোচনায় শুধু উৎসাহিত করার প্রতি ইশারা করেছেন। এতে পদ্ধতির ধরন সীমিত ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়।

এমনিভাবে শায়খ বাহী খাওলী উম্মাহ্ বলে অস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। কারণ সেটা কি মুসলিম উম্মাহ না উম্মতে মুহাম্মদী তথা গোটা মানব সমাজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, শায়খ বাহী খাওলীর তুলনায় ড. শালবী দা'ওয়াহকে আরো স্পষ্টভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কথা বললেও উভয়ের সংজ্ঞায় মাদ'উ, দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ দা'ওয়াত দিলে সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। তাই এটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন কার মাধ্যমে এবং কি পদ্ধতিতে, তা ফুটে ওঠেনি। যদিও ড.শালাবীর বক্তব্যে কাজের ধরনের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। আর তা হলো প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধ বাদীদের মোকাবিলা করা।

তাই ইসলামী দা'ওয়াতের একটি মোটামুটি সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়: ***"যে দা'ওয়াহ কার্যক্রমে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরী'আহ্ সম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই ইসলামী দা'ওয়াহ"।***

এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত চারটি উপাদান সহ ইসলামী দা'ওয়াতের মূলনীতির প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ এ'টিতে -

প্রথমত: সুঅভিজ্ঞ দা'ঈ বলে দা'ওয়াতী বিষয় বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞতা সহ দা'ওয়াতী কাজে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করাই ইসলামের দা'ওয়াতী মূলনীতি। কারণ আল কুরআনে এসেছে

قل هذه سبيلي ادع إلي الله علي بصيرة أنا و من اتبعني

"বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে

www.amarboi.org

দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তাই"(সূরা য়ুসুফ; ১০৮)।

দ্বিতীয়ত: দা'ওয়াহ কার্যক্রম হতে হবে হিকমত তথা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। যেখানে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন

ادع إلي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة

"আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (সূরা নাহল: ১২৫)। তাই অজ্ঞতা মুর্খতা বা আহম্মকী প্রদর্শন মূলক পন্থায় দা'ওয়াত দেয়া যাবে না।

তৃতীয়ত: অনেকের সংজ্ঞায় পদ্ধতির আলোচনায় শুধু প্রচারের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়। হ্যাঁ, প্রচার করা দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়। কিন্তু এর সাথে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করল তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চর্চা ও অন্যদের দা'ওয়াত দেয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বিরোধীদের প্রতিরোধের মাধ্যমে। তাই ঐ সংজ্ঞায় সবক'টি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত: ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'আহ্ সম্মত হতে হবে। যেমন, ধোঁকাবাজি, বেহায়াপনা, যুল্ম অত্যাচার ইত্যাদি কৌশলনির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। তা ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না। •

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও পরিধি

এ দা'ওয়াহ সারা জাহানের রব আল্লাহর পক্ষে থেকে স্থান কাল -পাত্র ভেদে সমগ্র মানব জাতির জন্য দা'ওয়াহ।যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বীয় করুনায় হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াহ নিয়ে এসে সেই আল্লাহর দিকেই মানব সমাজকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া হেদায়েতকে তাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ভাবে গ্রহণ করার দা'ওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। সতরাং এক দিকে যেমনি এ দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে, তেমনি এ দা'ওয়াহ তাঁরই দিকে। তাই এ দা'ওয়াহ রব্বানী দা'ওয়াহ।

আল্লাহর নবী ও প্রথম মানব হযরত আদম নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, 'ঈসা, মুহাম্মদ(স.) সকলই একই দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মেনে নিয়ে তাঁর দেয়া জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের মূল কথা।আল কুরআনে এসেছে

"ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"

www.amarboi.org

"প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসুল পাঠিয়েছি। সকলকে এ আদেশ দিয়ে যে,তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর এবং তাগুত শয়তানী বা আল্লাহদ্রোহী শক্তির আনুগত্য হতে দূরে থাক" (সূরা নামল: ৩৬) ।

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াহ মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন,চিরন্তন ও শাশ্বত। আর কেনই বা তা হবে না। এটা ফিতরাতী দা'ওয়াহ। তথা মানব স্বভাব সুলভ নিয়মনীতি বা সুন্নাহ পালনের দা'ওয়াহ। সেই ফিতরাত, যে সত্যকে সত্য হিসেবে শ্রদ্ধা করে এবং মেনে নিতে মানব সমাজে সদা তাড়না দেয়। সত্য চেতনা বা মানব স্বভাব ও ফিতরাত যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন তার কার্যকারিতা বহমান থাক্‌বে।

এজন্য আল কুরআনে এসেছে

"فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর, যে দ্বীন হল আল্লাহর ফিতরাত যার উপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি কর্মে কোন পরিবর্তন নেই" (সূরা রূম: ৩০)। এ ফিতরাতী তাওহীদের দা'ওয়াত নিয়ে যুগে যুগে যত নবী এসেছেন, তাদের মাঝে সর্বশেষ ও মহান নেতা হলেন. হযরত মুহাম্মদ (স.)। যার উপর অবতীর্ণ হয় আলকুরআন আল্লাহর কালাম। এ পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল - কুরআনে সেই মহানবীকে দা'ঈ, মানব কল্যাণের শুভ সংবাদদাতা এবং মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাঁকে অভিহিত করা হয় সারা বিশ্ব জগতের রহমত স্বরূপ তথা মুক্তির বাণীবাহক হিসেবে। তাঁর এ মুক্তির ডাক বা আহবান কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাক্‌বে। তিনি শেষনবী। তার পর আর কোন নবী আসবেন না। তার উম্মত বা অনুসারীগণই ঐ দা'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিবেন। আর এতে তাঁদেরও কল্যাণ এবং মুক্তি নিহিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"

" তোমাদের এমন দল হবে যারা কল্যাণের দিকে (মানুষকে) আহবান করবে। সৎ কাজের আদেশ করবে, আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর এরাই মুলত সফলকাম।"(সূরা আল 'ইমরান : ১০৪)

তাই ইসলামের সামান্য বিষয় হলেও, তা অন্যের পৌছিয়ে দেয়া, জানানো সকলের উপর ফরজ। এ জন্য মহানবী(স.) বিদায়ী শেষ ভাষণে বলেছিলেন:

"بلغوا عني ولو آية"

www.amarboi.org

"একটি আয়াত হলেও, তা আমার পক্ষ থেকে (অন্যের নিকট) পৌছে দাও"।[১০]

সংক্ষেপে, এ দা'ওয়াতের লক্ষ্য হলো- জীবন, জগত ও আল্লাহ সম্পর্কে 'আকীদা- বিশ্বাস, জীবন চলার সহজ সরল পথ ও পদ্ধতির দিকে হেদায়েত দান করা। যাতে তারা সঠিক পথ অবলম্বন করে ইহ্ ও পরলোকিক জীবনে শান্তি - কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেন :

" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي صراط العزيز الحميد "

"এ গ্রন্থ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমেই অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আন্তে পারেন এবং (এ বের করে আনাটা) সেই পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ"(সূরা ইবরাহীম :১)।

অতএব এ দা'ওয়াতী কাজ আল্লাহরই অনুমোদন ক্রমে যা আলকুরআনেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ কাজ ও দা'ওয়াহ উভয়টাই সকলের জন্য উন্মুক্ত।এ কাজ করতে যেমন কোন ব্যক্তি , সংস্থা কিংবা মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন নেই, তেমনি তা সারা বিশ্ব বাসীর জন্য প্রযোজ্য। এতে 'আরব অনারব, প্রাচ্য বা প্রাশ্চাত্য কোন ভেদাভেদ নেই। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানব গোষ্ঠীর জন্য এ দা'ওয়াত প্রযোজ্য। আল কুরআনে এসেছে:

"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا"

" আপনাকে সমগ্র মানবের প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি"(সূরা সাবা:২৮)।

সুতরাং এ- দা'ওয়াতের লক্ষ্য মহৎ ও কল্যাণকর। বরং কাউকে এ দা'ওয়াত দান মানে তাকে অনুগ্রহ করা(charity) বিশেষ। এজন্যও দা'ওয়াত দানকারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। যা আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা দিয়েছে, বলা হয়েছে:

"كنـتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব কল্যাণের জন্যই। তোমরা মানুষের সৎকাজে নির্দেশ দিবে, আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে"(সূরা আল- 'ইমরান : ১১০)।

এ দা'ওয়াহ্ যৌক্তিক ও অত্যন্ত ব্যবহারিক এবং প্রগতিশীল। যেহেতু তা ফিতরাতী দা'ওয়াহ্, তাই এটা মানব স্বভাবকে মুল্যায়ন করে তার সুপ্ত প্রতিভা ও সহজাত যোগ্যতাকে ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে সামঞ্জস্যশীল চর্চার মাধ্যমে আত্মা,দেহ এবং সমাজের চাহিদার আলোকে অত্যন্ত ব্যবহারিক, মানবিক ও

---

[১০] তিরমিযী, আল - জামি'উস্ সহীহ , কিতাবুল 'ইল্ম, ৫ খ, পৃ ৪০.

www.amarboi.org

সর্বোত্তম পন্থায় এ দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।কোন জোর জবরদস্তি করে ছাপিয়ে দেয়া হয়না। যৌন সুড়সুড়ি কিংবা প্রতারণা বা প্রলোভন দেখিয়ে আকৃষ্ট করা হয় না। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন:

"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

" তুমি হিক্‌মত তথা প্রজ্ঞা ও কৌশলে এবং হৃদয়নিংড়ানো উত্তম কথনের মাধ্যমে তোমার প্রভুরই পথে দা'ওয়াত দিবে। আর তর্ক ও মোকাবেলা করবে সর্বোত্তম পন্থায়"(সূরা নাহল:১২৫)।(যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আস্‌ছে)।

অতএব কোন কোন আগ্রাসন বা ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে না, কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার, নিজের সুনাম যশ লাভের জন্য দা'ওয়াত নয়, বরং এটা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দা'ওয়াহ।

এ দা'ওয়াতের মূল কর্মসূচী হল- আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তা প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালানো। এ জন্য আল কুরআনে মহানবী (স.) এর দা'ওয়াতের কর্মসূচী ঘোষণায় বলা হয়-

" هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة "

"তিনি সেই সত্ত্বা,যিনি উম্মী(নিরক্ষর)দের মাঝে এমন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি (আল্লাহর) আয়াত (আল কুরআন) আবৃত্তি করবেন, তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ করবেন, (সেই) কিতাব এবং হিকমত (প্রজ্ঞা ও কৌশল এবং প্রয়োগ রীতি) শিক্ষা দিবেন (সূরা জুম'আ:২)।

দা'ওয়াতী বা মিশনারী মুসলিম জাতি তথা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আল কুরআনের স্বীকৃতি বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ ইতিহাস বলছে, 'আরবের বিচ্ছিন্ন নিরক্ষরতা প্রধান ও বেদুঈন একটি জাতি ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মসূচীর আওতায় এসে জগতের শিক্ষকের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই ইসলামী দা'ওয়াতের মূল টার্গেট হলো মানব স্বভাব,যুক্তি ও প্রযুক্তি এবং প্রজ্ঞাময় কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমাজে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা, যেখানে মানুষ তাদের জীবনের সর্ব স্তরে ইসলামকেই একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। অতএব, সে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের বাণীর প্রচারণা হবে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা হবে এটাই ইসলামী দা'ওয়াতী কাজের প্রাথমিক ও বৈষয়িক সফলতা।

এখানে আরো উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করেন- ইসলামী দা'ওয়াহ বলতে বুঝায় শুধু ওয়ায- নসীহত,কিংবা মসজিদ মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা বলা অথবা শুধু অমুসলিমদেরকে ইসলাম কবুল করার আহবান জানানো বা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করা। হাঁ,যদিও এসব কাজ ইসলামী দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত বা অংশ-বিশেষ, তাই বলে এ গুলো একক ভাবে ইসলামী দা'ওয়াতের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ বহন করে না। দা'ওয়াহ্‌ বল্‌তে ব্যাপক কর্মসূচী ও কর্ম প্রচেষ্টার সমষ্টি। যে

www.amarboi.org

কর্মসূচী বা প্রচেষ্টাসমূহ মানুষকে আল্লাহর দ্বীন মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করবে , ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্ব স্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। সে সকল কর্ম সূচী ব্যক্তির উদ্যোগেই হোক বা কোন দল তথা ব্যক্তি সমষ্টির উদ্যোগেই হোক। ইসলামী দা'ওয়াহ ওয়ায নসীহত, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, লেখালেখি, সমাজ কর্মসহ সকল বৈজ্ঞানিক প্রচার মাধ্যম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা দা'ওয়াতের সংজ্ঞা নির্ধারণে পূবেই আলোচিত হয়েছে ।

আর এ দা'ওয়াত শুধু অমুসলিমদের বেলায় নয় বরং তা মুসলিম সমাজেও কার্যকর। তখন এর অর্থ হবে তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের সমাজে ইসলাম পরিপন্থী সকল কুসংস্কার দূর করা। যাতে মুসলমানগণ কুরআন সুন্নাহর আলোকে খালেস ইসলাম চর্চা করতে পারে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"يا أيها الذين آمنوا آمنوا"

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন"(সূরা নিসা : ১৩৬)।

সুতরাং এ আয়াতে মু'মিনগণকে আবার ঈমানের দা'ওয়াত দেয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল, ইসলামের অন্যান্য বিষয় চর্চার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে আরো পাকাপোক্ত করা। অতএব মুসলমানদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেও দা'ওয়াতী কার্যক্রম চল্‌বে।

অতএব, উক্ত ইসলামী দা'ওয়াতের মূল কথা হলো- সমগ্র মানব জাতি (মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক) তাদেরকে সর্ব প্রকার শয়তানী ও তাগুতী শক্তি ও আনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে এককভাবে প্রভূ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং মা'বুদ হিসেবে মেনে নেয়ার দা'ওয়াত, তথা মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.) প্রদর্শিত বিধান মেনে নেয়ার আহবান জানানো। মোট কথা ইসলামকে এভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেয়ার দা'ওয়াতই ইসলামী দা'ওয়াহ্।

ইসলামী দা'ওয়াহ চিরন্তন ও প্রাচীন হলেও এখন কোন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টানদের দা'ওয়াতকে ইসলামী দা'ওয়াহ্ বলা যাবেনা। কারণ মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের পর তাঁর রেসালাতের অধীনে দা'ওয়াহ কার্যক্রমই ইসলামী দা'ওয়াহ। পূর্ববর্তী সকল দা'ওয়াহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর দা'ওয়াহ কেয়ামত পর্যন্ত চূড়ান্ত রব্বানী দা'ওয়াহ, এ দ্বারা পূর্ববর্তী সকল দা'ওয়াহ রহিত ও অকার্যকর। সাথে সাথে এ গুলো বিকৃত ও বিভ্রান্ত। দা'ওয়াতের পথও পদ্ধতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নীতিই মুসলমান দা'ঈগণের অনুকরণীয় আদর্শ বা উস্‌ওয়ায়ে হাসানা। আল কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণের জীবনাদর্শ যতটুকু গ্রহণ করার জন্য মহানবী (স.) কে আদেশ দেয়া হয়েছে, শুধু ততটুকুই অনুকরণীয়।

মহানবী হয্‌রত মুহাম্মদ (স.) ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লগ্ন থেকেই তাঁর সে বিশ্ব জনীন দা'ওয়াহকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে

www.amarboi.org

গিয়েছেন এবং তা সারা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। যুগে যুগে অসংখ্য সাহাবী, তাবে'ঈ,ও তাবে'তাবে'ঈন সহ বিভিন্ন ওয়া'য়েয, 'আলেম, পীর-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ তথা দা'ঈগণ ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ করে আসছেন।

ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার পদ্ধতি ও মাধ্যমের উপর জোর দেয়া হয়। সে গুলোর মাঝে কোনটার সম্পর্ক বক্তব্য- বক্তৃতা, সাংবাদিকতা ও গণ যোগাযোগের সাথে, কোনটার সম্পর্ক সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সমাজ কর্ম পদ্ধতির সাথে, কোনটা মনোবিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে। যে গুলো যুগ -চাহিদা ও যুগ -প্রেক্ষাপট এবং অবস্থাকে সামনে রেখে নির্নীত হয়। বর্তমানে এটা একটা পঠিত বিজ্ঞান তথা ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান শাখা রূপে অভিহিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতের শ্রেণী বিন্যাস

প্রথমত: যাদেরকে দা'ওয়াত করা হবে, তাদের দিক দিয়ে সে দা'ওয়াত দু'প্রকার :

ক. আদ্-দা'ওয়াতুল খুসুসিয়া (الدعوة الخصوصية) :

খাস দা'ওয়াত বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দা'ওয়াত। পরস্পরে কথোপকথন, আলোচনা, ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত। এতে গোটা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। অনেক সময় এটা কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন হঠাৎ সাক্ষাতে কথাবার্তার সময়, কিংবা বৈঠক বা ভ্রমণ করতে গিয়ে কিংবা বন্ধুদের সংগে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ আসে।

আর এ দা'ওয়াত কোন ব্যাক্তির উদ্যোগেও হতে পারে ,আবার ব্যক্তি সমষ্টি তথা জামাতের মাধ্যমেও হতে পারে, যদি সে দা'ওয়াত শুধু একজনকে টার্গেট করে পরিচালিত হয়।

খ. আদ্ দা'ওয়াতুল 'আম্মা (الدعوة العامة)

: অর্থাৎ সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত দা'ওয়াত। ওয়াজ নসীহত, বক্তৃতা, লেখালেখি রেডিও , টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া।

এতদুভয় প্রকারের মাঝে আম দা'ওয়াতের মাধ্যমে দা'ওয়াতী বিষয়ের প্রসার বেশী হলেও ব্যক্তি বিশেষকে দা'ওয়াত প্রদানই বেশী ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ ধরনের দা'ওয়াতী কাজ করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের আলোকে দা'ওয়াতের উদ্যোগগত দিক দিয়েও এটা দু'প্রকার:

ক. ব্যক্তিগত দা'ওয়াত (الدعوة الفردية)।

খ. সমষ্টিগত দা'ওয়াত (الدعوة الاجتماعية)।

ক.ব্যক্তিগত দা'ওয়াত:

www.amarboi.org

এ দা'ওয়াত কোন ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। তার নিজস্ব চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্ম তৎপরতায় এটা সম্পাদিত হয়।এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও সহজলভ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কোন ব্যক্তি বিশেষের সকল কর্ম তৎপরতা এর আওতাভুক্ত।সেটা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দিষ্ট করেই হোক বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দিষ্ট করেই হোক না কেন। দা'ওয়াতী চেতনার এ ব্যাপকতা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব ও জবাবদিহির ব্যাপকতারও অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (স.) বলেছেন- প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১১] সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামর্থ্য ও সুযোগ অনুসারে সকলই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও। আর এ ধরনের দা'ওয়াতেই যুগে যুগে অসংখ্য নবী (আ.), বিভিন্ন ইসলাম প্রচারকগণ, পীর-মাশায়েখ ও আওলিয়া কেরামের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার হয়েছে বেশী।

খ. সমষ্টিগত দা'ওয়াত

এর অর্থ হল কোন সংস্থা, সমিতি বা সংগঠন কর্তৃক আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দেয়া। যাকে **জামা'আতী দা'ওয়াতও বলা হয়**। যে সংস্থা বা সংগঠন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য, পরিকল্পনা বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে।সে সকল কর্মসূচী সাধারণ জনগোষ্ঠীকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে, যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থাও হতে পারে, যেমন রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী ইত্যাদি। অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন শ্রেণী বিশেষকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে। যেমন শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মানব সমাজে এ ধরনের দা'ওয়াতী কর্ম তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর তা বিভিন্ন কারণে:

১. বাতিল তথা ইসলাম বিরোধী শক্তির দৌরাত্ম্য ও ফেৎনা ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে তাদের মাঝে পরস্পরে সহযোগী হওয়ার মনোবৃত্তি আরো জোরদার হয়েছে। সেখানে দা'ঈর ব্যক্তিগত উদ্যোগ খুব কমই প্রভাবশালী হতে পারে কিংবা টিকে থাকতে পারে।
২. দা'ওয়াতকৃত জনতার মাঝে বিভিন্ন এবং রকমারি বিরোধী কাজের উপস্থিতি। যা শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোকাবিলা সম্ভব নয়।
৩. ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিকল্পনা বৃহৎ এবং তাদের অপকর্ম সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত।
৪. দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা গবেষণা এবং দা'ঈদেরকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্মিলিত উদ্যোগ তথা সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে।
৫. সমষ্টিগত দা'ওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

---

১১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, ২খ, পৃ. ৩৩।

www.amarboi.org

৬. বিভিন্ন রকম ফেৎনা, আগ্রাসন এবং দুঃখ-কষ্টে তথা নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার জন্য সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৭. এতে বিরোধী শক্তির মাঝে যেমন ভীতি বিরাজ করবে, তেমনি এ ধরনের দা'ওয়াতে দা'ঈদের নিরাপত্তা আরো নিশ্চিত হয়।

৮. শৃংখলা বোধ সৃষ্টি হবে এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলো দ্রুত কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

৯. ঐক্য সৃষ্টি হবে ও দৃঢ় হবে। কারণ তখন দা'ওয়াতী কাজ একই ধারায় পরিচালিত হবে।লক্ষ্য গত বা পদ্ধতিগত বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে না।

সমষ্টিগত ও সংগঠিত দা'ওয়াত সম্পর্কে ইসলামী বিধান

কোন সংস্থায় একত্রিত হয়ে বা সংগঠিত হয়ে দা'ওয়াতের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা:

আল কুরআনের দলীল:

দলবদ্ধ হয়ে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে।

১. আল্লাহ পাক বলেন:

"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".

" তোমাদের মাঝে এমন এক দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের আদেশ দিবে এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করবে "(সূরা আল ইমরান: ১০৪)। এখানে উম্মাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।যার অর্থ সমষ্টি তথা দল।

২. আল্লাহর বাণী:

"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".

" তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহয় বিশ্বাস করবে "(সূরা আল ইমরান: ১১০)।

এখানেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর বাণী:

" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

"তাদের (মু'মিনদের) প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে ওরা সতর্ক হয়"(সূরা তাওবা: ১২২)।

৪. কুরআন কারীমের অন্যত্র এসেছে:

www.amarboi.org

"قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون".

" আল্লাহ বললেন- (হে মূসা) আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে এদের উপর প্রবল হবে"(সূরা কাসাস : ৩৫)।

এখানে ভাইয়ের দ্বারা বাহু শক্তিশালী করা এবং অনুসারীসহ সকলে বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলা হয়েছে।

৫.আল্লাহর বাণী: "وتعاونوا على البر والتقوي"

" তোমরা নেক কাজ এবং তাকওয়ার বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা কর"(সূরা মায়িদা: ২)। এখানে পরস্পরে সহযোগী হওয়া তথা সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫. আল্লাহ পাক আরো বলেন: ." واعتصموا بحبل الله"

" তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলামকে) আঁকড়িয়ে ধর"(সূরা আল ইমরান : ১০৩)।

৬. সূরা ইয়াসীনে আসহাবুল কারিয়া তথা এক জনপল্লীর দা'ওয়াতের প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখা যায়, আল্লাহ পাক প্রথমে দুজন দা'ঈ পাঠান, অতঃপর তাদের সাহায্যে তৃতীয় আরেকজন কে পাঠান।এভাবে সেখানে সংঘবদ্ধ দা'ওয়াতের উদ্ভব হয়।[১২]

রাসূল (স.)এর বাণী

মহানবী (সা.) সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য সরাসরি আদেশ করেছেন।

১. জামাতবদ্ধ হওয়া তোমাদের উপর ওয়াজিব, এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকা দরকার।[১৩]
২. যে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।[১৪]

অতএব জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অবস্থার শামিল করা হয়েছে।

৩. জামাতবদ্ধ লোকদের সাথে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য বিরাজ করে।[১৫]

---

[১২] সূরা ইয়াসীন : ১৩-১৭ ।

[১৩] সুনান তিরমিযী , কিতাবুল ফিতান, বাব ফী লুযুমিল জামাআতি, ৪খ, পৃ.৪৬৬।

[১৪] সহীহ মুসলিম (নওবীর শরাহ সহ) , কিতাবুল ইমারা, বাবু ওজুবি মুলাযিমাতি জামাআতিল মুসলিমীন, ১২খ ,পৃ. ২৩৮।

[১৫] সুনান তিরমিযী , প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

৪. যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আকড়ে ধরে।[১৬]

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন- জামাত বদ্ধতা ব্যতীত ইসলাম নেই।[১৭]

সুতরাং জামাতবদ্ধতা বা সংগঠিত হওয়া ব্যতীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর (রা.) এর ভাষায় সত্যিই তাই। ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে, ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে, ইসলামী দা'ওয়াতকে বিশ্বময় তুলে ধরতে হলে সম্মিলিত উদ্যোগের অতীব প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে কুরআনিক সংবিধান

আল- কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস। ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল- কুরআন মানব জাতির জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধানতুল্য[১৮] ক'টি আয়াত [১৯]হল:

---

১৬. সুনান তিরমিযী, প্রাগুক্ত।

১৭ সুনান দারেমী, ১খ, পৃ. ৭৯, (হযরত তামীম আদ দারী হতে বর্ণিত)।

১৮ সাইয়্যেদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, (বৈরূতঃ দারুশ্ শুরুক ১৯৮২ইং.)৪খ. পৃ.২২০২।

১৯. কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন উঠাতে পারেন যে, উল্লেখিত আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়নি । প্রথম আয়াতটি মক্কায় এবং অপর ক'টি মাদীনায় নাযিল হয় । কিন্ত এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে , সে আয়াতগুলো মাদানী হওয়ার পক্ষে যেমনি রেওয়াত আছে , সে গুলো মাক্কী হওয়ার ব্যাপারেও তেমনি রেওয়ায়েত রয়েছে । তাই বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনায় প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও মুফাস্সির নাহ্হাস একটু দৃঢ় ভাবেই বলেন যে, প্রথম আয়াতগুলোর মত বাকী আয়াতসমূহও মাক্কী । (দ্র. কুরতুবী , *আল জামি'উ লি আহকামিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী , তা. বি. ৯খ, পৃ.২০১ , আলূসী, *রুহুল মা'আনী* , বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী ,১৪০৫ হি, ১৯৮৫ খ্রী , ১৩খ, পৃ. ৩৫৭)। আল্লামাহ আলূসী এ মতের প্রতি ঝুকে গিয়েছেন । (আলূসী , প্রাগুক্ত) । আল্লামাহ ছানা উল্লাহ উছমানী ঐ আয়াত সমুহের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যত বর্ণনা এসেছে সে সবের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে ইবনুল হিসারের বরাতে বলেন, প্রথম আয়াতটি মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত । আর বাকী আয়াতগুলো প্রথমে একবার মক্কায় নাযিল হয়, অতঃপর মাদীনায় উহুদের যুদ্ধের সময় এগুলো আবার নাযিল হয় । এরপর মক্কা বিজয়ের পর পূনর্বার নাযিল হয় । (ছানা উল্লাহ উছমানী, *আত্ তাফসীরুল মাযহারী* , দিল্লী : নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, তা. বি. ৫খ. , পৃ. ৩৯৩) । অতএব বুঝা যাচেছ , সব ক'টি আয়াতই মাক্কী । তা'ছাড়া, আয়াতের তারতীব বা বিন্যাস আল্লাহ সুবহানাহুর দিক নির্দেশেই । বর্তমানে বিন্যস্ত অবস্থায় যা যেভাবে আছে, অবশ্যই তার একটা গুরুত্ব আছে, বিবেচনা করার আছে। এছাড়া, মধ্যবর্তী আয়াতে যেমনি ভাবে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তেমনি ভাবে সবর

www.amarboi.org

"أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ."

" আপনি দা'ওয়াত দেন হিক্‌মত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্ক করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্যই, অন্য কারো জন্য নয়। আর তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে "(সূরা আন্ নাহল :১২৫-১২৮)।

এ আয়াত সমূহের আলোকে কয়েকটি মন্তব্য করা যায় :

প্রথমত: কথা হল, উক্ত আয়াত সমূহ যদিও মহানবী (স.) কে উদ্দেশ্য করে বলা, তবু তাঁর উম্মত ও অনুসারী হিসেবে এ আদেশ সকল যুগের দা'ঈর জন্যই কার্যকর। নবী করীম (স.) এ পদ্ধতিই তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।এ মর্মে অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে:

قل هذه سبيلي ادع إلي الله علي بصيرة أنا و من اتبعني

"বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তাই" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)।

দ্বিতীয় কথা হল, পূর্বেই বলা হয় যে, পদ্ধতিগত কোন দা'ওয়াতের পরিকল্পনা নিতে হলে অবশ্যই চারটি উপাদান থাকতে হবে। সে গুলো হল : দা'ঈ, মাদ'উ, দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, উপস্থাপন কৌশল ও মাধ্যম।উপরোক্ত আয়াত গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঐ সব ক'টি উপাদানই ওখানে বিদ্যমান। কেননা সেখানে আপনি দা'ওয়াত দেন বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি

করতে আদেশ করাও হয় । অতএব মক্কায় দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও কৌশলের সাথেও উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই ।

www.amarboi.org

দা'ঈ। আর মাদ'উ উহ্য রাখা হয়েছে এজন্য যে, যাতে এ দা'ওয়াতের আওতায় গোটা মানব জাতি অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনিভাবে প্রভুর পথ বলতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই হল দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু। আর হিকমত, মাউ'য়িযা হাসানা, মুজাদালা, মু'আকাবা, সবর ইত্যাদি হলো দা'ওয়াতের উপস্থাপনা কৌশল, যা তার মাধ্যমও নিরূপণ করে।

তৃতীয়তঃ যে কোন দা'ওয়াতী পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আর তা হলোঃ

১. কিভাবে তা সূচনা করা হবে
২. কি ধরনে উপস্থাপন করা হবে, তা প্রাথমিক পেশ পর্বেই হোক,আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্বেই হোক
৩. উপস্থাপনের পর এর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও অগ্রগতি সংরক্ষণ তথা ধরে রাখা চেষ্টা করা।
৪. দা'ওয়াতে টিকে থাকা ও একে সচল রাখা। আর তা জিহাদ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে। যেন দা'ওয়াতী প্রবাহকে প্রতিষ্ঠিত করা ও এ পথে বাধা অপসারণ করা যায়।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আশ্চর্যজনক ভাবে এ সব দিকগুলো সম্পর্কে চমৎকার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা প্রথমেই বলা হয়েছে , দা'ওয়াত দেন আল্লাহর রাস্তার দিকে।এখানে দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারাই দা'ওয়াতের সূচনা করতে হবে। ব্যক্তি বা দলের সুনামের দিকে দা'ওয়াত দিলে তা ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হবে না, কিংবা হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু করে দিলেই সে দা'ওয়াতের কাঙ্খিত সূচনা হবে না। সর্বাগ্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হবে এবং এর মাঝে ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে হবে। এটাই সূচনা পর্ব।

অতঃপর তা উপস্থাপন করতে হবে জোর জবরদস্তি বা প্রতারণামূলক পন্থায় নয়, বরং সুকৌশলে, যেন দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে,পরিবর্তন আনে, যাতে সে বহির্জগতে তথা তার বাহ্য আচরণে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আনতে থাকে। আর এ কাজটি করতে হবে হিকমত ও মাউ'য়িযার মাধ্যমে, ঐ আয়াতে উল্লেখ করা হয়। এভাবে চলতে হবে এবং প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সে অমনোযোগিতা দেখালে মাউয়িযার পরিমাণ বাড়াতে হবে। আর এ পর্যায়ে নিরাশ হলে চলবে না , কেননা ফলাফলের মালিক আল্লাহ পাক। দা'ঈর কর্তব্য দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া। যার দিক নির্দেশনা ঐ আয়াতেই আছে যে, কে গোমরা আর কে হেদায়েত হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত আছেন। আর এটা হল দা'ঈর দিক।অপরদিকে ঐভাবে সে মাদ'উ ব্যক্তিটি যদি দা'ওয়াত কবুল করে নেয়, তা হলে তাকে কাছে টেনে নিতে হবে। সেই হিকমত ও মাউয়িযাধীন নীতি মালা অনুসারেই শিক্ষা দীক্ষা দিতে হবে। তার সাধারণ ভুল ত্রুটি, বিচ্যুতি মার্জনীয়। হিম্মত ও সাহসিক উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

www.amarboi.org

দাঈ তার ভাই, ঐ ব্যক্তিও সে দা'ঈর ভাই। শিক্ষা দীক্ষা, সাহায্য সহযোগিতা সহমর্মিতা, ইজ্জত সম্মান রক্ষায় দা'ঈর যেমন অধিকার, ঐ ব্যক্তিরও তেমনি অধিকার।এ ভাবে ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াতী কাফেলায় সে একাকার হয়ে যাবে।
আর যে দা'ওয়াত কবুল করল না, কিংবা অমনোযোগী হওয়ার কারণে চুপ করেও র'ল না, বরং দা'ঈর মোকাবেলায় এগিয়ে আসল, তার অবস্থাও দু'ধরনের হতে পারে :
এক: সে মোকাবেলা করল কথা দ্বারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে। তখন উক্ত আয়াতের নির্দেশ হলো তাকে মোকাবিলা করতে হবে সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্কের মাধ্যমেই। ফলাফলে যদি দেখা যায়, সে দা'ওয়াত করে নিল, তখন তাকে পূর্বতন ব্যক্তির মত শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হবে। অন্যথায় যুক্তি তর্ক চলবে।
দুই: সে মোকাবেলা করল শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে।যেমন মৌখিক হুমকি ধামকি, গালি গালাজ, মারধর, বা দা'ঈকে হত্যার চেষ্টা, ইত্যাদির মাধ্যমে। তখন ঐ আয়াতে দা'ঈর জন্য নির্দেশ হলো (যদি সামর্থ্য থাকে, তবে) ন্যায়নীতি নৈতিকতা বজায় রেখে এর মোকাবেলা করতে হবে।

এরপর ঐ আয়াতের শেষাংশে আরো নির্দেশ হলো, দা'ঈকে বিচলিত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলে চলবে না, তাকে সবর করতে হবে, তার শত্রুদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে, তাঁকে সমুপস্থিত মনে করতে হবে তথা তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করতে হবে। আর তখন দা'ঈ আল্লাহকে তার সাথে পাবে , তিনি তাকে সাহায্য করবেন, যেন সে তার কাজে টিকে থাকতে পারে , সচল থাকতে পারে।
উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামী দা'ওয়াতের পথ পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে অনুসরণীয় কৌশলগত কটি পদক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে যায়:
প্রথমত: দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ
দ্বিতীয়ত: হিকমত অবলম্বন
চতুর্থত: হিকমতের পাশাপাশি মাউ'য়িযা হাসানা ব্যবহার
পঞ্চমত: মুজাদালা বিল আহসান অবলম্বন
ষষ্টত উত্তম নীতি নৈতিকতায় যুল্ম নির্যাতন প্রতিরোধ করা
সপ্তমত: দা'ওয়াতী কাজে দৃঢ় ও সচল থাকার ব্যবস্থা নেয়া।
এসব দিক ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্বে কৌশলগত পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ [২০]।

২০ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী , *মান্হাজুদ্ দা'ওয়াহ ওয়াদ্ দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম* , (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস , ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় , কুষ্টিয়া , ১৯৯৮) পৃ. ৪৮৫ ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির পরিকল্পনাগত উপাদান

পূর্বেই বলা হয়, এ বিশ্বে যে কোন ধরনের দা'ওয়াতই হোক না কেন, এটা চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়:

১ .দা'ঈ তথা দা'ওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে, দা'ওয়াতী কাজ সম্পাদন করা হবে।

২. বিষয়বস্তু বা যে দিকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

৩. মাদ'উ তথা আহুত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ , যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

৪.দা'ওয়াতের উপস্থাপন কৌশল ও মাধ্যম। অর্থাৎ যে ধরনে ও যার সাহায্যে দা'ওয়াত উপস্থাপন করা হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় এ চারটি দিক মূল্যায়ন করতে হবে।যার মাধ্যমে দা'ওয়াতী পথ রচিত হবে , দা'ওয়াতী মিশন বাস্তবায়ন করা হবে।বর্তমানে ঐ চারটি দিক নিয়েই নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা:

প্রথম পরিচ্ছেদ : দা'ওয়াত দানকারী বা দা'ঈর পরিচয় ও গুণাবলী

ইসলামী দা'ঈর পরিচয়

যিনি দা'ওয়াত দেন আরবী ভাষায় তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা দাঈ (আহবায়ক) মুবাল্লিগ (প্রচারক,) মুরশিদ (পথ প্রদর্শক), ওয়া'য়েয (ওয়ায-নসীহত কারী), হাদী (হেদায়েত দানকারী),ইত্যাদি। কুরআন হাদীছের জ্ঞান চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ সাধরনত দা'ওয়াতী কর্ম তৎপরতায় সরাসরি জড়িত। এ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন অভিধায় তাদেরকে সম্বোধন করা হয়। যথা মাওলানা, আলেম, শেখ, মুরশিদ, পীর, সূফী (বা কোন কোন ক্ষেত্রে শাহসূফী)। সাধরাণত আরব বিশ্বে শেখ ও আলিম শব্দের ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দা'ওয়াতী অঙ্গনে কর্মরতদের মুবাল্লিগ বা দা'ঈ হিসেবেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। বিশেষত রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী কর্তৃক সারা বিশ্বে প্রেরিত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে মুবাল্লিগ বা দা'ঈ কথাটি বেশী বলা হয়। তাবলীগ জামাতে কর্মরতদেরকেও তাবলীগী ভাই এবং নেতৃস্থানীয়দের মূরুব্বী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সূফী, মুরশিদ, পীর, ইত্যাদি শব্দগুলো প্রচলিত।যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে আলেমদের ক্ষেত্রে মাওলানা শব্দটির প্রচলন বেশী।

মোটকথা যারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন-জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সর্বতো আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই দা'ঈ। ত্যাগ-তিতীক্ষা কম হোক ,আর বেশী হোক, তারা সকলেই ইসলামী দা'ঈ। তারা ব্যক্তি হতে পারেন, কিংবা ব্যক্তি

www.amarboi.org

সমষ্টিও হতে পারেন। আবার হতে পারেন ইসলামী চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী, আইন বিশেষজ্ঞ ফকীহ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী , কলকারখানার শ্রমিক, যদি তারা ইসলামী দা'ওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামের দা'ঈকে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহর নুবয়ত লাভকারী আম্বিয়া ও রাসূলগণও দা'ঈ , কিন্তু তাদেরকে নামকরণ করা হয় নবী ও রাসূল হিসেবে।

হযরত মূসা (আ) এর উম্মত হওয়ার দাবীদার বর্তমান ইয়াহূদী আলেমদের বলা হয় 'আহবার'। ঈসা (আ.) এর সাথীদের হাওয়ারী বলা হত। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় তারা প্রেরিত হয়েছিল বলে তাদেরকে বলা হয় রাসূল (প্রেরিত পুরুষ) হিসেবে। যদিও তারা নবুয়ত লাভ করেননি। খৃস্টান আলেমকে আরবীতে রাহেব, ইংরেজীতে ফাদার (Father) এবং বাংলায় পাদ্রী। পুর্তুগীজ ভাষা padre থেকে বাংলায় ব্যবহৃত বলে প্রসিদ্ধ। এমনি ভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে দেখেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বলা হয় সাহাবী (সহচর)। তৎপরবর্তীতে তাদের অনুসারীদের বলা হয় তাবেঈ (অনুসারী)।আর তাদের যারা অনুসরণ করে তারা তাবে তাবে'ঈ।

অতঃপর 'আলিম, ফকীহ, ইমাম, সূফী, মুরশিদ, ওয়ায়েয ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার শুরু হয়। অতঃপর দা'ওয়াতী তৎপরতায় শিথিলতা চলে আসে। তখন ফকীহ ও আলিমগণ জ্ঞান চর্চায় বিশেষিত হন।আর সূফী ও ওয়ায়েয এবং মুরশিদগণ সারা বিশ্বে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দা'ঈ ও মুবাল্লিগ শব্দদ্বয় নতুন করে বর্তমান সময়ে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আসলে এ শব্দ দ্বয় আল কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষা। কেননা এ অনুযায়ী আল্লাহ পাক স্বীয় নবী মুহাম্মদ (স.)কে দা'ঈ হিসেবে সম্বোধন করেছেন

"إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله".

"হে নবী আপনাকে আল্লাহর অনুমোদনেই দা'ঈ এবং উজ্জল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি"(সূরা আহযাঃ ৪৬)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক তার রাস্তায় কর্মরতদেরকে দা'ঈ হিসেবে নাম দিয়েছেনঃ " أجيبوا داعي الله"তোমরা আল্লাহর দা'ঈদের আহবানে সাড়া দাও"(সূরা আহক্বাফ : ৩১)।

এমনি ভাবে কুরআন কারীমের ২৬ জায়গায় আল্লাহর দ্বীন প্রচার অর্থে তাবলীগ মূল ধাতুগত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নবীগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ ."الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه" যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত" (সূরা আহযাব : ৩৯।)।এখানে তাবলীগ ও মুবাল্লিগ সম ধাতুগত।তাই ইসলাম প্রচারকগণকে কুরআনের ভাষ্যানুসারে দা'ঈ বা মুবাল্লিগ বলাই শ্রেয়।

www.amarboi.org

দা'ওয়াতের দা'ঈর অবস্থান ও দা'ঈ তৈরী করার অপরিহার্যতা

যে কোন দা'ওয়াতী কাজ দা'ঈ ছাড়া সম্ভব নয়। দা'ঈ দা'ওয়াতী কার্যক্রমে দা'ঈ অপরিহার্য অঙ্গ। দা'ওয়াতের সফলতায় একজন দা'ঈ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত বিষয়ও দা'ঈ বা প্রচারক ভাল হওয়ার কারণে, অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে সাময়িকভাবে হলেও সেটা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী নেই, যার নাম দা'ঈ শ্রেণী। বরং সকল মুসলমানই ইসলামের দৃষ্টিতে দা'ঈ। তবে দিন দিন মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। অথচ মানুষের সামর্থ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোন শক্তি ইচ্ছা করলেই পৃথিবীর সকল জ্ঞান বিজ্ঞান একাই আয়ত্বে করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ যাকে তৌফিক দেন, তার কথা ভিন্ন। দিন দিন জ্ঞানের শাখা প্রশাখা সম্প্রসারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে এবং তাদেরকে সেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করাও হচ্ছে। আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন- "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" " তোমরা তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর" (সূরা আনফাল : ৬০)। সুতরাং মুসলমানদের ইসলাম প্রচারে শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দা'ঈ চাই।

দা'ঈর দা'ওয়াতে আত্মনিয়োগের পূর্বশর্ত:

দা'ওয়াতী কাজ একটি মহান বিষয়।সকল আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের উম্মতগণ এ দায়িত্ব বহন করেছেন। আর দা'ওয়াতী কাজের সফলতা তখনই, যখন দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি, দল, সমাজ সে দা'ওয়াত গ্রহণ করবে। আর সাধারণত যে কেউ দা'ওয়াত দিলেই অন্যের নিকট তা আবেদন সৃষ্টি করবে না। বরং দা'ওয়াত দানের পূর্বে কিছু বিষয় লক্ষ্যণীয়, যে গুলিকে দা'ওয়াতের পূর্বশর্ত হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। আম্বিয়া কেরামও সে দিক গুলো লক্ষ্য রেখে তাদের দা'ওয়াতী কাজ করে গেছেন। নিম্নে সে শর্তগুলো উল্লেখ করা হল,

১. দা'ওয়াত দানকারী যে বিষয়গুলোর দিকে অন্যকে দা'ওয়াত দিতে চাইবে সর্বপ্রথমে নিজেই সে গুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মেনে নিতে হবে। নবী রসূলগণ যে বিষয়ে দা'ওয়াত দিতে চাইতেন, প্রথমে তারা নিজেরাই সে গুলোর উপর ঈমান আনতেন। তাই কুরআনে কারীমে মহানবী (স.) কে বলতে বলা হয়েছে:

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

"এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং তা আমিই প্রথম মান্যকারী তথা মুসলিম "(সূরা আন'আম:১৬৩)।

www.amarboi.org

২. যার উপর দা'ঈ অন্তরে ঈমান এনেছে, তা প্রকাশ করতে হবে, ঘোষণা দিতে হবে। শুধু অন্তরে রাখলেই চলবে না। অন্যথায় তাকে বলা হবে বোবা শয়তান। কিয়ামতের দিন তিনি সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا

"সে সময়টুকু স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা আহলি কিতাবের নিকট হতে ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন, তোমরা এ কিতাবের শিক্ষা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে থাকবে এবং তা গোপন রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা এ কিতাবকে পেছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করেছে"(সূরা আল 'ইমরান:১৮৭)।

৩. দা'ওয়াত দানকারীগণকে কথা ও কর্মে বৈষম্যনীতি দূর করতে হবে। শুধু মুখে বললেই চলবে না, বাস্তব কর্মের মাধ্যমেও তা দেখাতে হবে। তাই কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.

"হে ঈমানদারগণ তোমরা যা করছ না তা বলছ কেন?"(সূরা সফ:২)।

৪. দা'ওয়াত দানকারীর দা'ওয়াত যে কোন প্রকারের জাতিগত ও গোত্রগত গোড়ামী হতে মুক্ত রাখতে হবে।

৫. দা'ওয়াতের আরেকটি শর্ত হল আল্লাহর পক্ষ হতে যে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দ্বীন এসেছে, তা পূর্ণ ভাবে পেশ করতে হবে। কোন রূপ তিরস্কার অথবা বিরোধিতার ভয়ে এর মধ্য থেকে কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না। তাই কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

"হে রসূল! তোমার প্রভূর পক্ষ হতে তোমার উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌছে দাও।তুমি যদি তা না কর, তাহলে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালন করলে না। লোকদের অনিষ্ট হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন" (সূরা মায়িদা:৬৭)।

www.amarboi.org

৬. দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে দা'ঈর জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে ; জীবন দিয়ে দিবে। ইহা আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ স্তর এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হলে সে শহীদ। [২১]

৭. দা'ওয়াতী কাজের আরেকটি পূর্বশর্ত হল দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।[২২]

৮. দা'ওয়াত দানকারী তার দায়িত্ব পালন করবার সময় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের মূল দায়িত্ব হল, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন ও রেসালত পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌছানো। কেননা কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বানানো বা হিদায়াত করবার ক্ষমতা তার নেই। বরং ইহা আল্লাহর হাতে। তাই আল্লাহ পাক বলেন:

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

"যাকে ইচ্ছা তাকেই হিদায়েত করবার ক্ষমতা আপনার নেই। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়েত করেন" (সূরা কাসাস:৫৬)।

উল্লেখ্য, ইমাম গাযযালী স্বীয় গ্রন্থ 'ইয়াহ ইয়া উল উলুমে' 'আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান্নাহী আনিল মুনকার' বিষয় আলোচনায় আরো ক'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলো দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন:

১. তাক্লীফ অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, বালেগ, সচেতন, সুস্থ অঙ্গ-পতঙ্গ অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাই শিশু, পাগল, বেহুশের এ ক্ষেত্রে ঐ দায়িত্ব দেয়া বা নেয়া উচিৎ নয়।

২. দা'ওয়াত দান কারীকে মুসলমান হতে হবে। সে নিজেই মুসলিম না হলে ইসলামের দিকে কিভাবে দা'ওয়াত দেয়ার যোগ্যতা রাখবে।

৩. সামর্থ্য থাকতে হবে।[২৩]

দা'ওয়াত দানকারীর গুণাবলী

. এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, দা'ওয়াতের পূর্ব শর্তে যে সব দিক আলোচিত হল, এবং যা দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে সামনে আলোচিত হবে , সে সব দিক লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াতী কাজ করাই দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একজন দা'ঈর শ্রেষ্ঠ গুণ। তাছাড়া, একজন ব্যক্তি হিসেবে দা'ওয়াতী কাজের জন্য আরো কিছু গুণাবলী থাকা দরকার, যা নিম্নলিখিত ধারায় ভাগ করা যায়:

ক. মানবীয় প্রকৃতি ও স্বভাবজাত গুণাবলী

---

[২১] দ্র. আমীন আহসান ইসলাহী , *দা'ওয়াতে দীন ও তার কর্ম পন্থা*, বঙ্গানু. মুহাম্মদ মুসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী , ১৯৯২) পৃ. ৩৪-৩৫।

[২২] দ্র. মুফতী মুহাম্মদ শফী , *তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন* , অনু .মহিউদ্দিন খান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশান,) ২খ, পৃ.১৪৬।

[২৩] দ্র. ইমাম গাযযালী , *ইয়াহ ইয়াউ উলুমিদ দীন*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা , তা.বি.) , ৩খ, পৃ.২৭৫-২৮২।

www.amarboi.org

খ. অর্জিত গুণাবলী
গ. জ্ঞানগত গুণাবলী
ঘ. সাংগঠনিক গুণাবলী

ক. মানবীয় প্রকৃতি ও স্বভাবজাত গুণাবলী

১. মেধাবী হওয়া :

যারা দা'ওয়াতী কাজ করবেন তাদের মেধাবী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্মৃতি শক্তি দুর্বল হলে অনেক সময় বিষয় বস্তু বা তার পক্ষে দলীল প্রমাণ যথাযথ ভাবে উপস্থাপনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।অথবা সাধারণ বিষয় বার বার ভুলে গেলে বা অসম্পূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করলে শ্রোতার মনে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। কিংবা দা'ঈর ব্যক্তিত্বও হালকা হতে পারে। দা'ঈকে সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। বুদ্ধিমত্তা ছাড়া সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। তাই বুদ্ধিমত্তাকে আল-কুরআনে আল্লাহর নিয়ামত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

"ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

"আর যাকে বুদ্ধিমত্তা দেয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণকর জিনিষ দেয়া হয়েছে" (সূরা বাকারা : ২৬৯) । তাছাড়া, দা'ঈ প্রতিভাবান হলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সহজ হয়। তাই মেধা শক্তি দা'ঈর এক গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ।

২. শক্তিমত্তা

দা'ঈকে শক্তিশালী হওয়া বাঞ্ছনীয়।কেননা দুর্বল শরীর স্বাস্থ্যের অধিকারী হলে দা'ওয়াতের জন্য চলাফেরা ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।এজন্য মহানবী (স.) বলেছেনঃ

"المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف

"দুর্বল মু'মিনের চেয়ে শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্ট ও অধিক প্রিয়।"[২৪]

৩. আমানত প্রবণতা

আমানত প্রবণতা মু'মিন জীবনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা ছাড়া , মু'মিনের পরিচয় হয় না।এ মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

"যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে" (সূরা মু'মিনূনঃ ৮)।

তাই একজন ইসলামী দা'ঈর ক্ষেত্রেও এটি একটি অপরিহার্য গুণ। আর যারা খেয়ানত কারী লোকজন তাদের কথায় আস্থা পোষণ করে না। তাই

---

[২৪] সহীম মুসলিম , কিতাবুল কাদরি, বাব ফীল আমরি বিল কুওয়াতি ওয়া তারকিল আজযি, ৪খ, পৃ.২০৫২

www.amarboi.org

খেয়ানতকারীর দা'ওয়াতে তারা প্রভাবিত হবে না। তাই দা'ঈকে আমানতদার হতে হবে । এ জন্য দেখা যায়, সকল নবীই নিজেদেরকে আমানতদার হিসেবে পেশ করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল আল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

"إني لكم رسول أمين "

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল" ।[২৫]

৪.সাহসিকতা

কাপুরুষতা একজন দা'ঈর গুণ নয়, বরং সাহসিকতাই ইসলামী দা'ঈর গুণ। দা'ওয়াতী কাজটিই একটি ঝুকি পূর্ণ কাজ। এখানে পদক্ষেপ নিতে হলে প্রয়োজন সাহসিকতা। আর এর উৎস হলো, একমাত্র আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই দা'ঈর কোন ক্ষতি করতে পারবে না- এ থেকেই দা'ঈর অন্তরে সাহসিকতা জন্ম নেয়। এ ধরনের সাহসী দা'ঈই ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কাম্য। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

" يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علي المؤمنين أعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم

" হে মুমিনগণ , তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে , অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন , যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়- নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারে ভীত হবে না "(সূরা মায়িদা : ৫৪)। আল্লাহর নবী রাসূলগণও সাহসী ভূমিকা নিতেন। ইরশাদ হয়েছে :

"الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট"(সূরা আহযাব : ৩৯)। তাই মহানবী (স.) বলেছেন:

"أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر "

অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ " ।[২৬]

---

[২৫] সূরা শুআরা : ১০৭,১২৫,১৪৩,১৬২, ১৭৮, ১৯৩ ।

[২৬] সুনান ইবন মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাবুল আমরি বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার , ২খ, পৃ.১৩৩০ ।

www.amarboi.org

৫.লজ্জা ও শালীনতা বোধ :

লজ্জা ও শালীনতাবোধ দা'ঈর এক গুরুত্বপূর্ণ গুণ। লজ্জাহীন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও উন্নত সংস্কৃতির চর্চা এবং অপরের নিকট থেকে সম্মান লাভ করতে হলে এ গুণে গুণান্বিত হতে হবে।এ জন্য লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। মহানবী (স.) বলেন, .الحياء شعبة من الإيمان"লজ্জা ঈমানের অংশ"।[২৭]

৫. ধৈর্য ও সংযম :

মানব জীবনে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।এটা দা'ঈর অপরিহার্য গুণ। বরং এটি দা'ওয়াতী কাজের মেরুদণ্ড। এ কাজে বিভিন্ন মেজাযের লোকের সাথে মিশতে হয়।কারো নিকট থেকে কটু কথা, হাসি , ঠাট্টা বিদ্রোপ শুনতে হয়। কেউ অসদাচারণ করতে পারে, অবজ্ঞা করতে পারে।কিংবা দা'ওয়াতে কাঙ্খিত ফলাফল আসতে দেরী হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সংযম ছাড়া টিকে থাকা বড় কঠিন। এজন্য আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হল : " فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل " "তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূল গণ "(সূরা আহকাফ : ৩৫)।

৬. ক্ষমা:

দা'ঈকে ক্ষমা করে দেওয়ার মত মহান গুণের অধিকারী হতে হবে। এতে শ্রোতার মনের বিদ্বেষ ভাব দূরিভূত হয়ে দা'ঈর সাথে গড়ে উঠবে এক অপব ভালবাসা। এদিকে ইশারা করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. "যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সেও হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু" (সূরা হা-মীম সিজদা:৩৪)।

ক্ষমার মধ্যে এ বিশেষ আকর্ষণ থাকার কারণেই সূরা আল-ইমরানে ক্ষমার প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: فاعف عنهم واستغفر لهم."তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও"(সূরা হিজর:৮৫)।

দুষ্ট চরিত্র ব্যক্তির সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং আখলাকের মাধ্যমে তাকে দ্বীনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা একজন সার্থক দা'ঈর কাজ।রাসূল (স.) বলেন, صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن عمن أساء إليك. "যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় কর। যে তোমার প্রতি যুলুম করে তাকে ক্ষমা কর এবং যে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি তার প্রতি সদ্ব্যবহার করো"। দা'ঈর এ গুণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৮.স্বভাবজাত আকর্ষণ

---

২৭. সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান , বাবু আদাদু শু'আবিল ঈমান, ১খ, পৃ.৬৩।

www.amarboi.org

কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের মাঝে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তারা অপরকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। এটা আল্লাহর মহা দান।দা'ঈর মাঝে এ গুণটি থাকলে খুবই ভাল।

খ. অর্জিত গুণাগুণ

১. **সত্যবাদিতা (الصدق)**

সত্যবাদিতা এমন এক গুণ যার ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কথা বার্তায় সত্যবাদিতা মু'মিনের অপরিহার্য গুণাগুণ। মহানবী (স.) বলেছেন, عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلي الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي عند الله كذابا. "সত্য কথা বলা তোমাদের উপর কর্তব্য। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের পথ উন্মুক্ত করে। আর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। কোন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বল্‌তে থাকে এবং সত্য কথা বলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এভাবে একসময় আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদি বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকবে, কেননা মিথ্যা পাপ কাজের পথ দেখায়। আর পাপ কাজ দোযখের দিকে নিয়ে যায়।আর কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বল্‌তে থাকে এবং মিথ্যা বলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এক সময় সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়।"[২৮] মিথ্যা কথা বলা শুধু একটি কবীরাহ গুনাহ বা মহাপাপ নয়, বরং আরো অনেক পাপের জন্মদাতা। অন্য হাদীসে এসেছে, সত্য মানুষকে নাজাত দেয়।আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। তাই দা'ঈকে সত্য বাদী হবে এবং মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

২. **আতিথেয়তা**

আতিথেয়তা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহর নবীগণ এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এটা তাদের সুন্নত ছিল।আল কুরআনে দেখা যায় , হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর নিকট যখন মানুষের রূপে ফেরেশ্‌তা আগমন করেছিল, তখন তিনি তাদেরকে

---

[২৮] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, নওবী, রিয়াদুস সালেহীন, পৃ.৭০, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ , বাবু কুবহিল কিযবি ওয়া হুসনিস সিদকি, ৪খ, পৃ. ২০১৩।

www.amarboi.org

মেহমান মনে করে তাদের নিকট ভুনা খাশি পেশ করেছিলেন। এমনি ভাবে মহানবী (স.) ছিলেন মেহমান নেওয়াজ। মেহমানদারীর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি অন্যকে আপন করতে পারে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। বিনিময় ও লেনদেন এবং সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহর দ্বীনের একজন দা'ঈকে এ ধর্মীয় ও সামাজিক গুণটি অর্জন করতে হবে। তাহলেই তিনি অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারবেন।

৩. দয়া মমতা(الرحمة)

দয়া মমতা একটি আল্লাহর গুণ। যা গোটা সৃষ্টি জগতব্যাপী অপসারিত।তাই মানব সমাজেও পরস্পরে দয়ামমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। দা'ঈ হিসেবে মহানবী (স.) এর গুণাগুণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল দয়াময়"(সূরা তওবা: ১২৮)। মহানবী (স.) বলেছেন, الراحمون يرحمهم الرحمن. "যারা দয়ালু ,তাদেরকে পরম দয়ালু আল্লাহ রহম করেন"।[২৯] অতএব শুধু মানুষের সাথে নয়, বরং সকলের সাথে দয়াবান হওয়া উচিত।জীবে দয়া করার জন্য মহানবী (স.) নিম্নোক্ত বাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, إرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. "যমীনে যারা আছে তাদেরকে রহম কর তখন উপরে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর রহম করবেন।"[৩০] তাই দা'ঈকে দয়াবান হতে হবে। মানুষ সকল জীব জন্তু, পশু পাখির সাথে দয়া মমতা দেখাতে হবে। তাহলেই মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

৪. অল্পে ভেঙ্গে না পড়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা

দা'ঈকে সামান্য একটু ব্যাপারে বা অসংগতিতে কিংবা প্রতিকূল পরিবেশে ভেংগে পড়লে চলবে না। তাকে ধৈর্য ধরতে হবে।আত্মসংবরণ করতে হবে। তাছাড়া মনে যা চায় প্রবৃত্তির তাড়নায় তা করলে চলবে না। ইসলামী বিধি বিধানের আলোকে তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ অবস্থায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

৫. তাকওয়া (التقوى)

তাকওয়া পরহেযগারী মু'মিন জীবনের মানদণ্ড। মুত্তাকী হওয়া দা'ঈর বড় গুণ। দা'ঈ যদি পরহেযগার না হন। তবে তার আচার আচরণে অনেক বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে পারে। এজন্য তাকওয়াকে আল কুরআনে মু'মিন জীবনের পাথেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মুত্তাকী হওয়া ব্যতীত অনলবর্ষী বক্তৃতা, বলিষ্ঠ আলোচনা

---

[২৯] সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফী রাহমাতিল মুসলিমীন, ৪খ,পৃ.৩২৪।

[৩০] প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

কোন কিছুই শ্রোতার মাঝে পরিবর্তন আনতে পারবে না। পুণ্যবান দা'ঈ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। তাকে দেখা মাত্র হাজারো প্রশ্নের জবাব মিলে যায় দর্শকের হৃদয়ে।

বস্তুত আল্লাহওয়ালা লোকদের আকৃতি, প্রকৃতি, নূরানী চেহারা, দরবেশী পোশাক, ইশকে রব্বানী প্রভৃতি দর্শন শ্রোতাদের মনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করে। সিন্দু প্রদেশে সাহাবায়ে কেরামের শুভাগমনের ফলে তাদের নূরানী চেহারা দেখে হাজারো লোক ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছিল এবং উদাত্ত কণ্ঠে তারা বলেছিল, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদী ধোকাবাজের চেহারা নয়। এ চেহারা সত্যবাদীর চেহারা। কল্যাণকামির চেহারা। এতে বুঝা যায় যে, দা'ওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে নিজ জীবনে তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করাও দা'ঈর অবশ্য কর্তব্য। আমল না করে দা'ওয়াত দেয়া নিন্দনীয়। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেন

أتامـــرون الـــناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.

"তোমরা কি মানুষকে সৎ কার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর তবে কি তোমরা বুঝ না!"(সূরা বাকারা:৪৪)।

৬. দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি:(الإرادة القوية)

মানুষ যা কিছু চিন্তা করে তা তার ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করে। এই ইচ্ছা শক্তিতে প্রবৃত্তির তাড়না অলসতা বা আরাম প্রিয়তা বা ভীতি ইত্যাদি দিক প্রভাব বিস্তার করে। তাই অনেক সময় মানুষ দুর্বল চিত্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে এবং অলসতা ও আরাম প্রিয়তার বিভিন্ন প্রেষণা পরিত্যাগ করে ইচ্ছা শক্তিকে দৃঢ় করা প্রয়োজন। অন্যথায় দা'ওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করা কঠিন। তবে অনেক বোকা ব্যক্তিদের ইচছা শক্তি প্রচণ্ড হতে পারে কিন্তু তা যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বিফল হয়। সুতরাং তা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে প্রজ্ঞা ও শরী'আতের বিধি বিধান অনুসারে। আল্লাহ পাক বলেন, ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. "আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথ ভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না"(সূরা কাসাস: ৫০)। এমনি ভাবে অস্থিরচিত্ত ও তাড়াহুড়া প্রবণতার নিন্দা জানানো হয়েছে আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذمومـــا مدحورا. ومن أراد الأخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كـــان سعيهم مشكورا. "যে কেউ ইহকাল কামনা করে , আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা

www.amarboi.org

তাতে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। ।আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে"(সূরা বনী ইসরাঈল:১৮-১৯)।

৭. **শুভাকাঙ্খী হওয়া**

দা'ঈর মনে তার মাদ'উ তথা দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তির প্রতি দরদ থাকা বাঞ্ছনীয়। দরদহীন ব্যক্তি কখনো প্রকৃত দা'ঈ হতে পারে না। কেউ আগুনে পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে মানুষ যে দরদ ভরা মনে নিয়ে তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে দা'ঈকে এর চেয়েও অধিক দরদী মনের অধিকারী হতে হবে। বন্ধু সহপাঠী কিংবা ছেলে মেয়ে ইত্যাদি জাহান্নামের আগুনের দিকে ছুটে চলছে এ ভেবে তাকে অস্থির হতে হবে। এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করলে কোন বাধাই দা'ওয়াতী কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবেনা। এ দরদভরা হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) উম্মতের কল্যাণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন। এহেন অবস্থায় তার প্রিয়নবীকে সান্ত্বনা দেয়ার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, فلعلـــك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. "সম্ভবত তুমি তাদের পিছনে ঘুরে দু:খে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। এ কারণে যে তারা ঈমান আনছে না"(সূরা কাহাফ: ৬)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, لســت عليهم بمصيطر. "তুমি তাদের উপর দারোগা নও"(সূরা গাশিয়া:২২)।

অন্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স.) এর অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: إنــك لا تهـــدي من أحببــت ولكـــن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. "তুমি যাকে ভালোবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালোভাবে জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে" (সূরা কাসাস:৫৬)।

উম্মতের প্রতি কল্যাণ কামনার মনোভাব সকল নবী (আ.) এর মাঝে জাগরুক ছিল। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. "আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী"(সূরা আ'রাফ:৬৮)।

এ পর্যায়ে দা'ঈকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তার এ দা'ওয়াত পাপের বিরুদ্ধে, পাপীর বিরুদ্ধে নয়। ঘৃনাযুক্ত কথা, আক্রমণাত্মক উক্তি এবং হঠকারিতা ইত্যাদি থেকে দা'ঈকে অবশ্যই পরহেয করতে হবে। এদিকে লক্ষ্য করেই হযরত আবূ মূসা আশআরী ও মুআয ইবন জাবাল (রা.) নামক দুই সাহাবী কে সংখ্যা গরিষ্ঠ খৃস্টান দেশ ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে উপদেশ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন: بشـــروا ولا تـــنفروا يســـرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. "তোমরা সেখানকার লোকদিগকে সুসংবাদ শুনাবে এবং ঘৃণাযুক্ত কথা বলবেনা। সহজ পথ অবলম্বন করবে। কঠোরতা অবলম্বন করবেনা। পরস্পর একে অন্যের আনুগত্য করবে। বিরুদ্ধাচারণ করবে না"।

www.amarboi.org

গ. বুদ্ধি ও জ্ঞানগত (الصفات العقلية)

১. অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা

দা'ঈকে যে কোন বিষয় সহজেই অনুধাবন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যা বুঝতে অনেক সময় নেয় বা বুঝতে পারে না , সেখানে দা'ঈকে বিষয়ের গভীরে গিয়ে এর মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।কার্যকরণ ও বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।আল কুরআনে নিম্নোক্ত বাণীতে আল্লাহ্ পাক ঐ দিকেই ইশারা করেছেন , " لعلمه الذين يستنبطونه منهم "ওদের মধ্যে যারা ঐ ঘটনার অন্তর্নিহিত বিষয় উদ্‌ঘাটন করবে তারা অবশ্যই তা জানবে "(সূরা নিসা : ৮৩) ।

২. বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জন মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান

এ বিশ্বে বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ রয়েছে।তাদের রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক , অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি। তাই দা'ঈকে এসব দিকে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

৩. দা'ওয়াহ্ সম্পর্কে জ্ঞান

দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, দা'ওয়াতের ইতিহাস , পদ্ধতি, কৌশল , মাধ্যম , বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলার ধরন, সমকালীন প্রসঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপারে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

৪. সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্তে পৌছার সামর্থ্য

দা'ওয়াতী কাজে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ও তথ্যের সম্মুখস্থ হতে হবে।সেখানে দা'ঈকে সূক্ষ্মদর্শী হতে হবে। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।এ সূক্ষ্মদর্শীতা ও অন্তর্দৃষ্টিকেই আল কুরআনে বাসীরাত ([illegible]) বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন নিম্নে বাণীতে : قل هذه سبيلي ادعوا إلي الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني "বলুন, এ-ই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝেসুঝে দা'ওয়াত দেই - আমি ও আমার অনুসারীরা "(সূরা ইউসূফ : ১০৮)।

৫.জ্ঞানের জগতে প্রাধান্য

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জ্ঞানই শক্তি। তাই একজন দা'ঈকে প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে নিখুঁত ও বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় রাসূল (স.)কে সাইয়্যিদুল মুরসালীন এবং সর্বযুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ নেতা ও আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই তাকে জ্ঞানের বর্মে সজ্জিত করেছিলেন। সুতরাং দা'ঈকে তার পরিমণ্ডলে সর্বাধিক জ্ঞানী হতে হবে। নৈতিক দর্শন, ইসলামের মৌলিকতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজ বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় কমপক্ষে এতটুকু দখল থাক চাই, যাতে কেউ তাকে ঠকাতে না পারে।

ঘ. সাংগঠনিক গুণাবলী

www.amarboi.org

১. **দায়িত্ব সচেতনতা**

দায়িত্ব সচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দায়িত্ব সচেতন না হলে দা'ঈর কাজ সুচারু রূপে পালন করা কঠিন। ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলে খোদা (স.) বলেছেন, كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে (পরকালে) অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩১]

২. **সাংগঠনিক শৃংখলাবোধ ও সুনিপূণতা**

দা'ঈকে নিজের মাঝে শৃংখলাবোধ জাগরণ করতেহবে। প্রতিটি কাজ সুশৃংখল ও যথাযথ ভাবে পালনে অভ্যস্ত হতে হবে। মানুষকে সংগঠিত করার কৌশল আয়ত্ব করতে হবে। কাকে কোন জাগায় নিয়োগ করলে ভাল হবে এবং কাজে কিভাবে পরিচালিত করা যায়, তা সূক্ষ্মভাবে দা'ঈকে অনুধাবন করতে হবে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনিপুণ ভাবে পদক্ষেপ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৩. **কোরবানীর মনোবৃত্তি ও প্রস্তুতি**

আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের জান মাল কোরবানী করার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। নিজের ধন সম্পদ পরিবার পরিজন এমনকি জীবনের উপর অনেক ঝুকি বা বিপদাপদ আসতে পারে। দা'ঈকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব কিছু তার রাস্তায় কোরবানী দেয়ার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। আল্লাহ বল্লেন:

لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذي كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.

"তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের এবং অংশীবাদীদের পক্ষ হতে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। তবে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তাহলে এ হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ"(সূরা আল ইমরান : ১৮৬)। আল কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়:

إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

---

৩১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আতি ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, ২খ, পৃ. ৩৩।

www.amarboi.org

"আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তার সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য"(সূরা তওবা: ১১১)।

৪. আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালবাসা

সংগঠনিক ভাবে দা'ওয়াতের কাজ করতে হলে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালবাসা। সেই প্রেষণা নিয়ে কাজ করলে দা'ঈ অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যেতে পারেন। নেতৃত্বের লোভ বা বৈষয়িক কোন স্বার্থসিদ্ধির পেষণায় দা'ওয়াতী কাজ করলে সেখানে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত। যার ফলে পরস্পরে সহযোগিতা সহমর্মিতা ভাব ও পক্ষ বিনষ্ট হয়। আর মূলত দা'ওয়াতী কাজটিই আল্লাহ পাকের ভালবাসা পাওয়ার জন্য। মু'মিনগণ আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভাল বেসে থাকেন। আল কুরআনেও এসেছে:

والذين آمنوا أشد حبا لله.

"আর যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসে"(সূরা বাকারা :১৬৫)।

৫. বিনয়

অপরের সংগে কেউ চলতে গেলে তথা তার সাথে সৎ ভাব বজায় রাখতে গেলে বিনয়ের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দম্ভ বা তাকাব্বুরী দেখালে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।আল্লাহ বলেন:

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.

আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে" (সূরা আ'রাফ: ১৪৬)। উল্লেখ্য বিনয় এমন একটি গুণ, যাতে কেউ হিংসা করে না। বরং বিনয়ী লোকের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে যায়। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী(স.)কে আদেশ করে ছিলেন:

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

"আর আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন"(সূরা শুআরা:২১৫)। অন্য আয়াতে মহানবী (স.)কে বলা হয়:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك .

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো" (সূরা আল ইমরান : ১৫৯)।

৬. আত্মসম্মানবোধ

www.amarboi.org

দা'ঈর মাঝে আত্মসম্মানবোধ থাকতে হবে। তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে , এমন কোন কথা বলা যাবে না বা কোন কাজ করা যাবে না ।এজন্য আল কুরআনে মু'মিনদের গুণাবলীতে উল্লেখ করা হয়:

والذين هم عن اللغو معرضون.

আর যারা বেহুদা বিষয় থেকে বিরত থাকে "(সূরা মু'মিন :৩)।

অন্যত্র আরো বলা হয়, والذين لا يشهدون الزور و إذا مروا باللغو مروا كراما.

"আর যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়"(সূরা ফুরকান:৭২)।

মহানবী (স.) বলেছেন, من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.

"একজন ইসলামী ব্যক্তির অন্যতম গুণ হচ্ছে যে, সে বেহুদা জিনিস পরিত্যাগ করে"।[৩২]

৭. **জেহাদী চেতনা**

দা'ঈকে জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।এক জন মুমিন দা'ঈর জেহাদ তার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, শয়তানী কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে, শয়তানী শক্তি তথা খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে।আর দা'ঈগণ সংগঠনভুক্ত হয়ে সম্মিলিত শক্তিতে যেমনি দা'ওয়াতী কাজ করতে চাইবেন, তাদের বিরুদ্ধে বাধাও তেমনি শক্তিশালী হবে। তাই এ তাগুতী শক্তির মোকাবিলায় জেহাদী চেতনার বিকল্প নেই। জেহাদ হবে কথার দ্বারা, কৌশলের দ্বারা, ধনসম্পদ দ্বারা, কলমের দ্বারা, অস্ত্রের দ্বারা। সর্বোতভাবে জেহাদ করতে হবে।আল্লাহ্ পাক বলেন:

"انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون "

" তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার "(সূরা তাওবাহ : ৪১)।

৮. **বিচক্ষণতা:** পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন, সূদূরপ্রসারী চিন্তা এবং সম সাময়িক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে নিখুঁত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত বিচক্ষণতা একজন দা'ঈর মাঝে থাকতে হবে। তাকে বেহুদা, বেফাস কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। অসময়োচিত কথা পরিহার করতে হবে।

৯. **ভারসাম্যতা**

মেজাযের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। কোন উস্কানিতে উগ্র হওয়া, বিপদে ভেঙ্গে পড়া, আনন্দে আত্মহারা হওয়া ইত্যাদি অতিরঞ্জন আচরণ পরিহার করতে হবে।

---

৩২. সুনান তিরমিযী , কিতাবুয যুহদ , ৪খ, পৃ. ৫৫৮।

www.amarboi.org

ইসলামের মূলনীতিকে ঠিক রেখে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ বিধি অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত হতে হবে। দা'ওয়াতী কাজে ব্যস্ত হতে গিয়ে নিজের শরীর পরিবার, পরিজনের কথা ভুলে গেলে চলবে না। আয়-উপার্জন সহ ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া, শরীরের যত্ন নেয়া, পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীর খোজ খবর নেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে।

১০. পারস্পরিক পরামর্শের মনোবৃত্তি

দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে অপর দা'ঈর সংগে পরামর্শের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। বিশেষত সাংগঠনিক দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ইহা একটি অপরিহার্য বিষয়। যা দা'ঈর মাঝে অবশ্যই থাকা উচিত। আর এটা মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্যও বটে।

আল্লাহ পাক বলেছেন, والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري

بينهم ومما رزقناهم ينفقون.

"যারা নিজেদের প্রভুর হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে খরচ করে"(সূরা শুরা:৩৮)। রাসূলে খোদা (স.) নিজে তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতে কুরআন শরীফ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন:

فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله إن الله

يحب المتوكلين.

" অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ কর এবং দ্বীন ইসলামের কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে খোদার উপর ভরসা কর। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভাল বাসেন, যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে"(সূরা আল ইমরান:১৫৯)।

শুরার অনুসরণ সংগঠনের সদস্যদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করে। একই সাথে, গ্রুপের সামষ্টিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতির ব্যাপারে নেতার আচরণকে শুরা বাধা প্রদান ও সংযত করতে সাহায্য করে।

১২.মুসলমানদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা

মুসলমানদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা দা'ঈর একটি অন্যতম গুণ।এর মাধ্যমে দা'ঈ ও তার সহযাত্রীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।এ জন্য আল্লাহ পাক বলেন, "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، إن بعض الظن إثم"

" হে মু'মিন গণ , তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেচে থাক।নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ্ "(সুরা হুজরাত : ১২) ।

www.amarboi.org

মহানবী (স.) বলেছেন, " وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
অহেতুক ধারণা থেকে বিরত থাকবে , কেননা ধারণাই (হৃদয়ের)সবচেয়ে বড় কথন।" [৩৩] অতএব মুসলমানদের বাহ্য অবস্থা মেনে নিতে হবে।আর গোপন অবস্থা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিতে হবে। কিন্তু এটা দ্বারা এ বুঝায় না যে, মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা জানা থেকে বিরত থাকবে হবে বা তা উপেক্ষা করতে হবে।তাদের ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে নীরব থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, তাদের সম্পর্কে সাধারনত ভাল ধারণা করতে হবে।এমনি ভাবে ওটার অর্থ এ নয় যে, তাদের সম্পকে সতর্ক থাকার প্রয়োজন নেই। বরং যে কোন পরিস্থিতিতে সকলের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেন, " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
" তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর, আর সতর্ক থাক "(সুরা তাগাবুন : ১৪)।

১৩.ছিদ্রান্বেষণ না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা

প্রতিটি মানুষের মাঝে কিছুনা কিছু দুর্বল দিক থাকে। দা'ঈর উচিত হবে মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।অপরের ছিদ্রান্বেষণ না করা। নিন্দা না করা। আল্লাহ পাক বলেছেন:

" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "

"আর তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না । তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে।তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ? অতএব তাকেও তোমরা ঘৃণা কর " (সুরা হুজরাত : ১২)। হাদীছ শরীফে এসেছে, মহা নবী (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহও কিয়ামতের দিবসে সে ব্যক্তির দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন"।[৩৪] তবে সংশোধনের লক্ষ্যে গোপনে পরোক্ষভাবে তাকে দিক নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৪. ইখলাস

দা'ঈকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করবার মানসিকতা থাকতে হবে। পার্থিব কোন স্বার্থ সুনাম ইত্যাদি অর্জনের উদ্দেশ্য কখনো তাড়িত হওয়া যাবে না। অন্যথায় তার দা'ওয়াত মানুষের নিকট গ্রহণীয় হবে না। আর আল্লাহর নিকটও কোন রকম আবেদন সৃষ্টি করবে না।

১৫. সমাজমুখী চরিত্র

---

[৩৩]সহীহ বুখারী , কিতাবুল আদব , বাব কাওলিহি তা'আলা اجتنبوا كثيرا من الظن ৮খ, পৃ. ৩৫ ।
[৩৪]সহীহ মুসলিম , কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ , বাবু তাহরীমিয যুলম, ৪খ, পৃ.১৯৯৬।

www.amarboi.org

অনেকেই দেখা যায়, একাকীত্ব ও বৈরাগীপনাকে ভাল বাসেন।একজন দা'ঈর পক্ষে এ রকম মন মানসিকতা পোষণ করা উচিত নয়। বরং তা থাকলে বর্জন করা অত্যাবশ্যক।মানুষের সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করে তাদের আপনজন তথা আস্থাভাজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অসুখ বিসুখে সেবা যত্ন করতে হবে। বিপদে সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। হাট বাজারে, রাস্তাঘাটে, যখন মানুষের সাথে সাক্ষাত হবে তখন সালাম বিনিময়সহ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যেমন বিবাহ-শাদী, আকীকা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করে যেখানে যেভাবে যার সঙ্গে সাক্ষাত হবে তার খোজ খবর নিতে হবে। এভাবে সমাজের মানুষের দুঃখ দুর্দশা শ্রবণ ও মোচনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১৬.আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ততা

আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দানকারীকে অবশ্যই আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিদিন কাজের শেষে গভীর রাতে তার কর্মময় জীবনের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। দোষ ত্রুটিসমূহ খুঁজে বের করতে হবে এবং তা নিজের থেকে তিরোহিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তার দা'ওয়াত অন্য কেউ গ্রহণ করবে না।

১৭.সাহসিকতার সাথে সাথে আল্লাহর উপর অসীম ভরসা

দা'ওয়াতের বিরোধী পক্ষ যত বড় শক্তির অধিকারী হোক, প্রযুক্তির অধিকারী হোক না কেন, তাকে সে দা'ওয়াত দিতে ও মোকাবিলা করতে একজন দা'ঈর সাহসিকতা প্রয়োজন। দা'ওয়াতের কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে অথবা ফল লাভে বিলম্ব হলে কিংবা ব্যর্থ হলে নিরাশ হলে চলবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে অসীম সাহসিকতা নিয়ে দা'ওয়াতী কাজ চালায়ে নিয়ে যেতে হবে।

সর্বোপরি, দা'ঈকে নির্মল নিখুঁত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যেন সাধারণ মানুষ তাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ভদ্রতা, নম্রতা, কোমলতা, উদারতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উন্নত রুচিবোধ, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, ইত্যাদি মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ তার চরিত্রে ঘটাতে হবে। লোভ লালসা, এবং ভয়ভীতি যাতে তাকে আদর্শ হতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত করতে না পারে, সে জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একমাত্র খোদার ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় যেন হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে একজন মুত্তাকী ব্যক্তিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

মোটকথা, উপরোক্ত গুণাবলী একজন ব্যক্তি যদি আত্মস্থ করে, তবে তার দা'ওয়াতী কাজে সফলতা আসতে পারে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে গ্রহণ করা হলে উপরিউক্ত গুণাবলী স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু

সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু হল,পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল-ইসলাম। সুতরাং পুর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিতে হবে।কেউ এর কোন অংশের দা'ওয়াত দিলে তার সেটা হবে আংশিক দা'ওয়াত। ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক।তবে তার মৌলিক বিষয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. 'আকীদা

খ. শারী'আহ

গ. আখলাক

ক. আকীদা বা বিশ্বাস :

ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয় ছয়টি :যথা

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।

৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।

৪. পবিত্র আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা

৬. তকদীরের প্রতি ঈমান আনা।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের প্রথম পাঁচটি সম্পর্কে এক সংগে একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يا أيها آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيدا.

" হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রাসূল ও তার কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে" (সূরা নিসা:১৩৬)। তকদীর সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়:

وإن من شيئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.

" আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানে তা অবতারণ করি "(সূরা হিজর:২১)।

www.amarboi.org

হাদীছে জিব্রাইলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে মহানবী (স.) উপরোক্ত ছয়টি বিষয় একসংগে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] নিম্নে এ ছয়টি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনা

অর্থাৎ তাঁর একক রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং নাম ও সিফাত সম্পর্কে ঈমান আনা, বিশ্বাস করা। রুবুবিয়্যাত বলতে এ বিষয়ে ঈমান আনা যে, তিনি একমাত্র রব, খালিক (সৃষ্টিকর্তা), বাদশাহ, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও সকল কাজেরই মহা নিয়ন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে তিনি এক, অদ্বিতীয়, ও স্বয়ম্ভু। উলুহিয়্যাত বলতে বুঝায় তিনি হলেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা'বুদই বাতিল ও অসত্য। নাম ও সিফাতে ঈমান বলতে বুঝায়, তাঁর বহু পবিত্র নাম ও উন্নত সিফাতে কামেলা অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে। যেমন অসীম জ্ঞানী সর্বজ্ঞাত,অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাধিকারী, সদা জীবন্ত ও জাগ্রত, দয়াবান, কথাবার্তা বলা ,ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, শ্রবণ শক্তির অধিকারী,আইন দাতা, রিয্ক দাতা।আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়, তিনি পাপীর তওবা কবুল করেন।ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কোন কিছুই তাঁর মত নয়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আল কুরআনে প্রচুর আয়াতে কারীমা এসেছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

" الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم "

"আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিদ্রাও যান না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে ? সামনে - পিছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।তাঁর জ্ঞানা বিষয় সমূহের কোন জিনিসই তাদের জ্ঞান সীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে জানাতে চান (তবে তা অন্য কথা)। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না।বস্তুত তিনিই হচ্ছেন এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা "(সূরা বাকারা : ২৫৫)।

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

---

[৩৫]সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিল ঈমানি ওয়াল ইসলাম ওয়াল ইহসান, ১খ, পৃ.৩৭।

www.amarboi.org

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسني
يسبح له ما في السماوت والأرض وهو العزيز الحكيم".

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র, শান্তির ধারক। নিরাপত্তার আধার। রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী, মহাশক্তিধর এবং নিজ বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যেসব শিরক করছে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী, আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি অতীব পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানময়"(সূরা হাশর:২২-২৪)।

আল কুরআনে আরো উল্লেখ আছে:

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكرانا
و إناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

"তিনি যাই চান, সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। আবার যাকে চান পুত্র -কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান"(সূরা শুরা:৪৯-৫০)।

আল-কুরআনে আরো উল্লেখ আছে:

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق
لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيئ عليم.

"বিশ্ব লোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল ধন ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে তিনি চান প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন"(সুরা শুরা:১১-১২)।

সুতরাং ইসলাম আল্লাহ সম্পর্কে ইসলাম যে ঈমানের অনুমোদন করে, তা হল উপরোক্ত তাওহীদের তিন প্রকারের যৌথ ঈমান। শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে কিংবা শুধু সৃষ্টি কর্তা হিসাবে বিশ্বাস করলেই কাউকে ঈমানদার বলা যাবে না। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ পাককে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

www.amarboi.org

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يؤفكون.

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ -মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ?" (সূরা আন কাবুত: ৬১)।

কিন্তু তাদের ঈমানের জন্য ততটুকু বিশ্বাসকে যথেষ্ট হিসেবে মনে করা হয়নি। কারণ তারা আল্লাহর উলুহিয়াতে শরীক করত। অতএব আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ঈমান মুসলমান হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনি ভাবে তাওহীদুর রুবুবিয়াতে শুধু তাকে পালনকর্তা হিসেবে মানলেই চলবে না। বরং আইন দাতা হিসেবেও মানতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

"শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক"(সূরা আ'রাফ:৫৪)। আরো বলা হয়:

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

"যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে? " (সূরা মায়িদা: ৫০)

তাওহীদের উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধারণাই ইসলামী দা'ওয়াতের মূল বিষয়বস্তু। এ ধারণাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শাখা প্রশাখা বের হয়ে গিয়েছে।

২. ফিরিশতাগণের উপর ঈমান আনা

অদৃশ্য জগতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফিরিশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। আল কুরআনে তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে:

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

"তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ। তারা তাঁর দরবারে আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুমে তারা কাজ করে"(সুরা আম্বিয়া:২৬-২৭)। আরো ইরশাদ হয়েছে:

لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

"তারা আল্লাহর ইবাদত করতে ত্রুটি করে না। তারা অহংকার করে না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে। এক বিন্দুও ক্লান্ত হয় না"(সূরা আম্বিয়া :১৯-২০)।

ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন জিব্রাইল (আ.) এর দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণের প্রতি অহী নাযিল করা। মীকাঈল (আ.) এর দায়িত্ব হচ্ছে, বৃষ্টি বর্ষণ , তৃণ-লতা ও শাক সবজী উৎপাদনের কাজ আনজাম দেয়া। ইসরাফীল (আ.) এর

www.amarboi.org

দায়িত্ব হচ্ছে, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সময় সিংগায় ফুঁক দেয়া। আজরাঈল (আ.) এর দায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর সময় 'রূহ' কবয করা। এমনি ভাবে পাহাড় সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। আবার জাহান্নামের রক্ষক হিসেবেও নিয়োজিত রয়েছে একদল ফিরিশতা। ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। একাজে প্রতিটি মানুষের জন্যই দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

"ডান ও বাম দিকে বসে তারা প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করে। এমন কোন শব্দ বান্দার মুখে উচ্চারিত হয় না যা সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষণকারী নেই"(সূরা ক্বাফ:১৭-১৮)।

৩.নবী রাসূলগণের উপর ঈমান আনা

আল্লাহ পাক মানব জাতির জীবন মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।[৩৬] এ পরীক্ষা সম্পন্ন হবে না বরং যথাযথ ও ইনসাফ পূর্ণও হবে না, যদি না মানুষকে ভাল মন্দ ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেয়া না হয়। অন্যথায় মানুষ অভিযোগ করে বসতে পারে। তাই তিনি যুগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের উপর ওহী নাযিল করেছেন:

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.

"সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ "(সূরা নিসা:১৬৫)। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সকলেই ছিলেন আল্লাহর নবী। তাদের একজনকে অস্বীকার করা অর্থ গোটা নবীকূলকে অস্বীকার করার শামিল। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় , আর বলে, আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে মানবো না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা

[৩৬] সূরা মূলক :২।

www.amarboi.org

নিঃসন্দেহে কাফের। কাফেরদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি"(সূরা নিসা: ১৫০-১৫১)। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ওহীর আলোকে ইকামাতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েম করা। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم

وموسي وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম - বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার উপদেশ তিনি নূহ (আ.) কে দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না"(সূরা শুরা:১৩)।

এসব বিষয়ের 'আকীদা মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল করা ইসলামী দা'ঈর দায়িত্ব।

৪. **আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা**

আল্লাহ পাক নবী রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেছেন হেদায়েত গ্রন্থ ও দলীল হিসেবে। এ সব কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণ মানুষকে হেকমত শিক্ষা দেন। এবং যাবতীয় গোমরাহী হতে তাদেরকে মুক্ত করেন। সমাজে ন্যায় বিচার মানদণ্ড প্রতিস্থাপন করেন। সাথে সাথে তাদেরকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। আল কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أن ليقوم الناس بالقسط.

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড। যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে পারে।" (সূরা হাদীদ: ২৫)

এভাবে অতীতে হযরত মুসার উপর তাওরাত, হযরত দাউদ (আ.) এর উপর যবুর, হযরত 'ঈসা (আ.) এর উপর ইঞ্জীল, সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর কুরআন কারীম নাযিল করেন। অতীতের সকল গ্রন্থের সার সংক্ষেপ আল কুরআনে সমাহার ঘটানো হয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী:

"رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

"আল্লাহর একজন রাসূল যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, যাতে আছে, সঠিক গ্রন্থগুচ্ছ"(সূরা বাইয়্যিনা:২-৩)। এ গ্রন্থে পুর্ববর্তী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ থাকলেও কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আরো হেদায়াত সংযোজন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে তৎবিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাও দান করা হয়েছে:

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم

بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق.

www.amarboi.org

"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না "(সূরা মায়েদা: ৪৮)। আল কুরআনের পূর্বে যে সব গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায় সেগুলো মূল গ্রন্থ নয়। বরং মানুষের দ্বারা এগুলো পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও বিকৃত। এবং অধিকাংশ বাণী হারিয়ে গিয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.

"তারা বাণীকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার বিরাট অংশ বিস্মৃত করেছে" (সূরা মায়িদা: ১৩)। ধর্ম গ্রন্থ সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারারা যা করেছে, তার নিন্দা জানিয়ে আল কুরআনে আরো বলা হয়:

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

"সে সব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেদের হাতে শরী'আতের বিধান রচনা করে। তারপর লোকদেরকে বলে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর বিনিময়ে তারা সমান্য স্বার্থ উদ্ধার করবে। তাই তারা নিজ হাতে যা রচনা করেছে এবং অন্যায় ভাবে যা কামাই করেছে, তার জন্য রয়েছে ধ্বংস ও শাস্তি" (সূরা বাকারা:৭৯)।

অতএব আল কুরআনই একমাত্র আসমানী সহীহ ও সংরক্ষিত গ্রন্থ।এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন:

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

"আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি, এবং নিজেই এর সংরক্ষক" (সূরা হিজর :৯)।

৫. **আখেরাতের উপর ঈমান আনা:**

এ জীবনে মানুষের কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহ পাক তাদের আখেরাতের জীবন নির্ধারণ করেছেন। সে দিন মানুষ পূর্ণ জীবন লাভ করবে। বিচারের পর যারা সৎকর্ম শীল হিসেবে প্রমাণিত হবে তারা বেহেশতে যাবে এবং অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে এবং শাফায়াতের যোগ্য না হলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই আখেরাতে কয়েকটি বিষয়ের আকীদার কথা বলা হয়:

ক. **পূনরুত্থানের পর হাশরে একত্রিত হওয়া:** যেমন আল্লাহর বাণী:

www.amarboi.org

ونفخ فى الصور فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخري فإذاهم قياما ينظرون.

"সেদিন সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী মরে পড়ে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে জীবন্ত রাখবেন তারা ছাড়া। অতঃপর সিংগায় আরেকবার ফুঁক দেয়া হবে সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকিয়ে থাকবে"(সূরা যুমার:৬৮)।

খ. **আমল নামা**: এ আমল নামা হয় ডান হাতে দেয়া হবে নতুবা পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে:

فأمـــا مـــن أوتـــي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا .وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلي سعيرا.

"অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে। আর সে আপনজনদের কাছে হাসিখুশী ও আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমল নামা পিছন দিক হতে দেয়া হবে, সে ভয়ে মৃত্যুকে ডাকবে। সে জলন্ত অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে"(সূরা ইনশিকাক:৭-১২)।

গ. **মীযান**: কেয়ামতের দিন "মীযান" বা ভাল মন্দ ওযন করার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ব্যক্তির প্রতি যুলুম করা হবে না।ইরশাদ হয়েছে:

فمن ثقلت موازينه فأولئك همالمفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون وجوههم النار وهم فيها كالحون.

"যাদের (নেক আমলের) আমলের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া চেটে-টেটে খাবে। এর ফলে তাদের জিহবা বের হয়ে আসবে"(সূরা মুমিনুন:১০২-১০৪)।

ঘ. **শাফা'আত**: রাসূলে কারীম (স.)া এর জন্য "শাফাআতে ওয্‌মা" (বা মহান শাফাআত) বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বান্দাহদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁরই অনুমতিক্রমে এ শাফাআত এমন এক সময়ে করবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন দুশ্চিন্তা আর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। লোকেরা প্রথমত: হযরত আদম(আ.) এর নিকট যাবে। তারপর নূহ (আ.) তারপর ইব্‌রাহীম (আ.), মূসা ও ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ রাসূলে করীম (স.) এর কাছে যাবে।

ঙ. **জান্নাত ও জাহান্নাম**: জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী মুমিনদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাতে এমন সুখ-শান্তির উপকরণ রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি। কোন কান যা শুনেনি।কোন অন্তর যা কখনো কল্পনা করেনি:

www.amarboi.org

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

"তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে চক্ষু শীতলকারী যে সুখ-সামগ্রী তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না"(সূরা সাজদাহ: ১৭)।

জাহান্নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান। যালিম, কাফেরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম তৈরী করেছেন। এতে এমন দুঃখ কষ্ট এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে:

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسماءت مرتفقا.

"আমি যালিমদের জন্য আগুনের (জাহান্নামের) ব্যবস্থা করে রেখেছি। এ আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। সেখানে তারা পানি চাই এমন পানি সরবরাহ করা হবে যা গলিত পদার্থের মত হবে। এর ফলে তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ হয়ে যাবে। এটা কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়। কতইনা খারাপ আশ্রয় স্থল"(সূরা কাহাফ:২৯)।

আল্লাহ আরো বলেন:

إن الله لعن الكافرين وأعدلهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا.

"আল্লাহ কাফেরদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্ত কাল ধরে থাকবে। সেখানে কোন সাহায্যকারী বন্ধু তারা পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনের উপর উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতাম" (সূরা আহযাব : ৬৪-৬৬)।

চ. **কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা** : কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষাটা হচ্ছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফিরিশতারা তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন:

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة.

"শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন" (সূরা ইবরাহীম:২৭)।

ছ. **কবরের শান্তি**: কবরে মুমিনদের জন্য সুখ-শান্তি আছে, আল্লাহ বলেন:

االذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

"পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতারা যাদের রূহ কবয্ করে, তাদেরকে তারা বলে , তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো"(সূরা নাহল:৩২)।

জ. **কবরের আযাব**: যালেম, কাফেরদের জন্য কবরে আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে:

www.amarboi.org

ولو تري إذ الظالمون فى غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

"হায় তুমি যদি যালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ফিরিশতারা তখন হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে, দাও, বের করে দাও তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের সে সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে যে অপরাধ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও অন্যায় বলার মাধ্যমে এবং তাঁর আয়াতসমূহের মোকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তোমরা করেছো"(সূরা আন'আম:৯৩)।

৬. তকদীরের উপর বিশ্বাস

তকদীর হলো সর্বোজ্ঞাত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যলিপি। বিশ্ব জগতের কি ছিল, কিভাবে হবে এসব তিনি তার চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। এবং লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ইহাই তাকদীর। ইরশাদ হয়েছে:

ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسيرا.

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ তাআলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ"(সূরা হজ্জ:৭০)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জগতে কিছু নিয়ম জারি করেছেন, সে অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের ঘটে থাকে।তাই কোন কিছু ঘটার আগে তিনি অবহিত। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমিত।তাই সে ভবিষ্যত সম্পর্কে যথাযথ ভাবে জানে না। তাই যা ঘটে তার নিয়ম অনুসারেই ঘটে। এবং এই নিয়মের অধীনে ভাল মন্দ সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ এই নিয়মের বাহিরে নয়। নিয়মের এই পরিমাপটি তথা তকদীরের বিষয়টি মানুষের স্বাধীনতা বা ইচ্ছা শক্তির পরিপন্থী নয়। কারণ মানুষকে ভাল মন্দ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ভাল মন্দের উপরই ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদিও সকল কিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই সংঘটিত হয়। ইরশাদ হয়েছে:

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা-সরল পথে চলতে চায় (তার জন্য এ কিতাব উপদেশ স্বরূপ)।আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না"(সূরা তাকবীর: ২৮-২৯)।

তার পরও মানুষকে দায়ী করা হয়: কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ করার শক্তি সৃষ্টি এবং বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছা এই দু'য়ের সমন্বয়ে কোন কাজ সংগঠিত হয়। আর বান্দার ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের হিসাব নিকাশ করা হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই

www.amarboi.org

করেন এর অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতা অমান্য অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু বান্দাকে কিছু ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য:

"ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

"যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন, কে কাজে কর্মে উত্তম"(সূরা মুলক:২)।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী 'আকীদা উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর উপর ঈমান আনার বিষয়টি তাওহীদ তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। আর ফেরেশতাদের উপর ও তকদীরের উপর ঈমান মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণের মহা আয়োজনের অংশ বিশেষ। তাই এগুলো তাওহীদ তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর রাসূলের উপর ঈমান মানে তাকে প্রদত্ত ওহী গ্রন্থের আলোকে রেসালাতের উপর ঈমান আনাও বটে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয়গুলিকে তিন ভাগেও ভাগ করা যায়:

তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। এ তিন স্তম্ভের উপর বিশ্বাস ইসলামী দা'ওয়ার বৈপ্লবিক তত্ত্ব। মানুষের চিন্তা- চেতনায় এ বিশ্বাসগুলো বদ্ধমূল করতে পারলে তাদের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে। চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। জীবনে তাদের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করে। তাই ইসলামী 'আকীদা মানব জীবনে পরিবর্তন আনতে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে।

খ. ইসলামী শরীআহ

ইসলামী শরীয়াহ মানে মানব জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যা আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্থিরকৃত। সংক্ষেপে, একে ইবাদাত ও মো'আমেলাত হিসেবেও নামকরণ করা হয়। ঐ সব সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের :

প্রথমত: আল্লাহ ও সৃষ্টি জগতের সম্পর্ক

এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আর দৃষ্টি ভঙ্গি হল, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ:

ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفي بالله وكيلا.

"আর আল্লাহরই জন্যে সে সব কিছু ,যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে।আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিদায়ক"(সূরা নিসা: ১৩২)।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

এর মধ্যে আল্লাহ পাক সকলের আহারের ব্যবস্থা করেন।যেমন:

وما من دابة فى الأرض إلا علي الله رزقها.

"পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর"(সূরা হুদ: ৬)। এর অর্থ হলো এ ক্ষেত্রে কেউ অক্ষম হলে সমাজ তার দায়িত্ব নিতে হবে। মোটকথা খেলাফতের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। তেমনি তিনি বান্দার প্রতি সাহায্য রহমত ও হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন।

www.amarboi.org

অপর দিকে বান্দার দায়িত্ব হল, তার হেদায়েত অনুসারে চলা তথা ইবাদত বন্দেগী করা। তাদের সৃষ্টির লক্ষ্য তা-ই। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

"জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্যই"(সূরা যারিয়াত: ৫৬)।

ইসলামী শারী'আহ এখানে ইবাদতের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হলো নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা। ইবাদতের সর্বোচ্চ পরিমাণ বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইসলামের দৃষ্টিতে বান্দার প্রতিটি কাজই ইবাদত। যদি সে কাজের পিছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

তৃতীয়ত: মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

আসমানে যমীনে অবস্থিত গোটা প্রকৃতি জগতকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সুন্নত বা নিয়ম অনুসারে তা থেকে মানুষ সেবা গ্রহণ করতে পারে:

ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض.

"তোমরা কি দেখ না, অবশ্যই আল্লাহ আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন"(সুরা লুকমান:২৯)।

ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিতে তাই যমীন আবাদ করা এবং প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা ফরয। তবে প্রাকৃতিক সে ভারসাম্য নষ্ট করে এ ধরনের কিছু করা শরী'আর দৃষ্টিতে অবৈধ। যেমন বর্জ্য নিক্ষেপ ও বাষ্পীয় ধূয়ায় পরিবেশ দুষণ করা, নদীর উজানে বাধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, যথা গঙ্গা বাঁধসহ বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর উজানে বাঁধ দেয়া অবৈধ ও অমানবিক।

আল্লাহ বলেন: ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

"পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে না। নিশ্চয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না"(সূরা কাসাস: ৭৭)। নদী নালা, পাহাড় পর্বত চন্দ্র সূর্য সব কিছুতে সকলের সমান অধিকার সকলের কল্যাণে প্রকৃতিগত ভাবে নিয়োজিত।

ইরশাদ হয়েছে: الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

"তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলা

৫

www.amarboi.org

ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ"(সূরা ইব্রাহীম :৩২-৩৪)।

চতুর্থতঃ মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

একজন আরেক জনের সাথে একত্রে বাস করলে গড়ে উঠে সম্পর্ক। তাই মানব সমাজে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রনে ইসলাম মানুষের জন্য একদিক দিয়ে অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তার দায়িত্বও বলে দেয়া হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তারিত বিধি বিধান ও ব্যবস্থাদি রয়েছে, যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। নিম্নে একান্ত মৌলিক কিছু দিক তুলে ধরা হলঃ

ক. পারিবারিক

ইসলামের দৃষ্টিতে একদিকে যেমনি পুত্র কন্যাসহ পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের উপর। অন্য দিকে পিতা মাতার ভরণ পোষণ ও তাদের প্রতি সদাচারের বিধানও চালু করা হয়েছে।

এ মর্মে ইরশাদ হয়, وبالوالديــن إحســانا. "আর পিতামাতার প্রতি ইহ্সান কর"(সূরা নিসাঃ ৩৬)। আরো বলা হয়, "وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض فــي كتاب الله. "বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার"(সূরা আনফালঃ৮৫)।

খ. সামাজিক

১. সৎ প্রতিবেশীসুলভ উঠা বসা করা, ইয়াতীম, মিসকীন, তথা দুর্বলদের অসহায়দের প্রতি দয়া দক্ষিণা ও সহযোগিতা করা ফরয। যা একই আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়ঃ

وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

"পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে"(সূরা নিসাঃ ৩৬)।

২. ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতামূলক বিনিময় হৃদ্যতা ও ভালবাসা বজায় রাখা।

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক বলেছেন, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
"নিশ্চয় মুমিনরা ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মাঝে আপোষ মীমাংসা কর"(সূরা হুজুরাত:১০)।

আল্লাহ পাক আরো বলে: تعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
"তোমরা নেক কাজ ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সহযোগিতা কর, গুনাহ ও শত্রুতা চড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করো না"(সূরা: মায়িদা: ২)। সহীহ হাদীছে এসেছে।

মহানবী (স.) বলেছেন, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل

الجسد إذا اشتكي منه عضوتداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي.
"ভালবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মু'মিনগণ এক দেহের ন্যায়। যার এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে সারা শরীর জাগ্রত হয়ে যায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়"।[৩৭]
৩. সাম্য: আল্লাহ পাক বলেন:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند الله أتقاكم.
"হে মানুষ সকল, আমি তোমাদেরকে নারী পুরুষ করে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভাজিত করেছি (তোমাদের পরিচিতির জন্য), তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের মাঝে তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ"(সূরা হুজুরাত:১৩)। তাই সকল মানুষ সমান। তাদের মাঝে পার্থক্য তাকওয়া তথা পরহেযগারীতার ভিত্তিতে। জ্ঞান ও কুরবানীর ভিত্তিতে। ইরশাদ হয়েছে:

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
"যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"(সূরা যুমার:৯)।

আরো বলা হয়, فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
"যারা জেহাদ থেকে বিরত তাদের উপর জেহাদকারীদের আল্লাহ পাক মহা প্রতিদান দ্বারা বেশী সম্মান দান করেছেন।"(সূরা নিসা:৯৫)
৪. নসীহত করা এবং সৎকাজ আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা:

المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
"মু'মিন পুরুষ, মহিলা পরস্পরে বন্ধু, তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে "(সূরা তাওবা:৭১)। মহানবী (স.) বলেছেন, ধর্মই হল নসীহত। (সাহাবায়ে কেরাম বলেন) আমরা বললাম, কার জন্য? মহানবী (স.) বলেন,

---

[৩৭] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতুন্ নাসি লিল বাহাইম, ৮খ, পৃ.১৭।

www.amarboi.org

আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুসলামানদের নেতার জন্য, ও সর্ব সাধারণের জন্য"।[৩৮]

৫. একক ভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া। আল্লাহ পাক বলেন, أمـــرهم شـــوري بيـــنهم. "তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে"(সূরা শুরা:৩৮)।

গ. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক:

এ দিকটি সামাজিক দিকের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক ঐ মূলনীতিসমূহ সহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরো কিছু মূলনীতি রয়েছে:

১. হুকুমত চল্‌বে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতের মাধ্যমে, إن الحكم إلا لله. "আদেশ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর"(সূরা ইউসুফ:৪০)।

২. প্রশাসকের আনুগত্য করা : আল্লাহর বাণী:

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.

"আল্লাহর আনুগত্য কর। রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আদেশদাতা তাদের আনুগত্য কর" (সূরা নিসা: ৫৯)।

৩. সকল দায়িত্ব ইনসাফ ও আমানতের সাথে পালন করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে:

إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন, প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক"(সূরা নিসা: ৫৮)।

ঘ. অর্থনৈতিক:

১. **যমীন আবাদ করা , উৎপাদন করা :** আল্লাহর বাণী: هو أنشأكم من الأرض واســتعمركم فــيها. "তিনি তোমাদের যমীন হতেই সৃজন করেছেন, এবং এটা আবাদ করার কাজেই তোমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন"(সূরা হূদ: ৬১)।

২. **ব্যবসা হালাল, আর সুদ হারাম।** যেমন আল্লাহর বাণীতে: أحــل الله البــيع وحرم الربا. "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"(সূরা বাকারা:২৭৫)।

৩. **হালাল রোজী রোজগার করা এবং অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে** আত্মসাৎ না করা। অন্যায় পন্থা বল্‌তে চুরি, ঘুষ, ছিনতাই ইত্যাদি। আল্লাহর নির্দেশ হল:

---

৩৮. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্‌-দ্বীন আন্‌ নাসীহাহ, ১খ, পৃ.৩৮।

www.amarboi.org

.لا تـــأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "“অন্যায় ভাবে তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদ আত্মসাৎ করো না” (সূরা বাকারা:১৮৮)।

৪. **যাকাত ও সদকার মাধ্যমে সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করা**। কেননা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা।

ইরশাদ হয়েছে, .وأتوهم من مال الله الذي أتاكم

“তোমরা তাদেরকে আল্লাহর ধন সম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন” (সূরা নূর:৩৩)।

৫. **অপব্যয় না করা:** আল্লাহ পাক বলেন, .كلوا واشربوا و لا تسرفوا

“খাও ও পান কর, আর অপব্যয় কর না”(সূরা আরাফ:৩১)।

৬. **নারী পুরুষ সকলের ওয়ারেছী হক আদায় করা**। আল্লাহর বাণী:

للـــرجال نصـــيل ممـــا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب...... .

“পুরুষের জন্য তাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন যা রেখে গেছে, তাতে অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে......” (সূরা নিসা:৭)।

ঙ. বিচার আদালত

১. ফয়সালা করতে হবে ইনসাফ ভিত্তিক : যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী:

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخري.

“যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না”(সূরা আন'আম:১৬৪)।

৩. ইসলাম ব্যভিচার, চুরি , ডাকাতি, হত্যা, ইত্যাদির প্রতিরোধে দণ্ডবিধি জারী করেছে।

চ. সামরিক ও আন্তর্জাতিক:

১. যুদ্ধে উপর শান্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। চুক্তি মেনে চলতে হবে যেমন আল্লাহর বাণী: .وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

“যদি তারা শান্তি চুক্তি করতে চায়, তাহলে তাই কর”(সূরা আনফাল :৬১)।

২. যুদ্ধ শুরু করা যাবে ফেতনা ফ্যাসাদ দূর করার জন্য এবং দা'ওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্য:

وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.

“আর তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফেতনা বিদূরিত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জনই হয়। অতঃপর এ যুদ্ধ থেকে যদি তারা বিরত

www.amarboi.org

হয়, তখন একমাত্র যালেম ব্যতীত অন্য কারো সাথে শত্রুতা নয়।"(সূরা বাকারা:১৯৩)

৩. ইসলামী দা'ওয়াত বিশ্ব মানবের জন্য।

৪. শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী:

واعدوا لهم مااستطعتم من قوة.

"তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নেও"(সূরা আনফাল:৬০)।

৫. যারা শান্তিপ্রিয় আহ্‌লি কিতাব, তাদের নিকট থেলে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে।

এ হল সংক্ষিপ্ত আলোকপাত মাত্র। বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে আছে।

ইসলামী শরী'আহ ইনসাফ ভিত্তিক ও মানব কল্যাণের বিবেচনায় রচিত:

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.

"আপনার প্রভূর বাণী সত্য ও আদলে পরিপূর্ণ হয়েছে" (সুরা আন'আম : ১১৫)। এ শরী'আর অধীনে প্রত্যেকের অধিকার নির্দিষ্ট হয়েছে এবং দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

"তোমরা সকলই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[৩৯]

তৃতীয়ত: ইসলামী আখলাক

ইমাম গাযালীর মতে, আখলাক হলো, মনের এমন মজবুত অবস্থার নাম যা থেকে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অনায়েসেই ক্রিয়া কর্ম বের হয়ে আসে।[৪০]

ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী 'আকীদা ও শরী'আর ফসল হল ইসলামী আখলাক। অন্য ভাবে বল্‌তে গেলে আখলাকের মূলে তাক্‌ওয়া। এ থেকে বাহ্য আচরণ জন্ম নেয়। উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ইসলামী আখলাকের দুটি দিক আছে। একটি আদেশকৃত, যা প্রশংসনীয়। অপরটি নিষিদ্ধ, যা নিন্দিত।

<u>প্রথমত: আদেশকৃত আখলাক:</u>

১. ও'য়াদা ও আমানত পূর্ণ করা: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

"যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে" (সূরা মু'মিনূন: ৮)।

২.সবর অবলম্বন করা: "يا أيها الذين آمنوا واصبروا صابروا.

---

[৩৯]সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদ্‌ন, ২খ, পৃ.৩৩।

[৪০]ইমাম গাযালী, *ইয়াহ ইয়াউ উলূমিদ্‌ দীন*, (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, তা.বি.) ৩খ. পৃ.৫৩।

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ,সবর কর ও সবরের কথা পরস্পর বল" (সূরা আল ইমরান:২০০)।

৩.সত্যবাদিতা: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

"হে ঈমানদারগণ, তাক্ওয়া অবলম্বন কর, আর সত্যবাদীদের সাথে থাক"(সূরা তওবা:১১৯)।

৪.নম্র শান্ত শিষ্ট থাকা এবং চলা ফেরায় ভারসাম্য রক্ষা করা: واقصد في مشيك.

"তোমার চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা" (সূরা লুকমান:১৯)। মু'মিনদের গুণাবলীতে উল্লেখ করা হয়, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

"আর দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলে" (সূরা লুকমান:৬৩)।

৫.আওয়ায নীচু রাখা: واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. "তোমার আওয়ায নীচু কর, নিশ্চয় সব চেয়ে খারাপ আওয়ায , গাধার আওয়ায" (সূরা লুকমান:১৯)।

৬.যে কোন মূল্যে সত্যের উপর টিকে থাকে:

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল তাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন" (সূরা হা- মীম - সাজদা:৩০)।

৭. ক্রোধ সংবরণ করা ও ক্ষমা করা:

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভাল বাসেন"(সূরা আল ইমরান: ১৩৪)।

৮.ইবাদতে একনিষ্ঠ: والذين هم في صلاتهم خاشعون. যারা তাদের নামাযে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে।"

৯.নরম ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করা: فبما رحمة من الله لنت لهم.

"আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ছায়ায় ছিলেন যে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন।

www.amarboi.org

১০বিনয়: ساصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق.
"আমি আমার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে গর্ব করে।" (সূরা আ'রাফ :১৪৬)
১১.যে কোন কাজ উত্তম ভাবে করার চেষ্টা করে :

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم أحسن عملا

"আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।" (সূরা কাহাফ:৭)
১২.প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা:

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.

"আমি তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এতে কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্যও নয়, আর ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যও নয়"(সূরা আল ইনসান:৯)।

১৩.আল্লাহর উপর ভরসা: وعلى الله فيتوكل المؤمنون. "মু'মিনদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা" (সূরা ইব্রাহীম :১১)।
১৪.বেশী বেশী তওবা করা:

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

"তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, হে মু'মিন গণ, তাহলেই তোমরা সফল হবে" (সূরা নূর:৩১)।
১৫.সবকিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে স্থান দেয়া:

ومن الناس من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.

"আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যদেরকে শরীক বানায়, তারা এদেরকে আল্লাহর মতই ভাল বাসে। আর যারা মু'মিন তারা একমাত্র আল্যাহকেই প্রচণ্ড ভাল বাসে" (সূরা বাকারা:১৬৫)।
১৬.দা'ওয়াতে জোর জবরদস্তি না করা বরং হেকমতের সাথে দা'ওয়াত দেয়া :

أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

"আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হেকমত ও মাও'য়িযা হাসানার দ্বারা।" (সূরা নাহল :১২৫)

১৭.লজ্জা : মহানবী (স.) বলেন, الحياء شعبة من الإيمان. "লজ্জা ঈমানের অংশ"।[৪১]

৪১. সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান , বাবু আদাদি শু'আবিল ঈমান, ১খ, পৃ.৬৩।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ আখলাক সমূহ

১. দাম্ভিকতায় চলা ফেরা করা ولا تمــش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولــن تبلغ الجبال طولا. "পৃথিবীতে দম্ভ ভরে চলাফেরা কর না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্টকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না" (সূরা বনী ইসরাঈল :৩৭)।

২. কৃপণতা অবলম্বন করা : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
"তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে" (সূরা বনী ইসরাঈল :২৯)

৩. মিথ্যা বলা : কারণ এটা নেফাক সৃষ্টি করে এবং অনেক পাপের উৎসঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
"নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন কারী , মিথ্যাবাদীকে পথপ্রদর্শন করেন না" (সূরা মু'মিন :২৮)

৪. তাকাব্বুরী ও গর্ব করা :
لا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
"যমীনে গর্ব ভরে চল না, নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারী কে পছন্দ করেন না" (সূরা লুকমান:১৮)।

৫. অন্যের সুখে, সম্মানে ও সফলতায় হিংসা করা :
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
"আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তাতে কি তারা হিংসা করছে" (সূরা নিসা: ৫৪)। মহানবী (স.) বলেন, "হিংসা নেক কাজের সওয়াবকে এমন ভাবেই ধ্বংস করে দেয়। যেমন ভাবে আগুন কাষ্ঠখণ্ডকে খেয়ে ফেলে"।[৪২]

৬. ঠাট্টা বিদ্রূপ করাঃ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.

"হে ঈমানদারগণ ! একদল আর এক দলের সাথে ঠাট্টা যেন না করে"(সূরা হুজুরাত: ১১)।

৪২ সুনানু ইব্‌ন মাজাহ , কিতাবুয্ যুহ্‌দ, বাবুল হাসাদ, ২খ.,পৃ.১৪০৮।

www.amarboi.org

৭. গীবত করা: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

"পরস্পরে যেন গীবত না করা হয় তোমাদের কেউ অপর মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে ? অতএব তাকেও অপছন্দ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী ও দয়াময়" (সূরা হুজুরাত :১২)।

৮. পরনিন্দা করে বেড়ানো :.ويل لكل حمزة لمزة "প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ" (সূরা হুমাযাহ :১)।

৯. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.

১০. "তোমরা সাক্ষী গোপন করো না, যে তা করে সে নিজের অন্তরের সাথে অপরাধ করল, আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত" (সূরা বাক্বারা :২৮৩।

এভাবে বেহুদা কথা বলা, অযথা রাগান্বিত হওয়া, ইত্যাদি। এভাবে আরো অনেক নিন্দিত গুণাবলী আছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এ সবের আলোচনা ইসলামী আখলাকের বই পুস্তকে রয়েছে।

মোটকথা, উপরোক্ত দিকগুলি ইসলামী আখলাকের ন্যূনতম মাত্রা। ইসলামী আখলাকের উচ্চতম মাত্রা পর্যন্ত পৌছতে বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এ পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেছেন উচ্চতম মাত্রায় পৌঁছেছেন হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজের আচার আচরণে চরিত্রে। মহানবী (স.) বলেছেন:

بعثت لأتمم لمكارم الأخلاق. "উন্নত চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত"।[৪৩]

অতএব অন্যান্য বিষয়ের মত মহানবী (স.) ই মিনার সর্বস্ব আদর্শ। তাঁকে দেখেই মানব জাতি তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করবে।

আল্লাহ পাক বলেছেন, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

"নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উচ্চ আদর্শ" (সূরা আহযাব :২১)।

---

৪৩. মুসনাদে আহমাদ, ২খ. পৃ ৩৮১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতে মাদ'উ বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি

মাদ'উ মানে যাকে দা'ওয়াত দেয়া হয়, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি। ইসলামী দা'ওয়াহ গোটা মানব জাতির জন্য মহানবী (স.)কে উদ্দেশ্য করে আল কুরআনে বলা হয়: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
"গোটা মানব জাতির জন্য আপনাকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি"। অতএব আরব অনারব সকলেই ইসলামী দা'ওয়াহর মাদ'উ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোক বলে আলাদা করা হয় না। এতে হিন্দুস্থানের উপাখ্যানেও তাকে উপস্থাপন করা হয়নি। বিশ্ব মানবতা ইসলামী দা'ওয়াহর মাদ'উ। এর পরও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাদ'উকে বিভাজন করা যায়।

ক. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদ'উ

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদ'উকে নারী-পুরুষ।শুধু পুরুষদেরই দা'ওয়াত দেয়া হবে না বরং মহিলাদেরকেও দা'ওয়াত দিতে হবে। দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকার সমান। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত" (সূরা নাহল :৯৭)।

বরং নারীদেরকে দা'ওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ। কারণ একজন নারী মানে একটি ঘর, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে নতুন প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করে, তাদের জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। এজন্য নারীগণের মাঝে কুরআন চর্চা ওহিকমত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন। আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন:

واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তোমরা স্মৃতিচারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন" (সূরা আহযাব : ৩৪)। নারী পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত ভাবেই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য। যেমন, পুরুষরা সাধারণত কর্কশ মেযাজী, হিম্মত ও সাহসিকতায় অগ্রগামী, ঝুঁকি নিতে পারে, অধিক কৌতূহলী, পরিশ্রমী, কোন কাজে চলমান ও অধ্যবসায়ী, অধিক চিন্তাশীল, সুক্ষ্মদর্শী এবং পরস্পর আত্মরক্ষী। পক্ষান্তরে নারীর হৃদয় অধিক কোমল, বেশী আবেগ প্রবণ, মমতাময়ী, পরসেবী, সৌন্দর্য বিলাসী, নাটকীয়তায় অধিক পারদর্শী, সামাজিক প্রবণতা প্রবল, প্রেরণাময়ী, প্রেমময়ী, আক্রমণের মুখে সহায়ক অন্বেষণী, হায়েয নেফাসে শারীরিক ও মানসিক প্রভাবে বাধাগ্রস্ত। এমনি ভাবে তারা দ্রুত রাগান্বিত হয়,

www.amarboi.org

আবার দ্রুত থেমে যায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিকট অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়, ইত্যাদি।

সুতরাং দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে আবেগ উদ্দীপক দা'ওয়াতী কৌশলগুলোর প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে উপস্থাপন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রগত স্বতন্ত্রতা কাম্য। যেহেতু সৃষ্টিগত আবেদনে দায়িত্বগত ও বৈচিত্র্যতা রয়েছে, যেমন, শিশু জন্মদান, লালন পালন, প্রাথমিক শিক্ষা ও সংসার গুছানোর দায়িত্ব স্বভাবত মহিলাগণই লাভ করে থাকেন। সেহেতু শিক্ষা প্রশিক্ষণে অবশ্যই স্বতন্ত্রতা থাকা উচিৎ। অপর দিকে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা, স্থাপত্য, নির্মাণ ইত্যাদি কঠোর শ্রম নির্ভর কর্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্যটিকে বিবেচনায় আনা উচিৎ। অন্যথায় এ ক্ষেত্রেও নারীদেরকে নিয়োজিত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনষ্ট হয়ে মানব সমাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

অতএব উভয় শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র অনুসারে দা'ওয়াতী পরিকল্পনাতেও স্বতন্ত্র কর্ম পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ মনে করেন মাদ'উকে বুদ্ধিমান ও বালেগ হতে হবে। যেমন প্রফেসর আবদুল করীম যায়দান ও ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ[৪৪]। আমার মতে এটা যথাযথ নয়। কারণ এটা মেনে নিলে শিশু, আহম্মক, বোকা, বোবা ও পাগল ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দিতে হয়, যা বিজ্ঞজনোচিত নয়। কারণ বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে অনেক পাগল ও বোকা ব্যক্তিকে ভাল করা যায়। আল কুরআন রহমত ও শেফা। আল্লাহ বলেনঃ

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ,

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়"(সূরা বনী ইসরাঈল:৮২)। আর দা'ওয়াতে শিশুদের গুরত্ব আরো বেশী।তারাই মানব সমাজের বীজ স্বরূপ। আজকের শিশু কালকের নেতা, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, আরো কত কি। হাদীছ শরীফে বলা হয়েছেঃ

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه

৪৪.শায়খ আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দা'ওয়াহ* (ইসকান্দারিয়াঃ দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬) পৃ. ৩৫৮, আরো দ্র ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ, *মিনহাজুদ দা'ইয়াহ* , (জেদ্দাহঃ মাক্তাবাহ 'উকায, ১৪০৬হি./ ১৯৮৫ খ্রী.) পৃ. ৭৩ ।

www.amarboi.org

"প্রত্যেক শিশুই তার স্বভাবজাত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে হয় ইহুদী বানায়, না হয় নাসারা, কিংবা অগ্নিউপাসক মাজুসীতে রূপান্তরিত করে"।[৪৫]

এমনি ভাবে যারা সৃষ্টিগতভাবে তথা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী তাদেরকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইসলামী দা'ঈদের জন্য উচিত নয়, পাগল ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী এবং শিশুদেরকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়া এবং অমুসলিম মিশনারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া। ফলে তারা লালন পালন ও চিকিৎসা করে ধর্মান্তরিত করবে, আর আমরা সকলে তাদের সমাজসেবা বলে শুধু বাহবা দিব। আল কুরআনে এক অন্ধ উম্মে মাকতূমকে উপেক্ষা করার প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে:

عبس وتولي أن جاءه الأعمي. وما يدريك لعله يزكي . أو يذكر فتنفعه الذكري.

"তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত"(সূরা আবাসা:১-৪)।

খ. আত্মীয়তায় নৈকট্যতার দিক দিয়ে মাদ'উ

অনেক মাদ'উ আছেন যারা দা'ঈর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন। সাধারণ জনগণের চেয়ে দা'ঈর নিকট তাদের গুরুত্ব আলাদা। রক্তের টানে দা'ঈর কথার প্রভাব বেশী হয়ে থাকে। তারপর তাদের পক্ষ থেকে দা'ঈর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা নির্যাতন করার সম্ভাবনা কম। যদিও এর উল্টোও হতে পারে। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার পিতার পক্ষ থেকেই প্রথম বাধা পেয়েছিলেন। তবে সাধারণত পূর্ব সম্পর্কের কারণে নিকটাত্মীয় স্বজনের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা দা'ঈর জন্য সহজ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। কারণ দা'ঈ তাদেরই একজন, তিনি তাদের আবেগ উদ্দীপনা, ঝুঁক, প্রবণতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং এর কিছু কিছুর সাথে জড়িতও বটে।

সুতরাং দা'ওয়াত দিতে হবে প্রথমে পরিবারস্থ স্বজন দেরকে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে, তারপর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনকে, এরপর প্রতিবেশীকে, তারপর অন্যদেরকে। মাদ'উ নির্বাচনে নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দেয়ার বিধান আল কুরআনেও এসেছে। সেখানে মহানবী (স.)কে বলা হয়:

وانــذر عشــيرتك الأقربين. "আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন" (সূরা শু'আরা: ২১৪)।

দা'ঈ তার নিজের পরেই নিজ পরিবারের নাজাতের চিন্তা করতে আদেশ দেয়া হয় নিম্নোক্ত আয়াতে:

---

৪৫. সহীহ বুখারী , কিতাবুল জানায়েজ , বাবু মা কিলা ফী আউলাদিল মুশরিকীন, ২খ, পৃ.২০৮।

www.amarboi.org

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار.

"হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর" (সূরা তাহরীম:৬)।

গ. বয়স গত দিক দিয়ে মাদ'উ

বয়সের তারতম্যেও মাদ'উর মাঝে তারতম্য ঘটে। বয়সের দিক দিয়ে কেউ শিশু, কেউ যুবক, কেউ পৌঢ় বা বৃদ্ধ। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের বয়সের এ তার তম্যের কারণে সে সব অবস্থায় বৈচিত্র্যময় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় মানুষ অতিবাহিত করে। একজন শিশু যে পরিমণ্ডলে যে চিন্তা করে , একজন যুবক তা করেনা কিংবা একজন বৃদ্ধও তা করে না। প্রত্যেকের চিন্তা চেতনা, উদ্দীপনা, কর্মতৎপরতার মাঝে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। একজন শিশুকে যে ভাষায় কিংবা যে বিষয়ে যেভাবে কথা বলা হবে, একজন যুবককে অথবা একজন বৃদ্ধকে সেভাবে কথা বলা যাবে না।

শিশুদেরকে বস্তুগত দিক নির্দেশনা ও উপমা উদাহরণের উপর জোর দিতে হবে। যুবকদের বেশী বেশী স্বপ্ন ও আশা আকঙ্খা জাগাতে হবে। জীবনে মহা পরিকল্পনা, আবেগ উদ্দীপনা, নিয়ন্ত্রণ, শৃংখলাবোধ, সাহসিকতা, নেতৃত্ব ইত্যাদির দ্বার উন্মোচন করে বাস্তববাদিতা প্রদর্শন করতে হবে। সেখানে বৃদ্ধদেরকে মৃত্যুর ভয়, পরকালীন জীবন ও পূর্বতন জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতামূলক স্মৃতিচারণ করে আকৃষ্ট করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অবলম্বন করলে অধিক ফলাফল লাভ করা দা'ঈর জন্য সহজ হবে।

ঘ. ধর্মীয় দিক দিয়ে বিভিন্ন মাদ'উ

মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। যেমন আল্লাহর বাণীতে:

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب

بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد

ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدي يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم.

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবর্তীণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পারিক জেদ বশত তারাই মতবেদ করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদাদেরকে হেদায়েত

www.amarboi.org

করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন" (সূরা বাকারা :২১৩)।

দা'ওয়াত দেয়ার পর প্রথমত: মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। কেউ সাড়া দিল, আর কেউ সাড়া দেয়নি, অস্বীকার করল। যারা সাড়া দিল, তারা মু'মিন মুসলমান। জান্নাত বাসীদের পরিচয়ে বলা হয়:

والذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. "আর যারা আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আন্‌ল, আর তারা ছিল মুসলমান"(সূরা যুখরুফ:৬৯)।

আর যারা দা'ওয়াতে সাড়া দেয়নি, বরং অস্বীকার করল তারা কাফির। এদের সম্পর্কে বলা হয়: "والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

"আর যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে সে বিষয়ে যারা অস্বীকার করল, তারাই দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিবর্গ"(সূরা আহকাফ:৩)। এছাড়া, মানুষের মধ্যে এমন দল লোক আছে, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করলেও গোপনে কুফুরীর মাঝেই নিপতিত। তারা হল মুনাফিক। তাই আল কুরআনে মু'মিন ও কাফিরের মাঝা মাঝি আরেক শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.

"হে নবী! আল্লাহ কে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (সূরা আহযাব : ১)।

অতএব ইসলামী দা'ওয়াত কবুল করা না করার দিক দিয়ে মানব সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত

১. মু'মিন মুসলমান।
২. কাফির।
৩. মুনাফিক।

১. মু'মিন মুসলমান:

তারা হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা মনে প্রাণে কাজে কর্মে ইসলামী দা'ওয়াত কবুল করেছে। যদিও তাদের ঈমান ও আমলে পার্থক্য আছে।যে জন্য আল কুরআনে তাদেরকে তিন স্তরে বিভক্ত করে।

ক. কল্যাণকর ও পুণ্যকর্মে অগ্রগামী।
খ. নিজের উপর যুল্‌মকারী।
গ. মুক্‌তাসিদ বা উভয় স্তরের মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী।

এগুলো নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়:

www.amarboi.org

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

"অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ" (সূরা ফাতির:৩২)।

ক. কল্যাণকর ও পূণ্য কর্মে অগ্রগামী

এরা ঐ শ্রেণীর খাটি মু'মিন মুত্তাকী লোক, যারা সব সময় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত বিধি বিধানের অন্বেষণকারী ও বাস্তব জীবনে অনুসরণ কারী। ইসলামের বিধি নিষেধ পালনের মাঝে তারা অমীয় তৃপ্তি লাভ করে থাকে। সব সময় অধিক যিকির ফিকির, ইবাদত বন্দেগী ও কল্যাণকর কাজে লিপ্ত থাকে এবং এতে আরো কত অধিক মনোনিবেশ করা যায়, তাতে তারা সদাচেষ্ট। কুফুরী বা নেফাকী তো দূরের কথা, কোন রকম গুনাহের প্রতি তাদের ঝুক নেই। কোন্ কাজ করলে আল্লাহ পাক অধিক সন্তুষ্ট, তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনসরণকেই তাদের জীবনের মূলব্রত বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ভাষ্য নিম্ন লিখিত আয়াত অনুসারে:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সারা জাহানের প্রভূ আল্লাহর জন্যই" (সূরা আন'আম: ১৬২)।

ইসলামের দা'ঈগণ এ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে নেক কাজে আরো উৎসাহিত করবে, তাদের বাধা অপসারণে সহযোগিতা করবে, আরো অগ্রগামী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেন তাদের তাক্ওয়া পরহেযগারী আরো বেড়ে যায়, ঈমান আরো দৃঢ় হয় তাদের অগ্রযাত্রায় তারা সচল থাকে।এ শ্রেণীর মু'মিন সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর, আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না" (সূরা আল ইমরান:১০২)। অতএব এ তাকওয়া ও ইসলামের পরিধি প্রশস্ত, সীমাহীন। এ সফর সুদীর্ঘ। এ সফরে প্রতিযোগীদের চলার গতি সম্পর্কে আরো বলা হয়:

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. "তারাই কল্যাণকর দিকসমূহে দ্রুত নিবিষ্ট হয় এবং তারাই অগ্রগামী" (সূরা মু'মিনূন:৬১)।

খ. নিজের উপর যুল্ম কারী মুসলমান

www.amarboi.org

তারা ঐ শ্রেণীর মুসলমান যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে। কালেমায়ে শাহাদার উপর আছে ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞতাবশত কিংবা বৈষয়িক চাকচিক্যময়তায় মত্ত হয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি নিষেধ মেনে চলে না। বরং শরী'আতের সীমা লংঘন করে। যদিও তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফুরী বা নেফাকের ভাব বা ঝোঁক নেই।

উল্লেখ্য, যালিম শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। অমুসলিম তথা কাফেরদেরকেও যালিম বলা হয়েছে। শিরককেও মারাত্মক যুল্ম বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণত শরীআতের সীমা লংঘনকেও যুল্ম বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণীতে:

"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

"যে আল্লাহর হদ তথা সীমাসমূহ লংঘন করল, সে নিজেই নিজের উপর যুল্ম করল"(সূরাঃ তালাক:১)।

নিজের উপর যুল্ম কারী তথা পাপাসক্ত মুসলমানের উপর দা'ঈ নীরব থাক্তে পারে না। কেননা এ যুল্ম সে যালেমকে ধ্বংস করবে এবং দোযখে নিয়ে যাবে। পূর্ববর্তী অনেক জাতির ধ্বংসের মূল কারণ ছিল এই যুল্ম। আল্লাহ পাক বলেন:

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا.

"তোমাদের পূর্বে অনেক জাতিকে তাদের যুলমের কারণেই ধ্বংস করেছি"(সূরা ইউনুস:১৩)। যুলম করা জাহান্নামে যাওয়ার উপলক্ষ্য। আল্লাহ পাক বলেন:

"وماواهم النار وبئس مثوي الظالمين.

"তাদের ঠিকানা দোযখের অগ্নি। যালেমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট" (সূরা আল ইমরান: ১৫১)। যালেমরা নেতৃত্বের যোগ্য নয়। যেমন আয়াতে কুরআনী:

قال لا ينال عهدي الظالمين.

"তিনি বলেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের বেলায় কার্যকর নয়" (সূরা বাকারা:১২৪)।

তবে ঈমানদারের পক্ষ থেকে কোন যুল্ম সংঘটিত হলে তা ক্ষমার যোগ্য , যদি সে তওবা করে। আল্লাহ বলেন:

"وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم".

"আর নিশ্চয়ই আপনার প্রভূ মানুষের যুল্মের মাগফিরাত কারী"(সুরা রা'দ: ৬)। আর এভাবে যারা তওবা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধমক দেয়া হয়েছে বিভিষীকাময় কঠিন শাস্তির।

অতএব দা'ঈর উচিত হবে তাদের কে তওবার দা'ওয়াত দেয়া। কোমলে কঠোর মিশ্রিত পন্থায় সতর্ক করা, ওয়ায নসীহত করা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা ও তা অনুসরণে শুভ প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া। কারণ অধিকাংশ অপরাধ

www.amarboi.org

সংঘটিত হয়ে থাকে অজ্ঞতা ও অসতর্কতা থেকে এবং কোন বিষয়কে হালকা ভাবে নেয়ার ফলে।

গ. মুক্তাসিদ বা মধ্যম পর্যায়ের মুসলমান

উপরোক্ত দু' স্তরের মুসলমানের মাঝা মাঝি যারা অবস্থান করছে ,তারাই মধ্যম পর্যায়ের তথা মুক্তাসিদ। অর্থাৎ তারা চেষ্টা করছে শরী'আতের অনুসরণ করতে, কিন্তু কখনো কখনো দুনিয়ার চাকচিক্যতা, জাকজমকতা ও লোভলালসা তাদেরকে ধরে বসে, তখন তারা গুনাহতে লিপ্ত হয়ে যান।এভাবে কখনো আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আবার গুনাহের কথা। ফলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব অবস্থায় সময় অতিক্রম করতে থাকে। পরহেযগারী ও খোদা ভীতির দিকটি প্রাধান্য পেলেই তওবা করে বসে।অন্যথায় ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহের দিকটি ভারী হতে হতে এক সময় যালেমের স্তরে পৌছে যায়। কিন্তু যালেম ও মুকতাসিদের মাঝে পার্থক্য হল মুক্তাসিদ তওবা করে ফেলে, কিন্তু যালেম তখনও তওবা করেনি।

দা'ঈগণের উচিত তাদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যবস্থা নেয়া।এতে সতর্ক করা, উৎসাহ দান, আল্লাহ ভীতি বর্ধনে ওয়ায নসীহত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এ শ্রেণীর লোকদেরকে আল কুরআনে বিভিন্ন ভাবে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.

"মুমিনগণ। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত" (সূরা মনাফিকুন: ৯)। আরো বলা হয়:

وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

" আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্য পথে কায়েম থাকৃত, তবে আমি তাদেরকে (বেহেশত) সুপেয় পানি পান করাতাম" (সূরা জ্বীন :১৬)।

আরো ইরশাদ হয়, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياءكم في الحيوة الدنيا وفي الأخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর" (সূরা হা মীম সাজদা: ৩০-৩১)।

www.amarboi.org

উপরোক্ত তিনটি স্তর অপরিবর্তনশীল নয়। বরং নীচের স্তর থেকে উপরেও যেতে পারে, আবার উপরের স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে নীচেও আস্তে পারে। কেননা মানব জীবন মানে পরীক্ষা। আর শয়তান সর্বদা কুমন্ত্রণা দান ও পথ ভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। দা'ওয়াতী আন্দোলনের সকল যুগেই ঐ ধরনের বিবিধ স্তরের মুসলিম বিদ্যমান ছিল। শেষোক্ত দুটি স্তরের কোন কোন ব্যক্তির মাঝে কাফের বা মুনাফিকের কোন একটি বা একাধিক কাজ পাওয়া যেতে পারে। প্রকাশ্যে কুফুরীর ঘোষণা না দিলেও কিংবা আকীদাগত ভাবে মুনাফিক না হয়েও এমন কোন গুণাগুণ প্রকাশ পেতে পারে, যা কুফরীর পর্যায়ের। কিন্তু তা ইসলামী মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত নয়। এটা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না বলে উলামায়ে কেরাম মত দেন। তাদের মতে সে গুমরাহ্ তথা বিভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তর্গত। যেমন শি'আ , খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়।এদের বুঝাতে ইমাম বুখারী স্বীয় হাদীছ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেন:

كفر دون كفر ، ظلم دون ظلم "কুফুরী ব্যতীত কুফুরী, যুল্ম ব্যতীত যুল্ম বা কুফরীর নীচ স্তরের কুফরী , যুলমের নীচ স্তরের যুলম" ।[৪৬]

তবে আল কুরআনের পদ্ধতি অনুসারে যা কুফুরী, তাকে কুফুরী বলে আখ্যা দিলে মুসলমানগণ অধিক সতর্ক হবে এবং খাটি ইসলামী সমাজের স্বকীয়তা স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। অন্যথায় মুসলমানদের মাঝে কুফুরী মূলক অপরাধ অহরহ দেখা দিতে পারে। যেমন আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করা কুফুরী। এটা এ হিসেবে নিলে মুসলমানগণ আরো বেশী সচেতন হতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী: কাফির

তারা প্রথমত: দু ভাগে বিভক্ত

ক. যারা প্রথম থেকেই কাফির তথা কুফুরীর উপরই তাদের জন্ম। তাদের মধ্যে কারো কারো নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তা কবুল করেনি। তাদের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়:

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتي تأتيهم البينة .

"আহ্লি কিতাব ও মুশরিকরা তাদের কুফুরী থেকে বিরত হল না, এমনকি স্পষ্ট দলীল আসার পরও" (সূরা বাইয়্যিনা:১)। তাদের সকলকে ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। এতে হিকমত, মাউয়িযা, প্রয়োজনে মুজাদালা ও মুআকাবা (সশস্ত্র প্রতিরোধ) এর পদক্ষেপ সমূহ নিতে হবে। যার বর্ণনা সামনে আস্ছে। আর এ পর্যায়ের লোকজন উক্ত আয়াতের আলোকে দু প্রকার:

১. **আহ্লি কিতাব**

৪৬.সহীহ বুখারী, ১খ, পৃ.২৪,২৬।

www.amarboi.org

আল কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এরা হল ইয়াহুদী ও নাসারা। ইহুদীদের তাওরাত ও নাসারাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জীল আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল। সে কিতাবদ্বয়ের জ্ঞান তাদের সাথে ছিল। কিন্তু তা তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এর মূল শিক্ষা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে যায়। এরপর এ কিতাব দ্বয়ের মূল শিক্ষা ছিল তাওহীদ, যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলী থেকে ব্যতিক্রম। তাই ইসলাম এ কিতাবের অধিকারীদের আলাদা মর্যাদা দিয়েছে, তাওহীদের দা'ওয়াত কবুল করার জন্য কৌশলগত দিক বিবেচনায়। কিন্তু এ দা'ওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করে কাফির হয়ে গেল।

তাদের প্রথমে নিষ্কলুষ তাওহীদের দা'ওয়াত দিতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। অতপর নামায, রোজা, যাকাত ও অন্যান্যের দা'ওয়াত দিতে হবে। যেমন মু'আয (রা.) কে মহানবী (স.) দা'ওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের সাথে আইনগত উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন তাদের রান্না করা খাবার ভক্ষণ, বিবাহ শাদী বৈধ রাখা, জিযিয়া কর গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির অবস্থা তুলে ধরে দা'ওয়াত দিতে হবে।

২. মুশরিক

যারা আল্লাহ সাথে শরীক করে। আল্লাহর ইবাদতে শরীক করে।বরং আল্লাহর ইবাদত না করে, তার প্রতি মাধ্যম হিসেবে অন্যের ইবাদত করে। এ পথে তারা শত শত নয়, বরং কোটি কোটি দেবদেবী বানিয়ে নিয়েছে। এ মুশরিকদের ভিতরে আরব, রোমান, গ্রীক, ভারতীয়, ও অগ্নি উপাসক পারসিক সকলেই অন্তর্গত।দেব দেবী ও মূর্তি গ্রহণ ও পূজায় এদের মাঝে প্রতিযোগিতা সদা কার্যকর।

তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াতের উপর জোর দিতে হবে। এতে আল্লাহর নিদর্শন উপস্থাপন, রুবুবিয়্যাত ব্যাখ্যা করা ও উলুহিয়্যাতের বাস্তব অবস্থা ও সকল কিছুতে তাওহীদের রূপায়ণ বল্‌তে যা বুঝায় , তা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে।এমনি ভাবে মূর্তি পূজার অসারতা ও মানব মর্যাদার দিকটিও প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর লোক হল মুল্‌হিদ বা দাহ্‌রিয়া। যারা একমাত্র দৃশ্যমান বৈষয়িক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পরকালে বা অদৃশ্য জগতে বিশ্বাসী নয়। এদের কেউ কেউ জীবন মৃত্যুতে সৃষ্টি কর্তার প্রভাবে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে জগত এমনিতেই চল্‌ছে। তারা মূলত প্রবৃত্তির দাস। হুদ জাতি ও মক্কার মুশরিকদের মাঝেই এ ধরনের এক দল লোক ছিল।তাদের বক্তব্য আল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপঃ

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

"আমাদের দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, মরি, বাচি এ-ই। আমরা পুনরুত্থিত হব না" (সূরা মু'মিনূনঃ ৩৭)।

তাদের সম্পর্কে আল কুরআনে আরো এসেছেঃ

www.amarboi.org

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

"তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে"(সূরা জাছিয়া:২৪)।

আল কুরআনের ভাষায় প্রবৃত্তিই তাদের খোদা। বেলেল্লাপনায় মনে যা চায় তাই বলে ও করে। ইরশাদ হয়েছে:

أفراءيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না?" (সূরা জাছিয়া:২৩)

এ শ্রেণীর লোক জনের মধ্যে আরেক প্রকার হল, তারা সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে বসে। তারা নাস্তিক। বর্তমান যুগে মুশ্‌রিক ও খৃস্টান সমাজে এদের সয়লাব বয়ে যায়।এরা দার্শনিকতার আশ্রয় নিলেও মূলত তারা প্রবৃত্তির গোলাম বৈষয়িক। আল্লাহর অস্তিত্ব মাঝে মাঝে মানে, আবার অস্বীকারও করে। কমিউনিষ্টরা তাদেরই উত্তর সূরী।

যাহোক, আল কুরআনে সৃষ্টির কারণ তত্ত্ব (Cosmological Theory) এর মাধ্যমে এদের মতবাদ খণ্ডন করা হয় নিম্নোক্ত আয়াতে:

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না?"(সূরা তূর: ৩৫-৩৬)

অর্থাৎ বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না - এটা দার্শনিক ভাবেই সত্য। এর পিছনে উপলক্ষ্য আছে। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এভাবে আসমান যমীনের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ নিদর্শনের মাধ্যমে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে নাস্তিকদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দা'ওয়াত দিতে হবে।

খ. মুরতাদ:

যারা প্রথম থেকেই কাফির ছিল না। তারা ছিল মুসলিম। কিন্তু যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়াই ইসলাম ত্যাগ করে কুফুরীর ঘোষণা দেয় । এদের পূর্ববর্তী সকল আমল বাতিল হয়ে যায়। এদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

www.amarboi.org

ومن يرتدد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون.

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা তার ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে গেল, আর সে কাফির তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল।তারা দোযকের আগুনের অধিবাসী।এরা এতেই চিরকাল থাক্‌বে।" (সূরা বাকারা: ২১৭)

এদেরকে তওবার দা'ওয়াত দিতে হবে। তওবা না করলে বরং মুসলিম উম্মাহর দুশমনীতে লেগে গেলে, তাদের বিরুদ্ধে উলামার,ইজমা ভিত্তিক হুকুম হল এদের কতল করতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণী : মুনাফিক

এরা কাফিরও না মু'মিনও না, বরং মাঝামাঝি। তবে দা'ওয়াতী তৎপরতার জন্য ভয়ংকর। এজন্য এদের শাস্তি সব চেয়ে কঠিন। শজারু তার গর্তের মধ্য থেকে বের হওয়ার জন্য কয়েকটি মুখ রাখে। একটি মুখ নরম মাটি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। রাস্তাটি দেখতে বন্ধ মনে হলেও আসলে বন্ধ নয়। কোন দুশমন দ্বারা আক্রান্ত হলেই সে গোপন নরম মাটির মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এ গোপন রাস্তাটি দিয়ে বের হওয়ার নাম নাফিঁকা। মুনাফিক মানুষের চরিত্রও তা-ই। সুবিধাভোগী, সুযোগ বুঝেই মত পাল্টায় , এমন কি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হলেও।

বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক আছে। আকীদা - বিশ্বাসে , কাজে। যার মধ্যে যতটুকু মুনাফিকের আলামত আছে সে সে হারে ততটুকুই মুনাফিক। তবে আকীদাগত মুনাফিক মারাত্মক। আরো মারাত্মক যে গোপনে দা'ওয়াতী কাফেলায় প্রবেশ করে এর ক্ষতি করতে চায়।

মুনাফিকীর আলামত তথা মুনাফিক চেনার উপায়

মুনাফিক ঘাপটি মেরে গোপন থাকে। তাকে সহজে চেনা যায় না। তবে চেনা যায় আলামত ও গুণাগুণ বিচারে এবং নির্ভরযোগ্য লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে।। কুরআন সুন্নাহে মুনাফিকের কিছু গুণাগুণ আলোচনা করা হয়। ইসলামে তার আলোকে মুনাফিক চেনার উপায় নির্ধারণ করা হয়। মুনাফিকের প্রচুর আলামত আছে। নিম্নে কটি উল্লেখ করা হলো:

১. বারবার একই পাপে লিপ্ত হয়(সূরা তাওবা: ১০১-১০২)
২. বেশী মিথ্যা শপথ করে (সূরা মুনাফিকুন:২)
৩. ওয়াদা ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে (সূরা তওবা:৫৭,৭৫-৭৭)
৪. আমানতে খেয়ানত করে (মহানবী (স.) এর হাদীছ)
৫. মানসিক বিকার গ্রস্ত (সূরা বাকারা:১০)
৬. মু'মিনদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায়(সূরা তওবা:৪৭)
৭. অন্যকে পথ ভ্রষ্ট করতে চায় (বাকারা:২০৫)

www.amarboi.org

৮. আত্মত্যাগী খাঁটি নিবেদিত প্রাণ মু'মিনদেরকে বোকা বলে(সূরা বাকারাঃ ১৩)
৯. প্রচণ্ড ঝগড়াটে (বাকারা:২০৪)
১০. নসীহত শুনে না।পাপ করে গর্ববোধ করে(বাকারা:২০৬)
১১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে(নিসা:১৩৭)
১২. দা'ঈদেরকে বিপদে ফেলার প্রতিক্ষায় থাকে(সূরা নিসা:১৩৮-১৪১)
১৩. ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে(সূরা নিসা:১৪২)
১৪. লোক দেখানো কাজে আগ্রহী বেশী (সূরা নিসা:১৪২)।
১৫. ইবাদত আদায়ে অলসতা দেখায়(নিসা:১৪২)।
১৬. ভাল মন্দ নির্বাচনে কিংকর্তব্য বিমুখ(সূরা নিসা:১৪৩)।
১৭. তাগুতীশক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে চায়। আর ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে(নিসা:৬০-৬১,১৪৩)।
১৮. সত্যপন্থীদের বেশী বেশী ভুল ধরে ও তাদের সাথে রাগান্বিত হয় (তাওবা:৫৮)।
১৯. অসৎ কাজে উৎসাহিত করে ও সৎকাজে নিরুৎসাহিত করে(তাওবা:৬৭)।
২০. মু'মিনদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। (তাওবা:৭৯)।
২১. জিহাদ পরিত্যাগ করতে বলে। (তাওবা:৮১)
২২. কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতা দেখায়(তাওবা:৫৬,মুহাম্মদ:২০)
২৩. মিথ্যা গুজব ছড়ায়(সূরা নিসা:৮৩, নূর:১৯০
২৪. কথা ও কাজে মিল নেই(সূরা ফাত্হ:১১)
২৫. মিষ্টি কথা বলে বেশী বেশী ওযর পেশ করে(বাকারা:২০৪)
২৬. ইসলামী মানদণ্ড ও মূল্যবোধের পরিবর্তন চায় (বাকারা:১২)
২৭. মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শক্তির সাথে একই সঙ্গে গোপনে আতাঁত করে চলে। যেন কোন পক্ষ থেকেই ক্ষতির আশংকা না থাকে(সূরা নিসা:৬২)।
২৮. মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় (নিসা:৮৩)।
২৯. নামায রোযাসহ দ্বীনের মূল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে(মায়িদা:৫৮)।
৩০. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে বেহুদা মনে করে(তাওবা:৮)।
৩১. কঠোর সময়ে দা'ঈদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে(হজ্:১১)।
৩২. দ্রুত পাপে লিপ্ত হয়, শত্রুতা ছড়ায় এবং ঘুষ খায়।(মায়িদা:৬২)।
৩৩. কাজ ছাড়াই প্রশংসা চায়(আল ইমরান:১৮৮)।
৩৪. জিহাদে অংশ গ্রহণে ওযর আপত্তি দেখায় (তাওবা:৮৬)।
৩৫. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে (আহযাব:১৩)।
৩৬. ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে তাদের 'ইজ্জত সম্মান কামনা করে, এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেয়ে হলেও। (নিসা:১৩৯)।

www.amarboi.org

৩৭. বিপদ চলে গেলে বড় গলায় কথা বলে এবং লাভাংশ চায়(আহযাব:১৯)।
৩৮. ধন সম্পদ বা কোন সুবিধা না দিলেই নাখোশ হয়। (তাওবা:৫৮)।
৩৯. নিজে ইসলাম গ্রহণ করাটাকে দা'ঈর উপর অনুগ্রহ মনে করে(হুজরাত:১৭)।

মুনাফিকের এ ধরনের স্বভাবসমূহ আল কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোর যতটুকু যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ততটুকু মুনাফিক। ইসলামী দা'ঈর জানা উচিত, মুসলিম সমাজে নিফাক যে সব কারণে জন্ম নেয় তা অনেক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি:

এক: যে দা'ওয়াতী কাফেলা শত্রুদের মোকাবিলায় তৎপর, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।

দুই: কাপুরুষতা ও বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধি।

তিন: দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ , সংশয় ও দ্বীন মানতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব।

মুনাফিকের ব্যাপারে ইসলামী দা'ঈর ভূমিকা

মুনাফিকদের মাঝে সাধারণ দা'ওয়াতী পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি ক'টি পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি:

১. তাদের বাহ্য অবস্থা মেনে নেয়া। কাফের বলে বিতাড়িত না করা, বরং এদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২. চরম মুহূর্তে উদাহরণের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে তাদের নিফাকী আখলাক ধরে দেয়া
৩. ওয়ায নসীহত করা। চরম আবেগাপ্লুত ভাবে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় দ্বীনের ব্যাপারে চরম বাণী শুনানো।
৪. কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করা যেতে পারে। তবে এদের সম্পর্কে সদা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।
৫. বয়কট করা, (উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে)
৬. কঠোর ভূমিকা নেয়া। প্রয়োজনে তথা এরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইলে অস্ত্র ব্যবহার করা, যুদ্ধ করা। (তাওবা:৭৩-৭৪)।

মোটকথা, নিফাক একটি মারত্মক ক্যান্সার ব্যাধি। এটা শুরু হয় কাপুরুষতা ও পাপাচার থেকে। তারপর ধোকা, প্রতারণা ও বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির পর্যায় অতিক্রম করে ইসলামের শত্রদের হাতে ঈমান বিকিয়ে দেয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়। নিফাক উদ্ভবের কারণগুলো নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে ও সতর্ক থাক্‌লে এর প্রকোপ থেকে অনেকাংশে বাঁচা যায়।

৬. সামাজিক পদ সোপানগত দিক দিয়ে মাদ'উ

যুগে যুগে মানব সমাজে তার সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠেছে শ্রেণী প্রথা ও পরস্পরে পার্থক্যের দেয়াল।কখনো ধর্মের নামে যেমন হিন্দু ধর্মের শ্রেণী প্রথায় ব্রাম্ম্যণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কখনো বা সামাজিক প্রথা ও পদমর্যাদার নামে। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণী, পুজিপতি, ধর্মগুরু এবং শ্রমিক শ্রেণী। উভয়

www.amarboi.org

ব্যবস্থাই বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে পদ মর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম সামাজিক ক্ষেত্রে সমতার নীতি ঘোষণা করেছে। ইসলাম ঐ ধরনের শ্রেণী বিশেষে পদমর্যাদা গত ভেদাভেদের স্বীকৃতি নেই। তবে প্রথাগত ভাবে চলে আসা দায়িত্ব বন্টনে পদ সোপান গত কিছু বিভাজন মেনে নিয়েছে শৃংখলা বিধানের নিমিত্তে, শ্রেণীগত বিশেষ মর্যাদার ভিত্তিতে নয়, দায়িত্বের ভিত্তিতে। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেছেন:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

"আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে"। (সূরা যখরুফ:৩২)

মানব জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সুন্নত কার্যকর করেছেন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার জন্য। অন্যথায় মানব জীবন অচল হয়ে যাবে। সমাজের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষাবিদের, তেমনি প্রয়োজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, কৃষক, মিস্ত্রী, পেশাজীবি সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের।

তাই একজন দা'ঈকে সমাজের এ ধরনের বৈচিত্র্যময় পেশার মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে প্রয়োজন বৈচিত্র্যময় মৌলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। দা'ঈকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকেই তার আপন পেশাকে স্বভাবত ভালবাসে।

আল কুরআনে এসেছে, كــل حــزب بما لديهم فرحون. "প্রত্যেক দলের যা আছে, তা নিয়ে তারা খুশী"(সূরা রূম: ৩২)।

এভাবে সমাজে যত রকমের বিশেষজ্ঞ পেশা রয়েছে , তাদের মন মানসিকতা সে পেশাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দা'ঈকে তার কৌশলগত দিক বিবেচনা করতে হবে। যেমন একজন ডাক্তার স্বভাবত আল্লাহ ভীরু হয়।কারণ মানুষের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে তার জন্য রক্ষণ ব্যবস্থায় সতত সে বিস্ময় অনুভব করে। একজন ইঞ্জিনিয়ারও সৃষ্টি জগতে অবস্থিত বিভিন্ন কলা- কৌশল অবলোকনে মোহিত। এ ধরনের পেশার মানুষ সাধারণত ধার্মিক হয়। তাই তাদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা সহজ। অপর দিকে শ্রমজীবী মানুষের কাছে যদিও ধর্মের গুরুত্ব থাকে, তবুও তারা ধর্মভীরু হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যাই তাদের কাছে মূল বিষয় বলে বিবেচ্য হয়। এমনি ভাবে ব্যবসায়ীগণ সাধারণত চালাক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই তাদের মাঝে কর্কশ ভাব, কপটতা, লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সম্পদে দাম্ভিকতা প্রাধান্য পায়। এমনি ভাবে শিক্ষকতার পেশায় মানুষ আত্মসম্মানবোধ, আদর্শবাদিতায় বেশী সচেতন থাকে।

www.amarboi.org

প্রশাসকদের মাঝে দম্ভ ও আত্মগরিমা বেশী কাজ করে। তারা আনুগত্য ভোগে বেশী অভ্যস্ত হয়। তারা নির্দেশ দানে খুশী। নির্দেশিত হতে অপ্রস্তুত। এভাবে সমাজের বিশেষজ্ঞ পেশার মানুষের মাঝে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা দা'ঈকে বিবেচনায় আন্তে হবে। নিম্নে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যে পদ সোপানে বিভাজিত ও পরিচালিত এবং বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সে সবের উপর আলাদা ভাবে আলোকপাত করা হলোঃ

ক. শাসক ও নেতৃপর্যায়ের মানুষঃ

আল কুরআনে যাদেরকে মালা'আ (مـــلأ) বলা হয়েছে। দেশ বা সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ঘুরে ফিরে আসে। সাধারণ জনগণ তাদেরই অনুসরণ করে থাকে। সমাজে তাদেরই প্রভাব বেশী। যেমন আয়াতে কুরআনেঃ

وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا.

"আর তারা বল্‌ল, হে আমাদের প্রভূ, আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড় লোকদের অনুসরণ করি তারা আমাদের পথচ্যুত করেছে" (সূরা আহযাব : ৬৭)।

এক হাদীসে এসেছে : الناس على دين ملوكهم.

"মানুষ তাদের রাজাদের ধর্মের উপরই চলে থাকে"।এ ধরনের রাজা বাদশা, নেতা নেত্রীগণ স্বভাবতই প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামী দা'ওয়াতের বিরোধী হয়ে দাড়ায়। ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা।

এজন্য আল কুরআনে বলা হয় : وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتي نؤتي مثل ما اوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.

"আর এমনি ভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি , যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌছে, তখন বলে, আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রাসুলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্তর আল্লাহর কাছে পৌছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে" (সূরা আন'আম:১২৩-২৪)। এখানে দেখা যাচ্ছে, তারা দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাতে তাদের স্বভাব নিম্নরূপঃ

১. তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়
২. অলৌকিকতা প্রদর্শনের দাবী করে

www.amarboi.org

৩. নেতৃত্বের দম্ভ প্রদর্শন করে।

৪. অনেক সময় পূর্ববর্তী প্রথা, ধর্ম বা জাতীয় স্বার্থও তুলে ধরে। মূলে ক্ষমতা হারানোর ভয়, যেমন মুসা ও হারুন (আ.)কে ফের'আউন ও তার দলবল বলেছিল:

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

"তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না" (সূরা ইউনুস:৭৮)।

তবে কোন কোন শাসক দা'ওয়াত কবুলও করেছেন এবং তাদের সাথে হাজার হাজার মানুষ দা'ওয়াত কবুল করেন।এজন্য যুগে যুগে দা'ঈগণ রাজা বাদশা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের টার্গেট করেছেন। দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন ইব্রাহীম (আ.) নমরূদকে, মূসা (আ.) ফের'আউনকে। তবে কোন কোন সমাজপতি দা'ওয়াতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও জনগণ সে দা'ওয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দা'ওয়াত কবুল করেনি। আবার উল্টো দিকে জনগণ দা'ওয়াত কবুল করে ফেলার কারণে তাদের নেতাও বাহ্যত দা'ওয়াতের প্রতি সমর্থন দিয়ে থাকে।

মুলত নেতারা সবচেয়ে বেশী ভয় করে ক্ষমতা হারানোর ও আরাম আয়াশী জীবনের অবসান। তাই এ দুটি দিক ঠিক রেখে অন্যান্য চলমান আন্দোলন বা পরিবর্তনের সাথে চল্‌তে চায়। হয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে, না হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে। তাই দা'ঈর উচিত হবে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভ না দেখানো ও তাকে ভয় না দেখানো। তার সাথে সহযোগিতা দেখিয়ে তাকে ইসলামের চিন্তা চেতনায় পরিশুদ্ধ করা উচিত। সাথে সাথে ইসলামী হুকুমাত চালু করার চেষ্টাই সর্বাগ্রে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয়। তার সাথে নরম নরম কথা ও ব্যবহার পেশ করতে হবে। একনিষ্ঠ কল্যাণকামিতার ভাব ব্যঞ্জনায় নসীহত করতে হবে। যেন তার আবেগ ও বোধ একই সংগে প্রভাবিত হয়। তবে সে অত্যাচারের পথ বেছে নিলে দা'ওয়াতী পথে অন্য পদক্ষেপ আছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে।

খ. সাধারণ জনগোষ্ঠী

তারা মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, সমাজের সাধারণ মানুষ।সমাজ সদস্যগণের তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ পেশাজীবি। তারা শাসিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোষিত, বঞ্চিত বা নিপীড়িত।তাদের অধিকাংশ দরিদ্র ও দুর্বল এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

১. ক্ষমতাধর শক্তির সামনে প্রধানত তারা দুর্বলতাই প্রকাশ করে, বিশেষত নতুন কোন দা'ওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে। তা সে যে কোন সমাজেই হোক।

www.amarboi.org

২. তাদের স্বভাব সাদাসিধে তথা সহজ সরল প্রকৃতির। তাই দা'ওয়াতে দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ দা'ওয়াত কবুল করার পথে যে সব বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করে তার অনেকাংশেই তাদের মাঝে নেই ।যেমন নেতৃত্বের লোভ, কর্তৃত্ব চর্চার আকর্ষণ, অন্যের প্রতি আনুগত্যে অনাগ্রহ, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দম্ভ ইত্যাদি, যা সমাজে নেতৃস্থানীয়দের মাঝে পাওয়া যায়, তা সাধারণ মানুষের মাঝে নেই। এজন্য আম্বিয়া কেরামগণের দা'ওয়াত সবচেয়ে যারা বেশী সাড়া দেয়, তারা হল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। আবূ সুফিয়ানের সাথে কথা বার্তায় রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসও তাই বলে ছিলেন। [৪৭]

৩. অনুকরণ প্রবণতার প্রাধান্য।বিশেষত বাপ দাদার পক্ষ থেকে চলে আসা আকীদা বিশ্বাস রীতি নীতির উপর তারা অটল থাক্তে বেশী ভাল বাসে। যেমন আল্লাহর বাণী:

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

"আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও" (সূরা বাকারা: ১৭০)। এজন্য কেউ বলেন সাধারণ জনগণ বকরীর পালের মত। একটা যে দিকে যায়, সব গুলোই সে দিকে যায়।

৪. সমাজের নেতৃস্থানীয় ও বিজয়ী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের অনুসরণ করে। আর এটা কয়েকটি কারণে:

প্রথমত: শাসকদের ভয় করে। কারণ শাসকদের হাতে থাকে সকল শক্তি প্রভাব বলয় ও ধন সম্পদ। তারা ইচ্ছা করলে সে শক্তি প্রয়োগ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করতে পারে। তাই নির্যাতনের ভয়ে তাদের সব হিকমত ও সাহসিকতার স্ফূরণ স্তিমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: শাসকগণ কিছু কিছু ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন , খেতাব, বখশীশ ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের সমর্থক করে রাখে। তাই নতুন দা'ওয়াতের দা'ঈদের বিরুদ্ধে এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয়ত: দা'ঈদের বিরুদ্ধে শাসকরা বিভিন্ন ধরনের অপবাদ ও সংশয় সৃষ্টি করে। যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ফলে তারা দা'ঈদের পরিবর্তে ঐ নেতাদেরই অনুসরণ করে, এমনকি ও ঐ নেতারা যুলমবাজ হলেও। দা'ঈদের বিরুদ্ধে ঐ নেতারা যে সব অভিযোগ করে ও অপবাদ দেয় আল কুরআনের ভাষায় তার ক'টি নিম্নরূপ:

---

[৪৭] সহীহ বুখারী, বাব বাদউল ওহী , ১খ, পৃ.৭-৯।

www.amarboi.org

১. দা'ঈরা পাগল, পথভ্রষ্ট ও বোকা ধরনের লোক। যেমন নূহ (আ.)এর সময়ে

قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين.

"তার সম্প্রদায়ের নেতারা বল্‌ল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখছি।" (সূরা আরাফ: ৬০)। হুদ (আ.) এর কওমের নেতারা যা বলেছিল:

قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.

"তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বল্‌ল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের বড় আহম্মক হিসেবে দেখ্‌ছি। আর অবশ্যই আমরা ধারণা করছি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্ত র্ভুক্ত"।(সূরা আরাফ:৬৬)

২. রাসূল হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিটি তাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দাবী করলে তাদের মতে মানুষ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর বাণী:

وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا.

"তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, তোমাকে তো আমাদের মতই একজন মানুষ হিসেবে দেখছি"(সূরা হুদ: ২৭)।

৩. নেতারা মানুষের জন্য সত্যের রক্ষক। তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের হেফাজতকারী, কল্যাণকামী ও ফ্যাসাদ নিরসনকারী। যেমন আয়াতে কুরআনে:

"وقال فرعون ذروني اقتل موسي ليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو ان يظهر فى الأرض الفساد.

"আর ফির'আউন বল্‌ল , তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি, সে তার প্রভূকে ডাকতে থাকুক। আমার ভয় হচ্ছে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে বা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে।" (সূরা মুমিন:২৬)

৪. সংশয় সৃষ্টির আরেকটি হাতিয়ার হলো, এ নেতারা অনেক ধন সম্পদ যশ-খ্যাতি ও কর্তৃত্বের অধিকারী। আর দা'ঈদের মুখের বুলি ছাড়া কিছুই নেই:

ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.

"ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না?"(সূরা যুখ্‌রুফ:৫১)

তাদের এসব বক্তব্যে সাধারণজন গোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হয়। তা'ছাড়া এগুলো অত্যন্ত জৌলসপূর্ণ আবেশে ও আভিজাত্যে উপস্থাপন করা হয়। যাতে মানুষ আরো বেশী মোহিত হয়ে থাকে। তাদের চাকচিক্য ও চোখ ধাঁধানো জাক জমকতায় সাধারণ মানুষ প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়।

গ. আলেম শ্রেণী তথা শিক্ষিত সমাজ

www.amarboi.org

প্রতিটি ধর্ম , সমাজ সভ্যতায় শিক্ষিত সমাজ রয়েছে। যারা জাতিকে শিক্ষিত , সংস্কৃতিবান করে গড়ে তুলে। যদিও এ কাজ পূর্বে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো এবং শিক্ষিত মানে ধর্মীয় শাস্ত্রে শিক্ষিত বুঝাত। বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন বনী ইসরাঈল সমাজে তাদেরকে আহ্বার , রিব্বি ও বলা হত। খৃস্টানরা উসকুপ, হিন্দু সমাজে ব্রাম্যণ বা ধর্মগুরু, পণ্ডিত ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। মুসলিম সমাজে আরবী ধারায় আলেম বলা হয়।

মুসলিম সমাজে সাধারণত আলেমগণই দা'ঈ। এরপরও তারা অন্যদিক দিয়ে মাদ'উ। কারণ ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত।তা আহরণ করতে হলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি লেখিত গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হবে। অন্যের দেয়া তত্ত্ব ও তথ্য নিতে হবে। এভাবেই অন্যের দা'ওয়াত নেয়া হয়। তাই তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য দা'ওয়াতের প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য অমুসলিম আলেম বা ধর্ম বিশেষজ্ঞগণের মাঝেও দা'ওয়াতী কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- তারা জ্ঞানী মানুষ জ্ঞানের গর্ব দেখাতে পারে। সেখানে আবেগ প্রসূত আলোচনার চেয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনার প্রাধান্য কাম্য
- আলেমরা সাধারণত তর্কপ্রিয়। তাই তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় সত্যযুক্তি প্রদর্শন মূলক তর্ক করতে হবে।
- তারা ধর্মীয় গ্রন্থের বিশেষজ্ঞ। অতএব, দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি তাদের ধর্ম গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা আনতে হবে। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কৌশলে ধরিয়ে দিতে হবে।
- তবে অন্যান্য ধর্মের গুরুদের অধিকাংশই সম্পদ লোভী, অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত । অতএব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য ও জ্ঞান চর্চার অবস্থা তুলে ধরতে হবে।
- জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে।আল্লাহ পাক বলেন, إنمـــا يخشي الله مـــن عباده العلماء. "নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে বেশী ভয় করে" (সূরা ফাতির:২৮)।
- তারা মৌলিক তত্ত্বগত আলোচনা ভালবাসেন। অতএব শাখা প্রশাখার আলোচনা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত থাকাই শ্রেয়।
- তারা মনের সাথে না মিল্‌লে দম্ভ প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আলেমদের মাঝে মতানৈক্য বেশী। সেক্ষেত্রে দা'ঈ ভাল ব্যবহার, সত্য ও যুক্তির পক্ষ অবলম্বন করেই জয়ী হতে পারেন।

মুসলিম আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য আছে থাক্‌বে। তবে তা ইজতিহাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রে অভিবাদন যোগ্য। কিন্তু দলাদলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিন্দিত। দাওয়াহকে সফল করতে হলে বিশেষ করে মুসলিম আলেমগণের ঐক্য অনিবার্য।

পরিশেষে কথা হল ইসলামী দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে মাদউর উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই একই ব্যক্তির মাঝে একাধিক দিক থাক্‌তে পারে। যেমন অমুসলিম শিক্ষিত পুরুষ নেতা, যিনি দা'ঈর আপন ভাই।

www.amarboi.org

এর পরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও দা'ওয়াতী নীতি অনুসরণ করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে।দা'ওয়াতী পরিকল্পনা গ্রহণ আরো সহজ হবে। এ ধরনের বৈচিত্র্যতা আল কুরআনের সম্বোধন রীতিতেও দেখা যায়। যেমন কোন সময় বলা হয় , হে মানব জাতি, কোন সময় বলা হয়, হে ঈমানদারগণ, আবার কোন সময় বলা হয় , হে কিতাবীগণ, ইত্যাদি। এ বৈচিত্র্যতা ইসলামী দা'ওয়াতে মাদ'উর বৈচিত্র্যতা মূল্যায়নের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে মাদ'উর গুরুত্ব

যে কোন দা'ওয়াত হোক না কেন, মাদ'উ হল তার অন্যতম স্তম্ভ। মাদ'উকে চিনা ব্যতীত কোন দা'ওয়াহ কার্যক্রমের কথা অবান্তর। মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করা যায় না। দা'ওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন প্রকারের মাদ'উর বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাদি মূল্যায়ন করতে হবে। তখন দা'ওয়াহকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর দাড় করানো সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করেন, মাদ'উ হলো গ্রহীতা। তার কাছে উপস্থাপন প্রক্রিয়াই বড় কথা। তার সম্পর্কে জানার তেমন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণাটি যথাযথ নয়। কারণ সকল মাদ'উ সমান নয়। সবার যোগ্যতা, অবস্থা, গুণাগুণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয়। অতএব দা'ওয়াহ ও দা'ঈর সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনায় মাদ'উর সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ মানব সমাজে স্বভাবগত ও পেশাগত বৈচিত্র্যতাকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। অন্যথায় দা'ওয়াতী কাজ নিমিষে হারিয়ে যাবে শূন্যে। স্থায়ী হবে না। যে মাদ'উকে জানা ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে চায়, বধিরকে কিছু শুনাতে চায়, পাগলের চিন্তা জাগ্রত করতে চায়, সাগরে চিত্র অংকন করতে চায়। আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবীকে তার জনগোষ্ঠী তথা মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েই পাঠিয়েছেন:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

"প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করেই পাঠিয়েছেন, যেন তারা তাদেরকে বুঝাতে পারে।"(সূরা ইব্‌রাহীম :৪) আর মূখের যেমনি ভাষা আছে, তেমটি অবস্থারও ভাষা আছে।অতএব দা'ওয়াতী পদ্ধতিতে মাদ'উর গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায় দা'ওয়াহ হবে গন্তব্যহীন।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াতে উপস্থাপন কৌশল ও মাধ্যম

মানুষের মাঝে তিনটি উপাদান আছে, যার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত।তাহলো হৃদয়ানুভূতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি। মানব সমাজে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে দা'ওয়াত দ্বারা এ তিনটি সেক্টরে নাড়া দিতে দিবে। তাই দা'ওয়াতী পরিকল্পনায় উপস্থাপনের কৌশলগুলোকে ঐ তিনটি উপাদানের আলোকে সাজানো যায়।

ক. হৃদয়ানুভূতি গত উপস্থাপন কৌশল:

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এ ধরনের অনেক উপস্থাপন কৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কটি নিম্নরূপ :

১. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উর প্রশংসা করা।
২. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উকে তিরস্কার করা।
৩. আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করা।
৪. আবেগ উদ্দীপক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করা।
৫. উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ আখেরাতে জান্নাতের আরাম আয়েশ দোযখের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করানো।
৬. আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয়া।
৭. আবেগকে জাগিয়ে তোলে- এমন কিছু বিশুদ্ধ কিস্‌সা কাহিনী বলা।
৮. দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি সহানভূতি, দয়া প্রদর্শন ও বিপদ আপদে দেখা শুনা করা।
৯. মাদ'উর অভাব মোচন করে দেয়া, সাহায্য করা। এবং সেবা যত্ন করা।[৪৮]
১০. নাম ধরে সম্বোধন।
১১. উপমা উদাহরণ দেয়া।
১২. পরামর্শ চাওয়া।
১৩. নসীহতের সুরে বক্তব্য পেশ।
১৪. কিছু উল্লেখ করা, কিছু উহ্য রাখা।
১৫. বক্তব্য সংক্ষেপে বলা।
১৬. কোন প্রশ্নের একাধিক উত্তরের মাঝে অধিক কল্যাণকর দিক উল্লেখ করা।
১৭. প্রয়োজনে আল্লাহর শপথ করা।
১৮. সম্মান ইজ্জত প্রদর্শনমূলক বক্তব্য বা কাজ করা।
১৯. মাদ'উর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ ও প্রশ্নত্তোর করা।
২০. সবর ও সংযম প্রদর্শন করা।
২১. জামা'আত বদ্ধ হয়ে একজনের কাছে যাওয়া ও উপস্থাপন ।
২২. ক্ষমা করে দেয়া ও কল্যাণকামিতা প্রদর্শন

৪৮দ্র. ড. আবুল ফাত্‌হ বায়ানূনী, *আল মাদখালু ইলা 'ইলমিদ্ দা'ওয়াহ* (বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২হি./১৯৯১) পৃ.২০৫-২০৬)।

www.amarboi.org

২৩. নরম ব্যবহার ও আপনকরণ।
২৪. প্রয়োজনে কঠোর হওয়া।
২৫. খাবার আয়োজন ও মেহমানদারী করা।
২৬. বয়কট করা।
২৭. গোপনে দা'ওয়াত দেয়া।
২৮. হিজরত করা।[৪৯] ইত্যাদি।

এসব কৌশল সাধারণ সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ, কিংবা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারীদের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। তাছাড়া, যাদের অবস্থা সম্পর্কে দা'ঈর সম্যক জ্ঞান নেই, তাদের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রয়োজন। এভাবে যারা নরম অন্তরের অধিকারী যেমন শিশু, ইয়াতিম, মিসকীন, বিপদগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত, নারী ইত্যাদির জন্য দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এছাড়া, পুত্রের জন্যে পিতা ও পিতার জন্য পুত্রের দা'ওয়াত এবং নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজে সেগুলো ব্যবহার্য। এমনি ভাবে যখন কোন সমাজে দা'ঈ দুর্বল হন কিংবা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হন, তখন উপরোক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন যেন তাদের হৃদয়ানভূতি আলোড়ন সৃষ্টি করা যায়, দা'ঈর প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।

খ. বোধিতে আবেদন সৃষ্টিকারী উপস্থাপন কৌশল

মানুষের আকল বা বুদ্ধিকে সম্বোধন করে তার মাঝে চিন্তাভাবনা ও গবেষণায় অনুসন্ধিৎসু করে তোলে এ ধরনের উপাস্থাপন কৌশল অনেক। নিম্নে কটি উল্লেখ করা হলো।

১. দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করা।[৫০]
২. বিভিন্ন ধরনের তুলনা প্রদর্শন করা। যেমন একবার এক যুবক মহানবী (স.) এর নিকট এসে ব্যাভিচার করার অনুমতি চাইল। মহানবী (স.) বললেন, তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যাভিচার করুক, তা তুমি চাও? যুবকটি বলল, না, কখনো না। মহানবী (স.) বললেন, তাহলে অন্য মানুষেরাও তাদের মায়ের সাথে চাবে না। এমনি ভাবে মহানবী (স.) সে যুবকটি ফুফীর সাথে, বোনের সাথে তুলনা করলেন। পরিশেষে যুবকটি তার বাসনা ত্যাগ করে অন্তর পরিশুদ্ধ করে নিল।[৫১]
৩. মাদ'উর সাথে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক করা, যাকে [illegible] বলা হয়।

[৪৯] দ্র. ড. আনওয়ারী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০-৪০৯,৪৩০-৪৩৪।
[৫০] ড. বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬।
[৫১] দ্র. মুসনাদ আহমদ , (হাদীসটি হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত), ৫খ, পৃ. ২৫৬-২৫৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদে আল্লামা হায়ছামী একে তাবারানীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে শেষে বলেন এর বর্ণনাকারীগণ বিশস্ত , মাজমাউয যাওয়ায়িদ , ১খ, পৃ. ১২৯।

www.amarboi.org

৪. যে সব বিশুদ্ধ কাহিনীতে বুদ্ধি ও চিন্তার খোরাক বা কাজ বেশী, সে সব কাহিনী উল্লেখ করা। এজন্য আল্লাহ্ পাক বলেন:

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

"নিশ্চয় তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে" (সূরা ইউসুফ: ১১১)।

৫. বিভিন্ন উপমা উদাহরণ ও প্রবাদ প্রবচন উল্লেখ করা। এজন্য আয়াতে কুরআনীতে বলা হয়:

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

"ঐ সব উপমা মানুষের জন্য এ কারণে উল্লেখ করা হচ্ছে, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।" (সূরা হাশর:২১)

৬. বিরোধী পক্ষ যা সত্য মনে করছে, তার বিপরীত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ করা।

৭. আলামত দ্বারা তার উৎসের সন্ধান দেয়া। যেমন ধোঁয়া দেখেই আগুন আছে বলে অনুমান করা।

৮. বিষয় বিভাজন এবং আলাদা পর্যালোচনা ও হুকুম জারী করা।

৯. চিন্তা ভাবনা করতে আহবান জানানো।

১০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।

১১. ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা।

১২. কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুপ থাকা, নীরব থাকা। ইত্যাদি।[৫২]

এগুলো যারা জ্ঞান চর্চায় মগ্ন তাদের ক্ষেত্রে দা'ঈ ব্যবহার করতে পারেন। এমনি ভাবে যারা নিরপেক্ষ জ্ঞানানুসন্ধানী কিংবা তর্কপ্রিয়, নতুবা দা'ওয়াহ সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত তাদের বেলায় অধিক কার্যকর।[৫৩]

গ. ইন্দ্রিয়ানভূতি গ্রাহ্য উপস্থাপন কৌশল

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভুক্ত তথ্য গ্রহণের পরিধিতে আবেদন সৃষ্টি করে এমন উপস্থাপন কৌশল ও কম নয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলো:

১.আসমান যমীনে, মানব দেহে অবস্থিত আল্লাহর সৃষ্টি লীলা প্রত্যক্ষ করানো।এ ভাবে আল কুরআনে প্রচুর আয়াত এসেছে।

৩. আদর্শিক মডেল উপস্থাপন।

৪. হাতে কাজে শিক্ষা দেয়া। যেমন মহানবী (স.) সাহাবীগণকে নামায শিক্ষা দিতেন।

৫. নিন্দিত বিষয় অপসারণে কার্যগত উদ্যোগ গ্রহণ।

৬. নবীগণের বিভিন্ন মুজিযা সম্পর্কে আলোচনা করা।

৭. নাটকীয়তার আশ্রয় নেয়া।[৫৪]

---

[৫৩] ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত,পৃ.৪১৯-৪২৫,৪৪০-৪৪৪।

[৫৪] ড. বয়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১২।

www.amarboi.org

৮. প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণা উপস্থাপন করা।
৯. শারীরিক শাক্তি প্রদর্শন করা।
১০. শিক্ষা সফর করানো।
১১. ইশারা ইঙ্গিত করা।
১২. হাসি দেয়া বা ক্রন্দন করা।
১৩. সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রদর্শন, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, যে সব বিষয়ে কর্মে বাস্তবায়নযোগ্য, সে সব ক্ষেত্রে এ সব কৌশল ব্যবহার্য। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞ তৈরীতে কিংবা যারা অর্ধশিক্ষিত বা আবেগ প্রবণ বেশী তাদের মাঝে ঐ সব কৌশল অধিক কার্যকর। তার যেহেতু এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেহেতু এগুলোর প্রভাব বেশী স্থায়ী।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত তিনি প্রকারে কৌশলের পাশাপাশি রূহানী কৌশলও উল্লেখ করা যায়। তবে তা আল্লাহর সাথে দা'ঈর আধ্যাত্মিক ও আমলগত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। রূহানী ভাবেও কারো উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে উপরোক্ত তিনি প্রকারের কৌশল দা'ওয়াতে অধিক ব্যবহৃত ও সহজসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম

বস্তুগত হোক, আর অবস্তুগত হোক, যার সহায়তায় দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও বাস্ত বায়ন করা হয়, তাই দা'ওয়াহর মাধ্যম।

দা'ওয়াতের পথে মাধ্যমগুলোকে প্রথমতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়।১. অবস্তুগত ২. বস্তুগত।

ক. অবস্তুগত মাধ্যম

ইসলামী দা'ওয়াতে অবস্তুগত মাধ্যম অনেক ।যেমন:

১. আল্লাহর সাথে দা'ঈ ও মাদ'উর সম্পর্ক দৃঢ় করণ। এর জন্য বেশী বেশী নামায আদায় করা।

২. সবর করা।

৩. দা'ঈ উন্নত চরিত্রের অধিকার হওয়া। কেননা দাঈ সর্ব প্রথম দা'ওয়াতী মাধ্যম। তার সত্যবাদিতা, দয়া, আতিথেয়তা, সাহসিকতা, বিপদে ঝুকি নিয়ে কাউকে রক্ষা করা, ইত্যাদি তার প্রতি অন্যের আকর্ষণের উপলক্ষ্য বিশেষ।

৪. পরিকল্পনা: এটা অবস্তুগত এমন মাধ্যম, যা দা'ওয়াতের চালিকা শক্তি ও নিয়ামক। ভাল পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন এতে বিশেষজ্ঞের অংশ গ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য, সামষ্টিক সহযোগিতা, যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা অনুমোদন, ভারসাম্যতার প্রতি লক্ষ রাখা এবং ইসলামী শরী'আর অনুসরণ, ইত্যাদি।

---

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫-২১৬।

www.amarboi.org

খ. দা'ওয়াতে বস্তুগতমাধ্যম

দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের মতে কারো মতে দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যম তিন প্রকার। তাহলো:

১. সৃষ্টিগত মাধ্যম। যেমন বাচনিক ও বিচরণমূলক।
২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তি গত।
৩. কার্যগত।[55]

তবে আমার মতে দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যমকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. দাঈর জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত মাধ্যম।
২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম
৩. কার্যগত মাধ্যম।
৪. প্রাতিষ্ঠানিক তথা পরিবেশ গত মাধ্যম।[56]

প্রথমত: জন্মগত মাধ্যম

দাঈ তার জন্মগত ভাবে যে মাধ্যম পেয়েছে, তার ব্যবহারই দা'ওয়াতে জন্মগত মাধ্যম। যেমন মুখের বচন ব্যবহার তথা কথা বলা। কথা বলার বিভিন্ন ধরন আছে। তন্মধ্যে:

১. দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলোচনা।
২. দরস বা পাঠ দান।
৩. ওয়ায নসীহত অনুষ্ঠান
৪. খুৎবা বা ভাষণ। তা জুমআর খুৎবাই হোক বা অন্য কোন প্রসঙ্গে খুৎবাই হোক, যেমন ঈদ, বিবাহ শাদী, জরুরী অবস্থা বা পরিস্থিতিতে ভাষণ ইত্যাদি।
৫. সাক্ষাৎকার প্রদান।
৬. আযান দেয়া
৭. ঘোষণা প্রচার করা। ইত্যাদি

- এমনি ভাবে হাতের ব্যবহার করা। এতে নিন্দিত কাজে কাউকে প্রহার করা।
- তেমনি ভাবে পায়ের ব্যবহার করা। এতে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত, সফর করা, হিজরত করা, কোন ব্যক্তি বা স্থান যিয়ারত তথা পরিদর্শন করা, ইত্যাদি।
- চোখের ব্যবহার: যেমন ইশারা করা ইত্যাদি
- হাত, মুখ ও চোখের সমন্বিত ব্যবহার। যেমন লেখা লেখি করা। তা পত্র পত্রিকায় হোক, কিংবা কোন লিফলেটে বা জার্নালেই হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত: শিল্প কলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম:

---

[55] দ্র. ড. বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯।

[56] ড. আনওয়ারী, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যমসমূহ ক্রমবিকাশমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল। এ ধরনের মাধ্যমের ভিতরে কিছু আছে পাঠ্য মাধ্যম। যেমন বই পুস্তক, চিঠি পত্র, পত্রিকা, সাময়িকী। কিছু দর্শণীয় বা চাক্ষুস মাধ্যম, যেমন স্থির চিত্র। কিছু শ্রবনীয় মাধ্যম যেমন মাইক্রোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, টেলিফোন। কিছু শ্রবণ দর্শন উভয়েই, যেমন টিভি, সিনেমা। আরো অন্যান্য বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক প্রচার মাধ্যম, যেমন ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ই-মেল ইত্যাদি। এমনি ভাবে অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন, সংগীত, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, মীলাদ মাহফিল, ধর্মীয় দিবস উদযাপন, উৎসব ইত্যাদি

তৃতীয়তঃ কার্যগত মাধ্যম

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেও দা'ওয়াতী তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। যেমন-

১. মসজিদ নির্মাণ।

২. জামায়াত তথা সংগঠন প্রতিষ্ঠা

৩. বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা।

৪. মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।

৫. হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা।

৬. পুস্তক প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা ও ছাপানো।

৭. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভার আয়োজন।

৮. বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও কর্ম শিবির আয়োজন। যেমন চক্ষু শিবির ইত্যাদি।

৯. দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ গ্রহণ।

১০. অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. জিহাদ করা।

১২. রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করা।

১৩. স্বেচ্ছা সেবক কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা।

১৪. দা'ওয়াতী কাফেলা নিয়ে বের হওয়া।

১৫. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব কে দা'ওয়াতের পথে কাজে লাগানো।

ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ পরিবেশগত মাধ্যম

সমাজে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কিছু দিক ও প্রতিষ্ঠান আছে, যা দা'ওয়াহ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর। তন্মধ্যে

১. **বাড়ী ঘর:** কারণ একটি শিশু বাইরের পরিবেশের সাথে মেশার পূর্বেই তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি বাড়ীর ভিতর থেকে গ্রহণ করে। যা এমনকি সারা

www.amarboi.org

জীবন স্থায়ী থাকে। অপর দিকে দা'ঈসহ সকলেই বাড়ীতে এসে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাই বাড়ী ঘরের পরিবেশ ইসলামীকরণ করা সক্ষম হলে এর দ্বারা দা'ওয়াহ এমনিতেই প্রচারিত হতে থাকবে।

২. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ** মানুষ নির্দিষ্ট একটি সময় সীমা পর্যন্ত বিশেষ পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। তাই সে প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিবেশ ইসলামী হলে পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামের আলোকে না হলেও, অনেক দা'ওয়াতী কাজ হতে পারে। পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামী হলে তাতো সরাসরি দা'ওয়াহ কাজ।

৩. **মসজিদঃ** ইবাদতের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা যেমন দা'ওয়াতী কাজ, তেমনি মসজিদের পরিবেশও দা'ওয়াতী ইমেজ বহন করে। আল্লাহর রাসূল (স.) মদীনায় গিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা। সেখান থেকেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন ও প্রচার করেন। মুসলিম সমাজে দা'ওয়াতী কাজে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **গণ মিলন কেন্দ্রঃ** যেমন হাট ঘাট, বাজার, বিপনী, দোকানপাট, অফিস, আদালত এলাকা। এগুলোতে দা'ঈগণ সহজেই অনেক মানুষের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আল্লাহর নবী রাসূলগণ সে সুযোগের সদব্যবহার করতেন। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.

"আপনার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তারা সকলেই খাবার খেত এবং বাজার ঘাটে হাটা চারা করত"(সূরা ফুরকান:২০)।

৫. **সৎসঙ্গঃ** সমাজে শিশু থেকে নিচু সকল বয়সের মানুষ সঙ্গীসাথীর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

যে জন্য মহানবী (স.) বলেছেন, من جالس جانس.

"যে যার সাথে উঠে বসে, সে তারই মতে হয়ে যায়"। অতএব আদর্শিক মডেল তৈরী করে মানুষকে তাদের সঙ্গদানের মাধ্যমেও দা'ওয়াত প্রসার করা যায়।

উল্লেখ্য, এছাড়া আরো অনেক মাধ্যম আছে , তবে উপরোক্ত মাধ্যম গুলোই মোটামুটি ভাবে প্রধান। যে কোন মানুষ তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে ওসীলা বা মাধ্যম প্রয়োজন। আল কুরআনেও বলা হয়ঃ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ , তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নিকট ওসীলা কামনা কর" (সূরা মায়িদা:৩৫)। অত্র আয়াতে মাধ্যম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়।

ইসলামী দা'ওয়াহর মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য :

দা'ঈগণ মাধ্যম ব্যবহারের প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী। কারণ যোগাযোগ ব্যতীত দা'ওয়াহ অকল্পনীয়। আর অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হলে, কোন না কোন মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক যেখানে মানুষকে হেদায়েতের জন্য রাসূলগণকে মাধ্যম নিয়েছেন, সেখানে আমরা কোথায়। তাই বলে তিনি অক্ষম এজন্য নয়, বরং মানব সমাজে সে সুন্নত জারী করার জন্য যে, কোন লক্ষ্য অর্জনে ওসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই ইসলামী দা'ওয়াহর পদ্ধতিতে মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন:

এক: মাধ্যম ক্রমপরিবর্তনশীল: কারণ মানব সমাজে কলা কৌশলের ক্রম বিবর্তনে মাধ্যমও পরিবর্তিত হয় , উন্নীত হয়। যেমন একদিন মানুষ যোগাযোগের বাহন হিসেবে উট, ঘোড়া, গাধা, নৌকা ব্যবহার করত। আজ মানুষ তৈল যান্ত্রিক যোগাযোগে বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ, অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যা পৃথিবীকে ছোট করে ফেলেছে। যাকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী বলা হচ্ছে। দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ আরো কত কি আবিষ্কার করে, তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.

"ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করা হয়, যেন তোমরা তা বাহন ও আভিজাত্য হিসেবে ব্যবহার করতে পার। আরো কতকি আল্লাহ সৃষ্টি করবেন, তা তোমরা জান না"(সূরা নাহল:৮)।

দুই. <u>ব্যবহারে হালাল হারাম বিবেচ্য:</u> উপরোক্ত মাধ্যমগুলো ইসলামী মূল্যবোধ ঠিক রেখে শরীয়তী বিধি মালার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ইসলামে মাধ্যম উদ্ভাবনও ব্যবহারে পরিবর্তনের অনুমোদন করলেও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনশীল। তাই নৈতিকতা সম্পন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। ইউরোপের প্রাগমাটিজম (pragmatism) অনুসারে End define the means "উদ্দেশ্যই উপায় নির্ধারণ করবে"- এ ধরনের চেতনা ইসলাম

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির কৌশলগত মৌলিক পদক্ষেপ সমূহ

ইসলামী দা'ওয়াতের পথ পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে অনুসরণীয় কৌশলগত কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রথমত: দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ

দ্বিতীয়ত: হিকমত অবলম্বন

চতুর্থত: হিকমতের পাশাপাশি মাওঈযা হাসানা ব্যবহার

পঞ্চমত: মুজাদালা বিল আহসান অবলম্বন

ষষ্ঠত: উত্তম নীতি নৈতিকতায় যলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করা

সপ্তমত: দা'ওয়াতী কাজে দৃঢ় ও সচল থাকার ব্যবস্থা নেয়া[57]

এসব দিক ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্বে কৌশলগত পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ।

---

[57] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দুআত ফিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৪৮৫।

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ

ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দ দু'টির মাঝে সম্পর্ক তলিয়ে দেখা দরকার।

সাধারণত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার পাওয়া গেলেও উভয়ের মাঝে সুক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা অভিধানে লক্ষ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশাপাশি এর অর্থ করা হয়েছে - তাক, নিশানা, দৃষ্টি, টিপ, টার্গেট (Target) ইত্যাদি।[৫৮]

অপর দিকে উদ্দেশ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশা পাশি ক'টি অর্থ হল, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, মতলব,অভিপ্রেত, তাৎপর্য ইত্যাদি[৫৯]।আর উদ্দেশ্য শব্দটি 'উদ্দেশ্য' থেকে উৎসারিত বলে ধরা নেয়া হলে এর অর্থ ধারায় অন্বেষণীয়, সন্ধানকৃত, খোজ করা হচ্ছে এমন কিছু। যার কোন সন্ধান মিলে না তাকে বলা হয় নিরুদ্দেশ।

সুতরাং উদ্দেশ্য শব্দটি চূড়ান্ত, বা ফলাফলের কাছাকাছি। আর লক্ষ্য হল, কোন কাজের নিশানা ঠিক করা যে, এ পর্যন্ত এভাবে পৌছতে হবে। যা অনেকটা পরিকল্পনার সাথে বেশী কাছা কাছি। এজন্য উদ্দেশ্য শব্দটির আরবী হল "غاية" বা শেষ সীমা। আর লক্ষ্য শব্দটির আরবী হল هدف কোন কিছুর ইঙ্গিত অবস্থায় পৌছানোর প্রকল্প সীমানা বিশেষ।

অতএব ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ও ঐ ধরনের সুতীক্ষ্ণ পার্থক্যটির মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। এতে অনেক উপযোগিতা নিহিত রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য জানা থাকলে অনেক সময় বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। মূল ও শাখা প্রশাখার মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে।তাছাড়া, উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।যেমন :

ইসলামী দা'ওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় কার্যকর। আল কুরআনে এসেছে:

"وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي".

তাঁর কাছে কারও কোন প্রতিদান যোগ্য নিয়ামত প্রাপ্য নয় একমাত্র স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত" (সূরা আল লাইল : ১৯-২০) । সূতরাং একজন দা'ওয়াত দানকারীর অন্বেষণের মূল বিষয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। আর এটাই তার উদ্দেশ্য। অন্যথায় তার কাজ আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

---

[৫৮] দ্র. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান , পৃ.৫৬৭।

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

www.amarboi.org

অপর দিকে সে দা'ওয়াত দানকারীর লক্ষ্য মাত্রা বিভিন্ন ও বৈচিত্র্য হতে পারে। যেমন কাউকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি অর্জন বা নামাযের দা'ওয়াত দেয়া কিংবা ব্যবসায় সূদ বর্জনের দা'ওয়াত দেয়া। এভাবে বিভিন্ন লক্ষ্য মাত্রা থাকতেপারে। এ গুলোর মাঝে অবস্থা ভেদে কোনটা গ্রহণ বা বর্জন কিংবা একটার উপর আরেকটাকে প্রাধান্য দেয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টিকে কোন অবস্থাতেই বর্জন কিংবা এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। আর ইসলামী দা'ওয়াতের সে উদ্দেশ্যে পৌছতে হলে একজন দা'ঈকে বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য

ইসলামী দা'ওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহর রাস্তার দিকেই।নিজের সুনাম সুখ্যাতি অর্জন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জন কিংবা ধন সম্পদ লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দিলে, তা ইসলামী দা'ওয়াহ হবে না। এ জন্য বার বার বলা হয়েছে:

" أدعُ إلـــي ســـبيل ربك " "তোমার প্রভূর রাস্তার দিকে দা'ওয়াত দাও"(সূরা নাহল:১২৫)।

দা'ওয়াতী কাজ মু'মিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই শুধু দা'ওয়াত কেন, মু'মিন জীবনের প্রতিটি কাজের উদ্দ্যেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহপাকই একমাত্র উদ্দেশ্য। আল কুরআন কারীম এ বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছে। ইবাদত সংক্রান্ত কাজ যেমন, নামায, রোজার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا"

"আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন " (সূরা ফাতহ:২৯)। ইন্‌ফাক ও যাকাতের ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে:

"وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله".

"আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা ব্যয় করবে না" (সূরা বাকারা:২৭২)। এমনি জিহাদের বিষয়ে বলা হয়:

إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة".

"যদি তোমরা জেহাদে বের হয়ে থাক আমার রাস্তায় ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য , তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ "(সূরা মুমতাহিনা:১)। তেমনি ভাবে সামাজিক কাজ কর্ম তা রাজনৈতিক হোক, বা

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক হোক, তাতে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর সে সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়, কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মাঝে বিবাদ-মীমাংসা করতে করে তা স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে, আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব" (সূরা নিসা:১১৪)। বরং গোটা জীবনের কার্যাদিকে উক্ত উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত বলে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়, যা আল কুরআনে নিম্নরূপ:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

অর্থাৎ, বলুন, আমার সালাত, কুরবানী, জীবন, মরণ সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত" (সূরা আন'আম:১৬২)।

এ ভাবে যারা জীবনের সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই উদ্দেশ্য বানিয়েছেন, আল কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে নিম্নরূপ:

ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد".

"মানুষের মধ্যে যে তার নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে দেয় আল্লাহ (এ) বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু" (সূরা বাকারা:২০৭)।

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য। দা'ওয়াত একটি দান, ইবাদাত, জীবন কুরবানী করার কাজ। তার উদ্দেশ্য 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা' না হলে, তা ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হবে না। এ জন্য হাসানুল বান্না তাঁর ইখওয়ান সদস্যদের স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, "الله غايتنا" "আল্লাহই আমাদের উদ্দেশ্য"।[৬০]

দা'ওয়াত ও জীবনের এ উদ্দেশ্য বানানোর মাঝেই মু'মিনের জীবনের পরম সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিহিত। আল্লাহর নিজে কারো প্রতি কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চান তা হলো তার আনুগত্য করা সে সব নীতিমালার, যা তাদেরই কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। এর মাধ্যমেই মানব জীবনে সফলতা নিহিত। কিভাবে তার আনুগত্য হবে তা তিনি আল কুরআনে বলে দিয়েছেন। তাঁর রাসূল (স.) ও অনুসারীগণ যুগে যুগে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক স্বীয় আনুগত্য করার যে পথ রচনা করেছেন তা কল্যাণের পথ। এ পথে দা'ওয়াতের কাজ করে মানব সমাজে কল্যাণী

[৬০] শহীদ হাসান আল বান্না, মাজমূ'আতুর রাসায়েল, (বৈরুত: আল মুআসসাসাতুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.) পৃ.১০৯।

এক. গোটা মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় রূপান্তর করা। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

"আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার 'ইবাদতের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা জারিয়াহ:৫৬) এখানে ইবাদতের প্রসঙ্গটি ব্যাপকার্থে। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে পালন করাই ইবাদত। তাই ইসলামী দা'ওয়াত আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধানের দিকে হলে দা'ঈর গোটা কর্মময় প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য আল্লাহর ঐ ইবাদতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা।

দুই: মানুষের আত্মা, দেহ, ও সমাজের বিবিধ চাহিদা পুরণের মাধ্যমে শান্তি, সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করা। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন:

"وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين".

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তৎদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা: কাসাস:৭৭)

উপরোক্ত আয়াতে পরকালীন লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার কথা বলে সামাজিক দায়িত্বের কথাও স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাই একজন দা'ঈর লক্ষ্য হলো, এমন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে মানুষের দেহ ও আত্মা তথা ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বিধানের প্রয়াস থাকে। তেমনি এ ভূবনে যেন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়, এতে কেউ যেন বিপর্যয় ডেকে আনতে না পারে কিংবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া। মোটকথা সামাজিক নেতৃত্ব যেন সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে থাকে। তাদের দ্বারা যেন শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করাও দা'ঈর লক্ষ্য।

তিন: আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ এর বিধানসমূহের প্রচার, প্রসার ও শিক্ষা প্রদান।এ পথে বাধা অপসারণ , আল্লাহর বিধান সমাজে চালু করণার্থে সামাজিক সার্বিক কর্তৃত্ব অধিকার করা। এ ধরনের খেলাফত তথা কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক দা'ঈগণের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন।, ইরশাদ হয়েছে:

"وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".

" তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।

www.amarboi.org

যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য"(সূরা নূর:৫৫)।

চার: সত্যকে বিজয়ী করা ও বাতিলকে পরাস্ত করা। এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون".

"যাতে করে সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপিষ্টরা অসন্তুষ্ট হয়"(সূরা আনফাল: ৮)। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

"وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فإن الله بما يعملون بصير".

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়, এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা (যুদ্ধ থেকে)বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী"(সূরা আনফাল:৩৯)।

অতএব সত্য প্রচারের পথে, আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনেও সামর্থ্য থাক্‌লে যুদ্ধ করতে হবে। এরা যুদ্ধ থেকে বিরত হলেও পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যেন এ দ্বীন বাস্তবায়নের পথে নতুন কোন ষড়যন্ত্রে সফল হতে না পারে।

পাঁচ: মানব সমাজকে গোমরাহীর পথ থেকে বাচিয়ে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা এবং সকল অন্ধকার জাহেলিয়াতের কালিমা দূর করে আলোর পথে নিয়ে আসা। যাতে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, চলার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানব জাতি সকল ভ্রান্ত ধর্ম কর্ম ও মতবাদের নিষ্পেষণ হতে মুক্ত হয়ে ন্যায়পূর্ণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। বৈষয়িক স্বার্থ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে মহান কল্যাণকর লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আল কুরআনে মহানবী (স.) এর পয়গাম সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়:

"كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلي صراط العزيز الحميد".

"এই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার সমূহ থেকে আলোর পথে বের করে আনের, পরাক্রান্ত প্রশংসার্হ পালন কর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে"(সূরা ইব্রাহীম: ১)।

মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যেও তৎকালীন ইরাক অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সম্রাট কেস্রার সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বীর সেনা রাবী ইব্‌ন 'আমেরকে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছ ? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "দা'ওয়াতের জন্য" ।যার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি মূল্যবান কথা

www.amarboi.org

বলেছিলো- "মানুষের মাঝে যারা ইচ্ছা করে তাদের আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যে, এবং দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এর প্রশস্ততায়, এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার দা'ওয়াত নিয়ে এসেছি"

উপরোক্ত লক্ষ্য সমূহ আলাদা আলাদা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করলেও এগুলো একটা আরেকটার সাথে পরস্পর সম্পর্কিত ও পরিপূরক। অন্য কথায় বলতে গেলে এগুলো বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হলেও মূলত একই বিষয়ের বিভিন্ন রূপ মাত্র। আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়ানুগ কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনাই এসব কিছুকে একত্রিত করে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্র বিশেষে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

এ লক্ষ্যসমূহ দা'ওয়াতে বিভিন্ন বিষয় বস্তু ও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে কতগুলো মৌলিক লক্ষ্য, কতগুলো শাখা প্রশাখা জাতীয়। যেমন সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক লক্ষ্য। কিন্তু রফিউল ইয়াদাইন তথা রুকুর সময় হাত তোলা বা না তোলা শাখা প্রশাখার সঙ্গে জড়িত। এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা ফিকহের কিতাবাদিতে রয়েছে। নিম্নে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে নিহিত ক'টি মৌলিক লক্ষ্য উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

এক: ইসলামী বালাগ ও প্রচার

অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষার, প্রচার ও মানুষের কাছে পৌছানো এটা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম লক্ষ্য। আম্বিয়া কেরামের দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনায় আল কুরআন তাই বর্ণনা করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে

الرسل إلا البلاغ المبين

"অতঃপর সুস্পষ্ট ভাবে বাণী পৌছিয়ে দেয়াই রাসূলগণের দায়িত্ব" (সূরা নাহল: ৩৫)। আল কুরআনে বর্ণিত এ বালাগ শব্দটি সুগভীর তাৎপর্য মণ্ডিত। কোন কিছু বুদ্ধিমত্তার সাথে কৌশলে স্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে পৌছানোকেই বালাগ বলা হয়। অন্যথায় শুধু কোন মত পৌছে দেয়ার নাম বালাগ নয়। আর এ বালাগ তথা কৌশল পূর্ণ প্রচার কার্যক্রম স্থান কাল পাত্র ভেদে পার্থক্য হতে পারে। কেননা অনুকূল পরিবেশে যে ভাবে প্রচার করা যায় বা প্রচার করা হবে, প্রতিকূল পরিবেবেশে সে ভাবে প্রচার করা যাবে না। এমনি ভাবে সমমনা কেউকে কোন কিছু শুনাতে যে ধরনের ভাব ব্যঞ্জনা ভঙ্গি প্রয়োগ করা যায়, নতুন পরিচয় প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সে ভাবে পৌছানো যায় না। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্য নির্ধারণে তার গুরুত্ব অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

৭৯. ইবনে জরীর তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হিঃ) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২০

www.amarboi.org

উল্লেখ্য, সে বালাগ মুসলিম অমুস্লিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একদল দা'ঈর বক্তব্য সে দিকেই ইংগিত করে থাকে। ইরশাদ হয়েছে:

"وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما قالوا معذة إلي ربكم ولعلهم يتقون".

" স্মরণ করুন, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদের কে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে ও'য়ায কর কেন? তারা বলে ছিল, 'তোমাদের রবের নিকট দায় মুক্তির জন্য। আর হয়ত তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে"। (সূরা আরাফ: ১৬৪)। অন্যদিকে শুধু অমুস্লিম গণের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে হবে এমনটি নয়। বরং এ প্রচারমূলক কাজ মুসলিম সমাজেও চলা প্রয়োজন। ইসলামের ঘোষণা দিলে বা মুসলামানের ঘরে জন্ম নিলেই ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা করা সম্পন্ন হয়ে যায় না। ইসলাম সম্পর্কে জান্তে হবে। তাই সে জানানোর জন্য মুসলিম সমাজেরও প্রচার মুল তৎপরতা থাকা চাই। এজন্য আল কুরআনে মুসলামাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলেছেন:

"يا أيها الذين آمنوا ". "হে মু'মিনগণ ! ঈমান আন"(সূরা নিসা:১৩১) ।

আর এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয় কেন।এটা এজন্য যে, ঈমান মানে শুধু অন্তরে বিশ্বাস বা ঘোষণাই নয়। বরং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কিছু মৌলিক কাজ আছে, ঈমানের শাখা প্রশাখা আছে। যার পালনের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এর আমলকারীর মাঝে ঈমান আছে। এর দ্বারা ঈমান পাকাপোক্ত হয়। তাই ঈমানের প্রভূত শাখা সম্পর্কে মুসলমানগণকে জানাতে হবে। সে বিষয় গুলো তাদের কাছে পৌছাতে হবে। ইসলামের তাওহীদ ও রেসালাতের বিভিন্ন বিষয় জানানোর সাথে সাথে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত ভাবে পেশ করতে হবে। সকলকে অবহিত করতে হবে। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের মৌলিক লক্ষ্য।

দুই: প্রশিক্ষণদান ও দা'ঈ নির্বাচন

দা'ওয়াতী কাজকে চলমান রাখার জন্য দা'ওয়াতে সাড়া দানকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর তাদের মধ্য থেকে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ কারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। এদেরকে সাধারণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এটাও ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য। অতএব দা'ওয়াত দেয়ার পর এতে যারা সাড়া দিবে তাদেরকে কাছে বিড়াতে হবে। সর্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণে রাখতে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। দা'ওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এর কর্মপন্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। কোন মতেই তাদেরকে উপেক্ষা করা চল্বে না। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া সঙ্গত হবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

www.amarboi.org

"وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين".

আর আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন, এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি আপনার ডানা নিচু করুন, (সযত্ন তত্ত্বাবধানে সদয় হোন)।(সূরা শু'আরা: ২১৪-২১৫)

অন্য আয়াতে বলা হয়, وانذربه الذين يخافون أن يحشروا إلي ربهم ليس لهم من نفسه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدواة والعشي يريدون وجهه".

"আপনি এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দেন যারা ভয় করে যে, তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হাশরে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত, তাদের আর কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাক্বে না। হয়ত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে যারা সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে ডাকে, তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না" (সূরা আন'আম:৫১-৫২)।

সুতরাং শুধু দা'ওয়াহ পেশ করলেই চল্বে না বরং এ দা'ওয়াতে যারা সাড়া দিবে তাদের সযত্নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাটি মুসলমান ও দা'ঈতে রূপান্তর করতে হবে। এটাতো দা'ওয়াতের লক্ষ্যস্থিত বিষয়। এর গুরুত্বকে অবহেলার কারণে পৃথিবী অনেক দা'ওয়াতী তৎপরতা অস্তমিত হয়ে গিয়েছে।

তিন: মানবন্তকরণে ও সমাজের মর্মমূলে তাক্ওয়ার বীজ বপন করা ও ইসলামী ইবাদত ও বিধি বিধান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা। সমাজ থেকে নাস্তিকতা, অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা বিদূরিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দা'ঈকে আরো ক'টি লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যেমন নামায, রোজার ব্যবস্থাপনার আঞ্জাম দেয়া, হজ্ব পালনে সহযোগিতা করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণে নিশ্চয়তা দান ও এভাবে জান মাল ইজ্জত সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা। বিশৃংখলা কারীদের বিরুদ্ধে হুদুদ তথা দণ্ড বিধি জারি করা। এজন্য নামায সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়:

"إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري".

নিশ্চয়য়ই আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর, আমার স্মরণে নামায আদায় কর" (সূরা তাহা:১৪)। আরো বলা হয়:

"إن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون".

"নিশ্চয় নামায বিরত রাখে নিলর্জ্জতা ও নিন্দিত বিষয় হতে, আর আল্লাহকে স্মরণ করাই বড় ব্যাপার। তোমরা যা করছ আল্লাহ তা জানেন" (সূরা 'আনকাবূত:৪৫)।

সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়, "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া, পরহেযগারী অর্জন করতে পার" (সূরা বাকারাঃ ১৮৩)। আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা দান খয়রাত ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়:

"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم".

"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মধ্যেমে। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্তনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন ও জানেন"(সূরা তাওবাঃ ১০৩)। হজ্জ সম্পর্কে বলা হয়:

"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".

"যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও" (সূরা হজ্জ:২৮)।
অপরাধ প্রতিরোধে দণ্ড বিধি কিসাস সম্পর্কে বলা হয়:

"ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

"হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাস কার্যকর করার মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার"(সূরা বাকারাঃ ১৭৯)।

এমনি এ যমীনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ মানবীয় মৌলিক চাহিদা পুরনের সুব্যবস্থা থাকার কথাও আল কুরআনে এসেছে, যা প্রথম মানব আদম (আ.) এর যুগ থেকেই সকল দা'ওয়াতী কার্য পরিক্রমায় চলমান ছিল। আল্লাহ পাক আদম (আ.)কে যমীনে প্রেরণের পূর্বেই তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তার করনীয় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়:

"إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي".

"তোমাকে এই দেয়া হল , তুমি ক্ষুদার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। এবং পিপাসাতে ভোগবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না"(সূরা ত্বহা:১১৮-১১৯)। অন্য স্থানে আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া - উভয়কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ পাক বলেছেন,

"وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين".

"আর ওখান থেকে যা চাও যেখান থেকে চাও পরিতৃপ্তি সহ আরামসে ভক্ষণ কর। কিন্তু এ গাছটার নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"(সূরা বাকারাঃ ৩৫)।

www.amarboi.org

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে:

১. 'পরিতৃপ্তি ও আরামপ্রদ' বলে চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কারণ পরিমিত ও তৃপ্তি দায়ক খাবার এর ব্যবস্থা না থাক্‌লেই বিভিন্ন রোগ বালাই আক্রমণ করে। রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিধানের মাধ্যমে আরামপ্রদ করাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।

২. 'যেখান থেকে যা চাও' বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়।

৩. নির্দিষ্ট এক গাছের কাছে যেতে নিষেধ করার দ্বারা তাদের কারণেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে ইংগিত করা হল।

এভাবে মানব কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাদির প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে নির্দেশমালা প্রদান করা হয়। যা সকল মানবগোষ্ঠীর সকল যুগে প্রয়োজন।

<u>চার.</u> জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে কাজ করা। যাতে সমাজের সকলেই জ্ঞানালোকে আলোকিত হতে পারে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। উন্নতর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি, কৌশলাদি এবং উপকরণাদি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে পারে। এজন্য মহানবী (স.) এর রেসালাতের মৌলিক দায়িত্ব ব্যাখ্যায় আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين".

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত" (সূরা জুম'আ: ২)।

তাই মহানবী (স.) ছিলেন জগতের শিক্ষক। তিনি বলেছিলেন, بعثت معلما "আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে"[৬২]। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের উন্নত আদর্শের (standered) মডেল ও রূপকার ."بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" "চারিত্রিক উৎকর্ষের উচ্চমার্গের পরিপূরণ বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত"।[৬৩]

তাইতো ধ্বংসোম্মুখ দিশেহারা মানব জাতির ত্রাণ কর্তা ও রহমত হিসেবে তিনি এ ধরাদামে এসেছিলেন ."وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" "গোটা জগতের একমাত্র রহমত স্বরূপই আপনাকে রাসূল বলে প্রেরণ করেছি" (সূরা আম্বিয়া:১০৭)। তিনি শুধু শক্তিবলে বা কর্তৃত্বের অধিকারী কিংবা

---

[৬২] সুনান ইবন মাজা, মুকাদ্দামা, ১খ

[৬৩] বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ১০খ, পৃ. ৬৯২।

www.amarboi.org

বিত্তশালীদের জন্য নন। অথবা আরবদের জন্য কিংবা সাদা কি লাল রংয়ের মানুষের জন্য নন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জন্য।অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا". "আপনাকে গোটা মানব জাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি"(সূরা সাবা:২৮)।

পাঁচ . পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মানব সভ্যতা বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পৃথিবী আবাদ করতে এ দুনিয়ায় অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব জাতিকে বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করেছেন। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের কিছু স্বাভাবিক প্রেরণা প্রবল ভাবে তার ভিতরে প্রোথিত করেছেন। যাতে মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া নিয়মানুসারে সেগুলো বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে রূপায়ণ করতে পারে। ইহাই খেলাফত বা কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব। তাই এ খেলাফতের ধারণা অনুযায়ী তারা একদিকে সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী আল্লাহর বান্দা তথা তাঁর আনুগত্যকারী ও প্রেম পিয়াসী ইবাদতকারী, অন্যদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্তৃত্ব বলে তারাও পৃথিবীর কর্তৃত্বাধিকারী। সংক্ষেপে, একদিকে বান্দা, অন্য দিকে রাজা। মানুষ আল্লাহ্ কে খুশী করার জন্য তার নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। একমাত্র তারই কাছে প্রার্থনা করবে, সাহায্য চাইবে। তার দেয়া আইন মেনে চল্‌বে। অন্য দিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিভা ও বিধি বিধানের আলোকে পৃথিবীতে গোটা সৃষ্টিকুলের আনুগত্য ও সেবা ভোগ করবে। প্রাকৃতি নিয়মানুসারে নতুন নতুন বিষয় ও বস্তু আবিষ্কার করবে। এবং মানব কল্যাণ সহ সৃষ্টি কুলের কল্যাণে ব্যবহার করবে। আর প্রাকৃতিক একই নিয়মের আলোকে পরস্পরে শৃংখলা বিধান করবে, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এ মর্মে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيها آتاكم".

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন" (সূরা আন'আম:১৬৫)।

ইব্‌ন কাছীর এর ব্যাখ্যায় বলেন:

"أي جعل تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف ".

"তোমাদেরকে পৃথিবী আবাদকারী হিসেবে বানিয়েছেন। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে, যুগ-যুগান্তরে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের পরে"। [৬৪]

---

[৬৪] ইব্‌ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*,(বৈরূত : দারুল মারিফা, তা. বি.) ৩য়,পৃ.১৪২।

www.amarboi.org

জামালদ্দীন কাসেমী ঐ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন: "ليختبركم فى الذى انعم به عليكم من العلم والقوة والجاه والمال والسلطان..... كيف تتصرفون فيه".
"ইলম শক্তিমত্তা, যশ-খ্যাতি, ধন-সম্পদ ও কতৃর্ত্ব যা কিছু নিয়ামত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সবের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে...... তোমরা এগুলো কিভাবে ব্যবহার তা সম্পর্কে"।[৬৫]

উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যাকার দ্বয়ের মন্তবে বুঝা যায় ঐ খেলাফত প্রাকৃতিক জগতে সুদূরপ্রসারী মহান দায়িত্বসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা মানব সভ্যতার বর্তমান ভবিষ্যৎ অবস্থার জন্য তেমনি এক উন্মুক্ত প্রকল্প , যা মানুষকে তার পরিবেশ পরিসীমা ও প্রভূত সম্ভাবনা অনুসারে পরিচালিত করে।আর এর আলোকে এ বিশ্বে এ মানব সভ্যতার এক স্টাণ্ডার্ডে পৌছাতে সহায়তা করে ও প্রতিষ্ঠিত করে, যা তার জন্য সামঞ্জস্যশীল ও কল্যাণকর।[৬৬]

আর ঐ ধরনে খেলাফত লাভ দুটি প্রধান দিক ব্যাপিয়া নিরূপিত হয়:
এক: প্রকৃতি জগতকে অনুগত করা ও এর সেবা লাভ করা ও তা উন্নত পৃথিবী নির্মান করার কাজে সুষ্ঠু ব্যবহার করা। আর তা সভ্যতার বিভিন্ন দিক উন্নয়নে। এসব দিকের মাঝে বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উপকরণাদি এবং স্থাপত্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব দিকে বিভিন্ন রকম নিয়ম উদ্ভাবন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা দা'ঈর লক্ষ্য সমূহের অন্তর্গত। আর কুরআনে যমীনে ঐ ধরনের খেলাফতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।যেমন আল্লাহর বাণী:

"هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

"তিনিই যমীন হতে তোমাদের পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসত দান করেছেন"(সূরা হুদ:৬১)। সব রকমের সম্পদ খেলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়:

"وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".

"আর তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধীকারী করেছেন, তা থেকে খরচ কর" (সূরা হাদীদ:৭)। উল্লেখ্য, ধন দৌলত, মেধা শক্তিসহ যা কিছু খেলাফতের জন্য প্রয়োজন, সবকিছু হতে খরচ করতে হবে নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও। এ ভাবে গোটা পৃথিবী মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে বলে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض". "তুমি কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন"(সূরা

---

[৬৫] জামালুদ্দীন কাসেমী, *মাহাসিনুত্ তা'বীল*,(কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী , তা. বি.) ৪খ, পৃ.৮১৩।

[৬৬] শায়খ তায়্যিব বারগূছ, *মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ*,(ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিক্‌রিল ইসলামী , ১৪১৬ হি.), পৃ.১০৯।

www.amarboi.org

হজ্জ: ৬৫)। যমীনকে মানুষের জন্য কতটুকু বাসযোগ্য করেছেন, কতটুকু চন্দ্র সূর্য ও আবহাওয়া, নদ নদী, সাগর সৈকত,পাহাড় পর্বত স্থাপন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহে না গেলে অনুধাবন করা যাবে না। আধুনিক যুগে চন্দ্র ও মঙ্গলগ্রহের তথ্যাদি জেনে বিজ্ঞানীরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোটি কোটি নিয়ামতে ভরপুর শুধু যমীন নয়, বরং আসমান যমীন উভয়কেই মানুষের অধীনে করে দেখা হয় বলে আল কুরআনে একটি ঘোষণা আছে:

"ألم تري أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة".

"তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আসমান সমূহ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?" (সূরা লুকমান:২০)

অতএব আসমান যমীনে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন আল্লাহ প্রদত্ত। তার রহস্য জানতে হবে, বের করতে এবং জীবন প্রণালীতে তা ব্যবহার করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাও দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও দা'ঈর কর্তব্য। কারণ ঐ সব কিছু আল্লাহর। দা'ঈর সম্পর্ক সে আল্লাহ সুবহানের সাথে।এ প্রকৃতি জগতে ঐ ধরনের খেলাফতে দা'ঈর যত অধিকার রয়েছে, একজন নাস্তিকের তত নেই। তাই শুধু অধিকার দাবী করলেই চল্‌বে না, বরং এ লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের চাওয়া।

দুই: লোক সমাজকে সুশৃংখল ভাবে পরিচালনা ও নেতৃত্বদান। যাতে তাদের জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা যায়। আর সেই বিধানগুলো বিশ্ব চরাচরের বিশাল প্রাকৃতিক নিয়মেরই অংশ বিশেষ এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। দা'ঈগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যমীনে ঐ ধরনের খেলাফত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই এ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شئيا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون".

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে , আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য" (সূরা নূর :৫৫)। এ ধরনের খেলাফত সম্পর্কে হযরত দাউদ (আ.) কে সরাসরি বলা হয়:

"يا داؤد انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق".

www.amarboi.org

"হে দাউদ, আমি তোমাকে যমীনে খলীফা নিয়োগ করেছি। অতএব মানুষের মাঝে সত্যের মাধ্যমে হুকুমত চালাও"(সূরা সোয়াদঃ ২৬)। আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণ পাঠিয়ে তাদের দ্বারা উপরোক্ত দু'টি দিকের সমন্বয় ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। তাই তারা উভয় দিকে তাদের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতেন। এ জন্য দেখা যায়, হযরত নূহ (আ.) প্রথম নৌকা তৈরী করেন, ইব্রাহীম (আ.) যুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিশরবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন। মূসা (আ.) রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলে নির্যাতিত নিষ্পেষিত ইসরাঈল জাতীকে ফের'আউনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন, পৌত্তলিকদের হাত হতে বায়তুল মাক্দিস উদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেন। এবং সিনাইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত দাউদ (আ.) সমরাস্ত্র হিসেবে বর্ম নির্মাণ ও ব্যবহার করেন। সুলায়মান (আ.) তামা ও শীশা ব্যবহার করেন। 'ঈসা (আ.) চিকিৎসা ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়ে কার্যকর করেছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে রব্বানী হিদায়েতের আলোকে সংস্কার এনেছিলেন। তাই আম্বিয়া কেরামকে পাঠানোর লক্ষ্য বর্ণনায় আল্লাহ পাক বলেছেন:

لقــد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه

بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب إن الله قوي عزيز".

"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী" (সূরা হাদীদঃ ২৫)।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।যার উপর ইসলামের সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মান করা হয়েছে। একমাত্র এগুলো দ্বারাই সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব।অন্যথায় মানব সভ্যতায় দেখা দিবে সংকট, বিপর্যয়, অবশেষে ধ্বংস। যেমন আজকের বিশ্বের অবস্থা। মূলত, বস্তুগত তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবিক উন্নয়ন ও নৈতিক উন্নয়নের সমন্বিত যে ধারাটি ইসলামী দা'ওয়াহ গ্রহণ করেছে,তার মাধ্যমেই একমাত্র মানবতা রক্ষা পেতে পারে সমূহ ধ্বস ও ধ্বংস লীলা থেকে।

মোটকথা, মানব-কল্যাণে গৃহীত ইসলামের সকল লক্ষ্যের মাঝেই ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ নিহিত। উন্নত রাষ্ট্র, সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, ও সার্বিক অগ্রগতি প্রগতি এবং সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে উপরোক্ত প্রতিটি লক্ষ্যের কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান।

www.amarboi.org

এমনি ভাবে ইসলামী দা'ওয়াতের এ মৌলিক লক্ষ্যের উপর অনেক লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ ছাড়া আরো অনেক লক্ষ্য আছে। তবে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লক্ষ্য ঘুরে ফিরে উপরোক্ত বিষয়সমূহের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সে সব লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয় আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গড়ার জন্য। আর এ সব ক'টি লক্ষ্য মানব জীবনে পরম দায়িত্বের অভিব্যক্তি, সকল কল্যাণকর বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং এ জীবনে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন কল্পে। যা বাস্তবায়িত হবে ক্রমান্বয় নীতি অবলম্বনে। সবগুলো একই সাথে বা হঠাৎ করে নয়।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ আলেমগণ তথা সমাজ বিশেষজ্ঞগণ তিনটি স্তরে বিভক্ত [৬৭] করেছেন:

ক. **অত্যাবশ্যক** (ضـــروريات) (Fundamental needs) যে বিষয় গুলো গোটা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অতি প্রয়োজন। যে গুলো ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।এ গুলোর কোন একটি বাদ গেলেই গোটা সমাজ বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে কিংবা বিপর্যয়ের সম্মূখীন হতে পারে। ধ্বংস হতে পারে সমাজ সভ্যতা। আর ঐ ধরনের বিষয় হল ৫টি।

১. দ্বীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি বিধানের হেফাজত
২. জীবনের হেফাজত
৩. 'আকল এর হেফাজত
৪. বংশ ধারা হেফাজত
৫. ধন সম্পদের হেফাজত।

এগুলোই দুনিয়ার ভিত্তি স্তম্ভ ও প্রধান নিয়ামক, মানুষ যার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। অন্যথায় তার যথাপোযুক্ত পরিবেশে কাঙ্খিত সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব হবে না। [৬৮]

মানব জীবনের প্রাথমিক প্রচেষ্টাসমূহ ঐ মৌলিক দিকগুলোকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দ্বারা সে টিকে থাকে এবং বিভিন্ন দুঃখ বেদনা ও ক্ষতি হতে নিজেকে বাচিয়ে রাখে। এর প্রয়োজনে তৈরী হয় আইন ও সংবিধান। রচনা করে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা।যার দ্বারা ঐ বিষয়গুলো জীবনে বাস্তবায়িত হয় এবং এ গুলোর নিরাপত্তা অর্জিতহয়।[৬৯]

খ. প্রয়োজনীয় (حاجيات বা Neccessaries)

ইহা এমন বিষয় বা বস্তু , যার উপর উপরোক্ত পাচটি স্তম্ভ রক্ষা করা নির্ভরশীল নয়। তবে জীবন যাত্রায় কষ্ট লাঘব করে, সমস্যা সমাধানে সহজ হয়। বিচরণের

---

[৬৭] শাতবী, *আল মুওয়াফিকাত ফি উসুলিশ্ শরী'আ*(বৈরূত: দারুল মারিফা, তা. বি.) ২খ. পৃ.৮-১০।

[৬৮] শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা, *উসূলুল ফিক্হ*, (কায়রো: দারুল ফিক্‌রিল 'আরাবী, তা. বি.) পৃ. ২৭৮, ৩৮০।

[৬৯] প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

পথ প্রসস্ত করে। যেমন বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাতা। এমনি ভাবে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব , বন্ধুত্ব , দ্রুত যোগাযোগের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, উৎসবাদি উদযাপন, ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয় বা বস্তুর অনুস্থিতিতে গোটা জীবন অচল বা ধ্বংস হয়ে যাবে না, তবে জীবন যাত্রা কষ্টকর হবে এবং কিছুটা সংকটাপন্ন করতে পারে। অবমুক্ত পরিবেশ সৃজনে বাধাগ্রস্থ করবে।

এ দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের আধ্যাত্মিক, বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে মানব প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। ইসলামের একজন দা'ঈও তাই করবেন। যাতে মানুষের কষ্ট দুঃখ দুর্দশা বিদূরিত হয় বা অন্তত লাঘব হয়। মানুষ যেন হালাল ও পুত পবিত্র বস্ত্র ও বিষয় দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তাদের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় তারা স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। তাদের মানবাধিকার সংরক্ষিত ও বাস্তবায়িত হয়। সামাজিক ঐক্য সংহতি, বন্ধুত্ব ও বিনিময় ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

গ. পরিপূরক ও সৌন্দর্য বর্ধক تحسينيات وتكميلات (Zellerment and complementary)

ঐ সব বস্ত্র ও বিষয়, যা জীবন যাত্রার মান আরো উন্নত ও সহজতর করে। জীবন যাপনে উন্নত সংস্কৃতি ও উচ্চ মার্গের আমল আখলাক গ্রহণ ও চর্চায় সহায়তা দেয়। এভাবে উন্নত ও কল্যাণকর সমাজ সভ্যতা গড়ে তোলে। যেমন সুন্দর পোষাক, আরামপ্রদ যানবাহন, মনোরম বাসস্থান ও চিত্তবিনোদনে উন্নত নৈতিকতাপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি।

মোটকথা, এ বিষয়গুলো ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে ও সংশ্লিষ্ট। এগুলোর মাঝে যা শরী'য়তের পরিপন্থী নয়, বরং নির্দেশিত ও কাম্য, তা দা'ঈ চিহ্নিত করবেন। এবং উপরোক্ত স্তর ও পর্যায় অনুসরণ করে সমাজে ক্রমান্বয়ে বাস্ত বায়নের চেষ্টা করবেন। এভাবে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে দা'ওয়াতের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারিণ করে অগ্রসর হবেন। হয়ত একটাকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে কিংবা পরিকল্পনাগত কারণে আগপিছ করা যেতে পারে। তবে তা করতে হবে মানব জীবনে ইসলামের মাক্‌দাস তথা পরম লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় এনে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছেঃ

والذين إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلوة وأتوا الزكوة وأمروا بالمعروف

ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور".

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ্য দান করলে, তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত" (সূরা হজ্জঃ৪১)।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

www.amarboi.org

দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহকে এমন এক দিকদর্শন যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, যা দা'ঈকে তার দা'ওয়াতী কাজে দিক নির্দেশনা দান করবে। ঐ লক্ষ্যগুলো সমুদ্রপথে এমন এক আলোকবর্তিকা সম, যা দা'ঈর চলার পথ ঠিক করে দেবে। সেই পথ, যা অবলম্বনে দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গ প্রভাবিত হবে। এ লক্ষ্যগুলো এমন রাহবার স্বরূপ, যার মাধ্যমে রচিত হবে দা'ওয়াতী পরিকল্পনা। স্থিরিকৃত হবে উপস্থাপনার বৈচিত্র্যময় কৌশল ও মাধ্যম। যার ভিত্তিতে দা'ওয়াত পরিচালিত হবে এবং বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার উদ্ভব ঘটবে।

আর দা'ওয়াহ বিষয়ে আয়াতে কুরআনীতে "أدع إلـى سبيل ربك" "তোমার প্রভূর পথের দিকে দা'ওয়াত দাও" বলে ইংগিত করা হচ্ছে যে, দা'ওয়াত বিশেষ লক্ষ্যের পানেই ছুটবে। উপরোক্ত আয়াতটি অন্য দিকে লক্ষ্য নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। দা'ওয়াতী তৎপরতা চল্‌বে কোন দিকে? তা ও সে আয়াতটি বলে দিয়েছে। সেটা আল্লাহর জীবন বিধান ইসলাম গ্রহণের জন্য। দা'ঈ নিজের দিকে , কিংবা তার দল বা সম্প্রদায়ের দিকে নয়। নিজের কোন স্বার্থে বা টাকা পয়সা উপার্জন কিংবা যশ-খ্যাতি, পদমর্যাদা লাভের জন্য নয়, বরং বিশ্ব জাহানের প্রভূ আল্লাহর জন্য, তার বিধি বিধান মেনে নেয়ার জন্য।এভাবে আল্লাহ পাক এ দা'ওয়াতের গতি পথ ঠিক করে দিয়েছেন। আর এটা এ জন্য যে, এ ধরনের নির্ধারণ করার গুরুত্ব বহু দিক দিয়ে অপরিসীম। নিম্নে ক'টা দিক আলোচনা করা হলো:

১. দা'ওয়াতী কাজ সুন্দর, সঠিক ও যথাযথ ভাবে করার জন্য দা'ওয়াতী লক্ষ্যসমূহ দা'ঈর জানা থাকা খুবই জরুরী। দা'ঈ লক্ষ্য নিরূপনে ব্যর্থ হলে তাঁর দা'ওয়াতী কাজ মুখ থুবড়ে পড়বে। সে অগ্রসর হতে পারবে না। তাছাড়া, লক্ষ্যহীন দা'ওয়াতের কোন ফায়দা নেই বা লোক জ'নের কাছে কোন মূল্যও নেই। দা'ওয়াতী কাজে ব্যর্থতার জন্য দা'ওয়াতের ইপ্সিত মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই অধিক দায়ী বলে মনে করা হয়। এজন্য অনেক সময় দা'ঈর টার্গেটহীন দা'ওয়াহ উপস্থাপন পর্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়।

২. দা'ওয়াতী লক্ষ্য নিরূপণ ও সুস্পষ্ট ভাবে অবহিত না থাক্‌লে এর লক্ষ্য সমূহের মাঝে বিশৃংখলতা দেখা দেয়।[৭০] ফলে হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বাদ পড়ে যায়। যাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত ছিল, তাকে উপেক্ষা করা হয়। যা গৌণ, তাকে মৌল মনে করা হয়। এ ভাবে হযবরল লেগে গেলে লেজে গোবরে মিশ্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দা'ওয়াতী কাজটিই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

৩. দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারিত থাক্‌লে সময়ও অনেক বেচে যাবে। কেননা তখন দা'ঈ বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন ও যাচাই বাচাই করে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবিক পদক্ষেপ নিবে। তাতে তার দা'ওয়াত অধিক ফলপ্রসূ হবে।

---

৭০ ড. আবুল ফাত্‌হ আল বায়নূনী, *আল মাদখালু ইলা 'ইলমিদ দা'ওয়াহ*, পৃ.২০২, আরো দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯।

www.amarboi.org

৪. লক্ষ্য নির্ধারণ দা'ঈকে সঠিক ও সামঞ্জস্যশীল উপস্থাপনা শৈলী নির্বাচনে এবং কার্যকর ও প্রভাবশালী মাধ্যম গ্রহণে সাহায্য করবে। সাথে সাথে মানবান্ত করণে ও চলমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশ করার দ্বার উন্মোচন সহজ করে দিবে। কেননা কোন পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে কোন ধরনের উপস্থাপনা কৌশল অধিক কার্যকর তা চিহ্নিত করার জন্য কোন লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কাজ চল্‌বে তা অবশ্যই স্পষ্ট থাক্‌তে হবে। যেমন একজন চিকিৎসক তার রোগীর রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে থাকে। এতে বিভিন্ন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে ঔষধ প্রদান করে থাকে। প্রতিটি পর্যায়ের লক্ষ্য মাত্রার জন্য ঔষধের মাত্রা ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। তেমনি একজন দা'ঈ, তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। [৭১] আত্মভোলা বা আবেগ তাড়িত পদক্ষেপে হঠাৎ কোন কিছু শুনিয়ে দিলেই দা'ওয়াত হয়ে যাবে না।

৫. দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলে দা'ঈকে দা'ওয়াতের সঠিক প্রবাহ ও পথ পরিক্রমা হতে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।[৭২]লক্ষ্য নির্ধারণের অভাবে অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে কিংবা বিশেষ করে প্রতিকূল পরিবেশে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক দিয়ে হতাশা আক্রমণ করে বসে। দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ সুস্পষ্ট ভাবে জানা না থাকার কারণে কেউ কেউ দা'ওয়াতের কোন একটা দিকেই ব্যস্ত থাকা যথেষ্ট মনে করে। যেমন মানুষের মাঝে শুধু যিকির-আযকার ও নামাযের দা'ওয়াতের মধ্যেই অনেকে সীমিত থাকে।কারণ এগুলোসহ দা'ওয়াতের অন্যান্য মৌলিক লক্ষ্য সম্পর্কে তারা অবহিত নন। আবার কেউ কেউ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রাখছেন সকল কর্মতৎপরতা। তাই লক্ষ্য সমূহের স্তর বিন্যাস করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ঐসব ঘটে থাকে। দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণে মনোনিবেশ করলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

৬. দা'ঈ তার দা'ওয়াতের প্রতিটি স্তরের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে অগ্রসর হলে দা'ওয়াতী কাজ কে চলমান রাখা তার জন্য সহজ হবে। বরং দা'ওয়াত সচল রাখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি তার জন্য রক্ষা করা ফরজ। যেমন মাইল ফলক দেখে গাড়ীর চালক তার বাহনের গতি নিয়ন্ত্রিত রাখে, গন্তব্য স্থলে পৌছার আশা নিরাশা দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণ হয়, তেমনি দা'ঈও দা'ওয়াতের প্রতি মাইলফলক তথা লক্ষ্য মাত্রার মাধ্যমেই গন্তব্য উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

মোটকথা, দা'ঈকে তার পরিকল্পনা মাপিক লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এটাই দা'ওয়াতের পন্থা। এর দ্বারা তার সফলতার পথ সুচনা করবে। এ নির্ধারণ পর্ব সূচনার সূচনা। বিজয় রহস্যের উৎস। এ জন্য আধুনিক সমাজ গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসৃত বৈজ্ঞানিকপন্থায় এটাকে 'সূচনা বিন্দু ' হিসেবে গন্য করে আস্‌ছে। এমনকি বলা হয়, কোন ব্যক্তি তার কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ তার সফলতার

---

[৭১] ড. আন্‌ওয়ারী, প্রাগুক্ত।

[৭২] ড. বায়ানূনী, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

অর্ধাংশ। সমস্যা নিরূপণ সমাধানের অর্ধেক। এজন্য মহানবী (স.) এর দা'ওয়াতী পরিকল্পনায় তাঁর লক্ষ্য সুস্পষ্ট রাখতেন। যেকোন পদক্ষেপে বাস্তবে কর্মতৎপরতা শুরু করার পূর্বে এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতেন। অধিকন্তু, সময় সময় সুদূর প্রসারী লক্ষ্য সম্পর্কেও অনুসারী গণকে অবহিত করতেন। জানা যায়, তিনি লোকজনকে এ বলে ভবিষ্যৎ বাণী করতেন যে, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন কবুল কর ও দা'ওয়াত দাও, তবে একদিন তোমরা রোমান কায়সার ও পারস্য কেসরার ধন-ভাণ্ডার লাভ করবে।[৭৩] অর্থাৎ সে দুই পরা শক্তির সাম্রাজও তোমরা জয় করতে পারবে। মহানবী (স.) এর এ ভবিষ্যৎ বাণী ফলে ছিল। তার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল।

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও নির্মল করার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটা মানুষের জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে তার চিন্তাধারা ঘূর্ণায়মান। যার দিকে সব চিন্তা চেতনা বহমান। যাকে কেন্দ্র করে তার জীবনে আশা আকাঙ্খার ফল্গুধারা চলমান। এমনি প্রতিটি দা'ওয়াতের পিছনে একটা উদ্দেশ্য কার্যকর। যার আওতায় এ দা'ওয়াতের সকর কর্মতৎপরতা কেন্দ্রিভূত।যার পরিধিতে এ দা'ওয়াতকে করা হয় প্রতিষ্ঠিত।

ড.বারাকাতের ভাষায়, দা'ওয়াতের পিছনে যদি কোন গোপন প্রেরণা শক্তি না থাকে, তবে তার হয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। তার মাঝে সে গোপনে মোহের প্রেষনা অবশ্যই কার্যকর থাক্তে হবে। যা দা'ঈর প্রতিটি পদক্ষেপে দিক নির্দেশনা দিবে। অন্তর জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কাজে আত্মনিয়োগ করতে শক্তি যোগাবে। প্রাণ সঞ্চার করবে। তার মধ্য থেকে যা বের হবে, সেই ছাঁচেই বের হবে। তার মাঝে ঐ কাজের প্রতি এক ইতিবাচক সাড়া জাগাবে, যা তার আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। তাকে তার কাজে সম্মুখে অগ্রসর হতে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে বলীয়ান করবে, যেন আস্তে আস্তে তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারে, উদ্দেশ্যে পৌছতে পারে"।[৭৪]

পূর্বেই বলা হয়, ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। উদ্দেশ্যের গুরুত্বের পাশাপাশির এ ইসলামী উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বেশী, আরো গভীরে। ইসলামী দা'ওয়াতের পথে এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ দা'ওয়াতকে দান করে সতত জীবনীশক্তি, টিকে থাকার অমীয় সুধা।

আর ইসলামী দা'ওয়াতে এ উদ্দেশ্যকে ঐ বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার প্রেষণা থেকে মুক্ত করা। যা ইসলামী উদ্দেশ্য কে কুলুষিত করে। যেমন যশ

---

৭৩ 'উমর ইব্‌ন ফাহদ আন্‌ নজম, *ইত্তিহাফুল ওরাবি আখবারি উম্মিল কুরা*, (বৈরূত: দারুল আন্দোলূস ১৩৯৯হি./১৯৮৭ খ্রী.) ১খ. পৃ.১৯২।

৭৪ ড. বারাকাত, *উসলূবুদ্‌ দা'ওয়াহ*, (কায়রো: দারু গরীব লিত্‌ তাবা'আ, ১৪০৩ হি:/১৯৮৩ খ্রী.) পৃ.১৫।

www.amarboi.org

খ্যাতি লাভ, লোকে বড় বল্বে, নেতৃত্বে বসাবে, কিংবা কোন মনগড়া মতের প্রতি অন্ধ ভক্ত হওয়ার প্রেষনা নিয়ে এবং এর ছত্রছায়ায় ধন সম্পদ কামানোর উদ্দেশ্যে ঐ কাজে নিবিষ্ট হওয়া বুঝায়। সুতরাং দা'ঈর তাঁর কাজকে এসব বৈষয়িক স্বার্থ মুক্ত করতে পারলে লোকজন সহজে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। শ্রদ্ধা করবে এবং দা'ওয়াত কবুল করবে।

অপর দিকে তার কাজ আল্লাহর কাছে ও গ্রহণ যোগ্য তথা কবুল হবে। কেননা দা'ওয়াতী কাজ হলো ইবাদত ও জিহাদ। আর নিয়্যত খালেস তথা 'ইবাদত কারীর ইখলাস না থাক্লে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। এ ব্যাপারে আল কুরআনে স্পষ্টই বলা হয়েছে: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة."

"তাদেরকে একমাত্র নির্দেশ করা হয়েছে, তারা খাঁটি মনে ইখলাসের সাথে আল্লাহর 'ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম" (সূরা বাইয়্যিনাহ:৫)। এমনি মহানবী (স.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে ব্যক্তি সম্পর্কে, যে জিহাদ করে গণীমতের জন্য কিংবা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের নিমিত্তে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমা বা বাণী কে বুলন্দ করার জন্য তাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য"[৭৫]।

অপর দিকে দা'ওয়াতী কাজে টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে, এ কাজ করলে সম্মান বৃদ্ধি পায় , কর্তৃত্ব হাতে আসে, যা দা'ওয়াতী কাজেও প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু দা'ঈকে মনে রাখতে হবে, এগুলো মাধ্যম ও বৈষয়িক উপকরণ বিশেষ। তাই উদ্দেশ্য ও উপকরণ এর মাঝে মিশ্রণ ঘটালে চল্বে না। দা'ওয়াতী কাজে সফল হতে হলে ও লোকজনের মাঝে এর প্রভাব স্থায়ী করতে হলে নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি ব্যক্ত করতে হবে। অন্যথায় তা মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্য না এবং আল্লাহর কাছেও না। এ জন্য আল কুরআনে সুরা শু'আরায় আম্বিয়া কেরামের দা'ওয়াত বর্ণনায় যা এসেছে তাতে দেখা যায়, তারা সকলই নিঃস্বার্থতার ঘোষণা দিতেন এভাবে:

"وما اسئلكم من أجر إن أجري إلا على الله رب العالمين".

"আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন"।[৭৬] আল্লাহ পাক শেষ নবী (আ.) কেও তাই ঘোষণা .দিতে নির্দেশ দিয়েছেন,

"قل لا أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين".

---

[৭৫] বুখারী . কিতাবুল জিহাদ, বাব মান কাতালা লি তাকুনু কালিমাতুহু হিয়াল উলিয়া, ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২৮৮।

[৭৬] সূরা শু'আরা:১০৯,১২৭,১৪৫,১৬৪,১৮০।

www.amarboi.org

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারীও নই"(সূরা সোয়াদ:৮৬)।

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) বলেন, মানুষের স্বভাব হল, তাদের নিকট যা আছে সে ব্যাপারে যে নির্লোভ দেখায় তাকে তারা ভালবাসে। আর যে বিষয়ে তাদের লোভ আছে, তাতে যে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তার প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করে। এটাই হল হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি।অতঃপর আপনারা যারা ইচ্ছা করেন, আপনাদের পেশ করা দা'ওয়াতের দ্বারা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে চান, তা হলে প্রথমেই এটা তাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলুন যে, আপনারা তাদের রাজত্ব ও ধন সম্পদ চাচ্ছেন না, না তাদের নেতৃত্ব ও যশ খ্যাতি চাচ্ছেন। কিংবা না কোন পদ বা চাকুরী চাচ্ছেন। বরং যা কিছু করছেন বন্ধুত্বের খাতিরে করছেন, তাদের প্রতি দরদ ও সহানভূতি থেকেই করছেন। তাদের উপর মন্দ কিছু আপতিত হচ্ছে সে ভয়েই তা করছেন"।[৭৭]

'আল্লামা 'আলী নদভী আরো বলেন, "দা'ওয়াতের সফলতায় যে সব বিষয় যামিনদ্বার। সে সব হলে গোটা কয়েক কার্যকারণ বিশেষ। কিন্তু সবগুলোকে আমি দুটি মৌলিক কার্যকরণে গুটিয়ে নিতে সক্ষম। প্রথমটি হলো: দা'ওয়াতের চিন্তাধারা দা'ঈর আবেগ অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌বে, তাতে ওটা প্রবল হয়ে যাবে। এটা যেন তার আত্মা ও রক্তে প্রভাহিত হয়।তার সত্তার সাথে মিশে যায়।আর তখনই দা'ঈ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক, ইল্‌হাম ও সাহায্য প্রাপ্ত।যে আল্লাহর সাহায্য পাবে। সে মচ্‌কে যাবে না, ব্যর্থও হবে না। .... দ্বিতীয় বিষয়টি হল, লোভনীয় বিষয়সমূহ হতে দুরে থাকা এবং বৈষয়িক স্বার্থে নিস্পৃহ ভাব প্রদর্শন। নিস্পৃহ মানে এক শ্রেণীর খৃস্টানদের বৈরাগীপনা নয় বা সন্যাসপনা সংসার ত্যাগী হওয়াও নয়। আয়াতে কুরআনীতে এসেছে, "রুহ বানিয়্যাত (সন্যাসপনা) তারাই উদ্ভাবন করেছে। আমি তা তাদের উপর ধার্য করেনি। যা করেছিলাম তাহলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা"। ইসলামে কোন সন্যাসপনা নেই। বস্তুত দা'ওয়াতে প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক ভাবে উন্নত সংকল্পের অধিকারী হওয়া, লোভনীয় ক্ষেত্র সমূহ হতে দূরে থাকা, বড় বড় পদে সমাসীন হওয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ ভাব দেখানো। নিশ্চয়ই যাদের নিকট আপনারা দা'ওয়াত পেশ করবেন, তারা যখন জান্‌তে পারবে যে, অবশ্যই আপনারা তাদের রাজত্ব লোভে কিংবা আল্লাহ পাক তাদের জন্য যার ভাণ্ডার খুলে ধরেছেন, সে ব্যাপারে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তখন তারা আপনাদের ইখলাস সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে উঠবে, আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যাবে। অতএব আপনারা তাদের কাছে পরিষ্কার করে ফেলুন যে, আপনারা রাজত্ব লোভী নন, যশ খ্যাতি ও

---

[৭৭] সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হিকমাতুদ দা'ওয়াহ ওয়া সিফাতুদ্ দু'আত*, (লাখনৌ: আল মাজমাউল ইসলামী আল 'ইল্‌মি, ১৪০৯হি./১৯৮৯৷ পৃ.৩০-৩১।

www.amarboi.org

পদ অন্বেষণকারী নন, ধন সম্পদ ও প্রাচুর্য তালাশকারী নন, কিংবা কোন রকম লোভ লালসার তাড়নায় তাদের কাছে আসেননি"।[৭৮]

হাঁ,এভাবে ইসলামী দা'ওয়াহ্ পদ্ধতির ঐ মূলনীতিটি গোটা দা'ওয়াতী কার্যক্রম কে প্রভাবিত করে, সফলতার দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ দা'ওয়াতে সাড়া দেবে, আর দা'ঈ বৈষয়িক চাকচিক্যময়তা ও দম্ভ হতে বিরত থাক্‌বে কিংবা দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তি উপেক্ষা করার পর দা'ঈ নিরাশ না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে, তখনই দা'ঈ সফলতার মুখ দেখবে।

এ মূলনীতিটি দা'ঈর মাঝে দৃঢ়তা ও ভারসাম্য শক্তি জন্মাবে। এমনি আল্লাহর সাথেও তার সম্পর্ক গভীর হবে, মজবুত হবে। আর তখন দা'ঈ ভাবতে থাক্‌বে,সে প্রকৃতি জগতেরই একটা অংশ, সে একা নয়। এমন কোন বিরাণ ভূমিতে নয়, যাতে কোন পানি ও নেই, জীবন ও নেই। বরং তার সাথে সবকিছুর মালিক সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ আছেন। গোটা প্রকৃতি জগত তার সাথে।

আর এভাবে এ মূলনীতিটি দা'ঈর দা'ওয়াতের মৌলিকতা ও যথার্থতাও প্রকাশ করবে। দা'ঈর ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হবে। মানুষের মাঝে দা'ওয়াত সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি হবে।

আর এভাবে দা'ঈ শুধু তার বন্ধু মহলেই দা'ওয়াত দেয়া যথেষ্ট মনে করবে না বা শুধু তাদের প্রতি আগ্রহশীল হবে না কিংবা শত্রুদের কে অবহেলা করবেনা বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকলের কাছেই যাবে।

এমনি ভাবে ঐ বিষয়টি দা'ঈর আচার আচরণেও ভারসাম্য নিয়ে আস্‌বে। কেননা তখন তার সাথে অপরের সম্পর্কের মানদণ্ড হবে মহানবী (স.) এ বাণীর আলোকে:

"أن تحـــب فى الله و تبغض فى الله" "কাউকে তুমি পছন্দ করলে আল্লাহর জন্যই পছন্দ করবে এবং কাউকে ঘৃনা করলেও আল্লাহর জন্যই "।[৭৯]

এভাবে ঐ উদ্দেশ্যের ঘোষণায় দা'ঈ নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ তিতীক্ষা ও শক্তি নিয়োজিত করবে দা'ওয়াতী কাজে। কারণ সব কিছু তো আল্লাহ্ পাক দেখছেন বলে সে মনে করবে। যদিও সে মানুষের নিকট থেকে কোন ধন্যবাদ বা স্বীকৃতি লাভ না করুক।[৮০]

উপরোক্ত দিকসমূহের পাশাপাশি দাওয়াহ যখন রব্বানী জীবন প্রণালীর দিকে দেয়া হবে অন্য কিছুর প্রতি তা হবে না, তখন এ বিষয়টিও ক'টি ইতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করবে। তন্মধ্যে:

---

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ২৭।
[৭৯] মুসনাদু আহমাদ, ৪খ, পৃ.২৮৬।
[৮০] ড. আন্‌ওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯০।

www.amarboi.org

১. জীবন পদ্ধতি আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ায় মানুষ সহজেই তা মেনে নিবে। আর আল্লাহ সকলেরই।শুধু দা'ঈ বা বিশেষ কোন দলের নয়।

২. এতে কোন গোঁড়ামী বা প্রবৃত্তির প্রভাব কে জাগিয়ে তুল্‌বে না।এটা গোড়ামী মুক্ত।

৩. আল্লাহর সূত্রে সকলেই একই উৎসের সাথে সম্পর্কিত মনে করবে। এতে বিভিন্ন সারির লোকজনের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হবে। যা মানব রচিত কোন মতবাদের দিকে দা'ওয়াত দিলে পাওয়া যাবে না।

আর রব তথা প্রতিপালকের নামে দা'ওয়াত দিলেও অন্তরে এক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি সকলেরই পালনকর্তা। এ রবের হাজারো নেয়ামত সকলেই ভোগ করছে। এতে মানুষের হৃদয় মূলে সে রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া, এ মহাশক্তির সামনে নিজের দুর্বলতা, সর্বোপরি তাঁর প্রতি মহব্বত ভালবাসার অনভূতিতে ফিতরাত জাগিয়ে তোলে। তাই রবের নামে দা'ওয়াতই অধিক ফলপ্রসূ। এজন্য সকল নবী (আ.) সেই রাব্বুল 'আলামীনের নামে দা'ওয়াত দিতেন। বার বার 'রব' শব্দটি উচ্চারণ করতেন।

অতএব দা'ঈকে দা'ওয়াত পেশ করার পূর্বে তার লক্ষ্য নিরূপণ করতে হবে, তার উদ্দেশ্যকে নির্মল নিষ্কলুষ করতে হবে। যেন সব চাওয়া পাওয়া একমাত্র রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার দ্বীনকে প্রচার প্রসার ও প্রতিসঅা করে তার কালেমা তায়্যিবাকে বিজয়ী করার নিমিত্তেই পরিচালিত হয়। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে দা'ঈর সর্ব প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমে হিকমত অবলম্বন

আল-কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস। ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল- কুরআন মানব জাতির জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধানতুল্য একটি আয়াত হল:

"أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

" তোমরা দা'ওয়াত দাও হিক্মত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্ক কর" (সূরা আন্ নাহল :১২৫) ।

তাই ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিক্মত। কিন্তু হিক্মত বল্তে কি বুঝায় - এ নিয়ে আজও বিতর্ক চলে আস্ছে। সুতরাং হিক্মতের প্রকৃত স্বরূপ কি , ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিক্মত বল্তে কি বুঝায়, কিভাবে, কি করলে সেটা হিক্মত পূর্ণ দা'ওয়াত হবে, যা একজন দা'ঈকে পালন করা আল্লাহর নির্দেশমত ফরয, তা পর্যালোচনার দাবীদার।

হিকমতের স্বরূপ

হিক্মত শব্দটি আরবী। মূল ধাতুগত দিক দিয়ে এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আরবী-বাংলা অভিধানে বলা হয় যে, এর অর্থ হল তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, দর্শন, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা।[৮১] এ শব্দটি 'আরবী حكم মূলধাতু থেকে ব্যবহৃত। এ অভিধায় এ অর্থ আদেশ করা, শাসন করা, নিষেধ করা, বিরত রাখা, বিধিসমূহ পরিচালনা করা, আদেশ প্রবর্তন করা. মীমাংসা করা[৮২]। এ থেকেই হাকীম حكيمশব্দটির ব্যবহার, যা এমনকি বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত। আরবী ভাষাতেও حكيم শব্দটি ফয়সালা কারী ও চিকিৎসক অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায়[৮৩]। হিক্মত শব্দটি কার্যকারণ ও রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত। যেমন বলা হয় حكمة التشريع [৮৪]। অর্থাৎ শর'ঈ আইন প্রচলনের কার্যকারণ বা

৮১মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল্- আযহারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১২০৫।
৮২ প্রাগুক্ত,পৃ. ১২০৪-১২০৫।
৮৩ প্রাগুক্ত, *আল মু'জাম আল ওসীত*, (দিল্লী: দারুল ইল্ম, তা. বি)পৃ.১৯০।
৮৪ আল মু'জাম আল ওসীত, পৃ.১৯০।

www.amarboi.org

এর পিছনে যুক্তি রহস্য। মূলত হিক্‌মত এমন একটি ব্যাপকার্থবোধক প্রত্যয়, যার প্রতিশব্দ নেই। যাকে এক কথায় অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়।

আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী সাহেব উল্লেখ করেছেন:

الحكمة الكلمة البليغة العربية التي جاءت في الأي لا اعتقد أنها من الممكن ترجمتها أو نقلها إلى لغة أخري".

অর্থাৎ "আয়াতে উল্লেখিত হিক্‌মত শব্দটি গভীর তাৎপর্য পূর্ণ আরবী শব্দ, যা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না"।[৮৫] আর এ জন্য হিক্‌মত শব্দটির ব্যাখ্যায় প্রচুর মতামত ও বৈচিত্র্যময় মন্তব্য বিরাজমান।
নিম্নে এ গুলোর মাঝে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা হলো:

ক. বিশিষ্ট তাবে'ঈ মুজাহিদ (র.) বলেন - "الحكمـــة هـــي الإصابة في القول و الفعل" অর্থাৎ কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ করার নাম হিক্‌মত[৮৬]।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির তাবারী ও খাযেন এক বাণীতে এ মতই পোষন করেছেন[৮৭]।

ইমাম ফখরুদ্দনি রাযী এ সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত করে বলেন "هي الإصابة في القول و الفعل ووضع كل شيء موضعه"

অর্থাৎ "কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুকে যথাযথ স্থানে রাখাকে হিক্‌মত বলে"[৮৮]।

উল্লেখ্য, তাফসীরে খাযেন প্রণেতা তাঁর তাফসীরের অন্যস্থানে এ মতকে সমর্থন করেছেন।তাঁরা দু'জনই বলেছেন, কেউ কথা ও কাজে উভয়ে যথাযথ না হলে তাকে হাকীম বলা যাবে না[৮৯]।

---

[৮৫] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *রাওয়াই'উ মিন আদাবিদ দাওয়াহ* (কুয়েত: দারুল কলম, ১৯৮১ইং/১৪০১হি:)পৃ. ১৫।

[৮৬] দ্র. ইবন জরীর তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন* , (বৈরুত: দারুল মা'রিফা ১৪০৬হি.),৩খ. পৃ. ৬০,আরো দ্র. আলূসী, রূহুল মা'আনী , ৩খ. পৃ৪১।

[৮৭] প্রাগুক্ত,আলাউদ্দীন বাগদাদী , *তাফসীরে খাযেন*, (কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা.,বি.), ১খ.পৃ.৯২।

[৮৮] ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *আত্ তাফসীরুল কবীর*, (দারু ইয়াহ ইয়ায়িত্ তুরাছিল 'আরাবী , তা. বি.) ৪খ. পৃ. ৭৪, তাফসীরে খাযেন প্রনেতা ও তা সমর্থন করেছেন, প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর আবু হায়ানের আল বহরুল মুহীত (১খ. পৃ৩৯৩) এবং আলূসীর রূহুল মা'আনী (১খ.পৃ.৩৮৭)তে ঐ ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

[৮৯] প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

খ. ইমাম মালেক (র.) বলেন, হিক্‌মতের অর্থ আমার অন্তরে যা আসে তা হল, এটা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য। আর এটা এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহ্ স্বীয় দয়া,করুনায় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন[৯০]।

আল্লামা তাবারী স্বীয় তাফসীরে ইবনে যায়েদ (র.) থেকে এমনি একটা রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন:

"الحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به"

অর্থাৎ"হিক্‌মত এমন একটা বস্তু, যা আল্লাহ্ পাক (মানব) অন্তরে স্থাপন করে দেন, যার দ্বারা তা আলোকময় হয়ে যায়"[৯১]।

গ. আল্লামা আলূসী এমনি এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, আবূ 'ওসমানের মতে

"هي نور يفرق به بين الوسواس و الإلهام

"হিক্‌মত হল একটা জ্যোতি বিশেষ, যার দ্বারা কোনটা (শয়তানের পক্ষ থেকে) প্ররোচনা, আর কোনটা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইল্‌হাম, তা পার্থক্য করা যায়[৯২]।

ঘ. 'আল্লামাহ ইবনুল কায়্যিম হিক্‌মতের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন:

"قال ابن قتيبة الجمهور : الحكمة إصابة الحق و العمل به ، وهي العلم النافع و العمل الصالح"

অর্থাৎ "ইব্‌ন কুতাইবা ও অধিকাংশ 'ওলামার মতে হিক্‌মত হল, সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা। এটা হল উপকারী বিদ্যা ও নেক কাজ"[৯৩]।

ঙ. লিসানূল 'আরব প্রণেতা ইব্‌ন মান্‌যূর আল ইফরীকী এবং বিশিষ্ট ভাষাবিদ ইবনুল আছীর উল্লেখ করেন:

"الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم"

অর্থাৎ "সর্বোত্তম বিদ্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম বিষয়সমূহ জানার নাম হিক্‌মত"[৯৪]।

চ.'আল্লামা রাগেব ইস্‌ফাহনীর মতে - الحكمة اسم لكل علم حسن وعمل صالح

وهو بالعلم العملي أخص منه من العلم النظري وفى العمل أكثر استعمالا

---

[৯০] ইবন কাছীর, *তাফসিরুল কুরআনুল 'আযীম*, ১খ.পৃ.৩৩২।

[৯১] ইব্‌ন জরীর তাবারী, প্রাগুক্ত,১খ.পৃ. ৪৩৬।

[৯২] দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ.পৃ৪১।

[৯৩] ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়াহ, *মিফ্‌তাহুস্ সা'আদা* (রিয়াদ: মাক্‌তাবাতুর রিয়াদ আল হাদীছাহ, তা. বি) ১খ.পৃ.৫১।

[৯৪] ইবন মানযূর আল ইফরীকী, *লিসানূল 'আরব* (দারু সাদের, তা. বি) ১২খ.পৃ.১৪০, ইব্‌নুল আছীর, *আন্ নিহায়া ফি গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার*, (বৈরূত: আল মাক্‌তাবাতু আর ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.)১খ.পৃ.১১৯।

www.amarboi.org

منه في العلم وإن كان العمل لا يكون محكما من دون العالم به ... وهي
في تعارف الشرع اسم للعلوم العقلية أي المدركة بالعقل"

অর্থাৎ " হিক্‌মত হল উত্তম বিদ্যা ও নেক কাজ। আর এটা তাত্ত্বিক বিদ্যার চেয়ে ফলিত বিদ্যার সাথে সম্পর্ক যুক্ত বেশী। আর বিদ্যার চেয়ে কার্য ক্ষেত্রেই বেশী ব্যবহৃত। যদিও কোন কাজ সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত তা হিক্‌মতপূর্ণ হয় না। আর এটা শরী'য়তের পরিভাষায় 'আকল তথা বুদ্ধিলব্ধ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের নাম"[৯৫]।

ছ. কারো মতে- "معرفة الأشياء الموجودة بحقائقها ويعني كليات الاشياء"

অর্থাৎ "বস্তু বা বিষয়সমূহের সত্ত্বাগত ও স্বভাবজাত মূলনীতি সম্পর্কে জানার নাম হিক্‌মত"[৯৬]।

'আল্লামা রাগেব আরো উল্লেখ করেন, হিক্‌মত হল- আল্লাহর একটি গুণ বিশেষ। তাই একে যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে বিষয় বা বস্তু সমূহের বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বভাবজাত গুণাবলী সৃজন ও উদ্ভাবন করা। আর সে হিক্‌মতকে বান্দার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করা হবে, তখন এর অর্থ হবে সে , সে স্বভাবজাত গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া[৯৭]। কারণ মানুষ অবহিত হতে পারে, বস্তুর উপযোগিতা আনতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে না।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও মন্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে হিক্‌মতের স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা হল-

প্রথমত: এটা কথা ও কাজের এক বিশেষণ। তা হল, এ গুলো যথার্থ হবে। অর্থাৎ যেখানে যা প্রাযোজ্য, সেখানে তা করতে সমর্থ হলেই বলা হবে সে হিক্‌মতধারী। যথা প্রখ্যাত তাব'ঈ মুজাহিদ, বিশিষ্ট মুফাস্‌সির তাবারী, রাযী, খাযেন, আলূসী প্রমুখের মত।

দ্বিতীয়ত: এটা এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নাম, যার দ্বারা সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সে অনুসারে কল্যাণকর কাজে নিবিষ্ট হওয়া যায়। যথা 'আল্লামা রাগেব, ইব্‌ন মানযুর, ইবনুল আছীর প্রমুখের মতামত থেকে আমরা এটা জানতে পারি।

তৃতীয়ত: এটা একটা নূর বা সহজাত জ্যোতি, যা ইলহামী তথা আল্লাহ প্রদত্ত। যার মাধ্যমে মানুষ সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝে থাকে, সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

---

[৯৫] আর -রাগিব আল ইস্‌ফাহানী, *আয-যারিআতু মাকারিমিশ্‌ শরী'আহ* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইল্‌মিয়্যাহ, ১৯৮০ইং১৪০০হি)পৃ.১০৪।

[৯৬] দ্র.তাফসীরে খাযেন,১খ.পৃ.২১১, রাগেব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত।

[৯৭] রাগেব ইসফাহানী , প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

চতুর্থত: এটাতে ফলিত দিক প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোন বিষয় কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে, সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে , সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

তাই উপরিউক্ত মতামত গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই, বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত করা হয়। একই অর্থের বিভিন্ন বিশ্লেষণ। কেউ হিক্‌মতের উৎস মূলের উপর, কেউ এর বিশেষণ ও ধরনের উপর, কেউ তার কার্যকারিতা, ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। অতএব এসব সংজ্ঞায় বিভিন্ন বিষয়ের কথা আসলেও সব কটি হিক্‌মতেরই অন্তর্ভুক্ত। হিক্‌মত একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ।

হিক্‌মত হল এক নূরানী সত্তা , জ্যোতির্ময় শক্তি, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়। কেউ তার কিছু কিছু স্বভাবত পেয়ে যায়, আবার কেউ কেউ সৃষ্টি কর্তার দেয়া নিয়ম মাফিক চর্চা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা অর্জন করে। অতএব , হিক্‌মতের এ ব্যাখ্যা তার উৎস মূল হিসেবে।

এমনি হিক্‌মত একটা প্রজ্ঞার নাম, যার মূল বৈশিষ্ট্য হল, এর দ্বারা কোন ভুল বা বোকামী সুলভ কথা বা কাজ হয় না। যা হয় , তা স্বভাবজাত ভাবেই মানুষ সঠিক বলে ধরে নেয়। হিক্‌মত ভুল বা বোকামী সুলভ সব কাজ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য ঘোড়ার লাগামকে 'হাকামা' বলা হয়[৯৮]। কারণ তা মনিবের অবাধ্যতা থেকে তাকে বিরত রাখে।

আর জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞাময় সে রীতিনীতি জানা থাকলে, যে কোন বিষয়ে যথার্থতা ফুটে উঠার সাথে সাথে ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-সঠিক, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং উত্তম-অধমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যাবে।এজন্য হিক্‌মত আল্লাহর দেয়া বড় নি'য়ামত ও রহমত। যার মাঝে তা পাওয়া যাবে, তার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। আর এজন্য আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বলেছেন:

"ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"

"যাকে হিক্‌মত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়"(সূরা বাক্বারা :২৬৯)।

এজন্য আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যে সকল নে'য়ামত দান করা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটা বিশেষ নে'য়ামতের কথা আল - কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো হিক্‌মত। যথা:

ইবরাহীম (আ.) এর বংশ ধরের উপর আল্লাহ্ পাক যে সব অনুগ্রহ করেছেন, তা এভাবে উল্লেখিত হয়:

"ولقد آتينا إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكا عظيما".

---

[৯৮] দ্র. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল ফায়্যূমী, *আল মিস্‌বাহুল মুনীর*, (বৈরূত: আল মাক্‌তাবাতু আল ইল্‌মিয়্যাহ, তা. বি.)১খ.পৃ১৪৫।

www.amarboi.org

"ইব্রাহীম এর বংশধরকেও কিতাব ও হিকমতপ্রদান করেছিলাম এবং বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিলাম" (সূরা নিসা:৫৪)।

হযরত লোকমান (আ.) কে হিক্‌মত প্রদানের বিষয়টি নিম্নোক্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله

"আমি অবশ্যই লোকমানকে হিকমত দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও" (সুরা লোকমান : ১২)।

এমনি ভাবে হযরত দাউদ, 'ঈসা (আ.) ও তাঁর উম্মত এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর উম্মতকে আলাদা ভাবে আল্লাহ পাক সেই হিকমত প্রদানের নে'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর অন্য স্থানে সাধারণ ভাবে সকল নবী (আ.) এর কতা উল্লেখ করে তাদের হিকমত প্রদানের নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ পাক বলেন-"وإذ أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة"

"আর আল্লাহ যখন নবীগণ এর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও হিক্‌মত" (সূরা আল ইমরান: ৮১)।

সূতরাং মানব জীবনে হিক্‌মত আল্লাহর মহান এক নে'য়ামত। এ ছাড়া এ জীবন চল্‌তে পারে না। ব্যক্তি, সমাজ, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক সকল দিকের চালিকা শক্তি বা রূহ হল- হিক্‌মত।

উল্লেখ্য, হিক্‌মত শব্দটি আল কুরআনের বিশ জায়গায় এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে মুফাস্‌সিরগণ এর ব্যাখ্যায় আরো প্রচুর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি 'আল্লামাহ আবু হায়ান স্বীয় তাফসীরে হিক্‌মত সম্পর্কে প্রায় ২৯টি মত উল্লেখ করেছেন[৯৯]। উপরে বর্ণিত মতামত গুলোর পাশাপাশি হিক্‌মতের আরো মন্তব্য লক্ষণীয়। যেমন হিক্‌মত অর্থ নবুয়ত, কুরআন বুঝা, দ্বীন বুঝা ও অনুসরণ করা, সুন্নত, আল্লাহর ভয়, 'আকল বা বুদ্ধিমত্তা, দ্বীনের ব্যাপারে 'আকলী দলীল, ওহী জ্ঞানের মাধ্যমে ফয়সালা, তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি[১০০]।

এসব মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ গুলো উপরে বর্ণিত হিক্‌মতের স্বরূপের সঙ্গে মিলে যাবে। নতুন কোন বৈপরিত্য সৃষ্টি করবে না। কেননা একজন নবীকে (আঃ) অবশ্যই হিক্‌মতধারী হতে হবে। হিক্‌মতের উপরিস্তর নবুয়ত। কারণ এ প্রজ্ঞা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে সরাসরি আস্‌ছে। তেমনি ভাবে কুরআন কারীম আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ পাক হাকীম। তাই তাঁর কথাও হিক্‌মতপূর্ণ। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে:

"والقرآن الحكيم" "হিক্‌মতপূর্ণ কুরআনের কসম"(সূরা ইয়াসীন:২)।

---

[৯৯] দ্র. আবু হায়ান আন্দালোসী , *আল বাহ্‌রুল মুহীত*, (দারুল ফিক্‌র , ১৪০৩ হি,) ২খ.পৃ.৩২০।

[১০০] দ্র. প্রাগুক্ত, আরো দ্র. কুরতুবী , প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩৩০।

www.amarboi.org

আর কুরআন যে হিক্‌মত নিয়ে এসেছে, তা বুঝতে সক্ষম হওয়াও হিক্‌মত। কারণ কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, বুঝে অনুসরণ করতে হলে, সেই প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তেমনি ভাবে মহানবী (স.) যে ভাবে আল- কুরআনের বাণী বাস্তবায়ন করেছেন, তাকে বলা হয় সুন্নত। আর এটা নিঃসন্দেহে হিক্‌মত। যেখানে বাস্ত-বায়ন নীতি হিক্‌মতের স্বরূপের অংশ বিশেষ। তাই সকল নবীর সুন্নতই ছিল প্রত্যেকের যুগের জন্য হিক্‌মত। এমনি ভাবে যিনি যত আল্লাহ্ পাককে জেনেছেন, সত্যকে চিনেছেন, তিনি ততটুকু আল্লাহ্‌ভীরু, আনুগত্যকারী। আর জীবনে ও জগতের সে তত্ত্ব ও তথ্য এবং রহস্য জানাও হিক্‌মতের প্রকৃতির অন্তর্গত। তাই দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানও হিক্‌মতের আওতাভুক্ত। সুতরাং বৈপরিত্য বাহ্যত ও ক্ষেত্রে বিশেষে হতে পারে, মৌলিক ভাবে নয়।

মোট কথা, উপরিউক্ত যে কোন একটা বিষয় আলাদা ভাবে হিক্‌মতের স্বরূপ বহন করে না, বা হিক্‌মত প্রত্যয়টি উপরোক্ত বিষয়সমুহের যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে খাস হয়ে যায় না। হিক্‌মতের ধারণাটি আরো ব্যাপক। তার পরিধি আরো বিস্তৃত। এর মূলে আরো সুগভীরে। উদহরণ স্বরূপ বলা যায়, সকল মানুষকে কিছু না কিছু হিক্‌মত দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকলকে কিছু না কিছু নবুয়ত দেয়া হয়নি। সুতারাং হিক্‌মত শব্দটি শুধু নবুয়ত, কুরআন, সুন্নাহ্, ইত্যাদির চেয়ে আরো ব্যাপক।

তাই শুধু ঐ গুলোর একটা অর্থ গ্রহণ করলে হিক্‌মতের পূর্ণাঙ্গ ধারণা মিলবে না। যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্ঞাই হিক্‌মতের মুল কথা। তাই আল কুরআনের যেখানে হিক্‌মত শব্দটি কিতাবের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ উক্ত কিতাবের বাস্তবায়ন নীতি বা সুন্নত।আর যেখানে আলাদা ভাবে তথা একক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে ব্যাপক অর্থ নেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণীতে:

ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

"যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে, সে প্রচুর কল্যাণ প্রাপ্ত"(সূরা বাকারা : ১৬৯) । নবী না হয়েও হাকীম হওয়া যায়। যেমন হযরত লোকমান (আ.) সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারকও বলে থাকেন। শেষ নবী হযরত ইবন 'আব্বাসের জন্য দু'আ করেছেন:

"اللهم علمه الحكمة" "হে আল্লাহ, তাঁকে হিক্‌মত শিক্ষা দিন"[১০১]।

সুতরাং যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্ঞাই হিক্‌মতের মূল কথা।

---

[১০১] দ্র. বুখারী , কিতাবু ফাদাইলুস্ সাহাবা, বাবু যিক্‌র ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) , দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *আল জামে'উ আস্ সহীহ* (ফতহুল বারী সহ) ৭খ., পৃ ১০০।

www.amarboi.org

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিক্‌মত

পূর্বেই এ বিষয়ে আলোক পাত করা হয়েছে যে, ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিক্‌মত। কি ভাবে দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, বরং সরাসরি আদেশ করেছেন যে, তা হতে হবে হিক্‌মতের সাথে। তিনি বলেছেন "তোমরা রবের পথে দা'ওয়াত দাও হিক্‌মত ও সদুপদেশের মাধ্যমে, যুক্তি তর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়"(সূরা নাহল: ১২৬) ।

এ আয়াতে হিক্‌মত দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নিয়েও প্রচুর মতামত রয়েছে। কারো মতে- আল কুরআন নিজেই [১০২]। কারো মতে- সুন্নাহ [১০৩]।

অধিকাংশের মতে অকাট্য যুক্তি বা কথা, যা মানব অন্তরে এমনিতেই স্থান করে নেয়। মানুষ কোন চিন্তা ভাবনা, দলিল বুরহান ছাড়াই মেনে নেয়। আর তাদের মতে হিক্‌মত শুধু সত্যান্বেষীদের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য প্রযোজ্য। যাদের অন্তরে কোন অমনোযোগিতা, অবহেলা, ঔদাসীন্যতা অথবা কুটিলতা, বক্রতা কিংবা অহেতুক তর্ক লিপ্সা নেই। আর যারা গাফেল তথা অমনোযোগী উদাসীন তাদেরকে মাউ'য়েযা দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হাবে। আর যারা কুটিল ও বক্র হৃদয়ের অধিকারী অহেতুক তর্কে লিপ্ত হয়ে সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, তাদের মুজাদালা বিল আহ্‌সান দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। যেভাবে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে[১০৪]।

অতএব উপরিউক্ত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথমোক্ত দুটি মতে হিক্‌মত অর্থ কুরআন সুন্নাহ। আর এ দুটি মত অনুসারে বল্‌তে হয় যে, ইসলামী দা'ওয়াত অবশ্যই কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে। উভয়টিই দা'ওয়াত ও দা'ওয়াতের পদ্ধতির প্রাথমিক উৎস। কিন্তু দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতির জন্য প্রয়োগ ও ফলিত দিকটি প্রয়োজন।

তৃতীয় মতটি নিলে দেখা যাবে হিক্‌মত বলতে এক বিশেষ ধরনের দলীল বা যুক্তি কিংবা তত্ত্ব জ্ঞানের নাম বা সে গুলো নির্ভর কথার নাম। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনায় হিক্‌মতের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তা দ্বারা যাচাই করলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিক্‌মতকে শুধু বিশেষ জ্ঞান বা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। কারণ হিক্‌মতের ধারণাটি কথা ও কাজ উভয়ের মাঝে বিস্তৃত। যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা , যা আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যবহৃত হয়- সবই দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষত্রে হিক্‌মত বল্‌তে বুঝব একজন দাঈকে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সত্যকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করা। যা হবে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, বুদ্ধি

---

[১০২] দ্র. ইব্‌ন জারীর, প্রাগুক্ত, ১৪খ.পৃ,১৩১।

[১০৩] দ্র. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ.৫৯১।

[১০৪] দ্র. ফখরুদ্দীন আর্‌ রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ., পৃ. ১৩৮. আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ. পৃ.৩৫৪-৩৫৫, তাফসীরে খাযেন, ৩খ. পৃ.১৫১।

www.amarboi.org

দীপ্ত ও সুকৌশলে। অজ্ঞতা ও মূর্খতাসুলভ আচরণ বা কথা বার্তার মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রম চলতে পারে না।

অন্যদিকে মাউ'য়িযা হাসানা ও মুযাদালা বিল আহ্সানকে যদি আলাদা ধরি, তখন এর অর্থ দাড়াবে যে, সে গুলো হিক্মত পূর্ণ নয় তথা অজ্ঞতা মূলক নির্বোধ সুলভ। আর এ ধরনের কথা কেউই বলেবেন না।

মোদ্দা কথা হল- হিক্মতের স্বরূপ অনুসারে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিক্মতের ধারণাটি প্রসারিত। অকাট্য যুক্তি বা তত্ত্ব জ্ঞান হিক্মতের অংশ। তেমনি আয়াতে উল্লিখিত মাউ'য়েযা হাসানা ও মুজাদালা বিল আহ্সানও হিক্মতের অংশ। আয়াতে হিক্মতের কথা সাধারণভাবে এনে মানব সমাজে বহুল প্রচলিত দুটি পন্থায় হিক্মত কি হবে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য উভয়টিকে এতদ সঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়। কারণ উভয়টির মাঝে উত্তম ও নিকৃষ্ট পন্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে উভয়টিতেই উত্তম পন্থা অবলম্বনই হিক্মত। আর তা হল, সুন্দর সাবলীল কথা এবং নরম ও বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ, সত্যানুসন্ধানী ও ইখলাসের সঙ্গে হওয়া।

অধিকন্তু, তাঁদের বক্তব্য অনুসারে মানব সমাজের মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজনটিও প্রমাণ করছে যে, মানুষের সে অবস্থা গুলো বুঝে দা'ওয়াত দিতে হবে। অনন্তর এটাই হিক্মতের মূল কথা। যার সঙ্গে নরম ভাবে তত্ত্ব ও সত্য জ্ঞান তুলে ধরে স্বাভাবিক কথা বার্তায় দা'ওয়াত দিলে কাজ হবে, সেখানে দা'ঈকে তাই করা হিক্মত হবে। সেখানে তার সঙ্গে তিক্ত তর্কে লিপ্ত হওয়া বা কঠোর আচার আচরণ বা ধমকের সুরে কথা বলা অহেতুক ও অজ্ঞতা সুলভ, যা হিক্মতের চাহিদার পরিপন্থী। যার সঙ্গে যখন মাউ'য়েযা বা মুজাদালা করতে হবে বা করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে, সেখানে তাই করা দা'ওয়াতে হিক্মত। যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এমনকি অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন, সেখানে তাই করা হিক্মত।

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিক্মতের প্রত্যয়টিও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। বরং দা'ওয়াতী কার্যত্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজই হিক্মতের আওতাভুক্ত। সব কাজই হিক্মত পূর্ণ হতে হবে। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিক্মতের ধরন ও তার প্রয়োগিক নমুনা

উল্লেখ্য, ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি হিক্মতের পরিধিও ব্যাপক। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিক্মতের ধরনসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা নেয়া এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের মৌলিক ক'টি দিক আছে, যেমন প্রস্তুতি, স্থান , কাল , পাত্র বিবেচনা, বিষয় বিবেচনা, উপস্থাপন এবং দা'ঈর নিজস্ব আচার আচরণ। এসব সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ সমূহে ব্যাপক ধারণা পেশ করা হয়েছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ ক'টি দিক পেশ করা হল:-

www.amarboi.org

প্রথমত: দা'ওয়াতের প্রস্তুতি বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রথম কথা হল- দা'ওয়াতের পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে। হঠাৎ আবেগবশত একজনকে কিছু শুনিয়ে দেয়া যায়। আবেগের তোড়ে কাউকে কিছু বলা যায়। কোন পরিস্থিতিতে কিছু ঘটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের দা'ওয়াত তেমন ফলপ্রসূ হয় না। তাই দা'ঈ তথা দা'ওয়াত দানকারীকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) কে নবুয়ত দিয়ে ফের'আউনের নিকট দা'ওয়াতের জন্য পাঠায়েছিলেন, তখন মূসা (আ.) প্রস্তুতিমূলক ভাবে আল্লাহ পাকের নিকট চেয়ে বসলেন:

"رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي"

"হে আমার প্রতি পালক, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, আর আমার পরিবার বর্গের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুনকে আমর একজন সাহায্যকারী করে দিন"(সূরা ত্বহা:২৫-৩০) । দা'ওয়াতী কাজ করতে গেলে ধৈর্য ও সংযমের জন্য অন্তরের প্রশস্ততা, দা'ওয়াহ উপস্থাপনে ভাষার সাবলীলতা ও সার্বিক কাজে সাহায্যকারী সাথী প্রয়োজন। অতএব মুসার (আ.) উপরিউক্ত আবেদনটি এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনি ভাবে আখেরী নবী মুহাম্মদ (স.) কে দা'ওয়াতী কাজের প্রস্তুতি স্বরূপ সুরা আলাক, ময্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরের প্রথম দিকের আয়াত গুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে পড়া, ধৈর্য ধরা, ইবাদাতে রাত্রি জাগরণ ও পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদি কার্যাবলী ও গুণাবলীর প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

এছাড়া প্রস্তুতি মূলক ভাবে আরো কিছু কাজ হিকমত সুলভ হয়, যথা:-

- **উদ্দিষ্ট বিষয়টি দা'ঈ নিজ কর্মে প্রতিফলন:** যে বিষয়টির দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে , তা দা'ঈ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"يا أيها الذين آمنوا لم يقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"

অর্থাৎ"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না , তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক" (সূরা আস্ সাফ:২-৩) ।

এ জন্য মহানবী (স.) বলেছেন -"إبدأ بنفسك" "তোমরা নিজের দ্বারা শুরু কর"[১৩৫] ।

---

[১৩৫] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, বাবুল ইবতাদা ফিন নাফাকাতি বিন নাফসি, ২খ, পৃ. ৬৩৯।

www.amarboi.org

- **দা'ওয়াতের উপকরণ মূল্যায়ন করা:** যেমন দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মাধ্যম, দা'ওয়াতের টার্গেটকৃত ব্যক্তি ইত্যাদি উপকরণ কতটুকু, কিভাবে আছে, তা মূল্যায়ন করে দা'ওয়াতে অগ্রসর হতে হবে।
- **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা:** দা'ঈ যে বিষয়ে যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তা প্রথমতঃ দা'ঈ নিজের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে।ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ইসলাম প্রচার, আর উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ ছাড়া ব্যক্তি স্বার্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, সুনাম ইত্যাদি অর্জনে দা'ওয়াতী কাজ করলে, তা ইসলামী দা'ওয়াহ হবে না, এবং দা'ওয়াত ফলপ্রসূও হবে না। বরং এখানে অস্পষ্টতার জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে।
- **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** হিক্‌মত অনুসারে এ দা'ওয়াতী কাজ ফলপ্রসূর জন্য সমগ্র কাজটিকে সম্ভাব্য পর্যায়ে ভাগ করতে হবে। যেমন প্রস্তুতি পর্ব, উপস্থাপন পর্ব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্ব এবং অন্যায়ের মোকাবেলা ও হকের বাস্তবায়ন পর্ব ইত্যাদি। শুধু উপস্থাপনা করে দলভুক্ত করলেই শেষ হবে না, প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- **মূল সমস্যা নিরূপণ:** যে ব্যক্তি বা সমাজে দা'ওয়াতী কাজ করা উদ্দেশ্য , তার মুল সমস্যা নিরূপণ করতে হবে এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।এজন্য দেখা যায় সকল নবী (আ.) তাঁদের সমাজে শিরক নিরসনে তাওহীদের দা'ওয়াতের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য মৌলিক সমস্যা সমাধানে কাজ করেছেন। যেমন নূহ্ (আ.) এর যুগে সাম্যের দা'ওয়াত, হুদ (আ.) ও সালেহ (আ.) এর সময়ে ইহ-পারত্রিক জীবনে ভারসাম্য, লুত (আ.) এর সময় জৈবিক যৌনতায় ভারসাম্য এবং শু'আইব (আ.) এ যুগে ব্যবসা বাণিজ্যে সততা ও ইনসাফের দা'ওয়াতের উপর জোর দিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিষয় বস্তু একটা মৌলিক দিক তথা উপকরণ। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিক্‌মত হল সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের অগ্রাধিকার দেয়া। তাছাড়া, আগে মূলনীতি গুলো, অতপর শাখা প্রশাখা উপস্থাপন করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, আল কুরআন যেহেতু প্রথমত পৌত্তলিক শিরকী সমাজে নাযিল হয়, তাই গোটা মাক্কী যুগে মানুষের 'আক্বীদার সংশোধনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মাক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরা গুলোই এ প্রমাণ। তাছাড়া 'আক্বীদার বিষয়টি মূল। তা থেকেই দ্বীনের অন্যান্য শাখা প্রশাখা বের হয়ে আসে ।

মহানবী (স.) ও তাঁর দা'ওয়াতে ঐ হিক্‌মত অবলম্বন করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে এভাবে হিক্‌মত অবলম্বনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই হযরত মুয়ায (রা.) কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দেন:- হে মুয়ায ! তুমি আহ্‌লে কিতাবের একটা জাতির নিকট পদার্পণ করছ। তাই তাদেরকে (প্রথমে) এ কথা সাক্ষ্য দিতে দা'ওয়াত দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। সুতরাং এটা যদি তারা মেনে নেয় , তবে

www.amarboi.org

তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদ্কা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে ফকীরদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এটা যদি মেনে নেয়, তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ নেয়া থেকে সতর্ক থেক। আর অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দোয়া হতে বেঁচে থেক, কারণ এ দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই"[১০৬]।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সর্ব প্রথমে তাওহীদ তথা 'আকীদার প্রতি মানুষকে দা'ওয়াত দিতে হবে। তা মেনে নিলে 'ইবাদতের দা'ওয়াত। এমনি ভাবে ইসলামের অন্যান্য দিক সমাজে প্রবিষ্ট হতে থাকবে। এটাই হিক্মতপূর্ণ পদ্ধতি।

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা সে সময়ের, যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। তাই ইসলামী সমাজে 'আকীদার দা'ওয়াত না দিয়ে ইবাদাতের ওয়ায করাকে যারা হিক্মত মনে করেন, উপরোক্ত হাদীস তাদেরকে সমর্থন করে না।

তাছাড়া, কোন নাস্তিককে দা'ওয়াত দিতে গেলে প্রথমে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারের জন্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। এটাই হিক্মত। তাকে ইস্লাম সম্পর্কে এমনি ঢালাও ভাবে বলে গেলে, কিছুই গ্রহণ করবে না। কারণ সে মূলই গ্রহণ করেনি।

এভাবে মূলনীতি গুলোর উপর গুরুত্ব দিলে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় অজস্র ফিক্হী মাযহাবী অনেক মতবিরোধ ও অনৈক্য এড়িয়ে গিয়ে ইসলামী ঐক্য বিধান করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ সময় বিবেচনার ক্ষেত্রে

সময় নির্বাচন দা'ওয়াতে হিক্মতের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অনেক দা'ঈ সময় না বুঝে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য তাঁদের দা'ওয়াতী কাজ ফলপসূ হয় না। দা'ওয়াতে সময় বিবেচনায় হিক্মতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। নিম্নে ক'টি দিক আলোচনা করা হলঃ

- **সময় নির্বাচন** : উদ্দিষ্ট ব্যক্তি দা'ওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে, এমনি সম্ভাব্য একটা সময় নির্বাচন, যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে যদি অন্য কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সে সময়ে তাকে দা'ওয়াত দেয়া যাবে না।

এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন-"فذكر إن نفعت الذكرى"

"উপদেশ ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হলে উপদেশ দাও" (সূরা আল্ -আ'লাঃ৯) ।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিজস্ব জরুরী কাজে ব্যস্ত, সে দা'ওয়াতের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। আর জরুরী কাজ কোন্টি, তা দা'ঈ নিজের প্রজ্ঞা ও ইসলামী মূলনীতির দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে।

---

[১০৬] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, (মুখতাসার সহীহ মুসলিম, কুয়েত, ১৯৬৯)১খ., পৃ. ১৩৬, বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব সালাতিল ইমামি ওয়া দু'আয়িহি, ২খ, পৃ. ২৫৬।

www.amarboi.org

- **উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে পরিচয় ও আপনকরণ**: হঠাৎ করে দা'ওয়াত দিলে সে অপ্রস্তুত থাকবে। এমনকি কথার গুরুত্বও থাকবে না। এ জন্য দেখা যায় হযরত ইউসুফ (আ.) জেল সাথীদ্বয়কে দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে তাঁর বংশ তালিকা ও পরিচয় পেশ করে ছিলেন। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে, ইউসুফ (আ.) বলেন :

"اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب"

"আমি আমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ই'য়াকুবের অনুসরণ করছি" (যার দ'াওয়াত তোমাদের দিচ্ছি) (সূরা ইউসূফ: ৩৮)।

এতে দা'ঈ ও দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তির মাঝে আস্থা সৃষ্টি হবে, যা দা'ওয়াত ফলপ্রসূর জন্য অতীব জরুরী।

- **প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াতী মিশন গোপন রাখা**: এতে দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে। যেমন ইউসুফ (আ.) জেলসাথীদের পূর্বে দা'ওয়াত দেননি। প্রথমে উত্তম আচরণ করেছিলেন। বন্ধুত্বের দাবীতে তারা ইউসুফের নিকট এক সমস্যা নিয়ে আস্লে তখনই দা'ওয়াত দিয়ে বস্লেন।
- **সময় সুযোগের সদব্যবহার** : কিছু কিছু সময় আছে, যে গুলো সদব্যবহার করলে দা'ওয়াতে সুফল পাওয়া যায়। যেমন নমরূদের সৈন্য বাহিনী ও পৌত্তলিকরা ইবরাহীম (আ.) এর বিচার করার জন্য সভার আয়োজন করে। লোকজন একত্রিত হলে ইবরাহীম (আ.) সকলকে দা'ওয়াত দিয়ে বসেন[১০৭]। তেমনি ভাবে যখন ইউসুফ (আ.) এর নিকট হাজতীদ্বয় নিজেদের প্রয়োজনে তাঁর নিকট আসে, তিনি তাদের নিকট যাননি। আর প্রয়োজন মানুষকে স্বভাবত একটু নরম করে- এ বুঝে ইউসুফ (আ.) তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে বসেন। এমনি ভাবে ফের'আউন যখন মূসার (আ.) নিকট প্রস্তাব করে যে, যাদু প্রতিযোগিতা হবে জনসমক্ষে খোলা ময়দানে। মূসা (আ.) সে সুযোগের সদব্যবহার করেছিলেন[১০৮]।এমনি অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে।
- **তাড়াহুড়া পরিত্যাগ**: কিছু কিছু দা'ঈর মাঝে তাড়াহুড়া প্রবণতা আছে, যা সমীচীন নয়। অত্যন্ত ধীরস্থির ও সংযমের সাথে দা'ওয়াত উপস্থাপন ও ফলাফলের অপেক্ষা করা দা'ওয়াতের হিক্মতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ পাক বলেন:

"فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم"

"অতঃপর ধৈর্য ধরুন, যেভাবে ধৈর্য ধরেছিল দৃঢ় সংকল্পের রাসূলগণ, আর ঐ লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না"(সূরা আহকাফ:৩৫)।

---

[১০৭] বিস্তারিত ঘটনা দ্রষ্টব্য: সূরা আম্বিয়া:৫৮-৭০।

[১০৮] দ্র. সূরা ত্বোহা:৫৯-৭০।

www.amarboi.org

▯ **সম সাময়িক যুগ সমস্যা ও ঘটনাবলী তুলে ধরা:** সমসাময়িক অবস্থায় এমন অনেক ঘটনাবলী ঘটে যায়, যা থেকে অনেক উপদেশ নেয়ার থাকে। তাই সে ঘটনাগুলো নির্বাচন করে দা'ওয়াত দেয়া হিক্‌মতের অংশ। যেমন হযরত হুদ (আ.) স্বীয় দা'ওয়াতে নূহ (আ.) এর জাতির ধ্বংসলীলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে:

"أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح"

"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন, আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর (যমীনের) কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন"(সূরা 'আরাফ:৬৯) ।

অতএব দা'ঈকে সময় বিবেচনা করে যুগ সমস্যা ও ঘটনাবলীর সদব্যবহার করতে হবে। যখন রমজান মাস আসে, তখন আত্মশুদ্ধি ও জিহাদের আলোচনা, হজ্বের সময় মুসলিম ঐক্য নিয়ে আলোচনা, ফসলের সময় যাকাত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এভাবে সময় সুযোগ লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হতে হবে। তাছাড়া, সব সময় সমান তালে কথা বলা যাবে না। কারণ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির আনন্দের সময় যা বলা যাবে, তার দুঃখের সময় তা বলা যাবে না। সচ্ছল অবস্থায় যা বলা যাবে, অসচ্ছল অবস্থায় তা বলা যাবে না। উৎসাহ দেয়ার সময় যা বলা হবে, ভয় ভীতি বা সতর্ক করার সময় তা বলা যাবে না। এভাবে সময়ের বিভিন্ন দিকে কি পদক্ষেপ নিতে হবে, তা দা'ঈকে বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়া হিক্‌মতের অংশ বিশেষ।

চতুর্থত: স্থান ও পরিবেশ বিবেচনা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র বা স্থান ও পরিবেশ মূল্যায়ন হিকমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন দা'ঈ তা যথাযথ ভাবে বুঝতে পারলে দা'ওয়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ সহ সব কাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে। অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে , দা'ঈ প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিলে বিরোধী পক্ষের দ্বারা তা অংকুরেই শেষ হয়ে যাবে। এমনকি দা'ঈ নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। সেখানে হিকমত হলো দা'ওয়াত গোপনে শুরু করতে হবে।

এজন্য দেখা যায়, মহানবী (স.) মক্কায় তিন বৎসর গোপনে দা'ওয়াত দেন। এভাবে প্রাথমিক শক্তি সঞ্চয়ের পর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেন[১০৯] ।

এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন-"فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين"

---

[১০৯] ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্ নবী, অনু . ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা, ১৯৯৪)১খ.পৃ.১৯৭।

www.amarboi.org

"অতঃপর তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর মুশরিকদের কে এড়িয়ে যাও"(সূরা হিজর:৯৪) । এভাবে হযরত নূহ (আ.) এ দা'ওয়াতের একই হিক্‌মত দেখতে পাই। তিনি গোপনে প্রকাশ্যে - উভয় ভাবে দা'ওয়াত দিতেন।

ইরশাদ হচ্ছে:-"ثم إني دعوتهم جهارا أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا"

অর্থাৎ "অত;পর আমি তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে, পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য গোপনীয়তাও অবলম্বন করেছি" (সূরা নহ:৮-৯) ।

তাছাড়া, স্থান নির্বাচনে ভৌগলিক পরিধিকেও দা'ঈর বিবেচনায় আন্‌তে হবে। যেমন মহানবী (স.) প্রথমে পরিবার ও নিকটাত্মীয়দেরকে দা'ওয়াত দেন।

তাই কুরআন কারীমে বলা হয়-"وانذر عشيرتكم الأقربين"

"তোমরা নিকটাত্মীয়বর্গকে দা'ওয়াত দাও"(সূরা শু'আরা:২১৪) । অতঃপর নিজের এক সঙ্গে বসবাসরত সম্প্রদায় ও জাতির লোকদের দা'ওয়াত প্রদান করেন।

কুরআন কারীমে এসেছে- "لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهو غافلون"

"যেন তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, আর তারা গাফেল"(সূরা ইয়াসীন:৬)। এর উদ্দেশ্য কুরাইশ সম্প্রদায়। অতঃপর নিজ শহর তথা দেশ। কুরআন কারীমে এসেছে:

"هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القري ومن حولها"

"এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যার দ্বারা তুমি মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদেরকে সতর্ক কর" (সূরা আন'আম:৯২) ।

অতঃপর বিশ্বময় সমগ্র মানব জাতির জন্য দা'ওয়াত। তাই কুরআন কারীমে এসেছে:

"كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم"

"এ কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এ জন্য যে, তুমি সমগ্র মানবকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোতে"(সূরা ইবরাহীম:১) ।

তবে এখানে উল্লেখ্য, একজন দা'ঈকে এ পর্যায় গুলো ধারাবাহিক ভাবে অতিক্রম করতে হবে-এমনটি নয়, বরং পরিবেশ অধ্যয়ন করে সে অনুসারে দা'ওয়াতের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, পরিস্থিতি অবশ্যই মুল্যায়ন করতে হবে। কারণ একটা পূঁজিবাদী বা গণতন্ত্রী সমাজে তার দা'ওয়াত এবং সাম্যবাদী সমাজে তার দা'ওয়াতের কৌশল ভিন্ন হতে বাধ্য। তবে একটা দিক

www.amarboi.org

লক্ষণীয়, তা হলো পরিবেশকে মূল্যায়ন করার অর্থ এই নয় যে, পরিবেশের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া। ইসলামী মূলনীতির উপর টিকে থেকে তা করতে হবে। এ ব্যাপারে আল কুরআন কারীমে সতর্ক করে দেয়া হয় এভাবে:

"فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين"

"অতঃপর আপনি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করবেন না, তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যে বেশী বেশী শপথকারী নিকৃষ্ট"(সূরা কলম:৮-৯) ।

পঞ্চমত: ব্যক্তি বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ঈ কোন্ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তার মনস্তাত্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা কি, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে হিক্‌মত হল যা মহানবী (স.) বলে দিয়েছেন, হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم"

"আল্লাহর রাসূল (স.) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে রাখি[১১০]। অর্থাৎ প্রত্যেককে আপন মর্যাদা অনূসারে অধিষ্ঠিত করি"। এজন্য হযরত সোলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকিস্‌কে দা'ওয়াতে আকৃষ্ট করার জন্য সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। যা আল-কুরআনে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে[১১১]।

আর সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত ও শাসক শ্রেণীর মাঝে দা'ওয়াতের ধরনে কিছুটা তারতম্য হবে। কেননা সাধারণ বা অল্প শিক্ষিত মানুষের সামনে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কিস্‌সা-কাহিনীসহ আবেগ উদ্দীপক ভাষায় কথা বলতে হবে।শিক্ষিত সমাজে যুক্তি ও তত্ত্ব-প্রধান বক্তব্য রাখতে হবে। তেমনি শাসক শ্রেণীর সাথে নরম ভাবে যুক্তিসহ কথা বলতে হবে। তাই ফের'আউনকে দা'ওয়াত দিতে মূসা ও হারূন (আ.) কে নরম ভাবে কথা বল্‌তে আল্লাহ পাক আদেশ করেছিলেন:

"فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" "তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম কথা বল্‌বে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে, কিংবা (আল্লাহকে)ভয় করবে" (সূরা ত্বোহা:৪৪) ।

তেমনি ভাবে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বয়স্কের মাঝে দা'ওয়াতে তারতম্য হবে। আর নারী পুরুষের মাঝে কর্ম ক্ষেত্রগত শিক্ষারও তারতম্য হবে। এছাড়া

---

১১০ সহীহ মুসলিম, (নওবীর শরাহ) মুকাদ্দিমা, ১খ.পৃ৫৫।

১১১ সূরা নামল:৪৪।

www.amarboi.org

প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার পাশাপাশি জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে কথা বলতে হবে। যে জন্য মহানবী (স.) বলেছেন:

"نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم"

"আমরা সকল নবীই এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি, যেন মানুষের 'আকলের পরিমাপ অনুসারে তাদের সাথে কথা বলি"[১১২]।

তাছাড়া, দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির সম্মানে আঘাত লাগে, এমন কথা বা কাজ বর্জনও হিকমতের অংশ। এমন ভাবে বল্‌তে হবে, যেন তার মাঝে কোন রকম অহমিকা ও দা'ঈর সঙ্গে অতীত কোন বিদ্বেষ বা দুশমনি মাথা চাড়া দিয়ে না উঠে। তাই আল কুরআন কারীমে দ্বীনের দা'ঈগণকে তা'কীদ করা হয়েছে:

"و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم"

"এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের 'ইবাদত করে, তাদের তোমরা গালি দিবে না। অন্যথায় তারা সীমা লংঘন করে মূর্খতা বশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বস্‌বে" (সূরা আন'আম: ১০৮)।

অতএব সম্বোধিত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দিক সহ সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সকল দিক লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াত দিলে সেটা হিক্‌মত সমর্থিত হবে। আর ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম আপন জন, অতঃপর পরিচিত জন, তারপর সাধারণ জনসমাজে দা'ওয়াতী কাজ করাই প্রজ্ঞাময় তথা হিক্‌মতপূর্ণ। যেজন্য মহানবী (স.) প্রথম খাদীজা (রা.), অতঃপর আলী (রা.), যায়েদ (রা.) ও আবু বকর (রা.), তারপর নিজে ও পরিচিত জনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

ষষ্ঠত: দা'ওয়াত উপস্থাপন ও পদ্ধতির ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে

দা'ওয়াত উপস্থাপন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিশেষ ধরন বা স্টাইল রয়েছে, যে গুলোর মাধ্যমে দা'ঈর হিক্‌মত ফুটে উঠে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ এ গুলোর ক'টি আলোচনা করা হল-

- **গোপনীয় ও প্রকাশ্যে দা'ওয়াত**

গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় ধরন অবলম্বন করতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে। শুধু গোপনে বা শুধু প্রকাশ্যে দা'ওয়াত হিক্‌মতপূর্ণ হয় না।যা পূর্বেই হযরত নূহ (আ.) ও মহানবী (স.) এ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

- **সত্য ও অকাট্য যুক্তির আশ্রয়**

হিক্‌মত পূর্ণ দা'ওয়াতী পদ্ধতির জন্য শর্ত হল- কোন বাতিল বা ভুল ভ্রান্তি কিংবা অলীক কাল্পনিক বিষয়ের আশ্রয় নেয়া যাবে না। সকল কথা, কাজ সত্যনিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত তথা বিজ্ঞান সম্মত হতে হবে। আর কুরআন সন্নাহে সব দিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ নিয়ে আলোচিত হয়। মহানবী (স.) অত্যন্ত অকাট্য অথচ সাবলীল যুক্তি

---

[১১২] দ্র. ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *তামঈযুত তায়্যিব* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা. বি.) পৃ৩৫।

www.amarboi.org

পেশ করতেন। যেমন এক যুবক একদা মহানবী (স.) এর দরবারে এসে ব্যাভিচার তথা যিনা করার অনুমতি চাইল। উপস্থিত সাহাবীগণ তার উপর রেগে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। মহানবী (স.) তাঁদের বারণ করে যুবকটিকে তাঁর কাছে বস্তে বললেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মার সঙ্গে কেউ যিনা করুক, তা তুমি পছন্দ কর, যুবকটি বলল, কখনো না। আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তিনি বললেন , এমনি অন্য সব মানুষের তাদের মা সম্পর্কে তা পছন্দ করবে না। এমনি ভাবে রাসুল (স.) তার বোনের কথা, ফুফীর কথা উল্লেখ করলে যুবকটি একই উত্তর দিল। মহানবী (স.) তাকে বল্লেন, তা হলে অন্যরাও তাদের বোন ফুফী সম্পর্কে তা পছন্দ করবে না। অতঃপর মহানবী (স.) তাঁর বক্ষে হাত রেখে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তার অন্তর পবিত্র করুন, তার গুনাহ ক্ষমা করুন, তার গোপন অঙ্গ হেফাজত করুন। এরপর যুবকটির নিকট যিনার চেয়ে খারাপ আর কিছু ছিল না[১১৩]।

▯ পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত উপস্থাপন

দা'ওয়াতের বিষয় বস্তু বা নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে এক সঙ্গে উপস্থাপন হিক্‌মত সমর্থিত নয়। বরং তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। এ জন্য দেখা যায় মহানবী (স.) এর দা'ওয়াতে প্রথম 'আকীদার উপর জোর দেয়া হয়। তারপর ইবাদত, অতঃপর সিয়াসাত। এভাবে পর্যায়ক্রমে হতে হবে। তাছাড়া, দা'ওয়াত সম্প্রসারণের পর্যায়ক্রম নীতি অবলম্বন করা যায়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। এমনকি নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের সংস্কার ও সংশোধনের পর্যায়ক্রম নীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন সুদ, মদ হারাম করা এবং দাস প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে এ পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করা হয়।

▯ দা'ওয়াত বার বার উপস্থাপন

এ জন্য দেখা যায়, আল কুরআনে অনেক বিষয় বার বার বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি একই সুরাতে একটি কথা বার বার আনা হয়েছে অত্যন্ত শ্রুতি মধুর স্টাইলে। যেমন সুরা শুয়ারা, রহমান, কামার ইত্যাদিতে লক্ষণীয়। এটা দা'ওয়াতের এ হিক্‌মতপূর্ণ তথা বিজ্ঞসূচিত পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। গয়েবল্স এর একটা কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, একটি মিথ্যা বারবার উপস্থাপন করলে জনগণের নিকট তা একদিন সত্য বলে ধরা দেয়। কিন্তু চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মিথ্যা নয়, সত্য প্রচারে আল কুরআন সে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

▯ সহজ পন্থায় উপস্থাপন

কুরআন কারীম দা'ওয়াতী কিতাব। আল্লাহ পাক তাকে সহজ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-"ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر"

---

১১৩ হাদীছটি আবু উমামা থেকে বর্ণিত, দ্র. মুসনাদু আহমদ, ৫খ., পৃ. ২৫৬, ২৫৭।

www.amarboi.org

"নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি"? (সূরা কামার:১৭) অতএব দা'ঈগণকে তাঁদের দা'ওয়াত সহজ বোধ্য ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যেমন মহানবী (স.) বলেছেন:

"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"

"তোমাদেরকে সহজ পন্থা কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা আরোপের জন্য নয়"[১১৪]।

ব্যক্তি ও সমষ্টিগত যোগাযোগের সমন্বয়

ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করলে সাধারণত মানুষ বেশী প্রভাবিত হয়। কারণ , তখন ব্যক্তি তার গোষ্ঠী অহমিকা ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হয় কম। আর তখন যুক্তিপূর্ণ কথায় মনোযোগ দেয় বেশী। এ অবস্থায় দা'ঈ এক ব্যক্তি হতে পারেন, অথবা কয়েক জন মিলে একজনের নিকট যেতে পারেন। বরং শেষোক্তটির প্রভাব বেশী। এ পদ্ধতির উদাহরণ কুরআন কারীমেও আছে। যেমন ফের'আউনের কাছে মূসা ও হারূন (আ.) একত্রে গিয়েছিলেন। সূরা ইয়াসীনে এক এলাকা বাসী (আসহাবুল্ ক্বার্‌য়া) এর দা'ওয়াতে দুজনকে পাঠানোর পর বলা হয়:

"فعززنا بثالث" "তৃতীয় আরেক জনকে দিয়ে (তাঁদের) শক্তিশালী করেছি" (সূরা ইয়াসিন:১৪)।

সুস্পষ্ট সাবলীল প্রাঞ্জল ও মার্জিত বক্তব্য প্রদান

এটা দা'ওয়াতের হিক্‌মতের অত্যন্ত ফলপ্রসূ দিক। দা'ঈ তাঁর বক্তব্য আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করতে সাবলীল ও হৃদয় নিংড়ানো দরদী ভাষায় কথা বলবেন।

এজন্য মূসা (আ.) হারুন (আ.)কে চেয়ে বলেছিলেন-"هـــو أفصح مني لسانا" "সে আমার চেয়ে বাগ্মী"(সূরা কাসাস:৩৪)।

অযথা বক্র বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া:

কারণ এতে বাদ-প্রতিবাদ, নিজস্ব মতে সম্মান বোধ ইত্যাদিতে প্রকৃত সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের বিতর্ক হিক্‌মত পরিপন্থী। যে জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন:

"وإذ رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتي يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين"

"যখন দেখ যে, এ লোকেরা আমার আয়াতের দোষ সন্ধান করছে, তখন তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা এ প্রসংগের কথা বার্তা বন্ধ করে অপর কোন

---

[১১৪]দ্র. ইবনূল মান্‌যারী, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব* (কায়রো: ইহ্ ইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৬৮) ৩খ.,পৃ. ৪১৭।

www.amarboi.org

প্রসংগে মগ্ন হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তা স্মরণ হওয়ার পর এ জালিমদের সাথে বসবে না" (সূরা আন'আম: ৬৮)।

আদর্শিক মডেলিং প্রক্রিয়া অবলম্বন:

অনেক বিষয় আছে, যা দা'ঈ নিজের কথার দ্বারা না বুঝিয়ে আচার আচরণের মাধ্যমে বুঝাতে পারে, যাকে বলা হয় কদ্ওয়াহ বা আদর্শিক নমুনা কিংবা মডেলিং। এ প্রক্রিয়া আধুনিক মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আল কুরআন নবীগণের জীবন চরিত্র তুলে ধরে বলেছে:

"أولـــئك الذين هدي الله فبهداهم اقتدي""তারাই সে ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের অনুসরণ কর"(সূরা আন'আম :৯০)। এমনি ভাবে মহানবী (স.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি উস্ওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শিক মডেল স্বরূপ।

ইরশাদ হচ্ছে-"لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة"

"নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আহ্যাব:২১)। এ মডেলিং প্রক্রিয়ায় দা'ঈ কর্তৃক কোন বাচনিক ভুল ত্রুটি প্রকাশের আশংকা নেই, বরং এর দ্বারা প্রাক্টিক্যাল জ্ঞান দান সম্ভব। দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধি কম থাকলেও মডেলিং এর মাধ্যমে সহজেই বিষয়টি সে অনুধাবন ও অনুসরণ করতে পারে। পৃথিবীর এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে দা'ঈ সরাসরি ভাবে দা'ওয়াতী কাজ করতে পারছে না। সেখানে মডেলিং একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সেখানে দা'ওয়াতী কাজ করা সম্ভব।

ঐক্য সূত্র সন্ধান:

দা'ঈ কাউকে দা'ওয়াত দিতে টার্গেট করলে ঐ ব্যক্তির মাঝে সত্য ও ভাল দিকগুলোর কোন্ কোন্টি বিরাজমান, তা খুঁজে তার সাথে ঐকমত্যে আসার চেষ্টা করতে হবে। আর এ রাস্তা ধরে তার অন্তরে প্রবেশ করে দা'ওয়াত সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াত দিতে হবে। এটাই হিক্মতের চাওয়া। এজন্য আহ্লে কিতাবদের দা'ওয়াত দিতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স.) কে শিক্ষা দিচ্ছেন:

"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله"

"বলুন: হে আহলে কিতাব, একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না" (সূরা আল 'ইমরান:৬৪)

www.amarboi.org

দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া

দা'ওয়াতের বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণ দোষ ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। দোষ ত্রুটি এড়িয়ে গিয়ে যথা সম্ভব প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ আল্লাহ পাক বলেছেন:

"فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر"

"কাজেই আপনি ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তারে সাথে পরামর্শ করুন" (সূরা আল 'ইমরান:১৫৯)।

কোমলে কঠোরে মিশ্রণ

দা'ঈকে যেখানে নরম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, সেখানে নরম, আবার যেখানে কঠোর হওয়া দরকার, সেখানে কঠোর হতে হবে। এদিকে ইশারা করে আল্লাহ পাক বলেন:

"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم"

"তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় তর্ক করবে, একমাত্র যারা যালেম তাদের কথা ভিন্ন" (সূরা 'আনকাবূত:৪৬)।

তাই স্বাভাবিক ভাবে মানুষের সাথে নরম ব্যবহার করা উচিৎ। কিন্তু যারা যুলুমকারী তাদের সাথে যথা সম্ভব কঠোরতা আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে হবে।এটাই হিক্‌মতের শিক্ষা।

তবে সাধারণত নরম ব্যবহারের উপর জোর দেয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ণিত আছে য়ে, এক বেদুঈন লোক মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করে দেয়। সাহাবীগণ (রা.) তার উপর চড়াও হওয়ার উপক্রম হন। মহানবী (স.) তাঁদের বারণ করলেন এবং এক বালতী পানি এনে পরিষ্কার কর্‌তে বললেন। আর ঐ লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন," দেখ, এটা মসজিদ, আল্লাহর ঘর, এবাদতের স্থান" [১১৫]। তখন লোকটি তা মেনে নিল।

পরামর্শ ও নসীহতের ভাব নিয়ে দা'ওয়াত

কাউকে দা'ওয়াত দিতে গেলে তার জন্য উপকারী এবং পরামর্শ প্রদানকারী ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করতে হবে। যেন তার অন্তর গলে যায়। অন্যথায় তাকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে -এ ধরনের ভাব নিলে, তার অন্তরে অহমিকা দেখা দিবে, যা দা'ওয়াতের জন্য ক্ষতিকর ও হিক্‌মতের পরিপন্থী। এজন্য আম্বিয়া কেরাম (আ.) তাঁদের দা'ওয়াতে এমনটিই করতেন। যেমন হূদ (আ.) ভাষায়:

"وأنــا لكم ناصح أمين" "আমি তোমাদের জন্য সৎ উপদেশদাতা ও আমানতদার তথা আস্থাশীল" (সূরা আ'রাফ:৬৮)।

পরোক্ষ সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ

---

[১১৫] দ্র. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত, বাবু ওজূবি গাসলিল্ বাউল ১খ., পৃ.২৩৬।

www.amarboi.org

কারো কোন ত্রুটি সংশোধন প্রত্যক্ষ ভাবে করলে সে তার মনে কষ্ট নিতে পারে। তাই সংশোধনীতে কোন উপমা, বিশুদ্ধ কাহিনী বা ইশারা ইঙ্গিত করা যেতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট ভাবে না বলে সাধারণভাবে সকলকে সম্বোধন করে বলা। যেমন মহানবী (স.) করতেন।

কারো মাঝে কোন অন্যায় বা ত্রুটি লক্ষ করলে বলতেন - "ما بال قوم يفعلون

كذا كذا" "এ জাতির কি হল যে , তারা এমনটি করছে"।

এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংশোধনীও হয়ে গেল, সাথে সাথে তার মনে দা'ওয়াতের প্রতি মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। আর নসীহত বা সরাসরি সংশোধনের ক্ষেত্রে মানুষের সামনে না বলে ব্যক্তিগত ভাবে বলাই হিক্‌মত পূর্ণ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত ফলাফল উপস্থাপন

দা'ঈকে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা চালিয়ে ফলাফল উপস্থাপন করে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এটাও তাঁর ফলিত হিক্‌মতের অংশ। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে মূর্তি ও মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে হিক্‌মত অবলম্বন করতে হয়েছিল। আল কুরআনে এসেছে, তিনি সে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে এদের বড়টিকে রেখে দেন[১১৬]। আর সেটার এক হাতে কুড়ালটি লটকিয়ে দেন। তিনি এর দ্বারা বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করেন:

এক. এগুলো কোন ক্ষতি করতে পারে না।যেমন বড় মূর্তির হাতে কুড়াল আসার পরও মূর্তি চুর্ণকারীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

দুই. এগুলো নিজেদের আত্মরক্ষার করতে পারেনি, তাদের পূজকদের রক্ষা করাতো দূরের কথা।

তিন. ইবরাহীম (আ.) এর কওম যখন প্রশ্ন করল, মূর্তি চুর্ণকারী কে? তখন তিনি এগুলোর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বল্‌লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হল, এগুলো শুনতে পায় না। তথা তাদের পূজকদের ডাক শুনতে পায় না।

সুতরাং যে শুনতে পারে না, যে অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার অন্যের খোদা হওয়ার যোগ্যতা নেই। তা তিনি সকলকে যথাযথ ক্ষেত্রে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

দা'ওয়াত উপস্থাপনে বৈচিত্র্য আনয়ন

দা'ওয়াতকৃত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একই পদ্ধতি বা ধরনে দা'ওয়াত দেয়া ঠিক নয়। বিভিন্ন ধরনে ও পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশ্যে, গোপনে, কথায়, কাজে, সরাসরি, আচরণে, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, দিনে-রাত্রে ইত্যাদি যত রকমের বৈচিত্র্য আছে, যথাসম্ভব তা অবলম্বন করতে হবে। এ জন্য আল কুরআনে আল্লাহ পাক কখনো সরাসরি আদেশ দিয়েছেন, কখনো কোন বিষয়ে কসম কেটেছেন, কখনো উপমা পেশ করেছেন, কখনো অতীত ঘটনবলী তুলে ধরেছেন,

---

১১৬সূরা আম্বিয়া:৫৮।

www.amarboi.org

এভাবে বৈচিত্র্য এনেছেন। যাকে কুরআনের ভাষায় "তাস্‌রীফুল্ আয়াত" বলা হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতে "انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون" "দেখুন, কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি, যেন তারা বুঝে"(সূরা আন'আম:৬৫)।

সপ্তমত: দা'ঈর নিজ আচার আচরণ বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ঈর নিজস্ব কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ আছে, যার মাধ্যমে তার প্রজ্ঞা ফুটে উঠবে। যথা:

- **ধৈর্য ধারণ ও সংযমশীল হওয়া**

এজন্য লোকমান হাকীম তাঁর হিক্‌মত ব্যাখ্যায় তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যা কুরআন কারীমে এসেছে:

"واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" "বিপদাপদে সবর কর, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ" (সূরা লোকমান:১৭)।

- **হাস্যোজ্জল চেহারায় বরণ**

কাউকে হাস্যেজ্জল চেহারায় বরণ দা'ঈর মাঝে হিক্‌মতের লক্ষণ। দা'ঈকে তাই করতে হবে। এ ধরনের আচরণ মানব অন্তরে স্থান করে নেয়ার চাবি স্বরূপ। এ দ্বারা অন্তরে সুগভীর প্রভাব ফেলা যায়। মানুষ আপন হয়। মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এজন্য মহানবী (স.) মানুষদেরকে হাস্যোজ্জল চেহারায় বরণ করতেন।

- **মন্দ আচরণ মোকাবিলা উত্তম আচরণের মাধ্যমে:**

কেউ মন্দ আচরণ করলে , তার প্রাপ্য মন্দ আচরণ। কিন্তু একজন দা'ঈ তাকে মাফ করে দিলে, তা হবে ভাল আচরণ। অধিকন্তু তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উত্তম আচরণ। অতএব দা'ঈ উত্তম আচরণের মাধ্যমে মন্দের মোকাবেলা করলে, সে মন্দ আচরণকারীর মনে প্রভাব পড়তে পারে। এতে দাঈর হিক্‌মত রয়েছে। এ বিষয়টি আল কুরআনে নিম্নোক্ত ভাবে বিবৃত হয়েছে:

"ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"

"ভাল ও মন্দ সমান নয়। (মন্দের) জওয়াবে উৎকৃষ্ট আচরণের মাধ্যমেই করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু" (সূরা হা-মীম- সাজদাহ:৩৪) ।

- **উপহার উপঢৌকন প্রদান:**

এজন্য মহানবী (স.) বলেছেন-"تهادوا تحابوا" "পরস্পরে উপহার বিনিময় কর, পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি হবে"[১১৭]।

সাহায্যে এগিয়ে আসা:

এটাতেও হিক্‌মত নিহিত। কারো সাহায্যে এগিয়ে আসলে স্বভাবত সে সাহায্যকারীকে আপন মনে করে। এখানেই দা'ঈর অনেক পাওয়া। এটাই দা'ওয়াত কবুল করার সিঁড়ি রচনা করবে।

কুরআন কারীমে এসেছে-"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"

"ইহ্‌সানের প্রতিদান ইহ্‌সানই" (সূরা আর্‌ রহ্‌মান : ৬০)।

ইহ্‌সান শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। সৎ কাজ, সদাচরণ, দয়া, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। দা'ঈ সে ব্যক্তিকে সাহায্য করে ইহ্‌সান করবে। আর ঐ ব্যক্তি দা'ওয়াত গ্রহণ করে দা'ঈর উপর ইহ্‌সান করবে।

এমনি ধরনের আরো কিছু আচরণ আছে, যেমন সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ, প্রশংসা করা, তার খোঁজ খবর নেয়া, ইত্যাদি আচার আচরণ হিক্‌মত পূর্ণ গুণাবলী, যা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। দা'ঈ এ গুলো অবলম্বন করে সফলকাম হতে পারেন।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের অবস্থান ও গুরুত্ব

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। হিকমত ব্যতীত দা'ওয়াতী কার্যক্রমের কথা ভাবাও যায় না। দা'ওয়াতের গোটা পদ্ধতি হিকমত নির্ভর।অন্যথায় সে কার্যক্রম হবে সাময়িক আবেগ প্রসূত। বরং এতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। দা'ওয়াতের সুফলের চেয়ে কুফলই বয়ে আনবে।

আল্লাহ পাকের অন্যতম সিফাত বা গুণ হল হিকমত, যা একে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। কুরআন কারীম দা'ওয়াতের কিতাব হিকমতপূর্ণ। আল্লাহ পাক যুগে যুগে দা'ওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দা'ঈ হিসেবে নবীগণকে পাঠিয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি সকলকেই হিকমত দান করেছিলেন। মানব জীবনে তাঁর দ্বীন কি ভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে, তা-ই শিক্ষা দিয়ে ছিলেন। সে হিকমত অবলম্বনকে কিয়ামত পর্যন্ত দা'ঈগণের উপর ফরয করে দিয়েছেন আদেশ দ্বারা। মহানবী (স.) এর রিসালতের দায়িত্বের অন্যতম একটা দিক ছিল, মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেয়া।

ইরশাদ হচ্ছে, يعلمهم الكتاب والحكمة "তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন"।

১১৭মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, ৬খ, পৃ. ১৬৯।

www.amarboi.org

এ হিকমত দ্বারা দা'ঈ যে ভাবে তাঁর দা'ওয়াতে সুফল লাভ করবে, অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। দ্বীনী দা'ওয়াতে হিকমতের মাধ্যমে মানব সমাজে হানা হানি সৃষ্টি হবে না। বরং মানুষ অন্যকে কৌশলে সত্য জানাবে। সত্য জয়ী হবে। তা প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে। সমাজের সকল সদস্যের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র,সমাজ বিজ্ঞান তথা জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণার উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াতে হিকমত অবলম্বনের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

হিকমত শিক্ষা লাভে দা'ঈর করণীয়

যদিও হিকমত একটা আল্লাহ প্রদত্ত নে'আমত হিসেবে ধরা হয়েছে, তবুও কিছু নিয়ম আছে, যা অনুসরণ করলে হিকমত শিক্ষা লাভ করা যায়। আর আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেছেন যে, তিনি নবী (আ.) কে যে সব উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, তন্মধ্যে একটা হল, হিকমত শিক্ষা দেয়া। তেমনি হাদীছ শরীফে আছে যে, দুজনের উপর হিংসা তথা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করা যায়, তন্মধ্যে একজন হল, হিকমত প্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি নিজে শিখে তা দ্বারা কাজ করছেন, সত্য মিথ্যার ফয়সালা করছেন এবং অন্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন।[১১৮]

তাই একজন দা'ঈ নিম্ন লিখিত দিকগুলো লক্ষ করে কাজ করলে হিকমত শিক্ষা করতে পারেন:

- অত্যন্ত গভীর চিন্তা ভাবনা ও অনুসরণের দৃষ্টিকোণ নিয়ে আল কুরআন, মহানবী (স.) এর সুন্নাহ ও সীরাত অধ্যায়ন।
- পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের দা'ওয়াতী পদ্ধতি অধ্যয়ন।
- হাকীম হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য লাভ করে তাদের জীবন চরিত থেকে হিকমত পূর্ণ আচরণ চয়ন ও চর্চা।
- হিক্‌মতের সাথে কাজ করা এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা। আর বার বার তা চর্চা করা।
- দা'ওয়াতে বিভিন্ন পদ্ধতির রহস্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করা।

ব্যক্তি গত ভাবে দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করা,ইত্যাদি।

উপসংহারে বলা যায়, হিক্‌মত একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপক ধারণা সম্বলিত প্রত্যয়। কথা ও কাজে বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলে তা যথাযথ সম্পাদনই হিক্‌মত। আর যথাযথ করতে হলে স্থান-কাল-পাত্র তথা পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে করতে হবে। আর এটা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রাযোজ্য। একজন ডাক্তার বা বিচারক যেমনি মূল বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বিষয়টির সুগভীর মূল থেকে সমাধান খোঁজে বের করে আনেন, তেমনি একজন দা'ঈকে

---

[১১৮] দ্র. সহীহ বুখারী (ফতহুল বারীসহ) , কিতাবুল ইলম, বাবুল ইগ্‌তিবাত ফিল্ ইসলাম ওয়াল হিক্‌মাহ ,১খ, পৃ.১৬৫।

www.amarboi.org

মানব সমাজের গভীরে অধ্যয়ন করে সমস্যা নিরূপণ ও নিরসন করে প্রকৃত সত্যকে যথা স্থানে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সম্ভবত এ জন্যই ডাক্তার, বিচারককে হাকীম নামেও অভিহিত করা হয়। আর যেহেতু হিক্‌মতে প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দিকটি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, সে জন্য অনেকে এটাকে বিজ্ঞান তথা ফলিত বিজ্ঞান মনে করেন। আর দা'ওয়াতী কাজটি মূলত ফলিত। তাই তার সকল দিক হিক্‌মতের সঙ্গে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত। আর হিক্‌মত শিক্ষা করা যায়। ব্যক্তির মাঝে এটা একটা গুণ। তাই এটা অর্জনও করা যায়। সকল হাকীমের শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হাকীমের বাণী সহ মানবীয় সত্ত্বাধিকারী পূর্ববর্তী হিক্‌মত ওয়ালা ব্যক্তিগণের বাস্তব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই তা ধীরে ধীরে অর্জন সম্ভব। বাস্তব মাঠে কাজ না করে তথা অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া হাকীম হওয়া যায় না। আর দা'ঈ হাকীম হলে এবং তার দা'ওয়াতে হিক্‌মত অবলম্বন করতে পারলে , দা'ওয়াতে সফলতা আস্‌তে পারে বলে আশা করা যায়।[১১৯]

---

১১৯ দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলমী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে হিকমত: স্বরূপ ও প্রয়োগ*, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ৭ম খ. ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউ'য়িযা হাসানা অবলম্বন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, আল-কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস হিসেবে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল -কুরআনে আল্লাহ পাক তাঁর দা'ঈ (দা'ওয়াতদানকারী) দের জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তন্মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধান তুল্য একটি আয়াত হল :

"أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

আপনার প্রভুর প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির দিকে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাউ'য়িযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি তর্ক করুন।(সূরা নাহল : ১২৫)

তাই কুরআনিক ভাষ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল "মাউ'য়িযা হাসানা"। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত সে মাউ'য়িযা হাসানা বলতে কি বুঝায়? এটা কি প্রচলিত ও'য়ায নসীহত তথা বক্তৃতামালা, না অন্য কিছু ; এ নিয়ে আজও বিতর্ক চলে আসছে। সুতরাং মাউ'য়িযা হাসানার প্রকৃত স্বরূপ কি , দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কিভাবে কি করলে মাউ'য়িযা হাসানা হয়, যা একজন দা'ঈ হিসেবে পালন করা আল্লাহর নির্দেশমত ফরয, তা পর্যালোচনার দাবীদার।

মাউ'য়িযা হাসানার স্বরূপ

আরবীতে মাউ''য়িযা হাসানা দুটি শব্দ নিয়ে একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ। সুতরাং এতদভয়টির স্বরূপ নির্ধারণ করা হলে উদ্দিষ্ট প্রত্যয়টির স্বরূপ নির্ধারণ সহজ হবে ।

উল্লেখ্য, হাসানা শব্দের অর্থ ভাল, সুন্দর, মাধুর্যমণ্ডিত। আর মাউ'য়িযা (موعظة) শব্দটি আরবী وعظ (ও'য়ায) থেকে উৎসারিত।এটা আভিধানিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যথা:

ক. মাউ'য়িযা অর্থ তাযকীর বা স্মরণ করানো। যেমন: আরবরা যখন কাউকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন বলে

وعظت الرجل وعظا موعظة –(ব্যক্তিটিকে ও'য়ায করেছি)।[১২৩]

---

[১২৩] ইবন জরীর আত্ তাবারী, *জামি'উল বয়ান*, ১ম খ. পৃ. ২৬৬।

www.amarboi.org

খ. নসীহতের সুরে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন, যখন বলা হয় وعظـــه (তাকে ও'য়ায করল) এর অর্থ نصـــحه وذكره بالعواقب অর্থাৎ তাকে নসহিত করল এবং (কোন কিছুর) পরিণামসমূহ স্মরণ করিয়ে দিল।[১২১]

'মুখতারুস্ সিহাহ' নামক আরবী অভিধানে এসেছে, الوعـــظ : النصـــح والتذكير بالعواقب

"ও'য়ায হল - নসীহত এবং (কোন কিছুর) পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেয়া" ।[১২২]

গ. নেক কাজের আদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে ওসীয়ত করা।[১২৩] যথা লিসানুল 'আরব নামক অভিধানে এসেছে :

وعظه أي أمره بالطاعة ووصاه بها

অর্থাৎ "তাকে ও'য়ায করল - এর অর্থ তাকে নেক কাজে আদেশ করল এবং এ ব্যাপারে ওসীয়ত করল" ।[১২৪]

ঘ ভীতি প্রদর্শন। এ মর্মে প্রখ্যাত মুফাস্সির 'আল্লামা কুরতুবী বলেন , الوعظ: التخويف অর্থাৎ "ও'য়ায অর্থ ভয় দেখানো " ।[১২৫]

উপরিউক্ত বর্ণিত মাউ'য়িযার আভিধানিক অর্থের বিভিন্নতার জন্য 'উলামায়ে কেরাম এর পারিভাষিক অর্থেও বিভিন্ন বক্তব্য ও প্রচুর মন্তব্য করেছেন। নিম্নে এ সবের মাঝে বিশেষ ক'টি বক্তব্য উল্লেখ করা যায় :

১. খলীল নহবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب

অর্থাৎ ও'য়ায হল মঙ্গলজনক বিষয়ে স্মরণ করানো, যাতে হৃদয় বিগলিত হয়" ।[১২৬]

২. রাগিব ইস্ফাহানীর মতে الوعظ : زجر مقترن بتخويف

---

[121] দ্র. ইবন মানযূর আল- ইফ্রীকী, প্রাগুক্ত , ৮ম খ. পৃ. ৪৬৬।

[122] মুহাম্মদ আবু বকর আল-রাযী , *মুখতারুস্ সিহাহ*, (বৈরূত: মুআস্সা সাতু উসূলিল কুরআন, ১৯৮৬ইং) পৃ. ৭২৯।

[123] ওসীয়ত সাধারনত কোন ব্যক্তির মৃত কালীন অবস্থায় বিশেষ নির্দেশনাকে বুঝায়। কিন্তু গুরত্বপূর্ণ নসীহতকেও ওসীয়ত বলা যায়। যেমন কুরআন কারীমের সূরা আসরে এসেছে - وتواصوا بالحق (তারা পরস্পরে সত্য গ্রহণে উপদেশ দেয়)।

[124] দ্র. আল্ ইফ্রীকী, , প্রাগুক্ত, ১ম খ., পৃ .৪৪৪।

[125] আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ: ৪৪৪।

[126] প্রাগুক্ত , ১ম . খ. পৃ. ৪৪৪।

www.amarboi.org

" অর্থাৎ "ও'য়ায হল ভীতি প্রদর্শন মূলক ধমক দেয়া তিরস্কারকরণ" ।[১২৭] প্রখ্যাত মুফাস্সির আলাউদ্দীন সাহেবে খাযেনেরও এ ধরনের একটি মন্তব্য পাওয়া যায়" ।[১২৮]

৩. ফখরুদ্দীন রাযীর মতে- الموعظـــة هـــي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في الديـــن অর্থাৎ "মাউ'য়িযা হল এমন এক ধরনের বক্তব্য , যা দ্বীনে ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বিষয় অবলম্বন করলে (কাউকে) তিরস্কারকরণ বুঝায়" ।[১২৯] 'আল্লামা সাহেবে খাযেন থেকেও এ ধরনের একটা মন্তব্য বর্ণিত আছে।[১৩০]

৪. আলূসী বলেন - الموعظة تذكير ما يلين القلب من الثواب والعقاب

অর্থাৎ "মাউ'য়িযা হল - কোন কাজের সাওয়াব (ভাল প্রতিদান) বা 'ইকাব (শাস্তির প্রতি বিধান) এর বর্ণনা সমদ্ধ স্মরণকরণ বিশেষ যা হৃদয় নরম করে দেয় " ।[১৩১]

৫. শাওকানীর ভাষায় - التذكير بالعواقب سواء كان بالترغيب أو الترهيب অর্থাৎ "ও'য়ায মূলত পরিনাম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, হতে পারে তা তারগীব (উৎসাহ ব্যঞ্জক),বা তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) মূলক" ।[১৩২]

৬. প্রখ্যাত মুফস্সির রশীদ রেদার মতে – الوعظ : النصح والتذكير بالخير

والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل

অর্থাৎ "ও'য়ায হল সত্য ও কল্যাণমূলক বিষয়ের স্মরণ করানো ও নসীহত করা এমন ভাবে যে, এতে হৃদয় মন বিগলিত হবে এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করবে" । [১৩৩]

৭. ড. আবুল ফাত্তাহ আল বায়ানূনী মাউ'য়িযাকে নসীহতের সমার্থক বলে আখ্যা দিয়েছেন ।[১৩৪]

৮. ড. 'আলী জারীশার মতে মাউ'য়িযার মূলতত্ত্ব নসীহতের চেয়ে ভীতি প্রদর্শন ক্রিয়ার মর্মার্থের কাছাকাছি ।[১৩৫]

---

[127] আল - রাগিব আল - ইসফাহানী, *আল্-মুফ্রাদাত ফি গরীবিল্ কুরআন* (কায়রো : আল- বাবী আল হালাবী , ১৯৬১) ।

[128] দ্র. 'আলা উদ্দীন আল বাগদাদী, *তাফসীরুল খাযেন* ২ খ. ড়্. ৩২০ ।

[129] ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ৯ম খ. পৃ. ১২ ।

[130] 'আলাউদ্দীন বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ : ৩০৪ ।

[131] আলূসী, প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১২৯ ।

[132] মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আশ্ শাওকানী, *ফাত্হুল কাদীর* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর , ১৪০৩ হি. /১৯৯৩ ইং) ২ খ. পৃ . ৪৫৩ ।

[133] মুহাম্মদ রশীদ রেদা, *তাফ্সীরুল মানার*, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা ২য় সং, তা. বি.) ১খ. পৃ. ৪০৩ ।

[134] ড. আবুল ফাত্হ আল বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮ ।

[135] ড. আলী জারীশা, *মানাহিজুদ্ দা'ওয়াহ ওয়া আসালীবুহা* (আল্-মানসুরাঃ দারুল ওফা, ১৪১৭ হি./ ১৯৮৬ ইং) , পৃ. ১৫৫ ।

www.amarboi.org

উপরিউক্ত বক্তব্য ও মন্তব্যগুলো প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের। এ গুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাউ'য়িযা কারো মতে এক ধরনের কথার নাম, যা সাধারণ নয়, বরং ভীতি প্রদর্শনমূলক, যেমন আল্লামাহ রাগিব, আল -রাযী, খাযেন ও প্রমুখ এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর যাকে ড. জারীশা প্রাধান্য দিয়েছেন।

অন্যদিকে কেউ কেউ একে কল্যাণকর বিষয়ের স্মারক বলে অভিহিত করেছেন, যেমন আল্লামা খলীল। তবে কল্যাণ বিষয়ের সুসংবাদ দিলে তার উল্টোটি তথা অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা সতর্কীকরণও হয়ে যায়।

অতএব মাউ'য়িযা কল্যাণের সুসংবাদ ও ক্ষতিকর সম্পর্কে সতর্ককরণ, ভীতি প্রদর্শন সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমনটি 'আল্লামা আলূসী ও শাওকানী মাউ'য়িযার সংজ্ঞায় ব্যক্ত করেছেন। তবে শুধু নসীহত বল্‌লেই মাউ'য়িযার পূর্ণাঙ্গ অর্থ এসে যাবে না, কারণ সাধারণ কথা বার্তা দ্বারাও নসীহত হয়। এতে উৎসাহিত করণ বা ভীতি প্রদর্শন মনোবৃত্তির প্রয়োজন নাও হতে পারে।

সুতরাং 'আল্লামা রশীদ রেদা মাউ'য়িযা সম্পর্কে যে ধারণাটি দিয়েছেন , তাই মোটামুটি সঠিক হওয়ার কাছাকাছি। কারণ আরবীতে মাউ'য়িযা একটি ব্যাপক ধারণা সম্বলিত প্রত্যয় বিশেষ, যা নসীহত, কল্যাণ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, ক্ষতিকর সম্পর্কে সতর্ক করা, এমনকি সৎ কাজে আদেশ দান, অসৎ কাজে নিষেধ করা, এসব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যা অবশ্য উৎসাহ ব্যঞ্জক, ভীতি প্রদর্শন মূলক হতে হবে ।

আল- কুরআনুল কারীমে এসব কটি অর্থেই মাউ'য়িযার ব্যবহার পাওয়া যায়। নিম্নে উদাহরন স্বরূপ ক'টি আয়াত উল্লেখ করা যায় :

ক. নসীহত অর্থে: قل إني أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

অর্থাৎ "বলুন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি: তোমরা আল্লাহর নামে এক এক জন করে ও দু দু'জন করে দাড়াও, অতঃপর চিন্তা ভাবনা কর তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই" (সূরা সাবা:৪৬)।

খ. সতর্ক করণ অর্থে - وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوا هن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ মর্মে তাকেই সতর্ক করা হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে " (সূরা বাকারা: ২৩২)।

www.amarboi.org

গ. সতর্ক করণ সহ নসীহত অর্থে যেমন আল্লাহ পাক নূহ (আ.)কে সম্বোধন করে বলেন –" إنـــي أعظك أن تكون من الجاهلين "তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ে যাবার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করছি " (সূরা হুদ:৪৬)।

ঘ. কল্যাণের স্মরণ করানো ও উৎসাহ প্রদান সহ সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ প্রদান অর্থে :

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرالهم وأشد تثبيتا

"যদি তারা তাই করে, যা তাদের বলা হল, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর ও দৃঢ়তার উপলক্ষ্য হিসেবে প্রতিভাত হত"। (সূরা নিসা: ৬৬)

ঙ. ধমক ও ভীতি প্রদর্শনমূলক নসীহত অর্থে :

يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين

অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না" (সূরা নূর: ১৭)।

মোটকথা, মাউ'য়িযা একটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবী প্রত্যয় বা পরিভাষা, যা এক বিশেষ ধরনের কথা বা আচরণগত ভাব -ব্যঞ্জক শৈলী (style), যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। আবেগ সঞ্চার করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়, আর তা নসীহতের মাধ্যমেই হোক, আর স্মরণকরণী ক্রিয়ায় হোক, বা ভীতি প্রদর্শন কিংবা বিশেষ সুসংবাদ দানের মাধ্যমেই হোক। বিভিন্ন ধরন বা শৈলীতে তা সম্পাদিত হতে পারে।

আর মাউ'য়িযা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত 'আল-মুজাম আল -ওসীত' নামক আরবী অভিধানে মাউ'য়িযার সংজ্ঞায় বলা হয়:

الموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل

অর্থাৎ "কথা বা কাজের মাধ্যমে যে ও'য়ায করা হয় তা'ই মাউ'য়িযা"।[১৩৬]

এ প্রেক্ষাপটে 'উলামায়ে কেরাম একে দু ভাগে ভাগ করেছেন। যথা

ক. মাউ'য়িযা নাযারিয়া (ভাব বা দর্শনগত), যা কোন কথা বা দলীল পেশের মাধ্যমে হয়।

খ. মাউ'য়িযা 'আমালিয়া (কার্যগত), যা কোন কাজ দেখানোর মাধ্যমে হয়।[১৩৭] এ শ্রেণী বিন্যাস মাউ'য়িযার ধরন ও মাধ্যম হিসেবে বলে মনে হয়।

এমনিভাবে মাউ'য়িযা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক - দু'ভাবেই হতে পারে।পূর্ব নির্ধারিত কোন জলসা বা মাহফিলে হলে আনুষ্ঠানিক মাউ'য়িযা হিসেবে ধরা যায়।

---

[১৩৬] দ্র. আল মুজাম আল-ওসীত, পৃ ১০৪৩।

[১৩৭] দ্র. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব , *কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি*, অনু. মাও. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫) পৃ. ৩৫।

www.amarboi.org

আর হঠাৎ বা স্বভাবত সাক্ষাতে হলে, কিংবা এমনিতে মিলিত হয়ে কেউ মাউ'য়িযা করলে তা অনানুষ্ঠানিক মাউ'য়িযা হিসেবে নেয়া যায়।

এছাড়া কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একাকী ও'য়ায করলে, উপদেশ দিলে তাকে মাউ'য়িযা খাআস্‌সাহ এবং একাধিক তথা জন সমষ্টির সামনে সকলকে সম্বোধন করে মাউ'য়িযা করলে তাকে মাউ'য়িযা আম্‌মাহ বলা হয়। এটাকে সাধারণত বক্তৃতা বা ও'য়ায নসীহত নামেও অভিহিত করা হয়।

এমনি ভাবে মাউ'য়িযাকে বিষয়বস্তুর ধরনের দিক দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মূলক। যা কোন শিষ্টাচার বা বিধি বিধান শিক্ষাদান কর্মে ব্যবহৃত।যেমন আর কুরআনে এসেছে:

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.

"আপনি বলুন: এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেয়োনা, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে।তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় , যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ।অতএব . এ পথে চল একং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।"(সূরা আন'আম: ১৫১-১৫৩)

www.amarboi.org

খ. উপদেশ ও স্মারণিক, যা অতীত বা বর্তমানের কোন ঘটনা বা উপমা উপস্থাপনের মাধ্যমে পেশ করা হয়। আল কুরআনে অতীত জাতিগুলোর উত্থান পতনের কাহিনী, বিভিন্ন উপমা উদাহরণ, জন্ম মৃত্যু, লাভ, ক্ষতি, সুস্থ্যতায় নিয়ামত ও অসুস্থতায় দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি সহ আসমান যমীনে ও পরকালের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা ঐ লক্ষ্যেই প্রচুর বাণী উপস্থাপন করা হয়। যেজন্য স্বয়ং আল কুরআনকেই মাউ'য়িযা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে :

يا أيها الناس قدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين

"হে মানবকুল, তোমাদের কাছে মাউ'য়িযা এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য"(সূরা ইউনুস:৫৭)।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানা

উল্লেখ্য যে. মাউ'য়িযা (موعظة) শব্দটি আল-কুরআনে সর্বমোট নয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল জাগায় একে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। একমাত্র একটা স্থানে তাকে হাসানা বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আর তা হল, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে। যেখানে দা'ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে মাউ'য়িযা হাসানা অবলম্বনের জন্য। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ পাক বলেছেন:

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

"তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও মাউ'য়িযা হাসানার দ্বারা দা'ওয়াত দাও"।

সুতারাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানার স্বরূপ নির্ধারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার পূর্বে আল কুরআনের ভাষ্যকারসহ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত তলিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়।এ ক্ষেত্রে তাঁদের বৈচিত্র্যময় মত রয়েছে। যার ক'টি নিম্নে উল্লেখ্য:

ক. প্রখ্যাত মুফাস্সির 'আল্লামা ইবন জারীর তাবারীর মতে, মাউ'য়িযা হাসানা হল:

العبر الجميلة التي جعلها الله تعالى حجة على الناس فى كتابه الكريم وذكرهم بها فى تنزيله كما عدد عليهم فى سورة النحل من حججه ، وذكرهم فيها ما ذكر من نعمه وآلائه

"চমৎকার ও মাধুর্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ (তাবারাকা ওয়া তা'আলা) মানব সমাজের উপর (জীবন ও জগত থেকে স্বাভাবিক হেদায়েত নেয়ার) দলীল-প্রমাণ স্বরূপ স্বীয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন। যেমনি ভাবে সূরা নাহালে বিভিন্ন হুজ্জত

www.amarboi.org

(দলীল-প্রমাণ) একে একে বর্ণনা করে স্বীয় রাশি রাশি নেয়ামত ও নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেছেন"।[১৩৮]

মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা মস্তফা মারাগীও একই মত পোষণ করেছেন"।[১৩৯]

খ. নিযামুদ্দীন নিশাপুরীর মতে-استعمال الدلائل الإقناعية الموقعة للتصديق بمقدمات مقبولة

অর্থাৎ মাউ'য়িযা হাসানা হল "ঐ সব উৎসাহ ব্যঞ্জক দলীলের সমষ্টি ব্যবহার করা বুঝায়, যা স্বীকৃত অনুসিদ্ধান্ত সমূহের দ্বারা প্রত্যয় সৃষ্টি করে "।[১৪০]

গ. ইমাম রাযীর মতে- الإمارات الظنية والدلائل الإقناعية

অর্থাৎ "ধারণামূলক প্রতীতির জন্য দেয় এমন নিদর্শনাবলীও উৎসাহ ব্যঞ্জক দলীল প্রমাণাদি হল - মাউ'য়িযা হাসানা"।[১৪১]

ঘ. ইব্ন কাছীরের মতে- بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس

অর্থাৎ "যাতে বিভিন্ন ধরনে তিরস্কারকরণ মূলক বিষয় ও মানব গোষ্ঠী সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিদ্যমান থাকে, তা-ই মাউ'য়িযা হাসানা"।[১৪২]

ঙ. যামাখশারী বলেন-وهي التي لا يخفي عليهم إنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها

অর্থাৎ "যাতে তাদের (অর্থাৎ দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তি বর্গের) নিকট যদি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দ্বারা তুমি তাদের নসীহত করতেছ এবং এতে তাদের মঙ্গল কামনা করছ,তাহলেই বরং সেটা মাউ'য়িযা হাসানা হয়ে যাবে"।[১৪৩]

চ. বায়দাবীর মতে- الموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة

অর্থাৎ "মাউ'য়িযা হাসানা হল উৎসাহমূলক বক্তৃতামালা ও উপকারী বা কার্যকরী শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্ত মূলক বিষয়সমূহ"।[১৪৪]

ছ . যামাখশারী ও বায়দাবীর কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে আল্লামা আলূসী বলেন:

---

[১৩৮] ইবন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪খ. পৃ.১৩১।

[১৩৯] দ্র. মস্তফা মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী* (দামেশক : দারুল ফিক্র, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি.) ১৪খ. পৃ. ১৬১।

[১৪০] নিযামুদ্দীন নিশাপুরী , *গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান* (প্রাগুক্ত তাবারীর তাফসীরের সাথে সংযুক্ত) ১৪খ, পৃ. ১৩০।

[১৪১] দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ. পৃ. ৩৮।

[১৪২] ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫৯১।

[১৪৩] আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, *আল- কাশ্শাফ*, (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, তা.বি.) ২খ. পৃ.৪৩৫।

[১৪৪] নাসিরুদ্দীন বায়দাবী, *আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আস্রারুত্ তা'বীল*, (দামেশক : দারুল ফিকর, অ বি) পৃ. ৩৬৯।

www.amarboi.org

هي الخطابات المقنعة والعبر النافعة التي لا يخفي عليهم إنك تناصحهم بها

অর্থাৎ "মাউ'য়িযা হাসানা হল উৎসাহ মূলক বক্তৃতা মালা ও উপকারী শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে উপস্থাপন যে, তাদের (অর্থাৎ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের) নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে"।[১৪৫]

জ. নাসাফী মাউ'য়িযার সংজ্ঞায় আল্লামাহ যামাখশারীর মতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, তবে তিনি তাঁর সাথে আরো কিছু যুক্ত করেন এই বলে যে:

وأن يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة

অর্থাৎ "দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিকে নসীহতের সুরে কল্যাণকামী মনোভাব প্রকাশের পাশাপাশি ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ বা আশান্বিতকরণ এবং সুসংবাদ প্রদর্শনের সাথে সাথে সতর্কও করণ, তাহলেই সেটা হবে মাউ'য়িযা হাসানা"।[১৪৬]

ঝ. শাওকানীর মতে هـي المقالـة المشـتملة على موعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون فى نفسها حسنة باعتبار انتقاع السامع بها-

অর্থাৎ "মাউ'য়িযা হাসানা হল এক ধরনের এমন বক্তব্য, যা শ্রোতা ভাল মনে করে, আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মাধুর্যপূর্ণ"।[১৪৭]

ঞ. ভারতীয় প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ছানাউল্লাহ পানিপথীর মতে - আয়াতে উদ্দিষ্ট মাউ'য়িযা হাসানা হল স্বয়ং আল কুরআন নিজেই, স্বীয় তারগীব ও তারহীব (ভীতি প্রদর্শন) করণের মাধ্যমে।[১৪৮] আল্লামা যামাখশারী ও এ মতটির যথার্থতা উড়িয়ে দেননি।[১৪৯]

উপরোক্ত বক্তব্য গুলো পর্যালোচনা করলে কটি দিক আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়,

<u>প্রথমত:</u> অধিকাংশই সাধারণ মাউ'য়িযার সংজ্ঞাকে মাউ'য়িযা হাসানার স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

<u>দ্বিতীয়ত:</u> কারো কারো মতে মাউ'য়িযা একমাত্র নসীহতেরই সমার্থক। তবে নসীহত সম্পাদনের প্রক্রিয়া তথা তা উপস্থাপনার দিকে ইশারা করেছেন যে, সেটা তখন হাসানা হবে, যখন তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট ওয়ায়েযের কল্যাণকামীতা বিদিত হবে। যেমন আল্লামা যামাখ্‌শারী ও প্রমুখের মত।

---

[১৪৫] আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ. পৃ. ৩৫৮।

[১৪৬] আবুল বারাকাত আন্‌-নাসাফী, *মাদারিকুত্ তানযীল ওয়া হাকাইকুত্ তা'বীল* (তাফসীরে খাযেনের সাথে সংযুক্ত) ৩খ., পৃ. ১৫১।

[১৪৭] আশ্‌-শাওকানী, প্রাগুক্ত, ৩খ. পৃ. ২০৩।

[১৪৮] ছানাউল্লাহ পানিপাথী, প্রাগুক্ত, ৫খ. পৃ. ৩৯০।

[১৪৯] দ্র. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৪৩৫।

www.amarboi.org

তৃতীয়ত: কারো মতে তা নসীহত বটে, তবে তাতে তারগীব ও তারহীব ক্রিয়ার সংমিশ্রন থাকতে হবে। এটা 'আল্লামাহ নাসাফীর মত।
চতুর্থত: কেউ কেউ মাউ'য়িযার প্রভাব বা ফলাফলের মানদণ্ডে তাকে বিচার করেছেন।যেমন 'আল্লামা শাওকানী। তার মতে - উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সে মাউ'য়িযাকে হাসানা মনে করে তবেই হাসানা, এ মতটি ও উপস্থাপনার প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিতবহ।
পঞ্চমত: কারো মতে জীবন ও জগতে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত রাশি রাশি নিয়ামত ও নিদর্শন, যার আলোচনা যুক্তি গ্রাহ্য বৈচিত্র্যরূপে কুরআনে এসেছে - এ সবের সমষ্টিই মাউ'য়িযা হাসানা। যেমন এ মতের সমর্থক হলেন - আল্লামা তাবারী, যামাখশারী, পানিপথী ও প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য, আল-কুরআনের মাউ'য়িযা সর্বশ্রেষ্ঠ মাউ'য়িযা নিঃসন্দেহে।তবে এ মাউ'য়িযা হাসানার ধারণাটি আরো ব্যাপক। আল কুরআন, হাদীসে নববী, বিভিন্ন মনীষীগণের বিভিন্ন বাণীও তথ্যবহুল ঘটনাবলীতেও মাউ'য়িযা হাসানার উপকরণ পাওয়া যায়।
ষষ্টত তাদের অনেকেই মাউ'য়িযা হাসানাকে গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের নিছক ধারণা সৃষ্টিকারী বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। যেমন আল্লামা নিশাপুরী, আল রাযী, বায়দাবী, আলূসী প্রমূখের মন্তব্যে লক্ষণীয়।

মূলত মাউ'য়িযা হাসানার ও'য়ায বা বক্তব্য শুধু গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের মত সে ধরনের কোন কিছু নয়। কেননা মাউ'য়িযা হাসানা শুধু নিছক ধারণা প্রসূত বিষয় বস্তু নিয়ে হবে বা তা শুধু ধারণা মূলক প্রতীতির জন্ম দিবে এমনটি নয়। অকাট্য বিষয় দ্বারাও মাউ'য়িযা হাসানা হতে পারে। যথা আল কুরআনের মাউ'য়িযা গুলো শুধু নিছক ধারণা প্রসূত বা শুধু ধারণাই জন্মায় - এমনটি বলা যাবে না। বরং আল কুরআনে যা এসেছে ,তা আল্লাহর বাণী, যা অকাট্য সত্য এবং শাশ্বত - সুন্দর।

আসলে মাউ'য়িযা প্রত্যয়টি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও ভাল হয় অন্য কারণে। কেননা দা'ওয়াতের ঐ আয়াতে 'মাউ'য়িযা' বিষয়টি বিশেষিত করা হয়েছে 'হাসানা ' দ্বারা। মাউ'য়িযা হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত এর উপস্থাপনা ও উদ্দিষ্ট বিষয়াবলীর সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মাধ্যমে। উপস্থাপনা যত সুন্দর হবে, এর বিষয়বস্তু যত হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তি যুক্ত হবে, ততই তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা গ্রহণে প্রভাবিত করবে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। অন্যথায় মাউ'য়িযা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ অনেক সত্যকথা, ভাল কথা একমাত্র উপস্থাপনাগত ক্রটির জন্য মানুষ তা শুনতে আগ্রহী হয় না। সাথে সাথে অনেক সাদা মাটা কথাও উপস্থাপন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে মানুষ অত্যন্ত মনোযোগ ও উপভোগ্য হিসেবে শ্রবণ করে থাকে।

তাছাড়া, যা মানব জীবনে কল্যাণ আনতে পারে না তথা ক্ষতিকর, তা চাতুর্য ও বাগ্মীতায় যত ভাল ভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, তার প্রভাব স্থায়ী হতে পারে না। একদিন না একদিন তার আসল স্বরূপ মানুষের নিকট বিদিত হবে।

www.amarboi.org

এভাবে এর যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলবে এবং সত্য উদয় হবে। তখন তা মানব সমাজে নিন্দিত হবে।

সুতরাং মাউ'য়িযা হাসানা হবে উপস্থাপনার সৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা ও যথার্থতার মাধ্যমে। অন্যথায় তা হবে মাউ'য়িযা সাইয়্যেয়াহ বা মন্দ ও'য়ায। যা সাময়িক সুড়সুঁড়ি দেয়া বা হৃদয় কোঠরে আবেদন সৃষ্টি করলেও কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানার অনুমতি দেয়া হয়। এর বিপরীতে সাইয়্যেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

অতএব মাউ'য়িযা বিষয়টি হাসানা হওয়ার জন্য তার বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের ধরনের সাথে সম্পর্কিত বেশী। এতে কিছূ মূলনীতি আছে যা মাউ'য়িযাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, হিকমত পূর্ণ ও যথার্থ করে, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে এবং কার্যকর প্রভাব ফেলে।

মাউ'য়িযা হাসানা প্রয়োগের মূলনীতি সমূহ

মাউ'য়িযা হাসানা হওয়ার জন্য তথা তা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কিছু মূলনীতি আছে। যা অনুসরণ করলে ও'য়াযকারী দা'ঈ ব্যষ্টি বা সমষ্টি পর্যায়ের ওয়ায়ে সুফল লাভ করতে পারেন। সে সবের মাঝে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ক'টি মূলনীতি নিম্নে উল্লেখ্য:

১. হিকমত অবলম্বন: মাউ'য়িযা হাসানা করতে হলে অবশ্যই হিকমত অবলম্বন করতে হবে। তথা স্থান কাল পাত্র ও পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। কারণ এগুলোর বিভিন্নতায় ওয়াযের ধরনেও বিভিন্নতা আসবে। কেননা মসজিদে মাউ'য়িযা হলে মানুষের অন্তর স্বভাবত আল্লাহ ধ্যানী হয়। সেখানে মাউ'য়িযার সময় একটু বেশী নিলেও সাধারণত তেমন অসুবিধা হবে না। কারণ শ্রোতার মন পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। কিন্তু তা যদি রাস্তাঘাটে হয়, সেখানে শ্রোতার সময়, মনঃমানসিকতা ভিন্ন হতে পারে। সেখানে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তেমনি মাউ'য়িযা পাত্রের জ্ঞান-বুদ্ধি বয়স ইত্যাদি লক্ষ্য রেখে মাউ'য়িযা পরিবেশন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন যুবককে ও'য়ায করতে হলে কাজে উৎসাহ ব্যঞ্জক দিকটি প্রাধান্য দেয়া বাঞ্ছনীয়। তেমনি কোন বয়োবৃদ্ধকে জীবনে উপভোগ্য বৈচিত্র্যময় নেয়ামত ও পরকালের চিত্র তুলে ধরে ও'য়ায করলে তা বেশী কার্যকর হতে পারে। এমনিভাবে পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। কারণ শ্রোতা অন্য কাজে বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠলে, বা কোন যানবাহন ধরতে উদগ্রীব হলে সে সময়ে বা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ও'য়ায করা শুরু করলে নিশ্চয়ই সে তা ভাল ভাবে নিবে না। এমনি ভাবে দুঃখের সময় যা বলা যাবে,আনন্দের সময় তা না বলাই হিকমত পূর্ণ। একজন গণতন্ত্রীকে যেভাবে বলা হবে একজন স্বৈরাচারীকে সেভাবে বলা যাবে না। এভাবে দা'ওয়াতের পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক একজন ওয়ায়েযকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। অন্যথায় তার মাউ'য়িযা কখনো হাসানা হবে না। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেন:

www.amarboi.org

فذكر إن نفعت الذكر অর্থাৎ "উপদেশ দাও যদি সে উপদেশ উপকারে আসে" (সূরা আ'লা :৯)।

২. দা'ঈর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি প্রদর্শন: মাউ'য়িযা কে ফলপ্রসূ করতে হলে দা'ঈকে বৈষয়িক কোন স্বার্থের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন ভাবে বুঝতে পারে যে, এতে দা'ঈর কোন বৈষয়িক স্বার্থ নিহিত আছে, তা হলে তার মাউ'য়িযার প্রভাব হালকা হয়ে যাবে। সুতরাং মাউ'য়িযাকে এমনভাবে হৃদয় নিংড়ানো আকুলি-ব্যাকুলি দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে যে, এতে দাঈর বৈষয়িক কোন স্বার্থ নেই। যেমন টাকা পয়সা , সম্মান, পদমর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন,ইত্যাদি। এ জন্য দেখা যায়, প্রত্যেক নবী (আ.) তাঁদের দা'ওয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা দিতেন:

وما أسئلكم عليه من أجر، إن أجر إلا على رب العالمين

এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা, আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের কাছে"।[১৫০] তেমনি ভাবে তিনি মহানবী (স.) কে আদেশ দিয়েছেন ঘোষণা দেয়ার জন্য-

قل لا أسئلكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين

"(হে নবী) বলুন, আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন বদলা চাচ্ছি না, এটা বরং বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ স্বরূপ" (সূরা আন'আম:৯০)। সুতরাং দা'ঈ অত্যন্ত ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে মাউ'য়িযা করতে হবে।এজন্য বলা হয়, " যা অন্তর থেকে বের হয় ,তা অন্যের অন্তরে স্থান লাভ করে"।

৩. ভ্রাতৃত্ব , সৌহার্দ্য ও ভালবাসা উদ্বেলিত করণ: দা'ঈকে স্বীয় মাউ'য়িযায় কথা বা কজে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্র ও ভালবাসার বন্যায় উদ্‌গীরণ করতে হবে। তবেই তা মাদ'উ (দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তি) এর অন্তর স্পর্শ করবে। আর এটা মাউ'য়িযার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আল কুরআনে আল্লাহ্ পাক বৈচিত্র্যময় সম্বোধন করেছেন। যেমন, হে ঈমানদারগণ, হে মানব মণ্ডলী । এমনি ভাবে বিভিন্ন নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে, যথা হে নূহ, হে ইবরাহীম(আ.), ইত্যাদি। এমনিভাবে আল-কুরআনে অনেক স্থানে নবী (আ.)গণকে স্বীয় কওম বা জাতির ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫১] আর তাঁরা স্বীয় কওমের লোকজনকে ভাই বলেই সম্বোধন করতেন। তাই দা'ঈও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। নবীগণ (আ.) কিভাবে ভালবাসা উদ্‌গীরণ করতেন, তার প্রচুর নমুনা আল কুরআনে এসেছে। যেমন এক পর্যায়ে হযরত সালেহ (আ.) বলেন:

ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

---

[১৫০] সূরা শু'আরা : ১০৯, ১২৭,১৪৫,১৬৪,১৮০।

[১৫১] সূরা শু'আরা: ১০৬, ১২৪,১৪২,১৬১ ইত্যাদি।

www.amarboi.org

"আর আমি তোমাদের নসীহত করছি (কল্যাণকর বিষয় তুলে ধরছি), অথচ তোমরা নসীহত কারীকে ভালবাস না" (সূরা আরাফ: ৭৯)।

এমনিভাবে তাঁরা বলতেন: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

"নিশ্চয়ই আমি মহাদিবসে তোমাদের উপর আযাবের ব্যাপারে ভয় করছি" (সূরা আরাফ ৫৯)। এভাবে হৃদয় স্পর্শী বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা ও'য়ায করতেন। যা সকল যুগের দা'ঈর জন্য অনুকরণীয়।

৪. **বন্ধুত্ব মাখা নরম বচন ব্যবহার**: দা'ঈকে মাউ'য়িযা করার ক্ষেত্রে কর্কশ, কটু কথা পরিহার করতে হবে। অত্যন্ত ভদ্র, শালীন ও নরম মেজাযে কথা বল্‌তে হবে। যেন কারো অন্তরে কোন বিষয়ে সরাসরি আঘাত না লাগে। এমন কিছু করা যাবে না, যা কারো আত্ম সম্মানে আঘাত হানে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, নির্বোধ প্রমাণিত করে। কিছু বলতে গেলে উপমা উদাহরণ দিয়ে কিংবা পরোক্ষ ভাবে কৌশলে সংক্ষিপ্ত ইশারা দিয়ে বলা যেতে পারে।

দা'ঈ স্বীয় মাদ'উর অন্তরের দম্ভ কোন ভাবে উদ্বেলিত করা উচিৎ হবে না। বরং নরম নরম কথা বলে তার হৃদয়ের কাছা কাছি অবস্থান করে নিতে হবে। এজন্য দাম্ভিক সম্রাট ফের'আউনকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক যখন মূসা ও হারুন (আ.)কে প্রেরণ করেছিলেন, তখন দা'ওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

اذهبا إلي فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي

"তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট যাও, সে সীমা লংঘন করেছে, অতঃপর যেয়ে তাকে নরম কথা বল, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ভয় করতে পারে "(সূরা ত্বহা: ৪৩-৪৪)।

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী মূসা (আ.) কে আরো শিক্ষা দিলেন, কিভাবে নরম কথা বল্‌তে হয়। যার একটা নমুনা কুরআন কারীমেও এসেছে:

فقل هل لك إلى أن تزكي

"অতঃপর বল, তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ আছে কি "?(সূরা আন্-নাযিআত:১৮) এখানে সরাসরি বলা যেত,"হে ফেরআউন তোমার অন্তর ,আচার আচরণ পরিশুদ্ধ কর"। কিন্তু এতে তার দম্ভ বেড়ে যেত ,তারপর আর কোন কথা শুন্‌তে আগ্রহী হত না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বলার কারণে তাকে অনেক কথা বলা সম্ভব হয়ে ছিল।

বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করতে শুরু করে।এ দেখে সাহাবায়ে কেরাম তাকে ধমকাতে লাগলেন।কিন্তু মহানবী (স.) তাদের কে বারন করে তাকে প্রস্রাব করা শেষ করার সুযোগ দিলেন।আর বাল্‌তি এনে পানি ঢেলে মসজিদ পরিষ্কার করান। অতঃপর লোকটিকে ডেকে নরম ভাবে বললেন, "দেখ এটা মসজিদ ইবাদাতের স্থান, এখানে প্রস্রাব করা ঠিক নয়"। তখন লোকটি ভুল বুঝতে পারল। অনন্তর সে মহানবী (স.) এর নরম কথায় এতই প্রভাবিত হয়

www.amarboi.org

যে, প্রায়ই দু'আ করত, হে আল্লাহ! একমাত্র মুহাম্মদ (স.) ও আমাকে দয়া কর, অন্য কাউকে নয়।[১৫২]

৫. সাবলীল ভাষার ব্যবহার: মাউ'য়িযা কারীর ভাষা ব্যবহারে ক্ষেত্রে উচ্চারণে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হতে হবে।আর নিজের সময়ে প্রচলিত কথ্য ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করতে হবে, যাতে তার সম্বোধিত প্রতিটি ব্যক্তি তার কথা বুঝতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্ পাক বলেন: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক রসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে সে তাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে বক্তব্য পেশ করতে পারে" (সূরা ইবরাহীম: ৪)।

কথিত আছে, গ্রীক দার্শনিকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য তাদের ভাষা কে জটিল থেকে জটিলতর করত, কিন্তু ও'য়ায কারীকে এমন হলে চলবে না। তার ভাষা হতে হবে স্পষ্ট, সাবলীল, অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্য মণ্ডিত, অস্পষ্ট নয় এবং একবারে সংক্ষিপ্তও নয়। বিনা প্রয়োজনে তা দীর্ঘায়িত হয় না। জ্ঞান বুদ্ধিকে জটিলতায় নিক্ষেপ করার মত রূপকতা ও উপমার আধিক্য নেই। কঠিন এবং অপরিচিত শব্দে ভরপুর থাকে না, বিশ্রি এবং ঘৃণ্য উক্তি থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এর পরিবর্তে প্রাঞ্জল ভাষা, সরল সহজ উপমা, বাস্তব সত্যকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপনকারী উপমা ও দম্ভের পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা এবং কৃত্রিম অলংকরণের পরিবর্তে সরলতা এবং পরিচ্ছন্নতা বিরাজমান থাকে। এ মর্মে মহানবী (স.) বলেছিলেন:

ألا أنبئكم بأحبكم إلىوأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكتافا، الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة الثرثارون، المتفيهقون المتشدقون.

আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না কে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটতম হবে কিয়ামতের দিবসে, হাঁ ,সে হল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, বিনয়ী, যে অন্যকে আপন করে এবং নিজেও হয়। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিগৃহীত হল যারা বাচাল অতিশয়োক্তিকারী ও বিদ্রুপ কারীগণ"।[১৫৩]

অতএব ওয়ায়েযকে এ সমস্ত নিন্দিত গুণাগুণ পরিহার করতে হবে।

৬. শান্ত শিষ্ট ও ধীর স্থিরে মাউ'য়িযা উপস্থাপন: কথা বা কাজে ওয়া'য়েযকে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও ধীর স্থিরে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় তার মাউ'য়িযার প্রভাব

---

[১৫২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওদু, (ফতহুল বারী, সহ) ১খ. পৃ. ৩২২।

[১৫৩] ইমাম আবু ঈসা আত্-তিরমিযী, আল- জামি'উ আস- সহীহ, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব মাআলিইল আখলাক, ৪খ, পৃ. ৩৭০।

www.amarboi.org

নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) এতই আস্তে ও ধীরে সুস্থে কথা বল্‌তেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারত।[১৫৪]

অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কথা বা বিষয় হলে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। বিশেষত মাদউ যদি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়, অথবা বিষয়টি যদি সূক্ষ্ম হয়, তা হলে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করা উচিত। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করিম (স.) যখন কোন কথা বলতেন - তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন- যাতে লোকেরা ভাল ভাবে বুঝতে পারে।[১৫৫]

৭. মাউ'য়িযার মাত্রায় মিতব্যয়িতা অবলম্বন: মানব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা দরকার। তেমনি ভাবে মাউ'য়িযা পরিবেশনের ক্ষেত্রেও। মাউ'য়িযা পরিমাণে বেশী হলে এর গুরুত্ব হারাবে এবং উদ্দিষ্ট লোকসমাজের মাঝেও বিরক্তি ও নির্লিপ্ততা দেখা দিতে পারে।

হযরত শাকীক (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের সামনে ও'য়ায-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি চাচ্ছিলাম আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের জন্য ও'য়ায-নসীহত করতেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথাই বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করাকে অপছন্দ করি। এ কারণে আমি তোমাদের জন্য মাঝে মধ্যেই ও'য়ায করে থাকি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের জন্য ও'য়ায-নসীহত করতেন।[১৫৬]

তাছাড়া, মাউ'য়িযায় বিরতি প্রদান করতে হবে। অনবরত উপস্থাপনা করতে থাকলে শ্রোতার মাঝে বিরক্তি আস্‌তে পারে। এ জন্য কুরআন কারীম শ্রেষ্ঠ মাউ'য়িযা হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিরতি দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন:

" وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

"এ কুরআনকে বিভিন্ন সময়ে অল্প করে নাযিল করেছি যেন আপনি বিরতি দিয়ে তা লোকদের শুনান। আর একে (অবস্থামত) ক্রমশ নাযিল করেছি।" (সূরা বানী ইসরাইল:১৬)।

৮. মাউ'য়িযাকে সতত তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিত করণ : মাউ'য়িযা সব সময় আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত করে পেশ করলে তা বেশী ফল প্রসূ হয়। এজন্য দেখা যায়, আল কুরআনে যখনই মাউ'য়িযা করা হয়েছে , সাথে সাথে

---

[১৫৪] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু মান আদাল হাদীছা ছালাছান, ১খ, পৃ. ৫৮।

[১৫৫] প্রাগুক্ত।

[১৫৬] সহীহ বুখারী , কিতাবুল ইল্‌ম , বাবু মান জা'আলা লি আহলিল ইল্‌ম আইয়ামাম্‌ মা'লূমা, ১খ., পৃ.৪৬।

www.amarboi.org

তাকওয়াকেও জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী পেশ করা যায়, ইরশাদ হচ্ছে:

ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من

الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيئ عليم

"আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যে কিতাব ও প্রয়োগ কৌশল- জ্ঞান তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সর্ব বিষয়েই জ্ঞাত।"(সূরা বাকারা:২৩১)।

৯. **কথা ও কাজে মিল থাকা**: যিনি মাউ'য়িযা করবেন তাকে তার কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। অন্যথায় তার মাউ'য়িযা মাদ'উরা প্রত্যাখ্যান করবে। যে জন্য সেটা তত প্রভাব বিস্তার করবে না। এ জন্য হযরত শু'আইব (আ.) মাউ'য়িযা করার সময় বলতেন :

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

আর আমি চাইনা যে, তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি, পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথা সাধ্য সংস্কার করতে চাই" (সূরা হুদ: ৮৮)। এজন্য যারা অপরকে উপদেশ দেয়, অথচ নিজেরা তা করে না, আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

"একি, মানুষদেরকে নেক কাজ করতে আদেশ কর ,অথচ নিজেরাই তা ভুলে থাক"(সূরা বাকারা:৪৪)।

অতএব দা'ঈ যে ব্যাপারে ও'য়ায করবেন, তিনি নিজেও তা মেনে চলতে হবে।

১০. **উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শন - উভয়ের সুসমন্বয়**: শুধুমাত্র উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বা বিষয় উপস্থাপন করলে হবে না বা শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনমূলক বিষয়েরও অবতারণা করলে হবে না - উভয়টিই পাশা পাশি উপাস্থাপন করতে হবে।পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, কেউ কেউ এটাকেই মাউ'য়িযা হাসানা বলেছেন। মোটকথা, এটা মাউ'য়িযা হাসানার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ বহন না করলেও তা এর পদ্ধতিগত একটা মূলনীতি নিঃসন্দেহে। আল কুরআনে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এজন্য দেখা যায়, যখনই দোযখের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে সাথে সাথে বেহেশতের সুসংবাদও দেয়া হয়েছে।

১১. **ইহ্-পারত্রিক উভয় স্বার্থকে একত্রিত করে উপস্থাপন**: ও'য়ায নসীহত কর্মে দেখা যায় অনেকে আখেরাতের বিভিন্ন সুখ দুঃখ, আরাম-আয়েশ, শাস্তির যন্ত্রণা-বেদনার কথাই বেশীবেশী বলেন। ইসলামের বিধানগুলো মেনে চললে দুনিয়াতেও যে কল্যাণ লাভ হবে সে দিকটি তেমন গুরুত্ব দেন না।

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে বিশেষত আধুনিক যুব-মানসে দেখা যায়, ও'য়ায নসীহত করতে গিয়ে বৈষয়িক স্বার্থের কথা তুলে ধরা হয়। কোন ব্যক্তির কৃত কর্মের পারলৌকিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয় না। এ উভয় পদ্ধতি মাউ'য়িযার ক্ষেত্রে যথাযথ নয়। মাউ'য়িযা হাসানা হল - উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা। এটাই ছিল আম্বিয়া কেরামের দা'ওয়াতী পদ্ধতি যেমনিভাবে আল - কুরআনে এসেছে। যার প্রচুর উদাহরণ আল-কুরআনে বিদ্যমান। তন্মধ্যে এখানে একটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। হযরত হুদ (আ.) স্বীয় মাউ'য়িযা হাসানায় যা বলেছিলেন, তা নিম্নরূপঃ

واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

"ভয় কর তাঁকে , যিনি তোমাদেরকে যে সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুস্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, এবং উদ্যান ও ঝরণা।আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করি।"(সূরা শু'আরাঃ১৩২-১৩৫)

উপরোক্ত আয়াত ক'টিতে দেখা যায়, নবী সালেহ (আ.) স্বীয় জাতিকে দুনিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যেমন খাদ্য-দ্রব্য, প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় জনশক্তি হিসেবে সন্তান সন্ততি, তেমনি ফল মূলের উদ্যান ও পানির জন্য ঝরণা-নদী ইত্যাদি। কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেই শেষ করেননি, বরং এ সব ক্ষেত্রে যদি কেউ কেউ অপব্যয় করে, শুধু ভোগ বিলাসে মত্ত থেকে উপরোক্ত নিয়ামতরাজীর শুকরিয়া আদায় না করে, তখনই তাদের জীবন চলার পথে ঘটবে মহাবিপর্যয়। আর তাদের উপর আপতিত হবে কঠিন শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে।

অতএব উভয় জগতের স্বার্থের কথা চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে তাঁর মাউ'য়িযায়।কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তা এড়িয়ে গিয়ে বলে বস্‌ল ;যা আল কুরআনেই এসেছেঃ

قالوا سواء أوعظت علينا أولم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين

"তারা বলল আপনি ও'য়ায করেন আর নাই করুন, উভয়েই সমান। এটা পূর্ববর্তী লোকদের স্বভাব মাত্র।"(সূরা শু'আরাঃ১৩৬-৩৭)

যাহোক, তাদের নবী (আ.) যে ও'য়ায করতে সক্ষম হয়েছেন, তার স্বীকৃতি তাদের জবান থেকেই বের হয়ে আস্‌ল। কিন্তু শেষত তারা ঈমান আনেনি বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাবশত।

১২. আল কুরআন ও সুন্নাহের বাণী ব্যবহারঃ আল কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল বাণী এসেছে ওয়ায়েযকে ফাকে ফাকে তা যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। উদ্ধৃতি দিতে হবে। এতদভয় অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যে পাঠ করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)র যুগে মাউ'য়িযার প্রধান মাধ্যম ছিল অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যে কুরআন

www.amarboi.org

তিলাওয়াত করা। এ পদ্ধতিতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন, যেমন হযরত ওমর (রা.) এবং অনেকে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, 'উতবা ইব্‌ন রবী'আ মহানবী (স.)র কণ্ঠে কুরআন কারীম শ্রবণ করে এতই মোহিত হয় যে, তিনি ভয় পেয়ে যান। যেন এখনই গযব নাযিল হয়ে যাবে।[১৫৭]

১৩. মাউ'য়িযার বিষয়বস্তুকে সম-সাময়িক জীবন যাত্রার সাথে সম্পর্কিত করণ
মাউ'য়িযা কর্মে সমসাময়িক জীবন যাত্রার সাথে সম্পর্কিত করে তা থেকে বিভিন্ন উপমা -উদাহরণ ও ঘটনাবলী উল্লেখ করতে হবে। এজন্য দেখা যায়, কুরআন কারীমে অবতীর্ণ হওয়ার যুগ সন্ধিক্ষণে বহুল আলোচিত ঘটনাবলী থেকে মাউ'য়িযার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন আসহাবুল উখ্‌দূদ ও আসহাবুল ফিলের ঘটনা, রূম সম্রাটদের জয় পরাজয়ের ঘটনা ইত্যাদি। তেমনি সূরা 'আদিয়ায় যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ঘোড়ার বর্ণনা ইত্যাদি। তাই এগুলো ওয়ায়েযের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। কেননা আল কুরআনের পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

১৪. সত্যাশ্রয়ী ও বাস্তব বাদী হওয়া: বিষয়বস্তু , উপমা, উদাহরণ, কাহিনী ইত্যাদিতে যা সত্য ও বাস্তব জীবনে বিরাজ মান ,তা উল্লেখ করে মাউ'য়িযা করলে তা হবে মাউ'য়িযা হাসানা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অবাস্তব ,অলীক ও মিথ্যা তথ্য ও কাহিনী এবং উপমা দিয়ে ও'য়ায যতই ঘনায়িত করা হোক,তার প্রভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এজন্য আল কুরআনে যা সত্য ও বাস্তব ঘটনা তাই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি মহানবী (স.) অবাস্তব অলীক বিষয় ও কাহিনী দিয়ে তাঁর ও'য়ায সাজাতেন না। মুসলিম সমাজে এ ধরনের ওয়াযে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর ওয়ায়েযের উন্মেষ ঘটে উমাইয়া যুগ থেকে। যাদেরকে কাস্‌সাস বা কাহিনী কার বলা হত।

সুতরাং তাদের কাজগুলো মাউ'য়িযা হতে পারে, নসীহত হতে পারে। কিন্তু শ্রোতাদের মাঝে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জানার পর এর প্রভাব থাকে না। মোটকথা মাউ'য়িযা হাসানার জন্য বানোয়াট কল্প -কাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কুরআন সুন্নাহতে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে, মানবেতিহাসে যা ঘটেছে ও ঘট্‌ছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, মাউ'য়িযা হাসানার জন্য তা-ই যথেষ্ট।

১৫. ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা: ওয়ায়েযকে সতত ইসলামী মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে মাউ'য়িযা করতে হবে। কখনো এ মূল্য বোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। কথা বার্তা, আচার-আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিতে কখনো কোন অশ্লীল ও নিন্দিত কিছু ব্যবহার ও উপস্থাপন করা যাবে না। কারণ অশ্লীলতায় নিজে নিবিষ্ট হওয়া, বা তা প্রচার করা, সব কিছু আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

---

[১৫৭] বিস্তারিত ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলী তে দ্রষ্টব্য , যথা. ইব্‌ন হিশাম , সীরাতুন্‌ নবী (স.), অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকা, ১৯৯৪) ১খ.পৃ.২২০-২২১।

www.amarboi.org

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

"হে নবী (স.) আপনি বলে দিন: আমার পালন কর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয় সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি, এবং (হারাম করেছেন) আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না " (সূরা আরাফ: ৩৩)। তিনি আরো বলেন:

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم

"নিশ্চয় যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রচার-প্রসার পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি" (সূরা নূর:১৯)। তিনি আরো বলেন:

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

অর্থাৎ "প্রকাশ্য বা গোপন কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেও না " (সূরা আন'আম:১৫১)। অতএব কোন ভাবে কোন রকম অশ্লীলতাকে টেনে আনা যাবে না মাউ'য়িযা কর্মে।

১৬. ভাব-ব্যঞ্জনা শৈলীতে বৈচিত্র্যতা আনয়ন: মাউ'য়িযা হাসানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মূলনীতি হল ভাব-ব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্যতা আনয়ন করতে হবে। কখনো সাধারণ কথা বা তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন, কখনো উপমা - উদাহরণ পেশ, কখনো কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা, কখনো রূপকতার আশ্রয় নেয়া, কখনো কৌতুক ব্যবহার, কখনো বিশেষ বাণী উদ্বৃতি দেয়া, কখনো শপথ করা, কখনো সম্বোধন করা , কখনো অঙ্গুলী নির্দেশনায় ইশারা ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি শৈলী অবলম্বন করা যেতে পারে।

এজন্য দেখা যায় আল- কুরআনে কখনো সাধারণভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কখনো উদাহরণ, কখনো কাহিনী, কখনো রূপকতা ইত্যাদি অনন্য বাগ্মী ও ছন্দায়িত শৈলীতে পরিবেশন করা হয়েছে। যা হৃদয়গ্রাহীও আকর্ষণীয়। যতই পাঠ করা যায়, সাধারণত বিরক্তি আসে না। মহানবী (স.) মাউ'য়িযা করতে গিয়ে ঐ ধরনের বৈচিত্র্যতা অবলম্বন করতেন। নিম্নে ক'টি উদাহরণ পেশ করা যায়:

□ **শপথ করা:** যথা তাঁর বাণী. والــذي نفس بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بينكم

"যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, তোমরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমানদার হও, আর ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরে ভালবাস।

www.amarboi.org

আমি কি তোমাদের সেটা বলে দিব , যা করলে তোমদের পরস্পরে ভাল বাসা জন্মাবে ? হাঁ পরস্পরে সালাম বিনিময় কর।"[১৫৮]

□ **উপমা ব্যবহার** : যথা তিনি বলেন, "إنما الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاطيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة

অর্থাৎ "সৎকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ীর অপর জন হাপর চালনাকারী(কামার)।কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এর দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে" ।[১৫৯]

এভাবে মহানবী (স.) বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে মাউ'য়িযা করতেন।

□ **হাতে ইশারা**: যথা মহানবী (স.) বলেছেনঃ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দেয়ালের স্বরূপ একটা অপরটাকে শক্তিশালী করে। (অর্থাৎ একটা ইট যেভাবে অন্য ইটকে জড়িয়ে ধরে দেয়াল তৈরী করে তেমনি এক মুমিন অন্যের জন্য।) একথা বলে মহানবী (স.) স্বীয় এক হাতের অঙ্গুলী অন্য হাতের অঙ্গলীতে প্রবেশ করিয়ে জড়িয়ে ধরেন।[১৬০]

□ **কথোপকথন শৈলী**: মহানবী (স.) ইচ্ছা করে সাহাবীগণের সাথে কথোপকথন রচনা করতেন মাউ'য়িযার উদ্দেশ্যে। যথা : একবার তিনি বললেন, তোমরা কি জান কে মুসলিম ? তারা বল্লেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জ্ঞাত। তিনি বললেন, যার জবান ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ সেই মুসলিম। আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান কে মুমিন ? তার বল্লেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, মুমিনদের জীবন ও সম্পদ যার কাছে নিরাপদ সেই মুমিন্।এভাবে তিনি আরো প্রশ্ন তৈরী করে নিজেই তার উত্তর দিলেন।[১৬১]

□ **চিত্র অংকন**: মহানবী (স.) মাউ'য়িযার স্বার্থে মাঝে মাঝে বিভিন্ন চিত্র অংকন করে দেখাতেন। তিনি একবার সৎ পথ ও অসৎ পথ বুঝাতে গিয়ে একটা সোজা

---

[১৫৮] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানু আন্নাহু লা য়াদখুলুল জান্নাহ ইল্লাল মু'মিনুন. ১খ., পৃ.৭৪।

[১৫৯] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির্রি ওয়াস্ সিলাহ, বাবু ইল্তিই বাবি মুজালিসাতুল সালেহীন, ১৬খ. পৃ. ১৭৮। (নওভীর শরাহ সহ)

[১৬০] প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্রি ওয়াস্ সিলাহ, বাবু তারাহুমুল মু'মিনীনা ও তাআতুফহুম, ১৬খ।

[১৬১] সহীহ বুখারী , কিতাবুল ঈমান, বাবু মান সালিমাল মুসলিমূনা, ১খ. পৃ ১৬।

www.amarboi.org

রেখা অংকন করে পাশে ক'টি বক্র রেখা অংকন করে বললেন , সোজা রেখা হল সিরাতুল মুস্‌তাকীম বা সোজাপথ , অন্যগুলো শয়তানী পথ।[১৬২]

সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার: যেমন একদা মহানবী এক বাজারের পার্শ্ব দিয়ে হেটে যাচ্ছেন। পথে একটা মৃত (ছোট কান ওয়ালা) ছাগল ছানা পড়ে থাক্‌তে দেখলেন। তিনি বললেন, কেউ আছ যে, এটা এক দিরহাম দিয়ে কিন্‌তে পছন্দ কর। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটাতো পছন্দ করার মত কোন বস্তু নয় বা এটা দ্বারা আমরা কি করব? তিনি বল্‌লেন তোমাদের মধ্যে কেউ এটা নিতে চাও ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা জীবিত থাক্‌লেও তা ত্রুটিপূর্ণ, অথচ এটা মৃত। অতঃপর তিনি বল্‌লেন, "আল্লাহর কসম, তোমাদের দুনিয়া আল্লাহর নিকট এর চেয়েও তুচ্ছ বস্তু"।[১৬৩]

আবেগ উচ্ছাস প্রদর্শন: যেমন হাদীছ শরীফে এসেছে, মহানবী (স.) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তার চক্ষুদ্বয় উজ্জল ও ছল ছল করত, যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন।[১৬৪] এমনি ভাবে 'ইরবাদ ইব্‌ন সারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) জালাময়ী ভাষার ভংগীতে আমাদের ও'য়ায করলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল।[১৬৫]

১৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্য দান: ওয়ায়েয কে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্য দেখা যায় যে, মক্কায় লোকজন যখন নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন এতে কি উপকার হয় তাই বলা হল।

আল কুরআনে এসেছে, يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

নতুন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে, বলুন, এগুলো মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণী"(সূরা বাকারা:১৮৯)। এমনিভাবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন রাসূল (স.)কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে? রাসূল (স.) বললেন, এ জন্য তুমি কি প্রস্তুতি (সংগ্রহ) করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভাল বাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। [১৬৬]

১৮. শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ: ওয়া'য়েযের শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখা মাউ'য়িযা হাসানার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আও'য়ায কোন ভাবে যেন অস্বাভাবিক না হয় , সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উচ্চবাচ্য ও কর্কশ আও'য়ায কে আল্লাহ পাকও ভালবাসেন না। যে জন্য হযরত লোকমান (আ.) এর ওসীয়ত উল্লেখ করতে গিয়ে

---

[১৬২] মুসনাদু আহমদ, জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, ৩খ, পৃ.১৪।

[১৬৩] সহীহ মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যুহদ, ৪খ, পৃ. ২২৭২।

[১৬৪] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমআ, বাব তাখফীফুস সালাতি ওয়াল খুতবা, ২খ, পৃ. ৫৯।

[১৬৫] সূনানু আবি দাউদ মুসনাদ আহমদ , 'ইরবাদ ইবন সারিয়া কর্তৃক বর্ণিত।

[১৬৬] বুখারী , কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, মুসনাদ আহমদ. ৫খ. পৃ.২৫৬।

www.amarboi.org

আল কুরআনে এসেছে, واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير "কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর"(সূরা লুকমান:১৯)। তবে এমন নীচু করা যাবে না যাতে শ্রোতা শুনতে না পারে।শব্দ উচু নিচু করে অনেক সময় বৈচিত্র্যতা আনা যায়। এতে শ্রোতা অনেক স্বস্তি লাভ করে। তেমনি আবেগ উদ্দীপ্ত করতে হলে স্বর একটু উচ্চ হবে ,আর স্বাভাবিক কথা বা কারো বাণী উদ্ধৃতি করতে গেলে স্বর নীচু বা স্বাভাবিক করা যায়।

মোটকথা আও'য়ায সুমধুর হওয়া চাই।আর এজন্য হযরত মূসা (আ.) স্বীয় জবান স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেছিলেন:

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

"আর আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"(সূরা ত্বহা:২৭-২৮)।

শব্দের পাশা পাশি নিজ শরীরও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষত সামষ্টিক মাউ'য়িযায়। অযথা হাত নাড়ানাড়ি বা অঙ্গ ভঙ্গী করলে ব্যক্তিত্ব হালকা হয়ে যাবে এবং ওয়ায়েযের প্রভাবও ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে। এজন্য আল কুরআনে এসেছে,:

واقصد في مشيك "পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর"(সূরা লোকমান:১৯)।

মোটকথা উপরোক্ত মূলনীতিগুলো সাধারণ ও সর্বব্যাপী। এ ছাড়া ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক মাউ'য়িযায় কিছু কিছু আলাদা মূলনীতি রয়েছে।

যেমন মাউ'য়িযা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে গোপনেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে তার যুক্তি প্রবণতা ও বোধিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

পক্ষান্তরে সামষ্টিক মাউ'য়িযা হলে তাতেও কিছু মূলনীতি রয়েছে ।যথা:

- বিষয় নির্বাচন ও মনো বিশ্লেষণ।
- হামদ ও দরূদ পেশ।
- সুন্দর সূচনা করা তথা অবতরণিকায় মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ কিছু উপস্থাপন করা। এটা কোন আয়াত, হাদীস বা কারো বাণী বা বার্তাও হতে পারে, কিংবা একটা ঘটনাও হতে পারে। যেমন রমযানের দিন বৃষ্টি নাম্‌তে দেখে এক ওয়ায়েয রমজানে ঘটিত বদর যুদ্ধের বৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য তুলে ধরে এতে মুসলমানদের ত্যাগ তীতিক্ষার কথা পেশ করার সুযোগ করে নেন।
- শ্রোতাদের সামনে বিষয় বিভাজন করা।
- সকলের প্রতি বা সকল দিকে সমান দৃষ্টিপাত করা।
- আবেগ উচ্ছ্বাস বেশী প্রদর্শন করা যেতে পারে। কারণ ব্যক্তিবর্গ দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ থাক্‌লে তাদের আবেগ প্রবণতা প্রাধান্য পায়। যুক্তি প্রবণতা কমে যায়। এজন্য উতবা ইবন রবী'আ একাকী থাকায় নবী করিম (স.) এর কথা মেনে নেয়। কিন্তু যেই মাত্র স্বীয় কওম কুরাইশদের সাথে মিশে যায়, তখন তাদের সাথে তাল মিশিয়ে কথা বলে।
- মতানৈক্য ও অহেতুক তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া।

www.amarboi.org

- বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো সংক্ষিপ্ত করে পুনরাবৃত্তি করা।
- সুধীমণ্ডলীকে সুসংবাদ ও দু'আ জানিয়ে মাও'য়িযা শেষ করা ইত্যাদি।

মাউ'য়িযা হাসানা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

কাদের ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানা করা যাবে - এ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী চিন্তাবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত: মাদ'উ (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি) দের সাধারণ ঝোঁক ও জ্ঞান বুদ্ধির পরিধিগত দিক দিয়ে বলা হয় যে, সমাজে যারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, গাফেল-অমনোযোগী, তত্ত্ব কথা তেমন বুঝে না, আর তর্কেও তেমন ঝোক নেই। তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এখনো স্বাভাবিক।বরং জীবন ও জগতে বিদ্যমান বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলো তারা বেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম - এ শ্রেণীর লোকদেরকে মাউ'য়িযা হাসানার দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। আর যারা তত্ত্বকথা বুঝে তথা যারা জ্ঞানী গুণী, তাদেরকে তত্ত্বকথা দ্বারা এবং যারা তর্ক বিলাসী তাদেরকে উত্তম পন্থায় যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে। অনেক মুফাস্সির এ মতটি পোষণ করেন। যথা ইমাম রাযী , নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ।[১৬৭]

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ মতামতটি যথাযথ নয়। কারণ যারা জ্ঞানী গুণী তাদের আবেগ অনুভূতি আছে। যারা তর্কে আগ্রহী তাদের ঐ মনস্তাত্ত্বিক দিক শূন্য নয়। জ্ঞান কথা আউড়িয়ে বিপ্লব ঘটানো কঠিন। মানুষের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জ্ঞান নয় বরং আবেগ। তাই জ্ঞানী ও তর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেও মাউ'য়িযা করতে হবে। এর দ্বারা তারা সংশোধিত হবেন।

অনেক সময় যুক্তিতে হারলে মানুষ প্রতি পক্ষের মত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে চায় না। সে ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানা করা হলে সে তা গ্রহণ করে নিতে পারে। এজন্য 'উলামায়ে কেরাম বিতর্কের সময় অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে পরিশেষে ও'য়ায করেন। অতএব মাউ'য়িযা একটা সর্বব্যাপী দা'ওয়াতী পন্থা।

দ্বিতীয়ত: এ মাউ'য়িযা হাসানা কি শুধু মুসলমানদের জন্য, না অমুসলিমদেকেও তা করা যাবে -এ নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে।

ক. প্রথম দলের মতে মাউ'য়িযা হাসানা শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য।কারণ আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বলেছেন:

هذا بيان للناس وهدي وموعظة للمتقين

" এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা, আর মুত্তাকীদেব জন্য হিদায়েত ও উপদেশ বাণী"(সূরা আল ইমরান: ১৩৮)। এখানে প্রথমে الناس (মানুষ) বলে 'আম

---

[১৬৭]দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ. পৃ.১৩৮, আলূসী , প্রাগুক্ত, ১৩খ. পৃ. ৩৫৪-৫৫, নিশাপুরী, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

(ব্যাপক) ধারণা দিয়ে মাউ'য়িযাকে মুত্তাকীদের জন্য খাছ (নির্দিষ্ট)করা হয়েছে। এ মতটি আল্লামা যাজ্জাজসহ প্রমুখের মত।[১৬৮]
খ. জমহুর ওলামার মতে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে মাউ'য়িযা করা যাবে। আর উপরোক্ত আয়াতে মত্তাকী বলতে প্রতি জাতির মুত্তাকী

(المتقون من كل أمة) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.), ইব্ন আতিয়া (র.) প্রমুখের মত ও তা-ই ।[১৬৯]

আস্লে প্রতিটি মানুষের অন্তরে সৃষ্টিকর্তার ভয় কোন না কোন ভাবে কিছু না কিছু বিদ্যমান। আর যে যত বেশী মুত্তাকী মাউ'য়িযা তার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এর অর্থ এই নয় যে, অমুসলিম মুত্তাকীদের মাঝে মাউ'য়িযা করা যাবে না। বরং আল কুরআনে এসেছে আগেকার দা'ঈগণ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে ব্যাপক ভাবে মাউ'য়িযা করেছেন। ঈমান আনুক, আর না আনুক। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালেহ (আ.) এর কওম তাঁকে বলেছিল, তুমি আমাদের ও'য়ায কর আর না কর - উভয়েই সমান। তেমনি দেখা যায়, হযরত মুহাম্মদ (স.)কে আল্লাহ পাক আদেশ করছেন মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে বলার জন্যঃ

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثني وفرادي ثم تتفكروا

" বলুন," আমি তোমাদের কে অবশ্য উপদেশ দিচ্ছি যে , আল্লাহর জন্য দু'জন বা একাকী যাও, অতপর চিন্তাভাবনা কর"(সূরা শুআরা: ১৩৬)।

তেমনি ভাবে নসীহত করা মাউ'য়িযার অন্তর্ভুক্ত।অথচ অনেক রাসূল (আ.) এর কণ্ঠে এসেছে, أبلغ رسالات ربي وأنالكم ناصح أمين

" আমার প্রভুর রিসালাত সমূহ তোমাদের কাছে পৌছাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেশ দাতা"(সূরা আরাফ:৬৮)। এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল তাঁদের উম্মতকে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছেন। আর সে সব ক'টি কাজই মাউ'য়িযা হাসানার অন্তর্গত।

তাছাড়া, প্রথম মতানুসারীদের উল্লেখিত যে আয়াত দ্বারা একে মুসলমানদের জন্য খাস করা হয়, পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে এসেছে যে , এটা সকল মানুষের জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور

"হে মানব সকল ! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে মাউ'য়িযা এসেছে এবং অন্তরের রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ এসেছে"(সূরা ইউনূস: ৫৭)।

---

[১৬৮] দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ.৪৪৪।
[১৬৯] প্রাগুক্ত, ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১০৭, আলূসী, প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ২৮৪।

www.amarboi.org

এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মাউ'য়িযা সকল মানুষের জন্য। তবে হাঁ , মুত্তাকীদের জন্য এটা বেশী কার্যকর। এজন্য গুরুত্ব সহকারে কিছু কিছু আয়াতে একে খাছ বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কম কার্যকর ক্ষেত্রকে একেবারেই বাদ দিতে হবে। আর এখানে এটুকু বলা যায়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক দিকটি প্রাধান্য পাবে, আর অমুসলিমদের ক্ষেত্রে উপদেশ ও স্মারণিক দিকটি প্রাধান্য পাবে।

মোটকথা, মাউ'য়িযা হাসানা মুসলিম অমুসলিম, জ্ঞানী গুণী, সাধারণ জন সমাজসহ সকলের জন্য প্রযোজ্য। দা'ঈর প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে কোন অংশটা কার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। কারণ সবার অন্তরে একটা দোয়ার আছে। কখন কি করলে সে দোয়ার খুলবে পরিস্থিতি যাচাই করে দা'ঈ তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

<u>তৃতীয়তঃ</u> বয়স ও পদ মর্যাদার দিক দিয়ে বল্‌তে গেলে শিশু, নারী , বৃদ্ধ, সৈনিক ও শাসক শ্রেণীর ক্ষেত্রে মাউ'য়িযাই অধিক উপযুক্ত ও কার্যকর। তাদের সামনে এ পন্থা অবলম্বন করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ বিষয়ে উলামার মাঝে তেমন কোন মত পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

মোটকথা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাউ'য়িযা হাসানা তথা হৃদয় নিংড়ানো আকুতি দিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে কিছু বলা বা করা, যা তাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়, ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করতে শুধু জ্ঞানগত আলোচনাই যথেষ্ট নয়। বরং তার সাথে প্রয়োজন আবেগ অনুভূতিতে নাড়া দেয়া। হৃদয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা। আর যুক্তির পিছনে হৃদয়ে ঐ নাড়া দেয়ার কাজটি করে মাউ'য়িযা। কোন ব্যক্তি যুক্তিতে হেরে গেলেও সহজে ইসলাম কবুল করে না। কিন্তু এর পাশা পাশি যদি মাউ'য়িযার দ্বারা তা হৃদয়ে নাড়া দেয়া যায়, তবেই তার বোধির লোহার দরজা ভেঙ্গে যায়, খুলে যায় অন্তরে সুপ্ত কোঠর, বের হয়ে আসে আত্মার গোপন কথা, জেগে উঠে তার ফিতরাত। আর এভাবেই সে সহজে ইসলাম কবুল করে ফেলে।

এ মাউ'য়িযার দ্বারা দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তারা উভয়ে একে অপরকে আপন ভাবতে থাকে।সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এতে প্রতিরোধ আসে কম। এর মাধ্যমে কোন খারাপ কাজের কুফল বুঝালে যদিও শ্রোতা না মানে ,তবুও সে পরবর্তীতে ওয়ায়েযের সামনা সামনি এ কাজটি করতে লজ্জা বোধ করে। এটি একটি সহজ ও কার্যকর এবং স্বভাব সিদ্ধ পন্থা। যুগে যুগে এর মাধ্যমে ইসলাম দ্রুত ও বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাই আজও এ মাউ'য়িযা হাসানার পন্থা যথাযথ ভাবে অবলম্বন করলে দা'ঈ সফলকাম হতে পারেন বলে আশা করা যায়।[১৭০]

---

[১৭০] দ্র. ডঃ মুহাঃ আব্দুর রহমান আন্‌ওয়ারী , *ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউয়িযা হাসানা* : স্বরূপ ও প্রয়োগ, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ,৮ম খ.১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মুজাদালা বিল আহসান অবলম্বন

উল্লেখ্য, ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনার প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

"أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"

আপনার প্রভু প্রদত্ত জীবন পথের দিকে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম ভাবে মুজাদালা করুন"(সূরা নাহল:১২৫)।

সুতরাং আল কুরআনে বর্ণিত সে মুজাদালা বল্তে কি বোঝায় ? এটা কি প্রচলিত গ্রীক যুক্তি-তর্কের ন্যায় তর্ক যুদ্ধ বা বাক-বিতণ্ডা অথবা সেমিনার, বিতর্কমূলক আলোচনা, কথোপকথন, কিংবা মুনাযারার ও বহছ অনুষ্ঠান,না এগুলো ছাড়া অন্য কিছু ? এ নিয়ে আজো বিতর্ক চলে আস্ছে। তাছাড়া, কিভাবে কি করলে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা হবে, যা পালন করা একজন দা'ঈর উপর আল্লাহর নির্দেশিত ফরয -তা পর্যালোচনার দাবীদার।

মুজাদালার স্বরূপ:

'আরবী মুজাদালা (مجادلـــة)শব্দটি জাদল (جدل) থেকে উৎসারিত। جدل এর উৎপত্তিগত অর্থ পাকানো, শক্ত হওয়া, ঝগড়া বিবাদ করা, বাক-বিতণ্ডায় জয়ী হওয়া, ইত্যাদি। এ জন্য আরবীতে চামড়া,পশম দ্বারা পাকানো রশিকে জাদীল (جديل) বলা হয়।[১৭১] শক্ত মাটিকে জাদালাতুন (جدالة)বলা হয়।[১৭২] যখন কোন শিশু বা হরিণ শাবক শক্ত হয়ে স্বীয় মাকে হাটায় অনুসরণ করে, তখন বলা হয় "جـــدل الغلام وولد الظبية"[১৭৩]।'আরবীতে যখন বলা হয় "جدل الرجل"এর অর্থ صـــرعه وغلـــبه(লড়াই করেছে, বিজয়ী হয়েছে), অথবা اشـــتدت (خصومته তার ঝগড়া বিবাদ প্রকট লাভ করেছে)।[১৭৪]

সুতরাং উৎপত্তিগত এ সকল অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই মুজাদালা শব্দটি পবস্পর ঝগড়া বিবাদ করা, তর্কে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।অনেক সময় جدل(জাদাল) শব্দটিও এর সমার্থে ব্যবহৃত হয়।

---

[১৭১] দ্র. *আল মু'জামুল ওসীত*, পৃ. ১১১।

[১৭২] ইব্ন মানযুর *আল ইফ্রীকী*, *লিসানুল 'আরব* (বৈরূত: দারু বৈরূত লিত্ তাবা'আতি ওয়ান্ নাশরি, ১৯৫৬) ১১খ. পৃ.১০৩।

[১৭৩] *আল মুজামুল ওসীত*, পৃ.১১১।

[১৭৪] প্রাগুক্ত, আরো দ্র. মুহাম্মদ ইবন আবি বকর আর রাযী, প্রাগুক্ত , পৃ.৯৬।

www.amarboi.org

ইল্‌মে মুনাযারা বা তর্ক শাস্ত্রের পরিভাষায় মুজাদালা শব্দটির অর্থ বর্ণনায় এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। তন্মধ্যে ক'টি নিম্নরূপ:

১. ইবন সীনার মতে

" هي مخالفة تبغي إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بين الجمهور"

অর্থাৎ মুজাদালা হল সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নন্দিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিরোধিতাকরণ বিশেষ, যাতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার প্রেষণা নিহিত থাকে।[১৭৫]

২. শরীফ জুরজানীর মতে:

الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها

বিভিন্ন মতবাদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেয়া ও ব্যাখ্যা করা প্রসঙ্গে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাকে জাদাল বলা হয়।[১৭৬]

তিনি আরো বলেন-

"الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات ، والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان، دفع المرء خصمه عن فساد قوله : بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة فى الحقيقة".

অর্থাৎ জাদাল হল প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত হেতু বাক্য (premise)[১৭৭] এর মাধ্যমে কিয়াস (তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ তথা আরোহ্ পদ্ধতি)। যার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করা, প্রতিষ্ঠিত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ প্রতিপক্ষের অযোগ্যতা প্রকাশ করণ, কোন প্রমাণ বা প্রমাণ তুল্য সংশয়ী বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের মতের অসারতা তুলে ধরা অথবা যার উদ্দেশ্য হয় ওর (প্রতিপক্ষের) মতকে সংশোধন করা। আর এটা মূলত ঝগড়াই বটে।[১৭৮]

৩. শরীফ জুরজানীর আরেক মত ও প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান আল্ মু'জামুল ওসীতের সম্পাদনা পরিষদের স্থিরকৃত মতে:

"هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم"

---

[১৭৫] ইবন সীনা, *আশ্ শিফা,* কিতাবুল জাদাল (কায়রো: আল মাকতাবাতুল মাতাবিইল আমেরিয়া, ১৩৮৬হি.), ১খ, পৃ.২৩।

[১৭৬] 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল জুরজানী, *কিতাবুত্ তা'রীফাত,* (বৈরূত: দারুল দায়ান লিত্‌তুরাছ, ১৪০৩হি.) পৃ. ১০১ - ১০২।

[১৭৭] হেতু বাক্য হল একটি যুক্তি দাড় করানোর স্তর বা ভিত্তি , যেমন প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তু নশ্বর, জগৎ পরির্বতন শীল , তাই জগৎ নশ্বর । এখানের প্রথম দুটি বাক্যকে বলা হয় হেতু বাক্য ।

[১৭৮] আল জুরজানী , প্রাগুক্ত., পৃ. ১০১-১০২।

www.amarboi.org

মুজাদালা হল মুনাযারা(যুক্তিতর্ক), যা সঠিক বিষয়কে বিজয়ী করার জন্য নয় বরং প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য সংগঠিত হয়।[১৭৯]

৪. আবুল বাকা বলেন:

"الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره".

অর্থাৎ জাদাল হল কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা বুঝায়, যাতে প্রমাণ বা প্রমাণ সাদৃশ্য সংশয়ী বিষয় দ্বারা সে প্রতিপক্ষের মত বাতিল করা হয়। আর এটা অন্যের সাথে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া হয় না। [১৮০]

৫. ফুয়ুমী বলেন- هي مقابلة الأدلة لظهور أرجحها

অর্থাৎ "তা'হল প্রমাণাদির পরস্পরে মোকাবেলাকরণ, যাতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিষয়টি বের হয়ে আসে"।[১৮১]

৬. ডঃ মান্না আল কাত্তান এর মতে

"هي المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم"

অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে জব্দ করার লক্ষ্যে পরাস্ত করার মনোবৃত্তি ও বিরোধমূলক মত বিনিময়।[১৮২]

৭. ড. সাইয়্যেদ রিযক তাবীল বলেন

"الجدل هو الحوار وتبادل الأدلة والبراهين بين الأطراف دعما لما يراه كل منهما من فكر وما يعتقده من رأي"

অর্থাৎ "বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও প্রতীত মত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতালম্বী পক্ষসমূহের পরস্পরে দলীল প্রমাণাদি বিনিময় এবং সংলাপকে জাদাল বলা হয়"।[১৮৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে এ ক্ষেত্রে ক'টি দিক বের হয়ে আসে। তন্মধ্যে:

---

[১৭৯] দ্র. গাউসুল ইসলাম সিদ্দিকী, *শারহুশ্ শরীফিয়্যা - মুনাযারা রশীদিয়্যাহ* (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানবী, তা.বি.) পৃ.১২, আল মুজামুল ওসীত, পৃ. ১১১।

[১৮০] আবুল বাকা, *কিতাবুল কুল্লিয়াত*, (কায়রো: বুলাক, ১৩৮১হিজরী), পৃ.১৪৫।

[১৮১] আল- ফায়ুমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, পৃ. ১৪৫।

[১৮২] ডঃ মান্না' আল- কাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন*, (রিয়াদ: মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯২ইং/১৪১৩ হি.)পৃ.৩০৯।

[১৮৩] ডঃ সাইয়্যেদ রিযক তাবীল, *আদ্ দাওয়াতু ফিল ইসলাম*, (মক্কা আল মুকার্‌রমা: রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৯৮৪/১৪০৪হিজরী), পৃ. ৯৯।

www.amarboi.org

প্রথমত: মুজাদালা একটা কলহমূলক তর্কাতর্কী। কিন্তু তা মানব সমাজে কাম্য নয়। এতে একটা নেতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। অথচ মুজাদালা করার জন্য আল কুরআনে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

"جادلهم بالتي هي أحسن"

অর্থাৎ তাদের সাথে সর্বোত্তম ভাবে মুজাদালা করুন"(সূরা নাহল: ১২৫)। অন্য আয়াতে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়:

"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن"

অর্থাৎ তোমরা আহলে কিতাবের সাথে সর্বোত্তম পন্থা ব্যতিরেকে অন্য পন্থায় মুজাদালা করো না "(সূরা 'আনকাবুত:৪৬)।

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণ করলে তা আল-কুরআনের নির্দেশনার সাথে বৈপরিত্য দেখা দিবে। অতএব মুজাদালার শাব্দিক অর্থ যাই হোক, তাকে কলহের সাথে নির্দিষ্ট করা বা বিশেষিত করা যথাযথ নয়। মত বিরোধ হতেই পারে। তাই বলে এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে হবে এমনটি নয়। কলহ না করেও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মুজাদালা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যে ভাবেই হোক মুজাদালায় প্রতিপক্ষকে জব্দ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। যে কোন পক্ষই জব্দ হতে পারে প্রতি পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে না পারলে।

তৃতীয়ত: সত্য নিয়ে হোক, আর মিথ্যা নিয়ে হোক, এটাতে বিতর্ককারী উভয় পক্ষের মতকে উভয়ে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস থাক্‌তে পারে। এ জন্য দেখা যায়, মিথ্যা বা বাতিল নিয়ে যারা তর্কে লিপ্ত হত, তাদের সে কাজটাকেও আল কুরআনে মুজাদালা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যথা আল্লাহর বাণী:

"ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق".

" আর কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে"(সূরা কাহ্‌ফ:৫৬)।

অতএব কেউ কেউ শুধু জব্দ করার উদ্দেশ্যে মুজাদালা হওয়ার যে মতামত দিয়েছেন, তারা মুজাদালা ও মুনাযারার মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, এভাবে যে, মুনাযারার উদ্দেশ্য, সঠিককে প্রতিষ্ঠিত করা।আর মুজাদালার উদ্দেশ্য শুধু জব্দ করা। এতে সঠিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য নয়।[১৮৪] সুতরাং এ মন্তব্য যথাযথ নয়। বরং প্রতিপক্ষকে জব্দ করার পাশা-পাশি সঠিক ও সত্য প্রকাশ করাও মুজাদালার উদ্দেশ্য হতে পারে।

চতুর্থত: কারো মতে জননন্দিত পদ্ধতিতে মুজাদালা হতে হবে। যেমন ইবন সীনার মত। আবার কারো মতে, যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি - স্তর বা হেতুবাক্য গুলো

---

[১৮৪] দ্র. মুনাযারা রশীদিয়া, পৃ.৯,১২।

www.amarboi.org

জমহুর তথা সর্ব সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত হওয়া উচিৎ। অন্তত পক্ষে বিতর্ককারী দের নিকট স্বীকৃত হওয়া উচিৎ। যেমন জুরজানীর অভিমত।

পঞ্চমত: সরাসরি যুক্তি না থাক্‌লেও যুক্তি সাদৃশ্য তথা প্রতিপক্ষের যুক্তিতে সংশয় সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহও মুজাদালায় ব্যবহার করা যাবে।

ষষ্ঠত কারো কারো সংজ্ঞায় কিছু কিছু অস্পষ্টতাও লক্ষণীয়। যেমন ইবন সীনার নন্দিত পদ্ধতির কোন মানদণ্ড ফুটে ওঠেনি। এ ছাড়া তাতে বিরোধিতার ধরন কথা না কাজে, তা স্পষ্ট নয়।

সপ্তমত: কারো কারো সংজ্ঞায় দেখা গেছে তাতে শুধু দলীলাদির পরস্পরে মোকাবেলা বুঝায় যেমন ফায়ূমীর সংজ্ঞায়। কিন্তু অন্যদের সংজ্ঞায় সংলাপ বা ডায়ালগের কথা বলা হয়েছে। এটাই যথার্থ।কারণ দলীল প্রমাণের মোকাবেলা একক ব্যক্তির গবেষণাতেও হতে পারে। তখন তা মুজাদালা হবে না। একাধিক পক্ষের মাঝে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংলাপে বা ভাব বিনিময় হলেই বরং তা মুজাদালার রূপ নিবে।

এমনিভাবে এক পক্ষ যুক্তি, অপর পক্ষ যুক্তি ব্যতীত স্বীয় মতে অটল থাকার ঘোষণা দিলে এ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে মুজাদালা বলা হবে না।অথবা উভয় পক্ষ যুক্তি না দিয়ে বাক বিতণ্ডা শুরু করলেও তা মুজাদালা হবে না। বরং তা হবে মুকাবারাহ (مكابرة) বা দম্ভ ও অহমিকা প্রদর্শন।[১৮৫]

অষ্টমত: উপরিউক্ত দিকসমূহ বিবেচনা করলে ড: রিযক তাবীলের সংজ্ঞাটি অধিক প্রামাণ্য ও গোছানো বলে মনে হয়। কারণ এতে পক্ষ বিপক্ষ , যুক্তি প্রদর্শন, প্রত্যেকের মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ইত্যাদি উপকরণ গুলো যা মুজাদালার উপাদান হিসেবে নেয়া যায় ,তার অধিকাংশ গুলোই তাতে রয়েছে।

সর্বোপরি মুজাদালার একটি সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করা যায় যে, এটা হল **"দু'পক্ষ বা ততোধিক পক্ষের পরস্পরের মত খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে যুক্তি প্রমাণ** প্রদর্শনমূলক মত বিনিময়।

উল্লেখ্য, বর্তমান আঙ্গিকে সেমিনার বা আলোচনা সভায় কোন কোন সময় মুজাদালার রূপ নিতে পারে। তবে তর্কে না গিয়েও ব্যাখ্যা বা সংযোজন মূলক আলোচনাও হতে পারে। তাই সেমিনারের আলোচনা মুজাদালার চেয়ে ব্যাপক। বরং মত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যে যুক্তি প্রদর্শন ও খণ্ডনে লিপ্ত দু বা ততোধিক পক্ষের মাঝেই মুজাদালা সংগঠিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা

তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা হতে পারে:

প্রথমত: অংশ গ্রহণকারীদের অবস্থান অনুসারে মুজাদালা দু ধরনের :

ক. ব্যাষ্টিক মুজাদালা (المجادلة الخاصة)যা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির মাঝে অনুষ্ঠিত হয়।

---

[185] প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

খ.সমষ্টিক মুজাদালা (المجادلة العامة) যা একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: উপস্থাপনেব মাধ্যমগত দিক দিযেও মুজাদালা দু' ধরনের।যথা:

ক. বাচনিক মুজাদালা (المجادلـــة القولـــية) যা কথা বার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের মুজাদালাই অধিক সংগঠিত হয়।

খ. ফলিত মুজাদালা (المجادلـــة العملية) কোন কাজ বা বস্তু উপস্থাপনের মাধ্যমে ও যুক্তি প্রদর্শন করে মুজাদালা হতে পারে। মাওলানা ক্বারী তৈয়ব (র.) এ ধরনের মুজাদালার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।তিনি উল্লেখ করেছেন, "রূহ আল্লাহর নির্দেশের নাম"- কুরআন কারীমের এ আয়াতকে খণ্ডন করে নাস্তিকরা দাবী করছিল যে, রূহ বা আত্মা হল রক্তের উষ্ণতা ও সূক্ষ্ম বাষ্পের নাম, যার ফলে মানুষ জীবিত থাকে। আল্লাহর নির্দেশের সাথে প্রাণ বা আত্মার কিসের সম্পর্ক? শায়খ শিবলী তখন ইলমী তর্কবিতর্কে না গিয়ে জনসমক্ষে নিজের রক্তনালী কেটে দিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি রক্ত শূন্য হয়ে পড়লেন এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এখন কেন আমি জীবিত আছি, আমার মধ্যে তো একবিন্দুরক্তও অবশিষ্ট নেই? এখনও তোমাদের সন্দেহ আছে যে, "قـــل الـــروح من أمر ربي" বল, আত্মা আমারই প্রতিপাললেক নির্দেশ মাত্র।" কথাটি সত্য এবং জীবন আল্লাহরই নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে, রক্তের দ্বারা নয়, এটাও ছিল এক ধরনের বিতর্ক তবে মৌখিক নয় আমলী।[১৮৬]

এছাড়া ফলিত মুজাদালার দৃষ্টান্ত আম্বিয়া কেরামের দা'ওয়াতী জীবনেও পাওয়া যায়। যথা ইবরাহীম (আ.) মূর্তি পূজার অসারতা প্রমাণ করার জন্য সে ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। আল কুরআনে এসেছে, তিনি সে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে এদের বড়টিকে রেখে দেন।[১৮৭]আর সেটার এক হাতে কুড়ালটি লটকিয়ে দেন। তিনি এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন,এগুলো কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেমন বড় মূর্তির হাতে কুড়াল আসার পরও মূর্তি চুর্ণকারীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এছাড়া, এগুলো নিজেদের আত্মরক্ষাও করতে পারেনি, তাদের পূজকদের রক্ষা করাতো দূরের কথা। ইব্‌রাহীম (আ.) এর কওম যখন প্রশ্ন করল, মূর্তি চুর্ণকারী কে? তখন তিনি এগুলোর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হল, এগুলো শুনতে পায় না। তথা তাদের পূজকদের ডাক শুনতে পায় না। সুতরাং যে শুনতে পারে না, যে অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার অন্যের খোদা হওয়ার যোগ্যতা নেই। তা তিনি সকলকে যথাযথ ক্ষেত্রে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন।[১৮৮]

তৃতীয়ত: আয়োজনের ধরন হিসেবেও এটা দু রকমের হতে পারে:

---

[186] ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব , প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬-৩৭।

[187] সূরা আম্বিয়া :৫৮।

[188] ড: মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, ইসলামী দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমে হিকমত, প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

ক. আনুষ্ঠানিক মুজাদালা (المجادلــة المــنظمة أو الاحتفالية): যা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে কোন সভা বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। যাকে মুনাযারা মাহফিল বা বহছ অনুষ্ঠান নামেও অভিহিত করা হয়। মুসলিম-অমুসলিম, এমনকি মুসলমানদের বিভিন্ন মযহাবের 'ওলামার মাঝেও এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচুর হারে অনুষ্ঠিত হয়।

খ. অনানুষ্ঠানিক মুজাদালা (المجادلــة غــير المــنظمة) যা বিভিন্ন অনির্ধারিত আলোচনা, দেখা সাক্ষাৎ বা কথা বার্তায় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

<u>চতুর্থত:</u> ভাষাগত দিক দিয়েও মুজাদালা দু ধরনের।

ক. গদ্য ভিত্তিক মুজাদালা (المجادلة النثرية): যা ছন্দায়িত নয়, বরং স্বাভাবিক কথা বা আলোচনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতেই স্বভাবত মুজাদালা বেশী অনুষ্ঠিত হয়। যেমন সভা-সমিতিতে বিচার কাজে উকীলদের মাঝেও বিতর্ক অনুষ্ঠান।

খ. কাব্যিক মুজাদালা (المجادلــة الشــعرية): যা ছন্দায়িত ভাবে পরস্পরে কথোপকথন হয়। যেমন রাজকবিদের মাঝে অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া, বাংলায় বাউল কবি গায়কদের মাঝে এ ধরনের মুজাদালা প্রায়শঃই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

<u>পঞ্চমত:</u> যুক্তি ও উপস্থাপনার ধরনের দিক দিয়েও মুজাদালা দু,' রকমের হতে পারে।

ক. নন্দিত মুজাদালা (المجادلــة الممدوحــة): যা সত্যাশ্রয়ী যুক্তি ও সুন্দর সদ্ভাব নিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

খ. নিন্দিত মুজাদালা (المجادلــة المذمومــة) : মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন, ঝগড়াটে ভাব ও পদ্ধতির মাধ্যমে যে মুজাদালা পরিচালিত হয়।

স্মর্তব্য, একই ধরনের মুজাদালায় একাধিক রকমের বিশেষণ একত্রিত হতে পারে। যেমন একই সাথে সামষ্টিক-নান্দনিক, আনুষ্ঠানিক ও বাচনিক মুজাদালা হতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার স্বরূপ

পূর্ববর্তী আলোচনায় সাধারণত মুজাদালার একটা স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, এটা হল দুই বা ততোধিক পক্ষের পরস্পরের মত খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনমূলক ভাব বিনিময়। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর স্বরূপ কি ?

সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুজাদালা করার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- ".وجــادلهم بالتي هي أحسن"অর্থাৎ "সর্বোত্তম ভাবে তাদের সাথে মুজাদালা করুন"(সূরা নাহল: ১২৫)। অতএব এ দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে মুজাদালাকে সীমিত করা হয়েছে যে, তা হবে بالتي هي أحسن বা সর্বোত্তম ভাবে।

এ সর্বোত্তমভাবে হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। এটা কি কথা দ্বারা, না কাজে, তা বলা হয়নি। আরবী بالتــي এর موصــولة (সংযুক্ত শব্দ) উহ্য রয়েছে। এজন্য

www.amarboi.org

মুফাস্সিরগণের মাঝে এ ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য পাওয়া যায়। কারো মতে, এখানে উহ্য হল الكلمة বা কথা।[১৮৯]অপর দিকে অধিকাংশের মতে ঐখানে উহ্য হল الطريقة বা পন্থা, অর্থাৎ بالطريقة التي هي أحسن সর্বোত্তম পন্থায়।[১৯০]

এতদুভয়ের মাঝে দ্বিতীয় মতটিই অধিক প্রামাণ্য বলে মনে হয়। কেননা তরীকা বা পন্থা অর্থ নিলে কথা ও কাজ উভয়কেই এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কেননা কোন আচরণের যেমন পন্থা রয়েছে, তেমনি কথারও পন্থা রয়েছে। এজন্য কথার মাধ্যমে মুজাদালায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন:

"قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن".

আপনি আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে"(সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৩)। তেমনিভাবে কাজ ও আচরণের পন্থার প্রতি ইশারা করে আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم".

"সমান নয় ভাল ও মন্দ। যা সবচেয়ে ভাল-সুন্দর তা দ্বারাই মোকবিলা করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান"(সূরা হা-মীম সেজদা:৩৪-৩৫)।

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার সাথে উহ্য অংশটি হল সর্বোত্তম পন্থা (أحسن الطرق)।কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থার স্বরূপ নির্ধারণেও কোন মন্তব্য করার পূর্বে যেহেতু এটা একটা আয়াতাংশকে কেন্দ্র করে, সেহেতু এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতামত তলিয়ে দেখা বাঞ্ছণীয় মনে করছি। এক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যময় মন্তব্য লক্ষণীয়। নিম্নে তাঁদের ক'টি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়।

১. প্রখ্যাত মুফাস্সির তাবে'ঈ হযরত মুজাহিদ (র.) এর মতে ওটার অর্থ,

"الإعراض عن أذى المدعوين للداعية"

অর্থাৎ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে দাঈর জন্য যা কষ্টদায়ক হয়, তা এড়িয়ে যাওয়া ।[১৯১] 'আল্লামা তাবারীও এ ধরনের মত পোষণ করে বলেছেন, "وجادلهم بالتي هي أحسن" এর ব্যাখ্যায় বলেন:

---

[189] আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী,প্রাগুক্ত, ১খ.পৃ.১৫, ৯৪, আরো দ্র. ইবন কাছীর ,প্রাগুক্ত, ৩খ. পৃ.৪৫, আরো দ্র. আলূসী, , প্রাগুক্ত, ১৫খ.পৃ,৯৪।

[190] ফখরুদ্দীন আররাযী, প্রাগুক্ত, ৯ খ.,পৃ.১৯, ২২৮।

[191] দ্র. ইবন জরীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪খ. পৃ,১৩১।

www.amarboi.org

"أي وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى".

অর্থাৎ তাদের সাথে বাক বিতণ্ডা করুন এমন পন্থায় যা অন্য পন্থার চেয়ে উত্তম। এভাবে যে, তারা আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।[১৯২]

২. 'আল্লামাহ যামাখশারী মুজাদালা বিল্লাতী হিয়া আহসানের ব্যাখ্যায় বলেন:

"أي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق و اللين من غير فظاظة و لا تعنيف

অর্থাৎ" মুজাদালার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায় যেমন প্রীতি সুলভ ও নরম মেজাজে মুজাদালা করা, এতে কর্কশ ও তিরস্কার ভাব না দেখানো।[১৯৩]তাফসীরে খাযেন লেখক আল্লামাহ 'আলাউদ্দিন বাগদাদী ও একই মত পোষণ করেছেন"।[১৯৪]

৩. ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "الدليل التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وذلك هو الجدل ثم هذا الجدل على قسمين: القسم الأول أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة عند الجمهور أو من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل وهو الجدل الواقع على الوجه الأحسن ، والقسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب والحيل الباطلة والطرق الفاسدة ، وهذا القسم لا يليق بأهل الفضل، إنما اللائق بهم هو القسم الأول ، ذلك هو المراد بقوله تعالي: وجادلهم بالتي هي أحسن".

অর্থাৎ যে সকল দলীল উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষদের জব্দ করা, আর যাকে বলা হয় জাদাল, তা দু' ধরনের। প্রথম প্রকারের জাদাল হল, যার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় সর্ব সাধারণ কিংবা বক্তার কাছে স্বীকৃত হেতুবাক্য (premise) এর উপর, তাহলে এর দ্বারা জাদাল হবে সর্বোত্তম পন্থায়। আর দ্বিতীয় প্রকার জাদল হল যার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রান্ত হেতুবাক্যসমূহের

---

[192] প্রাগুক্ত।

[193] জারুল্লাহ যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ-৪৩৫।

[194] দ্র. 'আলাউদ্দিন বাগদাদী, তাফসীরুল খাযেন , ৩খ. পৃ-১৫১।

www.amarboi.org

উপর, যে গুলো এর প্রবক্তা নিজেই শ্রোতাগণের মাঝে প্রচারণার চেষ্টা চালায় অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা, অশান্ত, ভ্রান্ত কটু কৌশল ও নষ্ট পন্থায়। আর এ ধরনের জাদল করা সম্মানী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে মানায় না। তাদের মানায় প্রথম প্রকারের জাদাল করা। আর আল্লাহর বাণী"তাদের সাথে সর্বোত্তম ভাবে মুজাদালা কর" দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই।[১৯৫] আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপূরী এ মতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।[১৯৬]

৪. নাসাফীর মতে: "بالطريقة التي أحسن طريق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة أو بما يوقظ القلوب ويعظ النفوس ويجلوا العقول".

অর্থাৎ এটা এমন পন্থায় যা হল মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা, যা প্রীতি সৌহার্দ্য সুলভ ও নরম মেযাজে সম্পাদিত হয়। কর্কশ মেযাজে নয়, অথবা যার দ্বারা হৃদয় জেগে উঠে, অন্তরাত্মা বিগলিত হয়, জ্ঞান চক্ষু উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।[১৯৭]

৫. ইবন কাছীর বলেন- "أي من احتاج إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن من رفق ولين وحسن خطاب ".

অর্থাৎ যাদের সাথে মুনাযারা ও মুজাদালা করা প্রয়োজন হয়, তাদের সাথে তা করতে হবে উত্তম ভাবে, প্রীতি সৌহার্দ্য, নরম মেজাজ ও সুভাষণে।[১৯৮]

৬. বায়দাভী কিছু সমন্বয় সাধনমূলক মন্তব্যে উল্লেখ করেন-

أي جادل معانديهم بالتي هي أحسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي أشهر ، فإن فى ذلك نفع فى تسكين لهبهم وتليين شغبهم".

অর্থাৎ এক গুঁয়েমী ভাবে সত্য অস্বীকারীদের সাথে মুজাদালা করুন এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায়। যাতে প্রীতি সৌহার্দ্য নরম মেজাজ, সহজতর যুক্তি ও সুপ্রসিদ্ধ হেতুবাক্য সমূহের প্রাধান্য এ ধরনের দিক বিদ্যমান থাকে। কেননা এতে তাদের তপ্ত লেলিহান শিখা ঠাণ্ডা করাও তাদের অশান্ত উত্তেজিত ভাব প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপকার রয়েছে।[১৯৯]আল্লামা আসূসীও উক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ ধরনের মন্তব্য করেছেন।[২০০]

---

[195] দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী , প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ-১৩৮।
[196] দ্র. নিযামুদ্দীন নিসাপুরী , প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ-১৩০।
[197]নাসাফী, প্রাগুক্ত, ৩খ. পৃ-১৫০।
[198] ইবন কাছীর , প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ-৫৯১।
[199]নাসিরুদ্দীন বায়দ্বাভী , প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৯।
[200] দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ.পৃ-১৬১।

www.amarboi.org

৭. ছানাউল্লাহ 'উসমানীর মতে- "هي المناظرة على وجه لا يتطرق إليه طغيان النفس ولا وسواس الشيطان بل يكون خالصا لوجه الله وإعلاء كلمته".

অর্থাৎ "এটা সেই ধরনের মুনাযারা বা যুক্তি তর্ক, যাতে প্রবৃত্তির সীমালংঘন বা শয়তানের কুমন্ত্রণামূলক কিছু স্থান পায় না, বরং যার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর বাণীকে বিজয়ী করা"।[২০১]

উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে কিছু কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। তন্মধ্যে কটি নিম্নরূপ:

প্রথমত: সকলের বক্তব্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। বরং একটা আরেকটার পরিপূরক হিসেবে ধরে নেয়াই শ্রেয়। তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি কৌশল সত্যস্বীকৃত হেতুবাক্যসমূহ ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিপক্ষের তরফ থেকে যতই নেতিবাচক ও আপত্তিকর তথা কষ্টদায়ক আচার আচরণ করা হোক না কেন হকের দা'ঈকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংযত রেখে অতীব প্রীতি সৌহার্দ্য ভাব নিয়ে নরম মেযাজে সুভাষণে প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কর্কশ ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আঘাত হানে এমন কিছু করা যাবেনা। আর এগুলো এজন্য যে, যাতে যুক্তিগত আক্রমণ বা পরাজয়ের গ্লানির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দা'ঈর আচার আচরণে সে মোহিত থাকে। হৃদয় অন্তর বিগলিত হয়। জ্ঞান চক্ষু খোলে যায়। সত্য অনুধাবন করতে পারে। তা মেনে নিতে যত বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। দা'ঈর প্রতি সব রকম আক্রোশ প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয়ত: কারো মতে মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থাটি হল বিশেষ ধরনের দলীলের পন্থা, যা স্বীকৃত হেতুবাক্যসমূহের উপর নির্ভর করে পরিচালিত।কারো মতে সে পন্থাটি হল আচরণের পন্থা নির্ভর। কারো মতে উভয়টিই। শ্রেষ্ঠ হেতুবাক্য ও শ্রেষ্ঠ আচরণ উভয়ের সমন্বিত পন্থাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর পন্থা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শুধু ভাল যুক্তি প্রদর্শন করলেই মানুষ কোন কিছু মেনে নিতে চায়না। কারণ তার অন্তরে বিভিন্ন রকমের অহম বিতর্ক বিষয় মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। সেখানে অন্তর স্পর্শ করে এমন আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে যখন প্রতিপক্ষের হৃদয় আকর্ষণ করা যায়, তখন প্রতিপক্ষকে তুষ্ট করা সহজ হয় এবং উদ্ভাসিত সত্য মেনে নেয়। এটা যেমন তিক্ত ঔষধের সাথে মিষ্টি মেশানোর মত।

তৃতীয়ত: কারো মতে একমাত্র এক গুঁয়েমী ভাবে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেই মুজাদালা হওয়া উচিত। তাদের মতে ওয়ায নসীহতে তাদের ক্ষেত্রে কোন কাজে আসবে না। বরং জব্দ করা যুক্তি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে

---

[২০১] ছানাউল্লাহ 'উসমানী, প্রাগুক্ত, ৫খ, পৃ-৩৯০।

www.amarboi.org

হবে। যেন তাদের অহম ও দেমাগ দেখানো ভাব প্রশমিত হয়। যেমন বায়দ্বাবী ও আলূসীর অভিমত।

কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা তর্কপ্রিয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অহংকারী এক গুঁয়েমী ভাব নেই। অপরদিকে এমন অনেক সত্য অস্বীকারী এক গুঁয়েমী ভাবের লোক আছে বটে, কিন্তু তারা তর্কে লিপ্ত হতে চায় না।

সুতরাং এক গুঁয়েমীর কথা না বলে বরং যারা তর্ক করতে চায় তাদেরকে জব্দ করা এবং পরিস্থিতি যখন দা'ঈকে বাধ্য করে তখন সকলের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে- এভাবে বলাই শ্রেয়।

অতএব এ ব্যাপারে আল্লামাহ ইবন কাছীরের মতটি অধিক প্রামাণ্য বলে মনে হয়।

চতুর্থত: কেউ কেউ দলীল প্রমাণের مقدمات বা হেতুবাক্য সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, এ সব হেতুবাক্য যদি গ্রীক তর্ক শাস্ত্রের জটিল কায়দায় হয়, তবে কুরআন নির্দেশিত এ মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা নির্বাচনে তা পরিত্যাজ্য। আল কুরআনের সাথে কিছু সাদৃশ্য থাক্‌লেও গ্রীকদের দার্শনিক তর্ক কৌশলেও হেতুবাক্য সমূহ মূলত কিয়াস বা আরোহ (Deductive) পদ্ধতিতে নির্ণীত। আর এ আরোহ পদ্ধতি কার্যত কুল্লী (كلي)বা সার্বিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা সকল অংশ (جزء)কে তূল্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় উপস্থাপন করা হয়, যা গায়বী তথা অদৃশ্য জগতের। তার সাদৃশ্য খুঁজে কিয়াস করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহর গুণাবলী, ফিরিশতা গণের বৈশিষ্ট্য , নূহ (আ.) এর প্লাবন ও ইবরাহীম (আ.) এর অগ্নির ঘটনা।আর আরোহ পদ্ধতি ছাড়াও ইলমে ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান লাভ করার আরো প্রক্রিয়া রয়েছে। যখন ইসতিকরা বা অবরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) অসংখ্য মাধ্যম পরম্পরায় প্রাপ্ত সংবাদ, ওহী জ্ঞান, ইত্যাদি। এজন্য আসমান যমীনে যা কিছু আছে আল কুরআন তা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অবরোহ ও আরোহের সংমিশ্রণে যুক্তি প্রদর্শন করেছে। যেমন গ্রীক দর্শনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হেতুবাক্য ধরা হয়েছে, <u>বস্তু নিজেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আস্‌তে পারে না, বরং তার একটা কারণ থাক্‌তে হয়</u>। এটাই কার্যকারণ তত্ত্ব (Cosmological Theory)।এটা একটা কাল্পনিক বিষয় মাত্র। কিন্তু আল কুরআনে তা ব্যাখ্যা করার জন্য মানব সমাজের সম্মুখে সাধারণভাবে দৃশ্যমান বস্তু ও বিষয় ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণীতে:

"أم خلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ".

অর্থাৎ তারা কি আপনা-আপনি সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না"(সূরা আত্-তূর:৩৫-৩৬)।

www.amarboi.org

অতএব কুরআনিক যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতিতে শুধু কাল্পনিকতার আশ্রয় নেয়া হয়নি। বরং বাস্তবে দৃশ্যমান বস্তুও সুসমন্বিত করে উপস্থাপিত হয়।

আল -কুরআনের এ ধরনের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল সাবলীল ও ফলিত।এটাই উত্তম পদ্ধতি ও কার্যকর। তাই এটাই দা'ঈর জন্য সর্বোত্তম পন্থা। এমনকি জুবায়ের ইবন মাত্'আম উক্ত আয়াতটির প্রভাব সম্পর্কে বলেন:

"كاد قلبي يطير وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلبي"

অর্থাৎ (আয়াতটি শুনবার পর) আমার অন্তর প্রায় উড়ো দিচ্ছিল। আর তখনই প্রথমবারের মত ইসলাম আমার অন্তরে জায়গা করে নিল।[২০২]

স্মর্তব্য, তাই বলে এমন নয় যে, মুসলিম তার্কিকগণ যুক্তি তর্কে মুকাদ্দামা বা হেতুবাক্যসমূহ এবং বিতর্কে সিদ্ধান্তকরণের আশ্রয় নিবেন না। অবশ্যই নিবেন। তবে তার ধরন হওয়া উচিৎ কুরআনিক ভাবে । ভাব- ব্যঞ্জনায় কোন ত্রুটি ছাড়াই আল কুরআনে মানুষকে হেদায়েত করার লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় বাকরীতি অনুসরণ করা হয়। যাতে ভাব অর্থের গভীরত্ব, সুতীক্ষ্ম রূপায়ণ, অত্যন্ত সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী উপস্হাপন, ইত্যাদি সুষ্ঠু সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য আকারে সমাহার ঘটানো হয়েছে।এমনকি আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করেন, ইসলামী তার্কিকগণ সূরা হজ্জের প্রথম দিকে ক'টি আয়াত থেকে তার্কিক কায়দায় দশটি মুকাদ্দামা ও পাঁচটি সিদ্ধান্ত বের করেছেন।[২০৩]

পঞ্চমত: কেউ কেউ বিতর্কের হেতুবাক্যসমূহ অন্তত প্রতিপক্ষের কাছে স্বীকৃত হলেও তা ব্যবহারের কথা বলেছেন সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণে। যেমন আল্লামাহ ফখরুদ্দীন রাযী ও নিসাপুরীর অভিমত। কিন্তু যে হেতুবাক্যসমূহ সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর নয়, এ ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করার অনুমিতি নেই। একমাত্র প্রতিপক্ষের কথার স্ববিরোধিতা তুলে ধরার ক্ষেত্রেই তার নিকট স্বীকৃত হেতুবাক্য ব্যবহার করা যাবে।

মোট কথা, মুজাদালা বিল লাতী হিয়া আহসান বা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা বল্‌তে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন বুঝায়। সর্বোত্তম বল্‌তে গেলে তিন ধরনের পন্থা বের হয়ে আসে। প্রথমত: যা উত্তম নয় বা মন্দ, দ্বিতীয়ত: উত্তম, তৃতীয়ত: সর্বোত্তম।

মন্দ মুজাদালা হল যা খারাপ উদ্দেশ্য তথা মিথ্যা প্রতিষ্ঠা কিংবা তর্কের জন্য তর্ক এবং খারাপ পন্থায় করা হয়।

উত্তম পন্থা বল্‌তে যা ভাল উদ্দেশ্য তথা সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং ভাল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় বটে, কিন্তু যুক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতি ও আচার-আচরণ ভাল নয়।

---

[202] দ্র. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল ইত্‌কান ফী উলূমিল কুরআন* (মিসর: মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী আল হালাবী , ১৩৯৮ হিজরী) ২খ. পৃ-২০৭।

[203] প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ-১৩৫-৩৬।

www.amarboi.org

সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ভাল উদ্দেশ্য ও যুক্তিসহ উপস্থাপন ও আচার আচরণ তথা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চমৎকার পন্থা অবলম্বন। যাতে উভয় পক্ষের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থেকে বিতর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব হয়। অন্তত প্রতিপক্ষের তুলনায় কোন ভাবেই যেন অসুন্দর না হয়। তা হবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। তাহলেই হবে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা। আসলে এটা প্রয়োগের কিছু মূলনীতি রয়েছে। যা মুজাদালাকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যায়। তা অবলম্বন করলেই একমাত্র সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা হতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের মূলনীতি

বিভিন্ন চিন্তা চেতনা, দলা-দলি ও ধর্মের লোকজনের মাঝে সেই প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে মুজাদালা বা তর্ক বিতর্ক চলে আস্ছে। বরং এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উত্থানের সূচনা লগ্ন থেকেই এর উৎপত্তি। এমনকি এ মানব সমাজ সৃজনের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টিকর্তা ও ফেরেশতাগণের মাঝে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, আদমকে সেজদা করার নির্দেশের প্রেক্ষাপটে ইবলিসও আল্লাহ্র সাথে বিতর্কের অবতারণা করেছিল। পরবর্তীতে আদম তনয়দ্বয়ও পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। [২০৪] ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আম্বিয়া কেরাম (আ.)ও তাঁদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মুজাদালার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন হযরত নূহ (আ.) এর যুগে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকমুখেই ধ্বনিত হয়েছে:

"قد جادلتنا فأكثرت جدالنا".

অর্থাৎ তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ। আর তা অতিমাত্রায় করেছ"(সূরা হূদ:৩২)।

আর মানব সমাজও প্রকৃতিগত ভাবে তর্ক প্রিয়। তাদের মনে লালিত চিন্তা ধারাকে মনে মনে যৌক্তিক করা, অন্যের কাছে ব্যক্ত করে তা যৌক্তিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস তাদের স্বভাব সুলভ ব্যাপার।এজন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে:

"وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا".

"আর মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়"(সূরা কাহ্ফ:৫৪)। তাই আবহমান কাল থেকে মানব সমাজে তর্ক বিতর্ক চলে আস্ছে। বিশেষত 'আকীদা বিশ্বাস ধর্ম হলে তো কথাই নেই। কারণ মানুষ যা বিশ্বাস করে, তা সহজে পরিবর্তন করতে চায় না। তখনই তর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। তার জ্ঞানের পরিধি যা-ই হোক না কেন। তবে কখনো নিজের জ্ঞানের বাহাদুরী দেখাতে, অথবা প্রতীত ধারণাকে প্রাধান্য দিতে তর্ক শুরু করে দেয়। হয়ত বা কেউ কেউ না জেনে, না শুনেই তর্কে লিপ্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাক-চতুরতা প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার

---

[২০৪] দ্র. সূরা বাকারাঃ ৩০-৩২, সূরা আরাফঃ ১১-১৮, সূরা মায়িদা :২৭-৩০।

www.amarboi.org

চেষ্টা করে। এতে সে খুবই আনন্দ পায়।বরং কেউ কেউ এটাকে হার-জিত সুলভ একটা বিনোদন মূলক খেলা মনে করে।

কথিত আছে, প্রাচীন গ্রীকরা বাকযুদ্ধকে প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসত। এমনকি তারা তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়েও তর্কে লিপ্ত হত। তাদের ধারণা এর মাধ্যমে তর্কিত বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করা সম্ভব। আর এটা তাদের নিকট জ্ঞান চর্চার মাধ্যমও বটে।

যা'হোক তর্কের মাধ্যমে আলোচনায় অনেক ভাল ভাল দিক ফুটে উঠতেও পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে তর্কের একটা নেতিবাচক দিকও আছে। কারণ এতে পরস্পর ভালবাসা ও সম্মান বোধ হ্রাস পায়। এমনকি শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান তেমনি হারিয়ে যায় যেমনি লবন পানিতে হারিয়ে যায়। সম্পর্কে চিড় ধরে। তিক্ত হয়ে উঠে। অনেক সময় বাক যুদ্ধ থেকে অস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। প্রীতি,ভালবাসা নষ্ট হয়। যাহোক, এর নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক নিয়ে পরে আলোচনায় আসছি। এর প্রভাব যা-ই হোক না কেন কিছু কিছু মূলনীতি আছে, যা অনুসরণ করলে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। তাতে ইতিবাচক ফলাফল লাভের সম্ভাবনাই বেশী। নিম্নে সে ধরনের ক'টি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো।

১ . সত্যকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে বিতর্ক করা

সত্যের প্রতি মানুষের স্বভাবত একটা আকর্ষণ থাকে। এ জন্য বৈষয়িক কোন কারণে তা না মানলেও এর যথার্থতাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। অন্তরে আড়ালে সমর্থন করে। সত্যের সম্মুখে বাতিল হল দুর্বল। তাই সত্যের জন্য বিতর্ক ঝগড়া ঝাটি থেকে অনেক নিরাপদ। তাছাড়া, আল্লাহ সত্য ,তাঁর দ্বীন ইসলাম সত্য। এ সত্যকে বিজয়ী করার জন্য একমাত্র মুজাদালা চল্তে পারে বাতিলকে পরাস্ত করার জন্য।কিন্তু বাতিল কে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মুজাদালা করে কাফেররাই। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে:

"وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا".

" আমি রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে। তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ায় উদ্দেশ্যে এবং আমার নিদর্শনাবলীও যদ্দারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সে গুলোকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করেছে"(সূরা কাহফ: ৫৬)।

সুতরাং সত্য নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, মিথ্যাকে বিজয়ী করা মুসলিম স্বভাবের পরিপন্থী।একজন মু'মিন কখনো তা করতে পারে না।তাই সত্যের দা'ঈকে মুজাদালার পূর্বে নিয়্যত সহীহ করতে হবে, তার উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে।

২. উপপাদ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলীল প্রমাণ সহ তর্কে অবতরণ

www.amarboi.org

বিতর্ককারী দা'ঈ উপপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও দলীল প্রমাণ ব্যতীত কখনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না, হওয়া জায়েজ নয়। যারা উদ্দিষ্ট জ্ঞান ও দলীল প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে আল কুরআনে তাদের কাজে নিন্দা জানানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

"হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা কি বুঝনা? শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার তোমরা যে বিষয়ে কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? আল্লাহই জানেন আর তোমরাই জানতেছ না"(সূরা আল 'ইমরানঃ৬৫-৬৬)। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন,

"ومن الناس من يجادل فى سبيل الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد".

অর্থাৎ "কতক মানুষ অজ্ঞান বশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে"(সূরা হজ্জঃ৩)।

অতএব দা'ঈ যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। আর যুক্তি প্রমাণ ছাড়া তর্কে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ হতে পারে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে সত্যের পক্ষের হয়েও শুধু যুক্তি না জানার কারণে তিনি হেরে যাবেন এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী।

৪. তর্কে লিপ্ত প্রতিপক্ষদের অবস্থাভেদে পদক্ষেপ গ্রহণ

মুজাদালা সর্বোত্তম পন্থায় হওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটি হিকমতপূর্ণ বিষয় যে, প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা অবস্থা ভেদে ভাব ভাষা ভিন্ন হয়। আর এটাই হল কুরআনের পদ্ধতি। তাই দেখা যায় যখন পৌত্তলিক মুশরিকদের সাথে মুজাদালা করা হয় তখন পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়ের লোকদের কি করতে গিয়ে কি পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার দিকেই বর্তমান মুশরিকদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরা হয়। কিন্তু যখন ইয়াহুদী নাসারা তথা আহলে কিতাবের সাথে মুজাদালা হয়, তখন তাদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও ভুল পন্থা সংশোধন ও মিথ্যা দাবীর খণ্ডন করা হয় তারা কিতাবী জ্ঞানের অধিকারী। যেমন পূর্বে উল্লেখিত একটি আয়াতে দেখেছি তারা যখন ইবরাহীমী হওয়ার দাবী করে, তখন তা খণ্ডন করে বলা হয়ঃ

"وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده".

অর্থাৎ "তাওরাত ইঞ্জীল তো তাঁর পরে নাযিল করা হয়"শেষে বলা হয়ঃ

"ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين".

www.amarboi.org

অর্থাৎ ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না বা নাসরানীও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্তে মুসলিম, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"(সূরা আল - 'ইমরান: ৬৫)।

এমনিভাবে যখন মুনাফেকদের সাথে মুজাদালা করতে হয়, তখন শক্ত ভূমিকা নেয়া হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন হুমকি ধামকিও দেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون".

অর্থাৎ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে , আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান আনব বেকাদেরই মত। মনে রেখো, প্রকৃত পক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না"(সূরা বাকারা:১১-১৩)।

সুতরাং দা'ঈ যে তার প্রতিপক্ষের ধর্ম 'আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা- চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিমাপ করে সে অনুসারে তর্ক করতে হবে। প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে তার সাথে তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়।

৫. তর্ক পরিবেশকে অন্ধ সমর্থন মুক্ত বলে ঘোষণা দান

তর্কে পক্ষ বিপক্ষ উভয়ে কোন রকম তা'আস্‌সুব তথা স্বীয় পূর্ব মতকে যুক্তিহীনভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত থাক্‌বে এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে বিতর্কের পরিবেশ সুষ্ঠু করা দরকার। তাহলে অযথা সময় নষ্ট হবে না বরং সত্য স্পষ্ট হয়ে গেলে প্রতিপক্ষ সহজে তা মেনে নিতে সহায়ক হবে। তাছাড়া, এটা তার অন্তর স্পর্শ করবে। এতে তার আদব আখলাক সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ জন্য দেখা যায় আল কুরআনে বলা হয়:

"قــل مــن يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلي هدى أوفي ضلال مبين".

"বলুন , নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন, আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি বা আছ" ? (সূরা সাবা:২৪)।

এ আয়াতের শেষাংশে আমরা অথবা তোমরা বলে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়নি যে, প্রতিপক্ষ বিভ্রান্তি বা গোমরাহীতে আছে। বরং তার সম্মানে আঘাত না দিয়ে তাকে উত্তেজিত না করে নিরপেক্ষ সুরে কথাটি উপস্থাপন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলাও জানেন আর স্বীয় নবী (আ.) ও তাঁর অনুসারীরাও জানেন যে, তাওহীদপন্থীরাই সত্যপন্থী। তারপরও "অথবা" দিয়ে উপস্থাপন করে

www.amarboi.org

শিরকপন্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এটা চরম নিরপেক্ষ বচন, যা প্রতিপক্ষের মাঝে তাআস্‌সুবের গিরা খোলে দেয়। এর বীজ মূলোৎপাটন করে থাকে।

৬. বিতর্কে প্রচলিত ও সঠিক বশিঃকরণ পদ্ধতি অবলম্বন

বিতর্কে অবতরণের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এর পদ্ধতি হলো মূলত দু ধারায়:

ক. কোন কিছু দাবী করা হলে তার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

খ. কোন কিছু উদ্ধৃতি দিলে তার শুদ্ধতা প্রমাণ করতে হবে যে, এর উৎস ঠিক এবং যে ক্ষেত্রে যে জন্য তা ব্যবহৃত হচ্ছে তাও যথার্থ। এ মর্মে 'আল্লামা 'আযদুল মিল্লাহ ওয়াদ্-দীন বলেন:

"إن كنت ناقلا فيجب أن يطلب الصحة، فإن كنت مدعيا فيطلب الدليل".

" আপনি কোন কিছু নকল করলে তথা উদ্ধৃতি দিলে তা সহীহ কি না, তা তালাশ করার প্রয়োজন বা অধিকার আছে। আর কোন কিছু দাবী করলে তার স্বপক্ষে দলীল চাওয়ার অধিকার আছে।[২০৫]

তবে এখানে উল্লেখ্য, এটা দাবী করা ঠিক নয় যে, এ সব পদ্ধতি তার্কিকগণ নতুন আবিষ্কার করেছেন। বরং তা আল- কুরআনের এসেছে। যথা

ক. আল্লাহর বাণী- "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".

"ওরা বলে, ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান ব্যতীত কেউ বেহেশতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর"(সূরা বাকারা:১১১)।

এখানে দাবীর পক্ষে দলীল প্রমাণ চাওয়া হয়।

খ. ইয়াহুদীরা যখন কিছু কিছু খাদ্য নিজেদের উপর হারাম করেছিল এই বলে যে, এটা তাওরাতের শরীয়ত অনুসারে, তখন তা খণ্ডনে আল কুরআনে বলা হয়:

"كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين".

"তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত পরিচিত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল।আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তা হলে তাওরাত নিয়ে আস এবং পাঠ কর"(সূরা আল ইমরান:৯৩)। এখানে দেখা গেছে প্রতিপক্ষ

---

[205] মোল্লা 'ইসাম, *শরহ 'ইসাম 'আলা আল 'আযদিয়া* (মুনাযারা রশীদিয়ার পরিশিষ্টে সংযুক্ত)পৃ-২-৩।

www.amarboi.org

ইয়াহুদীরা যে উৎসের উদ্ধৃতি দিচ্ছিল, তা এনে ঐ উদ্ধৃতির পরীক্ষা করার আহবান জানানো হয়।

এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তি খণ্ডন করে তাকে বশে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৭. যুক্তি কৌশলে বৈচিত্র্যময় স্টাইল অবলম্বন

যুক্তি উপস্থাপন কৌশলে বিভিন্ন রকম স্টাইল (أسلوب)বা ধরন আছে। যুক্তি খণ্ডন, মত প্রতিষ্ঠা ও বিতর্ককে প্রাণবন্ত ও সর্বোত্তম করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা উচিৎ। নিম্নে এগুলোর ক'টি উল্লেখ্য:

ক. বিন্যাসী সমীক্ষণ (السبر والتقسيم):

এর অর্থ হল উদ্দিষ্ট বিষয়টির হুকুমের কারণ বা হেতু নির্ধারণে একে বিভাজন করা। অতঃপর বিভাজিত অংশের হেতুর সঙ্গে প্রতিপক্ষের মতের হেতুর সমীক্ষণ করে তার মত খণ্ডন করা যে, এ সকল হেতুর সঙ্গে তার উপস্থাপিত বিষয়ের হেতুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এ ধরনের একটা স্টাইল আল কুরআনের পাওয়া যায়। যথা আল্লাহর বাণীতে:

"ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل أالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين".

"সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন : তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না"(সূরা আন'আম:১৪৩-১৪৪)।

আরবের মুশরিকরা কিছু পশুর মাদী, কিছু পশুর নর, আবার কিছুর বাচ্চাকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। এটা খণ্ডন করতে গিয়ে ভোজ্য পশু গুলোর মধ্যে বিভাজন করে হারাম হওয়ার হেতু নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। এগুলো হারাম হল মাদী হওয়ার জন্যে, না নর, কিংবা বাচ্চা। সুতরাং উপরোক্ত ত্রিবিধ কোন কারণেই তা হারাম করা হয়নি। তাহলে বাকী থাকে একটা দিক। তা'হলো

www.amarboi.org

তারা আল্লাহর কোন নির্দেশ পেয়েছে। আর তাও না। কারণ তাদের মাঝে কোন নবী (আ.)ও আসেননি।এভাবে বিভাজন করে প্রমাণ করা হয় যে, তাদের কিছু কিছুকে হারামকরণ নীতিটি অযৌক্তিক"।[২০৬]

খ. আরোহ পদ্ধতি (Deductive বা قياسي):

কোন স্বতঃসিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে সাদৃশ্য অনুমানে অপর আরেকটি সিদ্ধান্তে পৌছাই আরোহনীতি। আল কুরআনে আল্লাহর বাণী:

"وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلي وهو الخلاق العليم".

"সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়।সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সে গুলো পচে গলে যাবে ? বলুন, যিনি প্রথমবার সে গুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্ব প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ"(সূরা ইয়া-সীন:৭৮-৮১)।

অত্র আয়াতে আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয় যে, কোন মানুষকে সৃষ্টির পূর্বে তার কোন নমুনাই ছিল না। কিন্তু তাকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এখন তার একটা অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। তাই মৃত্যুর পর সব কিছু বিনাশ হয়ে গেলেও তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা যাবে তথা পুনরুত্থান সম্ভব। তাছাড়া সবুজ তথা রসালো গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি এবং বিশাল আসমান যমীন সৃষ্টির ক্ষমতার সাদৃশ্য ও সম্ভাব্যতাও তুলে ধরা হয়।

গ. অবরোহ পদ্ধতি(inductive Method বা طريق استقرائى):

এটা বিভিন্ন উপকরণ ও বিষয় বস্তুর কথা তুলে ধরে সে গুলোর ভাব বা হেতু নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এটা আরোহ পদ্ধতির বিপরীত। আল কুরআনে অসংখ্য নিদর্শনাবলী উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ গুলোর সৃষ্টিকর্তাকে? তিনি হলেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা।

ঘ. আবর্তন(Conversion বা انتقال):

অর্থাৎ প্রতিপক্ষ কোন হেতু বাক্য তথা দলীল বুঝতে সক্ষম না হলে কিংবা কোন সংশয় উপস্থাপন করলে তৎপর্যায়ে অন্য কোন দলীল বা হেতু বাক্য ব্যবহার

---

[206] দ্র. আল্লামা সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ.১৭৩-১৭৪.

www.amarboi.org

করা। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সমকালীন বিশ্বে সম্রাট নমরূদের সাথে এমনটিই করে ছিলেন। যা আল কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে:

"الــم تر إلى الذي حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال انا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين".

"তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্‌রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিগন্ত থেকে উদিত কর দেখি। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না"(সূরা বাকারা:২৫৮)।

তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে এসেছে যে, নমরূদ দু'জন কয়েদী এনে একজনকে হত্যা এবং অপর জনকে ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল, "দেখ আমি জীবন, মৃত্যু দিতে পারি"। কিন্তু আস্‌লে তা পারে না, কারণ সে কোন মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নয়। এমনকি সে নিজেকেও নয়। কিন্তু এ দলীলের হেতু বাক্য বুঝতে না পেরে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তখন ইব্‌রাহীম (আ.) অন্য দলীল পেশ করেন যে, আমার প্রভূ সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে অস্ত করান তুমি তার উল্টোটা কর দেখি।তখন সে লা জাওয়াব হয়ে যায়।

ঙ. ইঙ্গিতবহ উহ্যমান আরোহমালা (الأقيسة الإضمارية)

এর অর্থ হল একাধিক মুকাদ্দামা বা হেতুবাক্যসর্বস্ব যুক্তি উল্লেখ করে এক দুটি উহ্য রেখে ইশারায় ছেড়ে দেয়া। এতে প্রতিপক্ষ সরাসরি আঘাত পাবে না। কিন্তু ভাব বুঝে স্বীয় মত প্রত্যাহার করতে পারে।যেমন আল্লাহর বাণী:

"إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ".

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট এর উদাহরণ আদমের সাথে দেয়া যায় তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন"(সূরা আল 'ইমরান: ৫৯)।

এখানে হেতুবাক্য হিসেবে শুধু উভয়কে মাটি থেকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়। তেমনি ভাবে উভয়কে পিতৃহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়। বরং আদম (আ.) এর পিতা মাতা উভয়ই নেই। এটা একটা হেতু। আরেকটা হেতু হল শুধু পিতা না থাকায় যদি ঈসা (আ.) ইলাহ হতে পারেন, তবে আদম (আ.) তা হওয়ার জন্য অধিক যোগ্য। কারণ তার পিতা মাতা কেউই নেই। অতএব সিদ্ধান্ত হল ঈসা (আ.) ইলাহ নন। এভাবে খৃস্টানদের মত খণ্ডন করা হয়।

www.amarboi.org

চ. প্রতিকল্পিক বচন (التسليم الافتراضى)

অর্থাৎ একটা বিষয় তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এটা ঠিক।কিন্তু পরক্ষণে দেখানো হয় যে, এটা যথার্থ ভাবে সঠিক ধরলে অন্য আরেকটা বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে হবে। অতএব কল্পিত বিষয়টি যথার্থ নয়। আল কুরআনের এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

"ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون".

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাক্‌লে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি যে ধংস করার কাজে ব্যস্ত থাক্‌ত এবং একজন অন্য জনের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। তারা যা বলে এ থেকে আল্লাহ পবিত্র"(সূরা মুমিনুনঃ৯১)।

ছ. একাত্মতা প্রদর্শনমূলক সম্বন্ধীয় অবৈধতা ঘোষণা(مجـارة الخصم لتتبين عثرته)

এর অর্থ হল প্রতিপক্ষের হেতুবাক্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সে একে যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে তার অসম্বন্ধীয়তা তুলে ধরে যুক্তিকে অবৈধ (نقـض) ঘোষণা। এজন্য আল কুরআনে দেখা যায়. যখন কাফেররা আল্লাহর রাসূলগণকে এ বলে অস্বীকার করত যে, "إن أنـتم إلا بشـر مثلنا." " তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ"। তখন রাসূলগণ বল্‌তেনঃ

"إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده".

আমরা তোমাদের মতই মানুষ। তবে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে (রেসালাত)দান করেন"(সূরা ইব্‌রাহীমঃ১০-১১)।

এ ধরনের আরো অনেক স্টাইল রয়েছে যেমনঃ উপমানুমান বা উপমাযুক্তি (Argument by Analogy বা تمثـيل), কাহিনী ব্যবহার(الأسـلوب القصصـي)বা বিপরীত মুখী আরোহ(قياس الخلف) সাপেক্ষবচন(الاستفهام التقريري) স্বীকৃত বক্তব্যে সমীকরণ(الإسجال), বিপরীত হেতু প্রমাণ (إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها)ইত্যাদি। এসব প্রয়োগ করে বিতর্কে বৈচিত্র্য আন্‌তে সক্ষম হলে দা'ঈর বিতর্ককর্ম সফল ও বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

৮. তর্কে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈপরিত্যমূলক কথা ও কাজ পরিত্যাজ্য

হকের দা'ঈ যে বিষয়ে তর্ক করছেন তার বিপরীতধর্মী কোন কথা বা কাজ করা উচিৎ নয়। অন্যথায় তিনি ব্যর্থ হবেন। কারণ প্রতিপক্ষ তাকে এ নিয়ে হালকা করে দিতে পারে। যেমন কুরআনের এ ধরনের নীতি অনুসরণ করা হয়। যখন

www.amarboi.org

ইয়াহুদীরা বলত আমরা নবীগণের অনুসারী। তখন তাদেরকে বলা হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে কেন ? এমনি ভাবে যখন বিরোধী পক্ষ মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)কে নবী মানা সত্ত্বেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)কে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করত আর বলত:

" مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق".

"কি হল এ রাসূল খাদ্য ভক্ষণ করে এবং বাজারে হাঁটা চলা করে"(সূরা ফুরকান:৭)। তখন এর উত্তরে আল কুরআনে বলা হয়"

"وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق".

"আপনার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি তারা অবশ্যই খাদ্য খেত এবং বাজার সমূহে হাঁটা চলা করত"(সূরা ফুরকান:১০)।

৯. যুক্তি প্রমাণে স্ববিরোধিতা না থাকা

যেমন মুশরিকরা তাদের তর্কে আল কুরআনকে বলে ফেলে "سحر مستمر" সতত প্রবহমান যাদু"(সূরা কামার: ২)। অথচ এটা সঠিক নয়। কারণ যা যাদু তা স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী।

৯. ভ্রান্ত হেতুর উপর নির্ভর করা যাবে না

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কাফেররা বাতিল দ্বারা তর্ক করে। কিন্তু একজন মুসলিম তা কখনো করতে পারেন না। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকপন্থীদের যুক্তি-প্রমাণ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা সাধারণ তর্কবিশারদদের মত দা'ওয়াতের ব্যাপারে ব্যক্তির কোন ভুল সিদ্ধান্তকে যুক্তির ভিত্তি বানাতেন না। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত আকীদা পোষন করে থাকে তাহলে এর সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার একটি ভ্রান্তির কারণে তাকে আরো কতগুলো ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা যেতে পারেনা। যে ব্যক্তি নিজের সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিরুত্তর করিয়ে দিতে চায়, অথবা তাকে নিজের যুক্তির সামনে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে চায়, অথবা তাকে কোন ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চায়-তার যুক্তির পন্থার মধ্যে অনেকাংশে এই উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু হকপন্থীরা কখনো এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেনা।

আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদগণ সাধারণত যে ভুল করেছেন তা হচ্ছে- ইসলামের কোন মূলনীতির সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা যখন নিজেদের কোন ভিত্তি কায়েম করতে পারেননি, তখন অন্যদের কোন মতবাদ ও ধারণাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তার ওপর নিজেদের কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এ ধরনের ভ্রান্ত ওকালতির ফলে ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে, ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতার ফলে তা এতটা ক্ষতি হয়নি। ইসলামের কোন মূলনীতি সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা যাচ্ছে না এর কারণ এই নয় যে, খোদা-নাখাস্তা ইসলামের মূলনীতিসমূহের সত্যতার সপক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তিই বর্তমান নেই। বরং এর কারণ শুধু এই যে, পেশাদার তার্কিকগণ

www.amarboi.org

অপ্রাকৃতিক বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিজেদের রুচিকে এতটা বিকৃত করে ফেলেছে যে, তারা ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছে।[২০৭]

১০. যুক্তি প্রমাণের সাধারণতা বজায় রাখতে হবেঃ

যুক্তি এবং দলীল-প্রমাণ বাতাস এবং পানির মত একটি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিটি মানুষ সঠিক পন্থায় জীবনযাপন করার জন্য ঈমানের মুখাপেক্ষী। মজবুত ঈমান শক্তিশালী দলীল ছাড়া অর্জিত হতে পারেনা। তাই দলীল-প্রমাণের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন।

এক. দলীল-প্রমাণের পদ্ধতি এতটা স্বভাব-সুলভ এবং সহজ সরল হতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি যেভাবে নিজের প্রয়োজন মাফিক যমীন এবং শূন্যলোকের সম্পদ আবহাওয়া থেকে বাতাস এবং পানি সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে তার কোন বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না, অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যক্তি যমীন ও আসমানের নিদর্শনসমূহ থেকে নিজের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য যত পরিমাণ ইচ্ছা দলীল-প্রমাণ খুজে নেবে এবং এ প্রসংগে তাকে চিন্তা-গবেষণা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

দুই. মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য যেভাবে তার পানের পানি নির্মল হওয়া এবং যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তা বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপ ভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতার জন্য সে যে দলীল থেকে জীবন যাপনের মূলনীতি লাভ করছে তা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এবং পাক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই দুটি জিনিস অর্জন করার জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকের আহবানকারীগণের পন্থা এই ছিল যে, তাঁরা এক দিকে যুক্তিপ্রমাণের কৃত্রিম পন্থা থেকে দূরে থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বের করে নিয়েছেন। কোন জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে উন্নত হয়ে গেলে তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণের যে কৃত্রিম পন্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি বিশেষ পেশাদার গোষ্ঠী ছাড়া অন্যরা তা থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারেনা। যেমন ইবরাহীম (আ.) এর সমসাময়িক তার্কিক সমাজও পরবর্তীতে গ্রীক দার্শনিক গোষ্ঠীর কথা বলা যায়। নবীগণ(আ.) এবং হকের আহবানকারীগণ এ ধরনের কৃত্রিম পন্থা থেকে দূরে থেকেছেন। অপরদিকে যেসব জিনিস দলীল-প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাঁরা এগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে যেগুলো অবাস্তব জিনিসের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত প্রমাণিত হয়েছে, কেবল সে-গুলোকে তাঁরা দলীল-প্রমাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছেন।[২০৮]

এ ধরনের সাধারণত সহজ , সরল, সাবলীলতা আল কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল স্তরের মানুষ তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে একই আয়াত থেকে কিছু না কিছু উপকৃত হয়। তাই ইসলামের দা'ঈকেও তাঁর যুক্তি কৌশলে এ নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত

---

[207] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ,প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯-১০। .

[208] মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত,পৃ-১০৩।

www.amarboi.org

ইব্‌রাহীম (আ.) এর বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যায়। এর সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল , যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়-অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। কেননা; এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তারা দার্শনিকসুলভ সত্যাসত্যের পেছনে বেশী পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্যে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।[২০৯]

১১. প্রতিপক্ষের ব্যক্তি সম্মানে আঘাত না হানা

সর্বোত্তম মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারিনেই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তা হতে হলে প্রয়োজন বিতর্কের পক্ষে বিপক্ষের পরস্পরে সম্মানবোধ রক্ষা করা। অন্তত ইসলামের দা'ঈকে এ বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। অন্যথায় সর্বোত্তম পন্থায় তা হবে না। প্রতিপক্ষকে কোনভাবে গালি-গালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কুটুক্তি করা,হীন সাব্যস্ত করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ এসব করলে প্রতিপক্ষ মনে মনে রেগে যাবে। তারপর দা'ঈ যত ভাল যুক্তিই প্রদর্শন করুন না কেন প্রতিপক্ষ তা মানতে চাইবে না।বরং উল্টো সেই গালি-গালাজ শুরু করবে। তখন আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি ফেতনা ফ্যাসাদ হওয়ার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ সমস্ত দিক লক্ষ করেই আল কুরআনে মুসলমানদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون".

"তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে।তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি

---

[২০৯] মুফতী মুহাম্মদ শাফী, *মা'আরেফুল কুরআন*, অনু. মহিউদ্দিন খান (মাদীনা মুনাওয়ারাহ: মাজমা'উ খাদেমিল হারামাইন আশ- শরীফাইন ,তা. বি.) পৃ. ৩৯৩।

www.amarboi.org

তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত"(সূরা আন'আম:১০৮)। হক নিয়ে তর্ক করলে শয়তানও চায় তা পণ্ড করার জন্য। এ মর্মে আল্লাহ পাক ইসলামের দা'ঈগণকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

"وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا".

"আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু"(সূরা বনী ইসরাঈল: ৫৩)।

অতএব প্রতিপক্ষের অতিরিক্ত দম্ভের সম্মুখীন হয়ে যদি কিছু করতেই হয় তবে ইশারা ঈঙ্গিতে, উপমায় অথবা পরোক্ষ ভাবে গল্পের ছলে। তবে তা না করাই শ্রেয়।

১২. নরম মেজাজে সৌহার্দ্য ও প্রীতি বজায় রাখা:

পূর্বেই বলা হয়, মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থার অন্যতম অংশ হল নরম মেযাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতি সুলভ কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চাহনী বিনিময় করা। প্রতিপক্ষের যে কোন কথা বা কাজে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বরণ করতে হবে।

সাইয়্যেদ কুতুব (র.) সর্বোত্তম মুজাদালা ব্যাখ্যায় বলেন- "أي بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح حتى يطمئن إلى الداعي ، ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق ، فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ، وهي لا تنزل عن الرأى الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة ، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس. فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها، والجدل بالحسن هو الذي يطامن من هذه الكبريا الحساسة ويشعر المجادل أن ذاته مصونة، وقيمته كريمة وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها، والاهتداء إليها في سبيل الله ، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر".

এর অর্থ- মুজাদালা করা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ না করে, অপমানিত না করে, মন্দ না বলে, যেন সে দা'ঈর ব্যবহারেও তৃপ্তিলাভ করে এবং সে ধারণা করতে শুরু করে যে, শুধু তর্কে বিজয়ী হওয়াই দা'ঈর লক্ষ্য নয় , বরং তাকে বুঝাতে রাজী করাতে এবং সত্যে উপনীত হতে চাচ্ছে। মানুষের মাঝে তাকাব্বুরী ও এক গুঁয়েমী ভাবে সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা বিদ্যমান। সে যে মতের পক্ষ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয় , সহজে তা থেকে সরে আসে না।একমাত্র প্রীতি সুলভ ভাল ব্যবহারের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। যেন সে পরাস্ত হওয়ার বিষয়টি অনুভবে না আনতে পারে। আর যখন মানুষের কাছে তার মতের মর্যাদার বিষয়টি স্বীয় অন্তরে মিশে যায়,

www.amarboi.org

তখন এ মত প্রত্যাখ্যান করাটা তার জন্য মান সম্মান প্রতিপত্তি ও অস্থিত্ব হারানোর মতই মনে করে। একমাত্র সর্বোত্তম ভাবে মুজাদালা করলেই সেই স্পর্শকাতর তাকাব্বুরী থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। সে অনুভব করবে তার ব্যক্তিত্ব হেফাজত আছে, তার মর্যাদা ও সম্মান যথাযথ ভাবেই রয়েছে। দা'ঈর একমাত্র ইচ্ছা হল সত্য প্রকাশ করা, সে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন পথের সন্ধান দিতে চায় মাত্র। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা বা নিজের মতে প্রাধান্য ও অন্যকে পরাজয় করার মনোবৃত্তি তার নেই।[২১০]

মোটকথা, প্রীতি সুলভ সদাচার সকল ক্ষেত্রেই কল্যাণকর। এটাই হল মানব অন্তঃকরণের চাবিকাটি। হৃদয়ে স্থান লাভ করার সেতু। এ জন্য দেখা যায়, সকল নবী (আ.) সকল ক্ষেত্রে তথা তর্কের ক্ষেত্রেও সে ধরনের ব্যবহার করতেন। যেমন হযরত নূহ (আ) এর সম্প্রদায় তাঁকে বোকা, অজ্ঞ, গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি বলে গালাগালি দিচ্ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) প্রতিউত্তরে বলেছিলেন যা কুরআনে এসেছে:

"وقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول الله رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم."

"হে আমার জাতি, আমার মাঝে কোন গোমরাহী নেই, আমি বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার রাসূল, তোমাদের কাছে আমার সেই প্রভূর পয়গাম পৌঁছাচ্ছি, তোমাদের (কল্যাণে) উপদেশ দিচ্ছি"(সূরা আরাফ: ৬০-৬১)।

অতএব প্রতিপক্ষ যা-ই করুক না কেন, সত্য স্পষ্টকরণ ও তৃপ্তিকর যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের পাশাপাশি দা'ঈকে তর্কের সময় অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত শান্তশিষ্ট থাকতে হবে অকৃত্রিম ভালবাসা মাখা ও প্রীতিসুলভ আচরণ করতে হবে। উচ্চবাচ্য, চেচামেচি , অবজ্ঞা, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা যাবে না।

১৩. পার্শ্বপ্রসঙ্গ ও গৌণবিষয়ে জড়িয়ে না পড়া:

বিতর্কের ক্ষেত্রে দা'ঈর কর্তব্য হল এমন বিষয়াদি এড়িয়ে যাওয়া, যাতে সময় ক্ষেপণ করা, বাক্যব্যয় করা হবে অযথা অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিক। বিতর্কের মূল বিষয়ের বাইরে পার্শ্ব প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রতিপক্ষ সুচতুর হলে কিংবা তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ না থাক্‌লে হয়ত পার্শ্ব প্রসঙ্গ টেনে সে দিকে দা'ঈর দৃষ্টি ফেরাতে সুকৌশলে চেষ্টা করতে পারে। এ ব্যাপারে দা'ঈকে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এ জন্য আসহাবে কাহফ সম্পর্কে আল কুরআনে তেমনিই সতর্ক অবলম্বনের জন্য দিক নির্দেশনা এসেছিল। আসহাবে কাহফের ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে বড়কথা হলো, শত কষ্ট বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান পরিত্যাগ করেননি। আর মহানবী (স.)ও সে শিক্ষার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। তাঁর নিকট একদল ইহুদী মুশরিক এসে সে কাহফ বা গুহাবাসীদের

---

[২১০] সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, ৪খ. পৃ.২২০২।

www.amarboi.org

সংখ্যা সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হতে চাইল। এদের সংখ্যা তিন, কি পাঁচ, না ছয় কিংবা সাত ইত্যাদি। সুতরাং সূরা কাফ্ফে এ বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের বিতর্কের সঠিক ধারা নির্ধারণ করে দেয়া হয় যে, সংখ্যা বড়কথা নয়, মূল বিষয় হল সে ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া।[২১১]

১৪. বুদ্ধিভিত্তিক জব্দকরণমূলক যুক্তির পাশাপাশি আবেগ সঞ্চারী রীতি-নীতি অবলম্বন

প্রতিপক্ষের যুক্তির জবাবে শুধু আবেগ সঞ্চারী কথার উপর নির্ভর করা দা'ঈর উচিৎ নয়। তবে দা'ঈ বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার পাশাপাশি কিছু আবেগ সঞ্চারী বক্তব্য বা ভাব প্রকাশে উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ এতে প্রতিপক্ষের অন্তরে অহমের গিট খুলে যাবে, আর তখন দা'ঈর মতামত মেনে নিতে তার জন্য সহজ হবে।

অনেক সময় ঘটনা বর্ণনার ছলে বা উপমা উদাহরণের মাধ্যমে একটি যুক্তি বা বক্তব্য পেশ করলে শ্রোতার মন যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পূর্বেই বর্ণনার চমৎকারিত্যে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এহেন মুহূর্তে তার অবচেতন মনে দা'ঈর প্রতি একটা ইতিবাচক ভাব জন্ম নিতে থাকে। এটা মানব অন্তঃকরণের এক বিস্ময়কর গোপন রহস্য। অনেক সময় ব্যক্তি তার অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ও অজ্ঞাতসারেই তা ওটা ঘটে যায়।

এ ক্ষেত্রে আল কুরআনে অনেক নমুনা পাওয়া যায়। মুশরিকদের সাথে বিতর্কে দেখা গেছে, আল কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের দা'ওয়াত অস্বীকারকারীদের মাঝে বিতর্কমূলক ঘটনাগুলো বর্ণনার ছলে চমৎকার ভাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মুজাদালা, হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তারকা পূজারীদের সাথে মুজাদালা, পূর্বোল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)ও নমরূদের মাঝে মুজাদালা, হযরত মূসা (আ.)ও ফের'আউনের মাঝে সংঘটিত মুজাদালা, ইত্যাদি। এজন্য আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"فاقصص القصص لعلهم يتفكرون".

"আপনি কিস্সা বর্ণনা করুন, হয়ত তারা চিন্তা ভাবনা করবে"(সূরা আরাফ:১৭৬)। আর ঘটনা বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে তাফাক্কুর বা চিন্তাভাবনা করার বিষয়টি বুদ্ধিগত ,যা কাহিনী বর্ণনা তথা আবেগ সঞ্চারী বিষয়ের সাথে সুসমন্বিত করা হয়েছে।

তেমনিভাবে মুজাদালায় উপমা পেশের নমুনাও রয়েছে। যেমন মুশরিকদের সাথে যুক্তি তর্কে আল কুরআনে বলা হয়ঃ

"يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه شيئا ضعف الطالب والمطلوب".

---

[২১১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা কাহ্ফ:২২-২৩।

www.amarboi.org

"হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আরাধনা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ে কতই না দুর্বল"(সূরা হজ্ব:৭৩)।

এমনিভাবে আল কুরআনে মুজাদালায় 'ওয়াদা (বেহেশতের সুসংবাদ) ও ও'য়ীদ (দোযখের ভীতি প্রদর্শন) করা হয়েছে। এতে কখনো বেহেশত দোযখ বাসীদের মাঝে কথোকপকথন পেশ করা হয়েছে। কখনো সরাসরি ধমক দেয়া হয়েছে। এ মর্মে দেখা যায় ফের'আউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এক মর্দে মু'মিনের মুজাদালার শেষে বলেন:

"ويا قوم مالي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار".

"আর হে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন! কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান করছি, আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে আহবান করছ"(সূরা মু'মিন:৪১)।

আর এভাবে হযরত মূসা (আ.) যখন যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতা তথা ফলিত মুজাদালায় অংশ গ্রহণ করার পূর্বেই তাদের আত্মশক্তি দুর্বল করে দেন যা আল কুরআনের এসেছে:

"قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى".

"মূসা তাদেরকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের: তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্‌ভাবন করে, সে-ই বিফল মনোরথ হয়েছে"(সূরা ত্বোয়া-হা:৬১)।

এভাবে শেষোবধি দেখা গেল, যাদুকরবৃন্দ প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মূসা (আ.) এর দ্বীন কবুল করে নিল।

সুতরাং বিতর্ককারী দা'ঈ জব্দকারী যুক্তি পেশের পাশাপাশি আবেগ অনুভূতিতে নাড়া দানকারী রীতিনীতির সুসমন্বয় ঘটালে তার বিতর্ক অধিক ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

১৫. ঐক্য সূত্র সন্ধান ও উভয় পক্ষের সমর্থিত হেতুবাক্যের স্বীকৃতি দান

দা'ঈকে নিজ প্রতিপক্ষের মধ্যে ঐক্যসূত্র অন্বেষণ করে তাকে আলোচনা ও যুক্তির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বিতর্কে প্রতিটি ক্ষেত্রে অযথা নিজেদের একাকিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা উচিত নয়। মানব জাতি নিজেদের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে যতই অমিল এবং বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিগোচর হোক না কেন, কিন্তু তাদের এই অমিল এবং বিক্ষিপ্ততার গভীরে এমন অসংখ্য মূলনীতি ও 'আকীদা-বিশ্বাস পাওয়া যাবে যেখানে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম-বিধান, ইতিহাসের সিদ্ধান্তসমূহ, স্বভাব -প্রকৃতির বিশ্বাস এবং নৈতিকতার মৌলিক

www.amarboi.org

বিধানের মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যে সম্পর্কে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং আরব-অনারব সবাই একই দৃষ্টিভংগী পোষণ করে। যদি এগুলোকে যুক্তির ভিত্তি বানিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে ধীরস্থির প্রকৃতির লোকেরা এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বীকার করে নিতে ইতঃস্তত করবে না। জীবনের যেসব নীতিমালায় উভয়ের অংশীদারিত্ব রয়েছে তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে যেসব মতবিরোধ দেখা দেয় তার অধিকাংশই কুবুদ্ধি এবং গোঁড়ামীর কারণে সৃষ্টি হয়। আন্তারিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি এসব বিরোধ দূর করা যায়, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এসব মূলনীতিকে সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতে থাকবে।

নবী রসূলগণ সব সময় এই পদ্ধতিকেই যুক্তি-প্রমাণ পেশের জন্য অবলম্বন করে আসছেন।[২১২] আরব মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের সামনে নবী(সা) যে ভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন মজীদে বর্তমান রয়েছে।

এজন্য দেখা যায় আরব মুশরিকরা যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করত সেহেতু তাদের সাথে তর্কে এ বিন্দু থেকেই যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হত।

যথা আল্লাহর বাণী:

أندادا". "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له

"বলুন, তোমরা তাঁর সাথে কুফরী করছ, যিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা তার সাথে অনেক সমকক্ষ ধার করাচ্ছ"(সূরা হা-মীম- সেজদা:৯)। এভাবে মহানবী (স.)ও স্বীয় অনুসারী দা'ঈগণকে ঐক্যসূত্র শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হয়:

"ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله"

"যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ"(সূরা লুকমান:২৫)। তেমনিভাবে আহলে কিতাবের সাথে মুজাদালায় আল কুরআনে আহবান করা হয় এভাবে:

"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون".

"আপনি বলুন, হে আহলি কিতাব! তোমরা এসো এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহর ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর এই দা'ওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয়, তাহলে আপনারা পরিষ্কার বলে দিন তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান তথা (কেবলমাত্র

---

[212] আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ-১১১।

www.amarboi.org

আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদের সোর্পদ করে দিয়েছি)"(সূরা আল 'ইমরান: ৬৪)।

মুসলমান ও আহলি কিতাবের মাঝে তাওহীদ যখন একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত, তখন এ তাওহীদের দাবীর ক্ষেত্রে পরস্পরে মতবিরোধ হওয়া ঠিক নয়। এভাবে উক্ত আয়াতে তাওহীদকে ঐক্যসূত্র ধরে অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা নিষ্ঠার সাথে বিতর্কে আহবান করা হয়।

সুতরাং গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, শুধু বিতর্কের ক্ষেত্রে নয় বরং আল কুরআনের গোটা দা'ওয়াত এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, এটা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের দাবী অনুসারে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অভিনব নয়। তাদের ইতিহাস, 'আকীদা রীতিনীতি, ন্যায় অন্যায় বোধ, তথা নৈতিকতায় এর মূল নিহিত রয়েছে। পার্থক্য যা, তা মানব সৃজিত। তা অপসারণ করলেই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে একমত হওয়া যায়। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটা একটা বিজ্ঞসূচিত পন্থা নিঃসন্দেহে। অতএব সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদী না হয়ে কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্য দেখিয়ে তার সূত্র ধরে মত বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমাধানে চেষ্টা করাই সর্বোত্তমপন্থায় মুজাদালার দাবী।

১৬. কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন

বিতর্কে দা'ঈর কর্তব্য হল কথাবার্তায় দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা। কারণ এতে প্রতিপক্ষের মাঝে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। তাছাড়া, কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় এমন কথা বা কাজও হয়ে যেতে পারে যার মাধ্যমে স্বয়ং দা'ঈকেই জব্দ হওয়ার উপক্রম হতে পারে।যা বিতর্কে পরাজয় বরণে রূপ নিতে পারে।এমনি ভাবে কথা বার্তায় অতি সংক্ষিপ্ততাও পরিত্যাজ্য। কেননা এতে প্রতিপক্ষ হয়ত উপস্থাপিত বিষয়টি বুঝতে সক্ষম না হতে পারে বা ভুল বুঝাবুঝিও হতে পারে। অনন্তর সে অবাঞ্ছিত ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর প্রদান করবে।[২১৩]

এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবলম্বনই হল হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপ। এজন্য আল কুরআনে রূপকার্থে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয় নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে:

"ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا".

"আর তোমরা হাত ঘাড়ের দিকে গুটিয়ে নিবেনা এবং তা একবারে প্রসারিতও করে দিবে না। অন্যথায় তুমি হবে তিরস্কৃত, অনুতপ্ত নিঃস্ব"(সূরা বনী ইসরাইল:২৯)।

অতএব অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে প্রতিপক্ষের সাথে বাক্য ব্যয়ে, যুক্তিতর্কে ঐ ধরনের মধ্যপন্থা তথা মিতব্যয়িতা অতি জরুরী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

[213] দ্র. ফায়দুল হাসান, *হাশিয়াতুল হুমায়দিয়া 'আল মুনাযারা রশীদিয়া*, (মুনাযারা রশীদিয়ার সাথে সংযুক্ত) পৃ. ৭৯।

www.amarboi.org

১৭. সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা

বিতর্ককারী দা'ঈকে বিতর্কে মূল বিষয় পেশ করে সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করতে হবে। বিতর্কে একটা ইতিবাচক ফলাফলই দা'ঈর উদ্দেশ্য। অযথা বাক বিতণ্ডা বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা তার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যদি বিতর্ক একটা সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়, তবে এটাই দা'ঈর কাম্য। অন্যথায় তাঁর কর্তব্য হলো বিচক্ষণতায় বিতর্কের মোড় এমন ভাবে ঘুরিয়ে দেয়া, যাতে শ্রোতার সামনে তার মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সহজে এসে যায়। অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক সেই যে মূল বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্ত পৌঁছাবার চেষ্টা করে। যা অযথা, পুনঃ বিতর্ক সৃষ্টি করে, বা যা বন্ধ্যাসুলভ বিতর্কে রূপ দেয় তা এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।[২১৪]

আল কুরআনে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনায় একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা অবান্তর,অবাঞ্ছিত বিষয় এড়িয়ে চলে। যথা আল্লাহর বাণীঃ

"اللغو أعرضوا عنه". "তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়"(সূরা আল কাসাস:৫৫)।

আরো বলা হয় : "والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما".

"আর তারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়া কর্মে সম্মুখীন হয়, তখন মান সম্মান রক্ষার্থে ভদ্র ভাবে চলে যায়"(সূরা আল ফুরকান:৭২)।

১৮. প্রতিপক্ষ যুক্তিহীন ভাবে অযথা দম্ভ দেখালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা

প্রতিপক্ষ যদি নরম মেযাজী ও সত্যান্বেষী হয় তাহলে তার সাথে যুক্তিতর্কে একটা ফলাফল দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু তার যদি বাতিলকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার মনোবৃত্তি থাকে, বার বার সত্য অস্বীকার করতে থাকে, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত হেতুবাক্য না মানে, তবে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বৃথা। বরং অযথা সময়ক্ষেপণ মাত্র। তাই এ পরিস্থিতিতে দা'ঈকে স্বীয় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে। মুজাদালায় আল কুরআনের পদ্ধতিও তা-ই। এ জন্য সে পরিস্থিতিতে ইরশাদ হয়েছেঃ

"قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل".

"আপনি বলুন, হে মানব সমাজ, সত্য তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছে, তোমাদের প্রভূর নিকট থেকে। এখন যে কেউ এ সৎপথে আসে, সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত

---

[214] তুল্যঃ আবদুল বাদী' সাকার, *আমরা দাওয়াতের কাজ কিভাবে করব*, অনু, এম. তাহেরুল হক, (ঢাকাঃ সিন্দাবাদ , প্রকাশনী , ১৯৯০ ইং) পৃ-৫৬।

www.amarboi.org

অবস্থায় ঘুরতে থাক্‌বে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই"(সূরা ইউনুস: ১০৮)।

অন্য স্থানে এ ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে:

"قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

"বলুন : সত্য তোমাদের পরওয়ার দেগারের তরফ হতে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক"(সূরা কাহ্‌ফ: ২৯)।

১৯, বিদায় সাদর সুসম্ভাষণ

প্রতিপক্ষ তর্কের শেষ পর্যায়ে দা'ঈর যুক্তি বা মত মেনে নেন আর নাই নেন, সকল অবস্থায় তাকে সাদর সম্ভাষণ ও ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় জানাতে হবে। যেন সম্পর্কে ফাটল না ধরে, বরং সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এতে আপাতত তা মেনে না নিলেও পরবর্তীতে চিন্তা ভাবনা করে হলেও দা'ঈর বক্তব্য মেনে নিতে পারে। এটাই দা'ঈর বিজয়। কেননা তর্কের সময় বিজয়ী হওয়াই দা'ঈর উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হল সত্য প্রচার করা।এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। এজন্য শত কুৎসা, নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর পরও কাফেরদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে:

"واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا".

"কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং সুন্দর ভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন"(সূরা মুয্‌যাম্মিল:১০)।

অতএব বিতর্কে পরস্পরে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে দেয়া ঠিক নয়। বিতর্কের সমাপ্তিতে ভাল ভাবে তাকে বিদায় জানালে তার অন্তরে স্থায়ী প্রভাব ফেলা সম্ভব হতে পারে।

১৯. আনুষঙ্গিক আদব লেহায মেনে চলা

উপরোক্ত দিক গুলো ছাড়াও আরো কিছু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে, যে গুলো লক্ষ্য রাখলে মুজাদালাকে সুন্দর থেকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যেতে পারে। নিম্নে এর গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলো:

ক. বিতর্কের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খ. আনুষ্ঠানিক বা সামষ্টিক বিতর্ক না করে প্রতিপক্ষের একাকিত্বে বিতর্ক করা। কেননা ব্যক্তি একাকী থাক্‌লে তার মাঝে বোধি কাজ করে, মস্তিস্ক খুলে যায়, বিবেক শানিত হয়। কিন্তু তার দলের সাথে থাক্‌লে আবেগ প্রবণতা ও অনুকরণ প্রিয়তা প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন:

"قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد".

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু দু'জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তাভাবনা কর তোমাদের

www.amarboi.org

সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেন মাত্র"(সূরা সাবা':৪৬)।

এজন্য দেখা যায় ওলীদ যখন মহানবী (স.) এর সাথে তর্ক করে তখন ইসলামের বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।কিন্তু যেই মাত্র কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়, তখন সে পৌত্তলিকতাকেই আকড়িয়ে থাকে। অতএব বিতর্ক একাকিত্বে হওয়াই শ্রেয়।

গ. প্রতিপক্ষ বিতর্কের ফাঁকে দা'ঈর কোন ভুল ধরিয়ে দিলে বা কিছু স্মরণ করিয়ে দিলে তাকে ধন্যবাদ জানানো।[২১৫]

ঘ. মুজাদালা এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া ঠিক নয়, যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ অশান্ত বা মানুষের মেজাজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে যায়। যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র বা ঝড় তুফান বৃষ্টির সময়, বন্যার সময় ইত্যাদি। কেননা অতি গরমে মানুষের মাঝে ত্বরা প্রবণতা, অধৈর্য, দ্রুত রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি আচরণ গত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তেমনি অতিমাত্রায় ঠাণ্ডায় অধিক ভুল ভ্রান্তি, ধীশক্তির স্বল্পতা, বিলম্বে হৃদয়ঙ্গম হওয়া ও জড়তার ভাব আস্তে পারে। তাই বিতর্কে যথা সম্ভব ঐ পরিবেশ পরিস্থিতিগুলো বিবেচনায় এনে নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

ঙ. প্রতিপক্ষ হৈচৈ শুরু করলেও দা'ঈর হৈচৈ না করা ভাল। বরং স্বীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা, শান্ত শিষ্ট ভাবে যথাযথ যুক্তি প্রমাণ পেশ করা।

চ. প্রতিপক্ষের কথা থামিয়ে দেয়া ঠিক নয়, তাকে কথা শেষ করতে দিতে হবে। তার কথা শেষ হলেই বরং দা'ঈ কথা বলবেন।[২১৬]

জ. প্রতিপক্ষকে দা'ঈর আগেই যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দেয়া ভাল। তাহলে পরবর্তীতে দা'ঈর বক্তব্য ও যুক্তি পেশ এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা সহজ হবে।

ঝ. প্রতিপক্ষকে কোন ভাবে খাট করা যাবে না। তাকে দুর্বল ভাবা উচিৎ নয়।

ঞ. সত্য অনুধাবনে পরস্পরে সহযোগিতার মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা।

ট. দুর্লভ শব্দ ও একাধিক অর্থবোধক বা রূপকার্থ বোধক শব্দগুলো যথা সম্ভব ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

ঠ. অট্ট হাসি না দেয়া, স্বর একেবারে উচু না করা এবং একেবারে নীচু না করা।

ড. রাগান্বিত না হওয়া।

ঢ. বিতর্ককারী পক্ষসমূহ সম আস্নে যথযথ মর্যাদায় বসা।

ণ. এমন ভাবে বস্তে হবে যেন উভয় পক্ষ একে অপরকে দেখতে পারে।

ত. অতি ভূক্ত বা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কারণ এ অবস্থায় মানুষের ক্রোধের উদ্রেক হয় বেশী। যা সুষ্ঠু বিতর্ক পরিবেশের পরিপন্থী।

---

[215] দ্র. ইমাম আবূ হামেদ গাযালী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ.১১৭-১৮।

[216] দ্র. 'আবদুল সাকার, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

www.amarboi.org

থ.তাকাব্বুরী বা দাম্ভিক ভাব নিয়ে না বসা।
দ. অত্যন্ত ভেবে চিন্তে কথাবার্তা বলা।
ধ.আমীর বা শাসকগণের সামনে মুজাদালা না হওয়া।
ন.যেমনি আমীর ওমরার ন্যায় হেলান দিয়ে বসা ঠিক নয়, তেমনি ফকীর মিসকিনের মতও বসা ঠিক নয়।
প.বুদ্ধিদীপ্ত সুলভ কথা বলা। কোন ভাবে যেন আহম্মকী প্রকাশ না পায়।
ফ.প্রতিপক্ষকে জব্দকরণে তাড়াহুড়ো না করা, কারণ এতে ভুল ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। তাতে দা'ঈ নিজেই জব্দ হয়ে যেতে পারেন।
ব.কারো কারো মতে-দা'ঈর তুলনায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে বিতর্ক করা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া ভাল।[২১৭]ইত্যাদি।

মোটকথা দা'ঈকে মুজাদালার পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে ভব ভাষা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে অত্যন্ত মার্জিত ভদ্র ও প্রীতি ও সৌহার্দ্যমাখা আচরণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলে এবং সবকিছু সত্যান্বেষণ, নিরপেক্ষ ও পরোপকারী মনোবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর হলে তথা উপরোক্ত মূলনীতি ও শিষ্টাচারগুলো মেনে চললে তাঁর মুজাদালা সর্বোত্তম হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার প্রয়োগের দরকার আছে কি না

পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, মুজাদালা সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করলে মানব সমাজে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যথা এতে পরস্পরে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। পরস্পরে শ্রদ্ধা সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। তর্কে তর্ক বাড়ে। ঝগড়া বিবাদ, মতভেদ সৃষ্টি হয় বেশী, ইত্যাদি।বিশেষত এটা ভ্রান্ত পন্থায় হলে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে লক্ষ করে কেউ কেউ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তকে খাট করে দেখেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে দা'ওয়াতী কর্মসূচীর বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম রাযী বলেন: "ومن لطائف هذه الآية قال : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقصر الدعوة على ذكر هذين القسمين ، لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة، وإن كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة، أما الجدل فليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة وهو الإلزام والإفحام، فلذا السبب لم يقل أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا يحصل الدعوة وإنما الغرض منه شيء آخر، والله أعلم".

---

[217] দ্র. মুনাযারা রশীদিয়া ও তার হাশিয়া হুমায়দিয়া, পৃ-৭৯-৮০।

www.amarboi.org

"আর উক্ত আয়াতটির সূক্ষ্ম দিকগুলোর মধ্যে এটাও ধরা যায়, আল্লাহপাক বলেছেন, 'আপনার প্রভুর পথে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাউ'য়িযার সাথে'। এখানে দা'ওয়াতকে এ দু'প্রকার পদ্ধতির মাঝেই সীমাবদ্ধ করা হয়। কেননা দা'ওয়াত যদি অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে হয়, তাহলে তা হবে হিকমত। আর ধারণা সৃষ্টিকারী প্রমাণাদির মাধ্যমে হলে, সেটা মাউ'য়িযা হাসানা। কিন্তু মুজাদালা দা'ওয়াতী কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য অন্যটা, যা দা'ওয়াতের পরিপন্থী। আর তাহল জব্দ করা ও নিরুত্তর করা। এজন্য হয়ত বলা হয়নি যে, আপনার প্রভূর পথে দা'ওয়াত দেন হিকমাত, সুন্দর মাউ'য়েযা ও সর্বোত্তম মুজাদালার দ্বারা। বরং মুজাদালাকে আলাদা ভাবে আদেশ করা হয়। এটা এ মর্মে তাকীদ দেয়ার জন্য যে, এর দ্বারা দা'ওয়াতী কাজ হাসিল হয় না বরং এর উদ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন (যা বলা হয়েছে)। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[২১৮]

ইমাম গাযালী মুজাদালাকে একটা আপদ বা বিধ্বংসী কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২১৯]

ইমাম ইবন তাইমিয়া একে "من باب دفع الصائل". উটনীর কামড় থেকে বাচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কাজ বলে অভিহিত করেছেন।[২২০] এর অর্থ দাঁড়ায় কেউ তর্কে এগিয়ে আস্‌লে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। তর্ককারীকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো বা তাকে জব্দ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

শায়খ বাহী খাওলী বলেন,

"فليس الجدل من أساليب الدعوة فى قليل ولا كثير".

"অল্প হোক আর বেশী হোক কোন ভাবেই মুজাদালা দা'ওয়াতের পদ্ধতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[২২১]

এভাবে পূর্বসূরীও উত্তরসূরী অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন। এর সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ক'টি বাণীও উল্লেখ করা হয়। যেমন,

১.আল্লাহর বাণী: "لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وبينكم وإليه المصير

والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد"..

---

[218] ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ,১৩৮।

[219] ইমাম গাযালী , প্রাগুক্ত।

[220] দ্র. ইমাম ইবন তাইমিয়াহ, *কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল মানতিকিয়্যিন*,(বুম্বাই: আল মাত্‌বাউল কাইয়্যিমাহ, ১৯৪৭)পৃ-২৪৭-৪৮।

[221] শায়খ বাহী খাওলী , *তাযকিরত্বিদ্ দু'আত* (কায়রো: মাতবা'আতুত্ তুরাছ, ১৪০৮ হি:)পৃ-৩৯২।

www.amarboi.org

"আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহর দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের প্রভূর কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব"(সূরা আশ-শুরা:১৫-১৬)।

২.আল্লাহ তা'আলার বাণী : "ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا مالهم من محيص". :

"আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের (শাস্তি থেকে) পলায়নের কোন জায়গা নেই"(সূরাঃ ৪২, আশ-শুরাঃ ৩৫)।

৩.মহানবী (স.) এর বাণীঃ "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتو الجدل". :

কোন জাতি হিদায়েতের উপর থাকার পর একমাত্র যখন তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে।[২২২]

উপরোক্ত বাণীসমূহের আলোকে বলা হয় যে, মুজাদালা করা উচিত নয় বরং তা নিষিদ্ধ। তাছাড়া দা'ওয়াতের মত একটি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে তা না করাই আরো শ্রেয়।

কিন্তু জমহুর 'উলামার মতে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে বলে মনে হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি নিম্নে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল নিয়ে তর্কের ক্ষেত্রে

উপরোক্ত কুরআন সুন্নাহের বাণী সহ যে সব বক্তব্যে মুজাদালা নিষিদ্ধ করা হয়, তা বাতিল নিয়ে মুজাদালা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠায় মুজাদালার ক্ষেত্রে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজ্য নয়। অন্যথায় যে সব আয়াতে ও হাদীসে মুজাদালা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে তার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। সুতরাং সত্যের জন্য মুজাদালা অবৈধ নয় বরং আদিষ্ট বিষয়। আর দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ মানব সমাজে তর্ক উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর

মানব সমাজে অনেক দিক রয়েছে যে দিকগুলোর কারণে তর্কের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। যথাঃ

***মানুষ তর্ক প্রিয়ঃ** পূর্বেই আল কুরআনের আলোকে উপস্থাপিত হয় যে, মানুষ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক তর্ক প্রিয়। প্রতিটি মানুষই নিজের চিন্তাকে নিজের গণ্ডীতে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস চালায়। আর তখন স্বভাবতই অন্যের সাথে কম বেশী তর্কের উদ্ভব হয়। আর তাদের এ স্বভাব এমনকি মৃত্যুর পরও কার্যকর থাকবে। যেমন বিচারের দিনের ব্যাপারে বলা হয়ঃ

---

[222] সুনান ইবন মাজা, মুকাদ্দামাহ , বাবু ইজতিনাবিল বিদ'য়ি ওয়াল জাদাল, ১খ, পৃ. ১৯।

www.amarboi.org

"يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها".

"সেদিন প্রত্যেকেই নিজের জন্য বিতর্ক শুরু করবে"(সূরা আন্ নাহল: ১১১)।

*** পৌত্তলিকতা বা পূর্ব পুরুষের অনুসরণ:** এর মাধ্যমেও মানুষ আকৃষ্ট হয়ে তার উপর অটল থাক্তে গিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়:

"اتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم".

"তোমরা কি আমার সাথে ঐ সব নামের ব্যাপারে বিতর্ক করছ যার নাম দিয়েছ তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা"(সূরা আরাফ:৭১)।

*** জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা:** মানুষ স্বভাবত অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। যা জানে না অথচ আভাস পায় তা জানার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এ জন্য দেখা যায় শিশু বার বার প্রশ্ন করে। তাই এ স্বভাবের কারণে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

*** অহংকার, দম্ভ ও প্রতিহিংসা:** এ সব নেতিবাচক গুণাগুণের কারণেও যুক্তি তর্কের উদ্ভব হতে পারে। যেমন শয়তান ইবলিস স্বীয় প্রভুর সাথে যুক্তি দিচ্ছিল, সে আগুনের তৈরী। মাটির তৈরী কিছুর সামনে সে সেজদা করবে না।

*** সন্দেহ নিরসন:** অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বা স্বীয় বিষয়ের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে। তখন স্বভাবতই বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

*** সত্য বিকৃতি** অনেকে ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে। তখনও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে।

এসব দিকসহ আরো অনেক দিক দিয়ে মানব সমাজে বিতর্ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে সব মূহূর্তে দা'ঈকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তখন বিতর্ক করতেই হবে।

তৃতীয়ত: সর্বোত্তম মুজাদালা আম্বিয়া কেরামের সুন্নত

পূর্বেই বলা হয়, মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মুজাদালার উন্মেষ। এমনকি ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হবে এমন একটি জাতি সৃজনের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টিকর্তা ও ফিরেশতার মাঝে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক হয় এ যমীনে পদার্পণ করার পর আদম (আ.) এর তনয় দ্বয় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তেমনি ভাবে যুগে যুগে মানব সমাজে বিতর্ক চলে আস্ছে। যে জন্য আদম (আ.) এর পরবর্তী সকল নবী রাসূল (সা.)গণ তাঁদের উম্মতের লোকজনের সাথে তর্ক করতে হয়েছিল। এজন্য প্রত্যেক নবী (আ.) কে দলীল ও বুরহান দেয়া হয়। প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডন করার নিমিত্তে ও ভ্রান্ত বক্তব্যের মূখে জব্দ করার জন্যে। ইরশাদ হচ্ছে:

"جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم".

www.amarboi.org

"তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তাদের হাত তাদের মুখে পুরে দেন"(সূরা ইবরাহীম:৯)।

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি, হযরত নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করে বসেছিল যে, তিনি তাদের সাথে বেশী বেশী মুজাদালা করছেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যুক্তি প্রদর্শনের প্রজ্ঞা। এবং এক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এভাবে:

"وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم".

"এটি ছিল আমারই যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী"(সূরা আল আন'আম:৮৩)। অতএব আল্লাহ্প্রদত্ত পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শনমূলক মুজাদালা তথা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা সকল নবী (আ.) এর সুন্নত।

চতুর্থত: বাতিলকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া দা'ওয়াতী চেতনার পরিপন্থী

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আল- কুরআনেই এসেছে, বাতিল শক্তি সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তর্ক বিতর্ক করবে। ইরশাদ হচ্ছে:

"ويجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق".

"আর কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে। তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায়"(সূরা কাহ্ফ: ৫৬)।

সুতরাং বাতিল শক্তিকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া যায় না। কারণ ইসলামী দা'ওয়াতের অন্যতম মূল লক্ষ্য হল মিথ্যার উপর সত্যকে বিজয়ী করা। ইরশাদ হচ্ছে:

"هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون".

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশ্রিক-কাফেররা তা পছন্দ করে না"(সূরা আস-সফ:৯)।

অতএব বাতিল কখনো কখনো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, প্রভাবশালী হতে পারে। আর এ শক্তির পূজা অর্চনায় শয়তানী শক্তির চতুরতা ও বানোয়াট যুক্তি দাড় করিয়ে মানুষকে অন্ধ মোহে ধরে রাখতে পারে, সত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। সেখানে সত্যপন্থীদের ভূমিকা কি হবে? চুপ থাকা? নিশ্চয়ই না। বরং সত্যের এটম বোমা দিয়ে বাতিলের মূলে আঘাত হানতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। ইরশাদ হচ্ছে:

"بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق".

www.amarboi.org

"বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করিঃ অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ণ হয়ে যায়"(সূরা আম্বিয়া:১৮)।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ 'তাঁর আর-রদ্দ 'আলাল মান্তিকিয়্যিন' গ্রন্থে মুজাদালার প্রতি কিছু নেতিবাচক ভাব দেখালেও তাঁর পরবর্তী অন্যগন্থে এর প্রচণ্ড গুরুত্ব তুলে ধরে বলেনঃ

"فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطي الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين".

"নাস্তিক ও বেদা'আতীদের মত খণ্ডনে মুনাযারা তথা বিতর্ক করে যে ওদের লেজ কাটা করেনি, সে ইসলামের অধিকার আদায় করেনি। জ্ঞান ও ঈমানের দাবীও সে পূর্ণ করল না। তার কথার মাধ্যমে অন্তরের চিকিৎসা হল না, আত্মা তৃপ্তি লাভ করল না এবং ইলম ও ইয়াকীন সৃষ্টিতে তার কথা কোন কাজে আস্‌ল না"।[২২৩]

পঞ্চমতঃ অস্ত্র যুদ্ধে মানব সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী

বিবাদমান বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনমূলক পরস্পরে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করা এবং দা'ওয়াতের চেতনা অনুসারে চুপ না থাকলেও আরেকটি পথ খোলা থাকে, আর তাহল সশস্ত্র সংগ্রাম-যুদ্ধ। কিন্তু বাকযুদ্ধের চেয়ে অস্ত্র যুদ্ধে মানব সমাজে প্রাণহানির মাধ্যমে ক্ষতি হবে বেশী। তাই সর্বোত্তম কায়দায় মুজাদালা করতে সক্ষম হলে প্রাণহানির ক্ষতি থেকে মানব সমাজকে বাঁচানো যাবে বেশী।

ষষ্ঠতঃ অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তর্ক যুদ্ধে দা'ঈর শক্তিবেশী

অস্ত্রযুদ্ধে কোন কোন সময় বাতিল শক্তি বিজয়ী হতে পারে, আবার কোন সময় সত্যপন্থীগণও বিজয়ী হতে পারেন। এ উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সত্যের পক্ষে যুক্তি শক্তিশালী। বাতিল এক্ষেত্রে দুর্বল। কারণ তার সপক্ষে যুক্তি নেই। অতএব বাতিলপন্থী প্রতিপক্ষকে সর্বোত্তম পন্থায় আলোচনায় নিয়ে আস্‌তে পারলে সত্যপন্থীদের বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশী। সত্য যখন সমাগত হয় বাতিল তখন পলায়ন করে। এ মর্মে আল কুরআনে এসেছেঃ

"وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا".

"আর আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার ছিল"(সূরা বনী ইসরাঈল:৮১)।

অতএব অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তর্ক যুদ্ধে দা'ঈ লাভবান হবেন বেশী।

---

[223] ইবন তায়মিয়্যাহ, *দারউ' তা'আরুদিল 'আকলি ওয়ান নাকলি,* (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ওয়াতানিয়াহ, ১৯৭১ইং) ১খ, পৃ-৩৫৭।

www.amarboi.org

সপ্তমত: মুজাদালা জিহাদের অন্তর্গত

নাস্তিক, পৌত্তলিক ও বেদ'আতীদের মত খণ্ডনে যুক্তি প্রদর্শন মূলক মুজাদালা ইসলামী জিহাদের এক মৌলিক অংশ। বরং এটাই বড় জিহাদ।

আল্লাহ পাক বলেছেন : ."وجاهدهم به جهادا كبيرا".

"আপনি এ (আল কুরআন) দ্বারা তাদের সাথে বড় জিহাদ করুন"(সূরা আল ফুরকান:৫২)। আলকুরআন দ্বারা জিহাদের অর্থ তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক যুক্তি প্রদর্শনমূলক জিহাদ।

মহানবী (স.) বলেছেন,"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"

"মুশরিকদের সাথে তোমরা জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে, তোমাদের জীবনের বিনিময়ে এবং তোমাদের জিহবা দ্বারা"।[২২৪] সুতরাং এখানে জিহবা দ্বারা জিহাদের কথা বলে মৌলিক যুক্তি প্রদর্শন ও জবাব দেয়ার কথাই বলা হয়েছে।

অষ্টমত: মুজাদালা দ্বীনি নসীহত

নসীহত অর্থ কারো কল্যাণার্থে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিছুর দিক নির্দেশনা দেয়া।সুতরাং মুজাদালাও দ্বীনি নসীহত। এর মাধ্যমে সত্য দ্বীনের প্রতি মানুষকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এ জন্য হযরত নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, আপনি আমাদের সাথে বেশী বেশী মুজাদালা করছেন, তখন তিনি এর প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন:

."ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم"

"আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের গোমরাহ করতে চান" (সূরা হুদ:৩৪)।

এর মমার্থ হল তিনি তাদের সাথে মুজাদালা করেছেন নসীহতের সুরে ও ভাব নিয়ে। এটাই শ্রেয়। আর যাতে প্রতিপক্ষকে শুধু হেয় করা, পরাস্ত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়, তা ভাল মুজাদালা হতে পারে না। বরং উভয় পক্ষ পরস্পরের কল্যাণকামিতার চেতনায় মুজাদালাই সর্বোত্তম মুজাদালা।

নবমত: নিরুত্তর করার মাঝেও দা'ওয়াতী প্রভাব বিদ্যমান

কোন ব্যক্তি সত্যান্বেষণী হলে প্রতিপক্ষের যুক্তির যথার্থতা প্রকাশিত হওয়ার পর তা মেনে নেয়। অনেক সময় কেউ কেউ বেশী বাড়াবাড়ি করল এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি মুখে লা জওয়াব হয়ে গেলেও তার অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ হোক আর পরক্ষণে হোক কোন এক পর্যায়ে সে জব্দকারী প্রতিপক্ষের মত দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সে বাকচতুরতায় বাতিল নিয়ে বিজয়ী হলে মনোবিশ্লেষণ করে এর উপর আরো অটল হয়ে যায়।ফলে দেখা যায়,

---

[224] সূনানু নিসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, ৬খ, পৃ.৭।

www.amarboi.org

অনেক সময় এর বিপক্ষে ভাল যুক্তি ও মান্‌তে চায় না। অতএব কাউকে জব্দ করতে পারলে তাতে দা'ওয়াতী প্রভাব নিহিত থাকে।

দশমত: মুজাদালা শর্ত সাপেক্ষে বৈধ

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষকে শুধু জব্দ করতে পারলেই ইসলামের দৃষ্টিতে দা'ওয়াতী মুজাদালা হবে না। বরং প্রতিপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক দিকসহ তার সাথে আচারআচরণ ও বাচন তথা সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে উত্তমপন্থায় মুজাদালা হলেই সেটা হবে ইসলামের দা'ওয়াতী মুজাদালা। এ জন্য একাধিক আয়াতে মুজাদালাকে শর্তসাপেক্ষে বৈধ করা হয়েছে যে, এটা সর্বোত্তম পন্থায় হতে হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن".

"তোমরা আহলে কিতাবের সাথে মুজাদালা করবে না। হ্যাঁ, একমাত্র সর্বোত্তম পন্থায় তা করতে পার"(সূরা আনকাবূত : ৪৬)। এমনি ভাবে প্রথমোক্ত দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা সম্বলিত আয়াতেও একই শর্তারোপ করা হয়।

একাদশত মুজাদালা একটি সাময়িক কৌশলগত পদ্ধতি

মুজাদালা বৈধ করার অর্থ এই নয় যে, যার তার সাথে যখন ইচ্ছা তখন এতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে। তা নয়, বরং যখন কেউ মুজাদালা করতে আস্‌বে কিংবা দা'ঈ নিজেই সেটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন তথা কল্যাণকর মনে করবেন, তখনই তা করা বাঞ্ছনীয়। সব সময় মুজাদালায় লিপ্ত থাক্‌তে হবে এমনটি নয়। যাকে মাউ'য়িযা করলে বা সাধারণভাবে হক কথা বল্‌লে মেনে নেয়, তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অবান্তর।এটা একটা সাময়িক কৌশলগত পদ্ধতি।

দ্বাদশত মুজাদালা কুরআনিক পদ্ধতি

স্বয়ং আল কুরআনে মুজাদালার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এতে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনে অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। যা আমরা পূর্বেই দেখেছি, তাতে এমনকি প্রচলিত মানতেকী আরোহ , অবরোহ , প্রতিকল্পিক, আবর্তন, অবৈধতা প্রমাণ, স্ববিরোধিতা প্রমাণ ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহের সমাহার ঘটেছে। এ জন্য যুগে যুগে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি সাহিত্যিক, নির্বিশেষে এর পক্ষের-বিপক্ষের সকলই কিছু না কিছু আল কুরআন অধ্যয়ন বা শ্রবণের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছেন। এজন্য মহানবী (স.) ও তাঁর সাথীবর্গের দা'ওয়াতের অন্যতম পদ্ধতি ছিল কুরআন তিলাওয়াত করা।

সর্বোপরি, উপরোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করলে কোনভাবেই মুজাদালাকে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিবহির্ভুত বলে আখ্যা দেয়া যায় না। আর দা'ওয়াতের সেই আয়াতে মাউ'য়িযার উপর আত্‌ফ বা ক্রিয়াবাক্যে সংযোজন করা হয়নি বলে তা দা'ওয়াতের কর্মসূচীর বাইরে-তাও বলা যথাযথ নয়। "এবং" দ্বারা দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করলেই যে, উভয়টি পরস্পরে বিপরীতমুখী হবে, তাও যথাযথ নয়। একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়কে বিভিন্ন স্টাইলে একই বাক্যে "এবং" শব্দ দ্বারা সংযুক্ত করা বৈধ। তবে উক্ত আয়াতে মুজাদালাকে আলাদা ভাবে তথা جـادلهم

www.amarboi.org

দ্বারা নতুন ক্রিয়া পদ দ্বারা বলার অর্থ একে আরো বেশী গুরুত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়েছে তাও বলা যায়। কারণ মুজাদালা বুদ্ধিজীবি সমাজে তথা মানব সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কার্যক্রম। যৌক্তিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম তা রহিত করতে বা তাতে নীরব ভূমিকা নিতে পারে না। অপর দিকে যেহেতু এটা যথাযথ ভাবে সম্পাদিত না হলে তাতে সমাজের সদস্যদের সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে, তাই সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় মাত্র। আর তা'হলো সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন।আর এটাই দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত। অতএব এসব দিক লক্ষ্য করে বলা যায়, মুজাদালা একটি ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি।তাই যুগে যুগে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

ইসলামী দা'ওয়াতে মুজাদালা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

একজন দা'ঈ স্বীয় দা'ওয়াতী মুজাদালরা স্বরূপ, ও তা প্রয়োগের পদ্ধতি জানার পর তা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত, তা জানা প্রয়োজন। কেননা মুসলিম সমাজে অনেকের মনে প্রশ্ন আসে যে,'আকীদার ক্ষেত্রে তা করা যাবে কি না, মুসলমানগণ পরস্পর মুজাদালা করতে পারবেন কিনা, ইত্যাদি।

প্রথমত: বিষয়গত দিক বিবেচনা করে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে, যেহেতু 'আকীদা, শরী'আত, আখলাক এসব কটিই ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, সেহেতু এসব দিক নিয়েই মুজাদালা চল্‌তে পারে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, আল কুরআনে আল্লাহর অস্তিত্ব , তাঁর একক ভাবে প্রভূ হওয়া, মানুষের পুনরুত্থান এবং হালাল হারাম ইত্যাদি ব্যাপারে মুজাদালা করা হয়েছে মুশরিক ও আহলে কিতাবের সাথে।

'আকীদা একটি স্পর্শকাতর গায়েবী বিষয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার ভিত্তি যদি মজবুত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেই বরং এতে ঈমানে দৃঢ়তা আসে এবং সে অনুসারে জীবন পথ গড়ে উঠে। অন্যথায় সৃষ্টি হয় নেফাকী। অতএব দা'ওয়াতের সকল বিষয়বস্তুতে মুজাদালা করা যাবে। কারণ ইসলাম এক যুক্তি নির্ভর তথা বিজ্ঞান সম্মত জীবন বিধান। অন্ধ অনুকরণের স্থান ইসলামে নেই।

দ্বিতীয়ত: দা'ঈর নিজ মুজাদালায় প্রতিপক্ষ বিবেচনায় মুসলিম অমুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কেননা অমুসলিমদের যুক্তি খণ্ডনে মুজাদালার পাশাপাশি মুসলমাগণের সাথেও তা করা যাবে। কারণ মানুষ স্বভাবত তর্কপ্রিয় হওয়ার কারণে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই মুসলমানগণও এর বহির্ভূত নয়। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়:

"ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك".

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে একই দলভুক্ত করতে পারতেন, আর তারা মতবিরোধের উপর চলমান্। একমাত্র যাদেরকে আপনার প্রভূ রহম করেছেন তারা ছাড়া"(সূরা হুদ:১১৮-১৯)। এমনি ভাবে দেখা যায় এক মুসলিম মহিলা

www.amarboi.org

একদা মহানবী (স.) এর কাছে এসে মুজাদালা করতে শুরু করেছিল। আল্লাহ পাক তার কাজে তিরস্কার করেন নি। বরং ঐ ঘটনাটি যে সূরাতে বর্ণিত হয়, তার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল মুজাদালা। অতএব মুসলিম সমাজেও মুজাদালা চল্‌তে পারে। এতে দ্বীন খাট হয়ে যাবে না যদি এতে পূর্বে বর্ণিত নীতিমালা ও আদব কায়দা অবলম্বন করা হয়।

তেমনিভাবে সামাজিক মর্যাদায় যে কোন স্তরের লোকজনের সাথে মুজাদালা করা যাবে। এমনকি রাষ্ট্রনায়ক হলেও।হযরত ইব্‌রাহীম তাঁর সমসাময়িক সম্রাট নমরূদ এবং হযরত মূসা (আ.) তাঁর সমসাময়িক সম্রাট ফের'আউনের সাথে মুজাদালা করেছিলেন, যা কুরআন কারীমেই বর্ণিত হয়েছে।

এমনি ভাবে যারা তর্ক প্রিয় বা যুক্তি দিয়ে না বুঝালে কোন কিছু মান্‌তে চায় না তাদের সাথে মুজাদালা করাকে মুফাস্‌সিরগণ শ্রেয় মনে করেছেন। যা এর স্বরূপ নির্ধারণে দেখেছি। যারা তর্কের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত তাদের সাথেই মুজাদালা করা বাঞ্ছনীয়। আর যারা সাধারণ শ্রেণী বা অজ্ঞ, তাদের সাথে মুজাদালা না করাই ভাল। কারণ হয় তারা আবেগ প্রবণ সর্ব সাধারণ স্বভাব প্রকৃতির মানুষ আর তাদের সাথে মাও'য়িযাই উত্তম, নতুবা তারা তর্ক করবে অজ্ঞতা বশত, তাই তাদের সাথে বিতর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রে ফেৎনা ফ্যাসাদ হ্রাস হওয়ার চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এসব ক্ষেত্র বিবেচনা করে একজন দা'ঈ মুজাদালা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

উপসংহারে বলা যায়, পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনমূলক যে মত বিনিময়, যাকে 'আরবীতে বলা হয় মুজাদালা, তা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও শর্তসাপেক্ষ বিষয়, তা হতে হবে সর্বোত্তম পন্থায়। শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক নয় বরং সত্য প্রতিষ্ঠায় ও উত্তম ভাব ব্যঞ্জনা এবং চিত্তাকর্ষক আচার আচরণের মাধ্যমে তা সম্পাদিত হবে।যা সত্য প্রতিষ্ঠিত করবে। বিরোধ মিমাংসা করবে। পরস্পরে সম্পর্ক বিনষ্ট করার পরিবর্তে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে। মানব সমাজে বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতিকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই। বরং কুরআন কারীম নির্দেশিত ও রাসূল করীম (স.) প্রদর্শিত পন্থায় সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তথা এ ক্ষেত্রে মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে এবং যথাযথ ক্ষেত্র নির্বাচন করে মুজাদালা করলে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য আস্‌তে পারে বলে আশা করা যায়।

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উত্তম নীতি নৈতিকতায় যুল্ম নির্যাতন প্রতিরোধ করা

ইসলাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল (স.)র প্রদর্শিত মানব জাতির জন্য শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দাবী করা হয়, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক তথা সকল দিকে সঠিক নির্দেশনা নিহিত এ দ্বীনে ইসলামে। যার মূল সূত্র- মানব জীবনে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ণনাকারী কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ, চর্চা এবং মানব জাতির ঐক্য চেতনা ও মানবীয় ভ্রাতৃত্ব। মূল লক্ষ্য, ঐ সূত্রে গাঁথা জীবন পদ্ধতিতে নিজেকে ও অপরকে পরিচালিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ইহ্-পারত্রিক জীবনে সঠিক কল্যাণ লাভ। সংক্ষেপে বল্তে গেলে, যিনি এ প্রাকৃতিক ও মানব কল্যাণময়ী জীবন বিধান ইসলামের দিকে বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে আহবান করে তথা তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালায় তিনিই'ইসলামী দা'ঈ'। ইসলামের আলোকে মানব জীবনের পুনর্গঠনই এ দা'ঈর মূল লক্ষ্য।

স্মর্তব্য যে, মানুষ স্বীয় পূর্ব ধ্যান-ধারণা তথা 'আকীদা-বিশ্বাস সহজে ত্যাগ করতে চায় না। ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাস আচার আচরণের পরিবর্তন আনা তো আরো জটিল। বরং কেউ কেউ নতুন মত ও পথ মেনে না নিলেও চুপচাপ বসে থাকে না, নতুন বিষয়ের আহবায়কের পথ রুখে দাঁড়ায়।তখন দেখা দেয় দ্বন্দ্ব সংঘাত। এমনকি ইসলামী দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে রয়েছে শয়তানী ও তাগুতী তথা খোদাদ্রোহী অপশক্তির সুগভীর ষড়যন্ত্র, প্রচণ্ড বাধা ও অহেতুক বাড়াবাড়ি। ফলে এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈগণ সম্মুখীন হন বৈচিত্র্যময় নিগ্রহ, নিপীড়ন, নির্যাতন তথা যুল্ম ও অত্যাচারের। তখন ইসলামী দা'ঈর ভূমিকা কি হবে ? তিনি কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন, না দা'ওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে যাবেন? কিন্তু এখানে আল্লাহর নির্দেশ হল দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে, একে সচল রাখ্তে হবে। ইরশাদ হয়েছে:

"فلذلك فادع واستقم كما أمرت".

"সুতরাং এর প্রতিই দা'ওয়াত দাও এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাক"(সূরা আশ্ শুরা:১৫)। মহানবী (স.)কে উদ্দেশ্য করে আরো বলা হয়:

"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعلمون بصير ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون".

"অতএব তুমি ও তোমার সাথে যারা তওবা করে আছে সকলে নির্দেশ মত অটল থাক্। আর সীমা লংঘন করবে না। তোমরা যা কিছু করছো তিনি তার দ্রষ্টা। আর যালেমদের প্রতি ঝোঁকে পড়বে না। তাহলে দোযখের আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন বন্ধু নেই। অতএব (তা করলে) কোথাও সাহায্য পাবে না"(সূরা হূদ: ১১২-১১৩)।

www.amarboi.org

তাই যালেমের যুল্‌মের মুখে দা'ঈকে দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে সে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে?
অপর দিকে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় বলা হয়:

"ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

" আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পথের দিকে দা'ওয়াত দাও হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও সুকৌশলে , এবং সদুপদেশের দ্বারা। আর তাদের সাথে তর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়"(সূরা নাহল:১২৫)।

অতএব প্রজ্ঞাময় বাণী ও কৌশলে মানুষের নিকট ইসলামের কথা পেশ করতে হবে। তখন লোকজন দুভাগে বিভক্ত হবে। ১. সমর্থন কারী। ২. সমর্থন কারী নয়। যারা সমর্থন করেনি, তাদের কেউ কেউ চুপ করে থাক্‌বে,এরা হয়ত অমনোযোগী ও গাফেল। তাদেরকে সদুপদেরশ দিয়ে তাদের ফিতরাত জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। কিন্তু অসমর্থনকারীদের মাঝে কেউ কেউ প্রতিরোধে এগিয়ে আস্‌ল। তারা আবার দু'ধরনের:

১. কেউ যুক্তি দ্বারা দা'ঈকে জব্দ করতে চাইল।তখন দা'ঈ তার যুক্তি খণ্ডন করবেন।

২. কেউ যুক্তির অস্ত্র ব্যবহার না করে হুমকি ধামকি বা যুল্‌ম নির্যাতনের পথ বেঁচে নিল। তখন দা'ঈর করণীয় কি? যেখানে যুক্তি তর্কের পালা শেষ, সেখানে দা'ঈ কি করবেন? যুল্‌ম কারীদের সাথে তর্ক চলে না। ইরশাদ হয়েছে:

"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم".

আর তোমরা কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করবে, তবে এদের মধ্যে যালেমদের প্রসঙ্গ ভিন্ন"(সূরা আনকাবূত:৪৬)।

অতএব 'যালেমদের প্রসঙ্গ ভিন্ন' হলে এদেরকে দা'ঈগণ কখন কিভাবে মোকাবেলা করবে -এটা দা'ওয়াহ্‌র ক্ষেত্রে একটি অন্যতম মৌলিক দিক। না হয়, দা'ওয়াতী কাজ একটি পর্যায়ে এসে থেমে যাবে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে যালেমদের যুল্‌ম বল্‌তে কি বুঝায় ? ইহা কিসের উপর আরোপিত হয়, কখন কিভাবে তাদের মোকাবিলা করা হবে, এটা করার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু - এসব ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াতের দৃষ্টিতে ভাষ্য কি-তা তলিয়ে দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

যুল্‌ম-নির্যাতনের স্বরূপ

যুল্‌ম শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হলেও এর মূল আরবী। আরবীতে যুল্‌ম (ظلم) শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত।যেমন অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার,[২২৫] অন্যায়, অবিচার, অধিকারহরণ,[২২৬]সীমালংঘন করা, সঠিক পথ হতে

---

[225] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*. (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী,১৯৯৯) পৃ. ৩৭৯।

[226] মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ.১৭০৫।

www.amarboi.org

বিচ্যুত হওয়া , কোন বস্তু বা বিষয়কে যথা স্থানে না রাখা ,বাধা দেওয়া[২২৭] ইত্যাদি।

'আল্লামা আলী আল-জুরজানী এর একটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা উল্লেখ করেন। তাহলোঃ

الظلم: وضع الشيء في غير محله

অর্থাৎ যুল্ম হল কোন বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে না রাখা।[২২৮] কেননা উপরোক্ত অর্থসমূহ সব ক'টিই এ অর্থের আওতাভুক্ত। ইহা আদল তথা ইনসাফের বিপরীত। নির্যাতন করাও যুল্মের পর্যায়ভুক্ত।

মোটকথা, যুল্ম শব্দটি এক ব্যাপকার্থবোধক প্রত্যয় বিশেষ। যত রকমের অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন ও শোষণ আছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। লোকায়তে যুল্মের বিভিন্ন রূপ ও ধরন অনুসারে আল কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও শব্দে এর ব্যবহার এসেছে। নিম্নে ক'টি দিকের উপর আলোকপাত করা গেল:

১. যুল্ম অর্থ অন্যায়, অসংগত ও অযাচিত মন্তব্য বা পদক্ষেপ। যেমন আল্লাহর বাণী, ."إن الشـرك لظلـم عظـيم" অর্থাৎ নিশ্চয় শিরক করা বড় যুল্ম"(সূরা লুকমান:১৩)। সুতরাং শিরক করা ন্যায় সংগত নয়। আল্লাহ পাককে যথাযথ মর্যাদায় রাখা হয়না শিরকের মাধ্যমে ।

প্রখ্যাত মুফাস্সির ইব্ন 'আশূর বলেন-শিরক বিভিন্ন দিক দিয়ে যুল্ম। এর দ্বারা সৃষ্টি কর্তার অধিকারসমূহে যুল্ম তথা অবিচার হয়। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের জন্য যুল্ম। কেননা নিকৃষ্ট এক জড় পদার্থের দাসত্বের গহ্বরে নিজেকে সে প্রতিস্থাপন করছে। আর ইহা সত্যিকারের ঈমানদারদের উপর যুল্মের উপলক্ষ। কেননা ইহা ঈমানদারগণের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণ হয়ে দাড়ায়। তাছাড়া, ইহা বস্তুসমূহের মূলতত্ত্বসমূহের প্রতিও যুল্ম। কারণ শিরকের দ্বারা এর প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে , পরস্পর সম্পর্ক বিঘ্নিত হচ্ছে।[২২৯]

২. **অধিকার হরণ ও নির্যাতন**

যেমন কাউকে ঘরবাড়ী, ধন সম্পদের কর্তৃত্ব থেকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদ করা, এ অপরাধে যে, সে একমাত্র আল্লাহকে রব তথা পালনকর্তা ও আইনদাতা হিসেবে মানে।

আল্লাহর বাণী, "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله".

---

[227] আল মু'জামুল ওসীত, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৭।

[228] আলী আল জুরজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬।

[229] ইব্ন আশুরা, *তাফসীরুত্ তাহরীর ওয়াত তানভীর*, (তিউনিস: দারু সাহনূন, ১৯৯৭ইং) ,২১খ. পৃ.১৫৫।

www.amarboi.org

"যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে. কারণ তারা নির্যাতিত। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। এরা সে সব লোক, যাদেরকে অন্যায় ভাবে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা বলে আল্লাহই আমাদের পালনকর্তা প্রভু"(সূরা হজ্জ: ৩৯)।

যালেমরা যুগে যুগে ইসলামী দা'ঈগণ তথা রাসূলগণকেও দেশ থেকে বিতাড়ণের মাধ্যমে যুল্ম করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين".

" কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল: আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে আস্বে। তখন তাদের কাছে তাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি যালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব"(সূরা ইব্রাহীম: ১৩)।

৩. শারীরিক নির্যাতন ও কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান

এতে প্রহার করা, জেলাবদ্ধ করা, হত্যাকরা সবই অন্তর্ভুক্ত। যালেমরা এমন কল্যাণকামী রাসূলগণের উপরও সে ধরনের যুল্ম করত। যেমন হযরত নূহ (আ.)কে যালেম কওম যা বলেছিল.সে সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়:

"قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين".

" তারা বল্ল হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে"(সূরা শু'আরা:১১৬)। এমনি ভাবে এন্টিয়ক জন পল্লীর যালিমরা রাসূলগণকে যা করেছিল, তা নিম্নরূপ:

"قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم".

"তারা বল্ল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি। যদি তোমরা (দা'ওয়াত থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে"(সূরা ইয়াসীন: ১৮)। আর ফের'আউনের জাতি যালেম জাতি। তাদের সম্পর্কে বলা হয়:

"وإذ نادي ربك موسي أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون".

"মূসাকে আপনার প্রভূ ডেকে বল্লেন-তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কাছে তথা ফের'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও"(সূরা শু'আরা:১০-১১)। এর ক'টি আয়াত পরেই ফের'আউনের যুল্মের স্বরূপ প্রকাশে তার দম্ভোক্তি উল্লেখ করা হয়:

"قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين".

সে বল্ল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্য রূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব"(সূরা শু'আরা:২৯)। অনন্তর প্রতিযোগী

www.amarboi.org

যাদুকরদের মধ্যে মুসা (আ.) দা'ওয়াত কবুলকারীদের উপর কি নির্যাতন নেমে এসেছিল, কিভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল ফেরআউনের ভাষ্যেই প্রতিমেয়:

"قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمونه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين".

"সে (ফেরআউন) বল্‌ল , আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তার উপর ঈমান এনে ফেল্‌লে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জান্‌তে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব"(সূরা শুআরা:৪৯)। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের উপর নির্মম নির্যাতন চলে ও দা'ঈর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে।যেমন ফের'আউনের কওমের ভাষায়:

"قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم----- وقال فرعون ذروني أقتل موسي وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد".

"তখন তারা বলল, তার সাথে ঈমানদারদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর ,আর তাদের নারীদের জীবিত রাখ------ ফের'আউন বল্‌ল, তোমরা আমাকে অবকাশ দাও, আমি মূসাকে হত্যা করেই ছাড়ব ।ডাকুক দেখি সে তার প্রভূকে। আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে"(সূরা আল মু'মিন: ২৫-২৬)।

৪. **নিপীড়নে সীমালংঘন করা:** আল কুরআনে একে اعتداء বলে আখ্যা দেয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

"ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون".

" আর তারা নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে।তার কারণ ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে"(সূরা আল ইমরান: ১১২)।

৫. **মনগড়া আইন তৈরী করা যুল্‌ম:** যেমন আল্লাহর বাণী:

"فمن أظلم ممن افترأ علي الله كذبا ليضل الناس بغير علم".

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে?"(সূরা আন'আম : ১৪৬)

৬. **মনগড়া আইন বাস্তবায়ন করা:** ইরশাদ হচ্ছে:

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون".

"যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী হুকুমত চালায় না, তারাই যালেম"(সূরা মায়েদা:৪৫)।

www.amarboi.org

৭. শরীয়তের সীমা লংঘন করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"

"বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে , তারাই হল যালেম"(সূরা বাকারা:২৯)।

৮. আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। ইরশাদ হচ্ছে

"ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربهم فأعرض عنها".

"তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে, যে তার প্রভূর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরেও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়"(সূরা কাহফ:৫৭)।

৯. প্রকাশ্যে কুফুরী ঘোষণা দেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"والكافرون هم الظالمون". "কাফেররাই মূলত যালেম"(সূরা বাকারা: ২৫৪)।

১০. কাজের মাধ্যমে যেমন যুল্ম হতে পারে, তেমনি কথার মাধ্যমে যুল্ম হতে পারে।যেমন ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, অপবাদ দেয়া। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا".

"আর যালেমরা বলে তোমরা যাদু গ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো"(সূরা ফুরকান:৮)। আরো বলা হয়ঃ

"قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون".

অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারাতো তোমাকে মিথ্যা বাদী বলে না, বরং যালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে"(সূরা আন'আম : ৩৩)।

১১. দা'ওয়াতে সাড়া না দিয়ে দম্ভ প্রদর্শন যুল্ম ।ইরশাদ হচ্ছেঃ

"وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل".

"সতর্ক করুন মানুষকে সেই দিনের যে দিন তাদের নিকট আযাব সমাগত হবে আর তখন যালেমরা বলবে হে আমাদের প্রভূ! আমাদের কিছু কাল অবকাশ দিন, আমরা আপনার দা'ওয়াতের প্রতি সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করবো"(সূরা ইব্‌রাহীম:৪৪)।

১২. বাতিলের কাছে মাথা নত করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا".

" যারা নিজেদের উপর যুল্ম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশ্‌তাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলেঁ? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;

www.amarboi.org

ফিরিশতারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কত মন্দ আবাস"(সূরা নিসা :৯৭)।

১৩. ফেত্না শব্দটিও যুল্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।ইরশাদ হচ্ছে:

"فما آمن لموسي إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم".

আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া , ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়"(সূরা ইউনুসঃ ৮৩)।

মোটকথা, উপরোক্ত দিকগুলো যুল্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। আল্লাহর আইনের বিরোধিতা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন অর্থেই যুল্ম শব্দটি বেশী ব্যবহৃত। এ-ই যুল্ম বিভিন্ন প্রকারের। কিছু বাচনিক, কিছু কার্যগত।আবার ইহা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ব্যাপৃত। যেমন, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক। দা'ওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সব দিকসহ এটা আরোপিত হয়:

প্রথমত: দা'ঈ নিজের উপর তথা তার ইজ্জত সন্মান, শরীর, ধন-সম্পদ, এমনকি হায়াতের উপর। যা আল্লাহর নবী (আ.)গণ সহ সাধারণ অনুসারীদের উপরও আপতিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সাধারণ মানুষের উপর যুল্ম আপতিত হচ্ছে। যেমন, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে কোন এলাকার জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলে যা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: দা'ওয়াতের উপরেও যুল্ম হতে পারে। যেমন ইসলামের কোন মূলনীতি পরিত্যাগ করা, অবহেলা করা, কুরআন সুন্নাহ অনুসরণ না করে মনগড়া পদ্ধতিতে লোকজনকে আহবান করা, ইত্যাদি।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈর উপর যুল্ম-নির্যাতন নেমে আসার সম্ভাব্য উপলক্ষ্য

দা'ওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় , বরং কন্টকাকীর্ণ। হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও সতত চলে আস্ছে। বাতিলপন্থী ও শয়তানের অনুসারীদের স্বভাবই হল নিজেদের উপর অপর লোকজনের উপর অত্যাচার করা, অবিচার করা। আর অন্যদের তুলনায় সত্যের দা'ওয়াত ও দা'ঈর ব্যাপারে তাদের ভূমিকা আরো কঠোর ও নির্লজ্জ। ফেতনা ফ্যাসাদ তথা নৈরাজ্য ও যুল্মের পথ বেছে নেয়া ব্যতীত বাতিলপন্থীদের আর কোন গত্যন্তর নেই। তারা চায় বাহু বলে সত্যকে দাবিয়ে দিতে। যুক্তি নয়, শক্তি প্রয়োগই তাদের সম্বল। তাই খোদাদ্রোহী ফের'আউন যখন আল্লাহর দা'ঈ মূসা (আ.) এর সাথে যুক্তি তর্কে হেরে গেলো, আচমকা সদম্ভে বলে উঠ্ল ,আমি তোমাকে জেলে আবদ্ধ করব। ইরশাদ হয়েছে:

"وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين".

"সে বল্ল , তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্য রূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব"(সূরা শু'আরা:২৯)।

www.amarboi.org

স্থান-কাল- পাত্র ভেদে প্রত্যেক তাগুতী খোদাদ্রোহী শক্তির ভাষা এটাই।যেমন রাসূলগণ সম্পর্কে তারা যা বল্‌ত তা কুরআনে নিম্নরূপ এসেছে:

"وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد".

"কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল: হয়, আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদেরকে দিয়ে এ দেশ আবাদ করব।এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ধমককে ভয় করে। পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থকাম হল"(সূরা ইব্‌রাহীম :১৩-১৫)।

অতএব দা'ওয়াহ ও দা'ঈর উপর অন্যায় অবিচার, যুল্‌ম নিগ্রহ আসাটা দা'ওয়াতী পথের প্রকৃতি স্বভাবের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দা'ওয়াত ও তার বাহকের উপর যুল্‌ম আস্‌তেই পারে। ইসলামের পণ্ডিতবর্গও এ বিবষটি বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

'আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم وبالإعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما يشوش القلوب ويوحش الصدور ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقـــتل تـــارة وبالضــــرب ثانـــيا وبالشتم ثالثا، ثم أن ذلك الحق إذا شاهد تلك السفاهات وسمع تلك المشاغبات لابد وأن يحمل طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب".

অর্থাৎ"নিশ্চয় ঐ (ইসলামী) দা'ওয়াত যে নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করে তাহলো: তারা তাদের বাপ দাদা পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করা, তা থেকে দূরে থাকা, এবং সেই ধর্মকে কুফর ও ভ্রান্ত হিসাবে আখ্যা দেয়া। আর এ গুলো অন্তরসমূহে বিষাক্ত গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। হৃদয় বক্ষ সমূহে হিংস্রতা উস্‌কে দেয়। এ অবস্থায় হক কথার অধিকাংশ শ্রোতা হকের দা'ঈকে বারণ করতে উদ্যত হয়, কখনো কখনো হত্যার মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত: কখনো কখনো মারধর করার মাধ্যমে। তৃতীয়ত: কখনো কখনো গালি গালাজ করার মাধ্যমে। আর সত্যের দা'ঈ যখন এ ধরনের বোকামী ন্যাকামী প্রত্যক্ষ করবে, ও গোলযোগ-দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনবে, তখন স্বভাবত

www.amarboi.org

তাকে উদ্যত করবে ঐ বোকাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিতে, কখনো হত্যার মাধ্যমে, কখনো মারপিটের মাধ্যমে" ।[২৩০]

'আল্লামা বায়দাভী বলেন, "فــإن الدعــوة لا تكاد تنفك من حيث أنها تضمن رفــض العادات وترك الشهوات والقدح فى دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال".

অর্থাৎ"অতঃপর অবশ্যই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ঐ ধরনের (যুল্ম অত্যাচার মূলক) তৎপরতা থেকে প্রায় মুক্তই থাকে না।এ কারণে যে, এ দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকে (পূর্ববর্তী) আদত-অভ্যাসসমূহ বর্জন করা, প্রবৃত্তির তাড়নাসমূহ পরিত্যাগ করা, পূর্বসূরীদের ধর্মের নিন্দা করা , এবং তাদেরকে কুফুরী ও গোমরাহীতে আখ্যায়িত করা" ।[২৩১]

'আল্লামা আলূসী বলেন, "فإن الدعوة تكاد لا تنفك عن ذلك، كيف لا، وهي موجــبة لصـــرف الوجـــوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق فى قلادة غير معهـــودة، قضـــية عليهم بفساد ما يأتون يذرون ، وبطلان دين استمرت عليه آبـــاؤهم الأولون، وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العلل وسدت عليهم طرق المحاجـــة والمـــناظرة، وارتجت دونهم أبواب المباحثة والمجاورة، وتزدادت فىصدورهم الأنفاس، وقعوا فى حيض بيض يضربون أخماسا فى أسداس، لا يجدون إلا الأسنة مركبا ، ويختارون الموت الأحمر دون دين الإسلام مذهبا".

অর্থাৎ"অতঃপর নিশ্চয়ই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ঐ ধরনের নিপীড়ন নির্যাতন মূলক তৎপরতা থেকে প্রায় মুক্তই হয় না। কেনই বা নয়। এ দা'ওয়াত উপাস্য হিসাবে পূজিত কেন্দ্রসমূহ থেকে মানুষের চেহারা গুলোকে ঘুরিয়ে দেয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়,এমনি ভাবে তা দ্বারা তাদেরকে তাদের এক অপরিচিত শৃংখলে আবদ্ধ করানো হয়, তারা পরিত্যাগ করতে পারে না এমন বিষয়কে ফাসেদ বলে ফয়সালা দেয়া হয় , তাদের পূর্বসূরী বাপ দাদা যে ধর্মের উপর চলে আস্ছিল, তা বাতিল করে দেয়া হয়। আর এ দা'ওয়াত থেকে বাচার কৌশলাদি সীমিত হয়ে যায়, ত্রুটি বিচ্যুতি তাদেরকে অপারগ করে দেয়, তাদের যুক্তি তর্কের সকল পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, আলোচনা ও সহাবস্থানের দরজাসমূহে কাঁপুনি ধরে যায়, তাদের বক্ষে শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায়। দ্বিধা দ্বন্দ্বে লেজে গোবরে লাগিয়ে দেয়, আগ্পিছ্ না ভেবে

---

[230] ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ.১৩৮।

[231] কাজী নাসিরুদ্দী বায়দাভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৯।

www.amarboi.org

সাতে পাঁচে ওলট পালট করে ফেলে,নির্ভর করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু পায় না। আর তখন তারা দ্বীনে ইসলামকে জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ না করে রক্তে রঞ্জিত লালিমায় জীবনপাতকেই বেছে নিতে উদ্যত হয়" ।[২৩২]

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যাচার নিপীড়ন, নির্যাতন নেমে আসার বিভিন্ন উপলক্ষ্য বের হয়ে আসে।

কোন্টা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট, কোনটা মাদ'উ বা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, কোন্টা দা'ঈ বা দা'ওয়াত দাতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন,

প্রথমত: ইসলামের বৈপ্লবিক দা'ওয়াত

ইসলামী দা'ওয়াত মানে যত রকমের ধর্ম বা তন্ত্র মন্ত্র আছে, সব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্ মনোনীত দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করা। আর মানুষ জন্মলগ্ন থেকে যে 'আকীদা পোষণ করে বড় হয়, তা ত্যাগ করা স্বভাবত তার জন্য বড়ই কঠিন কাজ।

প্রফেসর বাহী খাওলী বলেন,"একটি পাহাড়কে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া যত কঠিন তার চেয়ে আরো বেশী কঠিন মানুষের অন্তরকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা" ।[২৩৩]

যাহোক, পূর্ববর্তী 'আকীদা বিশ্বাস ,আচরণ ত্যাগ করতে বলার পর মাদ'উর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দা'ঈ থেকে এক দূরত্ব সৃষ্টি হয় ।কোন কোন মাদ'উর অন্তরে গণ্ডগোল দেখা দেয়, হিংস্রতার জন্ম দেয়। তখন সে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। আর তখনই উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ দেখা দিতে পারে। যা দা'ঈর উপর নির্যাতনেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যুক্তি প্রদর্শন পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া

দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মুজাদালা তথা যুক্তি প্রদর্শন করে দা'ঈ তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যখন লা জাওয়াব করে দেয়, নতুন যুক্তি প্রদর্শনে যখন প্রতিপক্ষকে অপারগ করে ফেলে, তখন সে ব্যক্তি বা প্রতিপক্ষ তার শক্তি সামর্থ থাক্লে শক্তি প্রয়োগে মেতে উঠে।তখন কেউ কেউ বাহু বলে দা'ঈর জবান স্তব্ধ করে দিতে চায়। আর এভাবেই শুরু হয় তার উপর নির্যাতনের পালা। আল কুরআনের আলোকে আমরা পূর্বেই দেখেছি, ফের'আউন যখন মূসা (আ.) এর সাথে যুক্তি তর্কে হেরে যায়, তখন শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেয়, কারাগারের ভয় দেখায়।

তৃতীয়ত: পৌত্তলিকতায় অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা

মানুষ সাধারণত বাপ দাদা তথা পূর্বসূরীদের ধর্মে অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার আচরণকে প্রচণ্ড ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাক্তে তারা ভাল বাসে, এতে তারা তৃপ্তি লাভ করে। এ অনুকরণ

[232] শিহাবুদ্দীন আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ. পৃ.৩৫৬।

[233] প্রফেসর আহী খাওলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ।

www.amarboi.org

ও ভালবাসার পথে কেউ বাধা হয়ে দাড়ালেই তার প্রতি ক্ষেপে যায়। মানসিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে দিক বেদিক চিন্তা না করেই সামর্থ ও প্রতিপত্তি থাক্‌লে নতুন দা'ওয়াতের বাহকের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, নির্যাতন করতে চেষ্টা করে। মানুষের এ অন্ধ অনুকরণের কথা আল কুরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

"وإذا قيل لهم تعالوا إلي ما أنزل الله وإلي الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا".

অর্থাৎ"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি"(সূরা মায়িদা:১০৪)।

হকের দা'ওয়াত সম্পর্কে তারা যা বল্‌ত সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

"قالوا إن أنتم إلا بشيء مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين".

" তারা বল্‌ত: তোমরা তো আমাদের মত মানুষ। তোমরা আমাদের সেই উপাসনায় বাধা দিতে চাও, যার উপাসনা করতো আমাদের পিতৃ -পুরুষগণ। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর"(সূরা ইব্‌রাহীম:১০)।

ঐ যালেম বা দা'ঈদের সম্পর্কে যা বল্‌ত সে ব্যাপারে আরো ইরশাদ হয়েছে:

"ونقـــول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد أباؤكم".

"আর আমি যালেমদেরকে বল্‌ব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বল্‌তে তা আস্বাদন কর। এদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপদাদারা যার এবাদত করত এ (দা'ঈ) লোকটি যে তা থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়"(সূরা সাবা: ৪২-৪৩)।

চতুর্থত: নিজস্ব মত ও পথের প্রতি আসক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণকে ভাল বলে মনে করে।সকল দলই নিজস্ব মত ও পথকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সমর্থন করে ।

এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, "كل حزب بما لديهم فرحون".

"প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত"(সূরা রূম: ৩২)। মানুষের এ স্বভাব খুবই বাস্তব। তারা অনেক সময় তর্কের খাতিরে নিজস্ব মতটিকে ভুল জেনেও এর পিছনে যুক্তি খুঁজে। তাই স্বভাব সুলভ এ অন্ধ সমর্থন মানুষকে অপর মতামতের প্রতি নিরাসক্ত ও বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন করে তুলে। তাই অপর কোন মতবাদের দা'ওয়াতে সে ক্রোধান্বিত হয়। সে দা'ওয়াতের বাহককে সামর্থ্য থাকলে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অপমান করতে চায়। আর সেটা যদি পৈত্রিক ধর্ম

www.amarboi.org

হয় , তা হলে তো কথাই নেই। অপর ধর্মের কেউ এসে তার ও তার বাপ দাদার ধর্মকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে, কুফর বলে অভিহিত করবে, এটা সহ্য করা তার জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ সে একেই সঠিক মনে করে বসে আছে। এ বিষয়টি কুরআনে কারীমেও নিম্নোক্ত ভাবে বিবৃত হয়েছে:

"بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون".

অর্থাৎ " বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক, এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সঠিক পথ প্রাপ্ত"(সূরা যুখরুফ: ২২)।

সুতরাং নিজস্ব ধর্ম তথা পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের প্রতি তাদের ধারণা ও শ্রদ্ধাবোধের পথ ধরে অপর ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং তার ধর্মকে ভ্রান্ত বলার ফলে মনের ভিতর যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাকে কেন্দ্র করে হকের দা'ঈর সাথে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।

পঞ্চমত: সামাজিক কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়

সমাজে যারা কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যারা কায়েমী স্বার্থবাদী, তারা নতুন কোন দা'ওয়াতের কথা শুনলেই ভয় পায়। কারণ এতে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। তখন তা প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তখন সত্যের দা'ঈকেও ফ্যাসাদ কারী তথা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী , সন্ত্রাসী, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কারী হিসেবে আখ্যা দিতে চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দেয়। যেমন, খোদাদ্রোহী ফের'আউনশাহী তার স্বজাতিকে মূসা (আ.) সম্পর্কে ঐ ধরনের একটি ধারণা দিয়ে জনগণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে চেয়েছিল।। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

"إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد".

"আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের ধর্ম বদ্‌লে দিবে অথবা যমীনে নৈরাজ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে"(সূরা মু'মিন:২৬)। তার স্বজাতির দাম্ভিক লোকজনও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে পুষ্ট হয়ে, ঐ কথায় প্রভাবিত হয়ে মুসা ও হারূন (আ.) কে যা বলেছিল আল কুরআনের এসেছে:

"قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين". "তারা বল্‌ল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ ,যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের কে? আর যাতে তোমরা দু'জন এ দেশের নেতৃত্ব লাভ করতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না"(সূরা ইউনুস: ৭৮)।

মক্কার নেতৃবৃন্দও মহানবী (স.) ও তাঁর অনুসারী সম্পর্কে তাই ভেবেছিল। তাদের বক্তব্যও আল কুরআনে এসেছে:

www.amarboi.org

"وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق ".

"তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চল, আর তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অটল থাক। নিশ্চয় ওটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত।আগেকার ধর্মে তো এ কথা শুনিনি। এটা বানানো ব্যাপার বৈ কিছু নয়"(সূরা সোয়াদ:৬-৭)।

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এসেছে, মহানবী (স.)ও মুসলমান সম্পর্কে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঈমান না এনে নিপীড়ন নির্যাতনমূলক কঠোর ভূমিকা নেয়ার পিছনে তাদের সামাজিক কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ই অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিদিত হয়। যেমন মহানবী (স.) বনী 'আব্দ মানাফ হওয়ার কারণে আবু জাহল ঈমান আনেনি বলে ব্যক্ত করেছিল।[২৩৪]

সুতারাং কায়েমী স্বার্থবাদীরা হকের দা'ওয়াত প্রতিরোধ করতে গিয়ে সে দা'ঈর উপর নির্যাতনের পথ বেচে নেয়।

ষষ্টত শয়তানের ষড়যন্ত্র

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব যেখানে চলমান শয়তানের ষড়যন্ত্রও সেখানে বিরাজমান। শয়তান মানুষের জন্য সুবিদিত চির শত্রু। সে ইসলামী দা'ওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ".

"শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের চির শত্রু"(সূরা যুখরূপ: ৬২)। শুধু তাই নয়, বরং সে লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনায় ফাঁদ তৈরী করে ,যাতে মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। আল্লাহ পাক বলেন:

"إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء".

" শয়তানের অভিপ্রায় হল যে, সে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটিয়ে দিবে"(সূরা মায়িদা: ৯১)। সূত্রাং তার ষড়যন্ত্র দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আরো প্রচণ্ড। অতএব এ পথ ধরেও দা'ঈর উপর অত্যাচার নেমে আসে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের যোগ্যতাও বেশী।তাই তারা শয়তানের অনুসরণ করতে গিয়ে শয়তানের চেয়ে আরো বেশী যোগ্য হয়ে উঠে।মানুষ শয়তানদের ষড়যন্ত্র আরো কঠিন হয়।

---

[234]ইবন কাছীর , *আস্ সীরাতুন নাববিয়্যা* (কায়রো : মাক্তাবাতু 'ঈসা আল - হালাবী , ১৩৮৯ হি..) ১খ. পৃ. ৫০৬ ।

www.amarboi.org

সপ্তমত: আল্লাহর সুন্নত

কায়েমী স্বার্থবাদীরা নতুন কোন আদর্শের দা'ওয়াতকে তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। দা'ঈদের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

"وكذالك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون".

"এমনি ভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি"(সূরা যুখরূফ :২৩)। এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জরুরী। সমাজে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল যুল্‌ম ও নির্যাতন বরদাশ্‌ত করে যারা সেই দা'ওয়াতের উপর টিকে থাকে তারাই এ দা'ওয়াতের যোগ্য সিপাহসালার বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া সত্যিকার দা'ঈ তৈরী করা সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহর সুন্নত। আল্লাহ বলেন:

"أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين".

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল।আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে"(সূরা আনকাবুত: ২-৩)।

শুধু অমুসলিম শাসকরাই নয়, বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দা'ওয়াত তথা দেশের আইন শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের দা'ওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে কাজ করলে মুসলিম নামধারী শাসক গোষ্ঠীও বাধা দেবে, দা'ঈদের উপর নির্যাতন করবে। যেমন কামাল আতাতুর্ক ও জামাল আবদুন্‌ নাসের দা'ঈদের উপর অত্যাচারে সীমা লংঘন করেছিল।

অষ্টমত: প্রবৃত্তির তাড়না

মানুষের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির তাড়নাও তার বাস্তব জীবনে বিভিন্ন পদক্ষেপে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। ইসলামী দা'ওয়াতের দাবী অনুসারে মানুষের মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তির চাহিদা নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। আর এগুলো অনেকেই মেনে নিতে চায় না।

এমনকি কোন কোন সময় প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে বসে। যার পথ ধরে মুস্‌লিম হোক আর অমুসলিম হোক উভয়ের মধ্য থেকে কারো কারো

www.amarboi.org

পক্ষ হতে দা'ঈর উপর নির্যাতন আরোপিত হতে পারে। শরীয়তের সীমা লংঘন হতে পারে, যা যুল্‌মের অন্তর্গত।

নবমতঃ যুল্‌ম-নির্যাতনের মুখে দা'ঈর প্রতিক্রিয়া

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কোন ব্যক্তি অপরের উপর যূল্‌ম করলে, তা মাযলূম ব্যক্তিকেও প্রতিশোধ নিতে উৎসাহিত করে। গোপনে হলেও প্রতিশোধের প্রেষণা সে অনুভব করে। তাই হকের দা'ঈ যদি কোন যুল্‌ম দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তিনিও প্রতিশোধ নিতে পারেন। কিন্তু বাতিলের একটাই ভাষা, তা হলো বাহু বল প্রদর্শন। তাই সে অনেক লঘু শাস্তি পেলেও তার পক্ষ থেকে দা'ঈর উপর অপর আরেক নির্যাতন আপতিত হতে পারে।

এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, দা'ওয়াতী,ও প্রাকৃতিক ইত্যাদি দিক দিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্য রয়েছে, যে গুলো কাউকে যূল্‌ম নির্যাতনে উদ্বুদ্ধ করে আর অপরকে তা প্রতিরোধেও বাধ্য করে।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আপতিত নির্যাতন প্রতিরোধের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজে যুল্‌ম অত্যাচার নির্যাতন সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এর বাস্তবতা রয়েছে। কিন্তু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর বাস্ত বতা আরো বেশী। সুতরাং দা'ঈর উপর কোন নির্যাতন আস্‌লে তিনি এর প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিবেন কিনা। না শুধু নির্যাতন সহ্য করে যাবেন, প্রতিরোধের চিন্তা করবেন না, শক্তি বা অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না।এ নিয়ে উলামার মাঝে কারো কারো অস্পষ্টতা থাক্‌তে পারে। বিশেষ করে কেউ কেউ আল কুরআনের সবর করার আদেশকে এর সাথে জোড়ে দিতে পারেন।যখন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين".

অর্থাৎ"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবর কারীদের জন্যে উত্তম"(সূরা নাহ্‌ল :১২৬)।

বাহ্যত এ আয়াত দ্বারা মনে হয়, নির্যাতনের প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে এর চেয়ে ধৈর্য ধারণকেই মঙ্গলজনক বলা হয়েছে। অতএব এ ধারণা মতে প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। নেই এর কোন উপযোগিতা।কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সবর বল্‌তে নীরবে সহ্য করা বুঝানো হয়নি। বরং সবর মানে প্রতিরোধে প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় সংযম প্রদর্শন করা মাত্র। অন্যথায় অত্যাচারী বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের প্রসঙ্গে প্রচুর আয়াতের সাথে ঐ আয়াতটির অসংগতি দেখা দিবে। তা'ছাড়া, আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাবে সব ধরনের শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ."واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" "তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর"(সূরা 'আনফাল:৬০)।

www.amarboi.org

তাছাড়া, যুল্ম নির্যাতন প্রতিরোধের মাঝে এমন কতক ভাল দিক রয়েছে, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। সে ধরনের প্রতিরোধে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের জন্য অনেক উপকারিতাও নিহিত রয়েছে।

প্রথমত: বাতিল শক্তি আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য সব সময় ফেৎনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, এমন ত্রাস ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেখানে তার বিরোধী কোন পথ বা মত গ্রহণ করতে কেউ সাহস না পায়।

এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়,."الفتنة أشد من القتل""বস্তুত : ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ"(সূরা বাকারা:১৯১)।

কুরআন পাকের অন্য জাগায় বলা হয়, ."الفتنة أكبر من القتل" "যুদ্ধে হতাহতের চেয়ে ফেতনা ফ্যাসাদ আরো ভয়ংকর"(সূরা বাকারা: ২১৭)।

অতএব দা'ঈকে সে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী অত্যাচারী যালেমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুল্তে হবে।যদিও তা হতাহতে পর্যবশিত হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত: যুল্ম অত্যাচার যার পক্ষ থেকেই হোক, আল্লাহ পাক তার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রদর্শন করেছেন। তাদের ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা নিয়েছেন। আল্ কুরআনে বিভিন্ন ভাবে বার বার তা ব্যক্ত করা হয়েছে। সংক্ষেপে বল্তে গেলে:

১. যালেম যে কেউ হোক , আল্লাহ পাক তাকে পছন্দ করেন না, ভাল বাসেন না ।(সূরা আল ইমরান : ৫৭)
২. তিনি যালেমদেরকে সাহায্য করেন না।(সূরা মায়িদা : ৭২)
৩. তিনি তাদেরকে লক্ষ্য বস্তুতে পৌছান না।(সূরা আল ইমরান :৮৬)
৪. তারা পথভ্রষ্ট গোমরাহ।(সূরা লুকমান : ১১)
৫. তাদের জন্য খারাপ পরিণতি ।(সূরা আল ইমরান :১৫১,১৯২ , ইউনুস : ৩৯)
৬. এদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ।(সূরা বাকারা : ৯৫)
৭. যুগে যুগে তাদের ধ্বংস করেছেন।(সূরা হজ্ব : ৪৫ , ইবরাহীম: ১৩)
৮. তারা ব্যর্থ হবে, সফল হবে না।(সূরা আন'আম : ১৩৫)
৯. এরা অনুতপ্ত হয়না। (সূরা হুজরাত : ১১)
১০. এরা অভিশপ্ত।(সূরা আরাফ : ৪৪ , হুদ: ১৮)
১১. এদের যা বৃদ্ধি পায় তাহল লোকসান।(সূরা বনী ইসরাঈল : ৫২)
১২. আখেরাতে তাদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না।(সূরা মু'মিন : ১৮)
১৩. এদের জন্য জাহান্নাম ও চিরস্থায়ী কষ্টদায়ক আযাব।(সূরা ইবরাহীম : ২২)
১৪. জালেমরা পরস্পরে বন্ধু কিন্তু আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।(সূরা জাছিয়া : ১৯)
১৫. মানুষের তিনি যুল্ম করেন না যালেমরা নিজেরাই যা অর্জন তার বিচার করেন মাত্র। (সূরা আনফাল : ৫১ , হজ্ব : ১০) ।

www.amarboi.org

মোটকথা আল্লাহ পাক যালেমদের ধ্বংস করে ও কঠিন শাস্তি বিধান করে তাদের সাথে কঠোরতার যে দ্বার উন্মোচন করেছেন, তা আমরা রুদ্ধ করতে পারি না। তাই মাঠে ময়দানে দা'ঈগণকেই যালেমদের মোকাবিলা করতে হবে। এটাই আল্লাহ প্রদত্ত সুন্নত।

তৃতীয়ত: যুল্‌ম প্রতিরোধে খারাপ কিছু হয়ে যায় না। যুল্‌ম যেমনি থাক্‌বে আছে, তা প্রতিরোধ করাও জীবন যুদ্ধের এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও অপরিহার্য বিষয়। এটা মানুষের এক দায়িত্বও বটে। অন্যথায় মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সত্য ন্যায় বিচার মানবাধিকার সব কিছু হারিয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন

"ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض".

"আল্লাহ যদি মানব সমাজে একজনকে অপর জনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন,তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত"(সূরা বাকারা:২৫১)।

সুতরাং পরস্পরে প্রতিরোধ প্রবণতা ইসলামের নতুন আবিষ্কার নয়। বরং এটা মানব জীবন যাত্রার প্রকৃতির অংশ। এমন কোন সমাজ-সভ্যতা নেই, যেখানে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না বা নেই। অতএব এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে যাওয়া বা প্রতিরোধে এগিয়ে আসাটা দা'ঈর জন্য কোন দোষণীয় কিছু নয় যদি তার সামর্থ্য থাকে। বরং সামর্থ থাক্‌লে তা করতে হবে। এটা সময়ের প্রয়োজন , যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সত্যের দাবী রক্ষার প্রয়োজনে, মানবতার প্রয়োজনে, সমাজে টিকে থাকার প্রয়োজন। আর যুল্‌ম প্রতিরোধে ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যম অনুমোদন করেছে। এ কাজে শুধু যুদ্ধই করতে হবে এমনটি নয়।এর আরো অনেক বিকল্প রয়েছে। যা সামনে আলোচিত হবে।

চতুর্থত: শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ও শক্তি সামর্থ্যের এক ভাষা রয়েছে, যে ভাষায় সে কথা বলে, অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দা'ওয়াতের সমর্থক হোক বিরোধী হোক, তা নির্বিশেষে সকলের উপর প্রভাব ফেলে থাকে। আল্লাহপাক বলেন:

"وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس".

"আমি অবতরণ ঘটিয়েছি লোহার, যাতে আছে প্রচণ্ড রণ-শক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার"(সূরা হাদীদ:২৫)। আর গোটা যমীনের মালিক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা এর কর্তৃত্ব দিবেন। তবে মু'মিনগণ যথাযথ পদক্ষেপ নিলে তাদেরকেই এর উত্তরাধিকার বানাবেন, কর্তৃত্ব প্রদান করবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন।

অতএব এটা হিকমতপূর্ণ কথা নয় যে, দুনিয়ার বস্তুগত সকল শক্তি ,জীবন উপকরণ ও কর্তৃত্বের মালিকানা শুধু বাতিলপন্থীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, তারা যে ভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে থাক্‌বে।

এমনকি সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করবে, মানুষের অধিকার হরণ করবে, যুল্‌মের সয়লাবে দুনিয়া ভাসিয়ে দিবে। কখনো নয়। বস্তুগত উপকরণ ও শক্তি সবই মু'মিনদের কর্তৃত্বে আনার চেষ্টা করতে হবে। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনে

www.amarboi.org

সকলে মিলে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে:

"وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين".

"আর মুশ্‌রিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেত ভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেত ভাবে। আর মনে রেখো , আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন"(সূরা তওবা:৩৬)।

আরো নির্দেশ এসেছে, "وقاتلواهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله".
'আর তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেতনা ফ্যাসাদ দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্টিত হয়ে যায়"(সূরা আনফাল:৩৯)।

আরো ঘোষণা করা হয় "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".

" তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য"(সূরা নূর:৫৫)।

অতএব আল্লাহ্‌ পাকের ওয়াদা আদায়ের শর্তাবলী অনুসারে কাজ করতে হবে। বাতিলের হাত থেকে যমীনের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চমত: আল কুরআনের ভাষ্য মতে মানব জীবন যাত্রায় মু'মিন ও মায্‌লূমদের পক্ষ নেয়া তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা আল্লাহর সুন্নত বা রীতিনীতি ভুক্ত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

"আল্লাহ্‌ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল, কারণ তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম"(সূরা হজ্জ:৩৮-৩৯)।

www.amarboi.org

মায্‌লূমদের সাহায্যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে:

وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا.

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দূর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে , হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও"(সূরা নিসা: ৭৫)।

অতএব দা'ঈগণ সত্যিকারেই যদি আল্লাহর সুন্নতের অনুসারী হয়ে থাকেন ,তা হলে মানব সমাজে নির্যাতন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিবেন।

ষষ্টত বিজয় মু'মিনগণের পরম কাঙ্খিত বস্তু। নিম্নোক্ত আয়াতে সে দিকেই ইংগিত প্রদান করছে:

"و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم".

" যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। অবশ্যই তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়।তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"(সূরা শু'রা:৩৯-৪২)।

ইসলামের দা'ঈগণ যখন তাদের নিজেদের উপর ও সাধারণ মানুষের উপর আপতিত যুল্‌ম নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নিবে ,তখন এটাই তাদের কাঙ্খিত বিজয়ের পথ রচনা করবে। হতে পারে হৃদয় জয়ের মাধ্যমে ভূখণ্ড জয়, না হয় ভূখণ্ড জয়ের মাধ্যমে হৃদয় জয়। বরং শেষোক্তটির মাঝে দা'ওয়াতের জন্য বিশাল সাফল্য নিহিত রয়েছে। দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই তো সেই সময়ক্ষণের বিজয় সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

"إذا جاء نصر الله و الفتح. و رايت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا".

www.amarboi.org

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন"(সূরা নসর:১-২)।

মুসলিম শাসকদের যুল্মের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিকার জন্য দেখা যায়, সিরিয়ার খৃস্টান জনগণ রোমান খৃস্টান শাসকদের পরিবর্তে মুসলিম শাসকদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেচে নিয়েছিল। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে ও বাস্তবে প্রমাণিত যে, বিজিতগণ বিজয়ীর অনুসরণের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি পোষণ করে থাকে।[২৩৫]

সপ্তমত: কোন কোন অবস্থায় দা'ঈ তার দা'ওয়াতী কাজই বন্ধ করে দিয়ে বসে থাক্‌তে পারে। কেননা বার বার নির্যাতন আসার পর প্রতিরোধে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বার বার সবর ও ক্ষমা করে দেয়ার কথা বল্‌লে তা তাকে নিরাশ করতে পারে। আর আল কুরআনের ভাষ্য মতে মানুষের স্বভাব হল, সে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। হতাশা নিরাশার ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে ফেলে।এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا".

" আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায় যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে"(সূরা বনী ইসরাঈল:৮৩)।

দা'ঈ নিজের এবং দা'ওয়াতের উপর আস্থাশীল থাকা এবং নিরাশ না হওয়া দা'ওয়াতী তৎপরতার একটি বিশেষ উপাদান বলে স্বীকৃত।

অষ্টমত: যুল্‌ম ও নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দা'ওয়াতের ফলাফল হেফাজত করার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমর্থনকারী, সাহায্যকারী, বিশেষত নবীন ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিদের দা'ওয়াতী কাফেলার সাথে সম্পর্কিত রাখার ক্ষেত্রে নির্যাতন প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। অন্যথায় যালেমদের ভয়ে নতুন কেউ সে দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না, সমর্থন করবে না , সাহায্যে উৎসাহ বোধ করবে না। নিম্নের আয়াতখানি সেই দিকেই ইংগিতবহ :

"يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন "(সূরা মুহাম্মদ:৭)।

নবমত: যুলমের প্রতিরোধের বিষয়টি অন্য দিক দিয়ে আদল ও ইনসাফের প্রতি দা'ওয়াতও বটে। এতে আরো প্রমাণিত হবে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, আদলের ধর্ম। যুল্‌ম চায় না, বা শুধু মেনেই নেয় না বরং তা প্রতিরোধও করে। ইসলাম বরাবরই আদলের পক্ষে।এটাই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা। ইরশাদ হয়েছে:

"وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته".

---

[235] ইবন খালদূন , *আল মুকাদ্দিমা*, (বৈরূত, দারুল কলম, ১৯৮১খৃ.) , পৃ.৭৬।

www.amarboi.org

আর আপনার প্রভূর পয়গাম পূর্ণ হয়েছে সত্যে ও ন্যায় বিচারে। তার সকল পয়গামের পরিবর্তনকারী কেউ নেই"(সূরা আন'আম:১১৫)। তাই ইসলাম কোনভাবেই কোন রকম যুল্মের বরদাশ্ত করেনি।

দশমত: শুরুতেই দেখেছি, আল্লাহ পাক তাগুত বা খোদাদ্রোহী ও বাতিলপন্থীর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নিতে আদেশ করেছেন আর এ শক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয়ে ঐ ধরনের প্রস্তুতির আদেশ দেয়া বেহুদা মনে হবে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অর্থহীন বা বেহুদ' কাজ হতে মুক্ত।

একাদশতম: উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহের মাঝে আমর দেখতে পাই, কখনো বলা হয়েছে: "فــإن عاقبتم فعاقبوا بمثل الخ"(যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও ,তবে সমপর্যায়ের প্রতিশোধ নাও), কখনো বলাহয়, قــاتلوهم(তাদের সাথে যুদ্ধ কর) ইত্যাদি। এসব আদেশ (أمر)সূচক বাক্য।

যে গুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে, প্রতিরোধ করা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয কাজ। আর এটা বলা যায় যে, এ কাজে কল্যাণ ও উপকারিতা আছে বলেই আল্লাহ পাক তা অনুমোদন করেছেন এবং এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বাদশতম: ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতার প্রভাব প্রতিপত্তি, সত্যের মান মর্যাদা ও এর সংযমী দা'ঈর ইজ্জত সম্মান বজায় রাখা এবং তাগুত ও বাতিলের গর্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়ার স্বার্থেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও করা অতীব জরুরী।

ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ এমন তুচ্ছ বা হীন নয় যে, যখন যা ইচ্ছা যে কেউ এর বাহকদের অসম্মান করবে, জান মাল ইজ্জত সম্মান বিনাশ করবে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান ও মহান। তাই তার দা'ওয়াতও মহাশক্তি শালী।তার দা'ঈগণই এ ধরায় রক্ষক ও মানবাধিকার, ন্যায় ইনসাফের একমাত্র ধারক। তাঁরাই জগতে আদল প্রতিষ্ঠা করবে ,মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে।

সুতরাং এ দা'ঈগণ এত দুর্বল হীন, তুচ্ছ-তাচ্ছিলের হয়ে যায়নি যে, তাদেরকে অত্যাচর যুল্ম করে যাবে অথচ কেউ প্রতিশোধ নিবে না। নিপীড়ন নির্যাতন করবে কেউ তার জবাব দেবে না। অবশ্যই না। ইসলামী পন্থীগণের দা'ওয়াত এত দুর্বল নয়। তাহলে এ দা'ওয়াত কেউ কবুল করবে না।[২৩৬] ইসলামী বিজয়ী হয়, বিজিত নয়।

তাছাড়া, আল্লাহ পাক একজন মু'মিন দা'ঈর জীবন বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই দা'ঈগণ মৃত্যুর ভয় করে না, মৃত্যু তো একবার আস্বেই।আর তা যদি ভাল কাজে আসে, তাহলেই তো জীবন সার্থক।

সুতরাং যুল্মের প্রতিরোধ যদি সময়োচিত হয় কিংবা দা'ওয়াতী কাজ এর চেয়ে বড় ধরনের কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, তবে একজন হকের দা'ঈ অবশ্যই

---

[২৩৬] সায়্যিদ কুতুব, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ.২২২।

www.amarboi.org

যুল্‌মের যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবে। যদিও তার জীবনের বিনিময়ে হোক না কেন। এ বিনিময়ের কথা আল্লাহ্‌ পাক একাধিক বার তাঁর দা'ঈগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

"إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن".

"আল্লাহ্‌ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তার এ সত্য প্রতিশ্রুতি অবিচল"(সূরা তওবা: ১১১)।

মোটকথা এসব দিক সহ আরো ঐ ধরনের অনেক দিক আছে, যা দা'ওয়াতের শত্রুদের প্রতিরোধ করা এবং সব রকমের যুল্‌ম-অত্যাচার, নিপীড়ন নির্যাতন মোকাবেলা করাকে দা'ঈগণের উপর অত্যাবশ্যক করেছে। তাই বলে হঠাৎ করেই সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এমনটি নয়। প্রতিরোধের পদ্ধতি আছে ; রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম ও কৌশল। তার পর আছে এতে সময়ক্ষণ বিবেচনা ও নৈতিকতার অনুসরণ। সব কিছু মানব সভ্যতায় ইসলামের এক মহা অবদান নিঃসন্দেহে।

যুল্‌ম-নির্যাতন মোকাবেলায় দা'ঈর কৌশল ও মাধ্যমসমূহ

পূর্বেই দেখেছি, ইসলাম বিভিন্ন রকম যুল্‌ম নির্যাতন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেওয়াকে অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনে প্রতিশোধও নেয়া যায়। যদি তাতে সমতার নীতি ও 'আদল অবলম্বন করা হয়। তবে একটি বিষয় সব সময় ইসলামের দা'ঈকে স্মরণ রাখ্‌তে হবে, তিনি দা'ঈ, তাঁর মূল লক্ষ্য দা'ওয়াতে সফল হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া নয়। অর্থাৎ মাদ'উকে তার দা'ওয়াত কবুল করানোই তার টার্গেট। তাই প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করতে হবে। সব সময় চিন্তা করতে হবে, কিভাবে মাদ'উকে আকৃষ্ট করা যায়।

তাই মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে হবে দা'ওয়াতের স্বার্থেই, প্রতিশোধের জন্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করে এ ক্ষেত্রে ইসলাম বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যম অবলম্বনের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। **দা'ওয়াতের অতীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ক্ষণ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে তা থেকে পদক্ষেপ নেয়া যাবে।**

১. ধৈর্য ও সংযম

ধৈর্য ও সংযমকে আরবীতে সবর বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বরং একে দা'ওয়াতের মেরুদণ্ড বলা হয়। যুল্‌ম নির্যাতন প্রতিরোধে দা'ঈগণের শক্তি সামর্থ্য কম থাকলে তথা তাদের এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাক্‌লে, সে অবস্থায় অত্যাচারী হোক আর সাধারণ মানুষ হোক, সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন একটি বিরাট অস্ত্র। কেননা মাযলুম যখন তার উপর

www.amarboi.org

বিভিন্ন নিপীড়নে ধৈর্য ধরে, তা দেখে অনেক সময় যালেমের অন্তর আত্মা কেঁপে উঠে ও হৃদয় বিগলিত হয়।

অন্যদিকে দা'ঈর প্রতি সাধারণ মানুষও সমবেদনা অনুভব করতে থাকে। এ জন্য বলা হয়, জনমত স্বভাবত মাযলুমের পক্ষে থাকে। তাই সবরের মাধ্যমে জনমত দা'ঈর পক্ষে আসে। অত্যাচারী ও সাধারণ জনগণ সকলের মাঝে দা'ঈর দা'ওয়াতের দৃঢ়তা ও সত্যতার ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা জন্মে। এ জন্য সাধারণত প্রতিশোধ না নিয়ে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরার জন্য আল কুরআনে অনেকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন শুরুতেই আমরা দেখেছি। অন্য জায়গায় আরও বলা হয়:

"واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور".

" তোমার উপর আপতিত মসিবতের উপর সবর কর, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ"(সূরা লোকমান:১৭)। তাছাড়া ধৈর্য ছাড়া এপথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেননা দা'ওয়াতী কাজে বিভিন্ন মেজাজের লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের কটু কথা, হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ। কথায় কথায় তাদের সাথে ঝগড়া বাঁধালে বা প্রতিশোধমূলক জবাব দিলে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে:

"لتبلون فى أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذي كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور".

"অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার"(সূরা আল ইমরান :১৮৬)।

অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাগুত ও বাতিলপন্থী লোক যদি অধিষ্টিত থাকে, তখন দা'ঈর উপর কি ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন নেমে আসে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভ্রান্তির পথে জাতিকে পরিচালিত করবে। তাদেরকে মেনে নিলে পথভ্রষ্ট হবে।আর তাদেরকে না মানলে তাদের কথা না শুনলে জান দিতে হবে। 'লোকেরা জিজ্ঞাসা করল এ সংকট কালে আমাদের কি করণীয়? তিনি উত্তরে বললেন:

"كما صنع أصحاب عيسي بن مريم نشروا بالمنشار وحملوا على الخشب، موت فى طاعة الله خير من حياة فى معصية الله".

"এ সংকটকালে তোমরা তাই করবে যা ঈসা (আ.) এর সাথীরা করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে টুকরা টুকরা করা হয়েছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ানো হয়েছিল।

www.amarboi.org

এতদসত্ত্বেও তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করেননি। আল্লাহর পথে তার আনুগত্য স্বীকার করে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া ঐ জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে জীবন আল্লাহর নাফরমানী ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত"।[২৩৭]

নির্যাতনের মুখে নিজের আদর্শ ত্যাগ করা বা অত্যাচারীর দলে ভীড়ে যাওয়া ঠিক নয়। বরং ধৈর্যের সাথে দা'ওয়াতী কাজে টিকে থাকতে হবে। পূর্ববর্তী নবীগনের উম্মতগণও সেই ধৈর্যের সাথে টিকে থাকতেন। এমর্মে ইরশাদ হয়েছে:

"وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين".

" আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে: আল্লাহ র পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন"(সূরা আল 'ইমরান:১৪৬)।

এ জন্য আল কুরআনে আসহাবুল উখদুদ ও আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনি ভাবে দা'ওয়াতী কাজ করতে গিয়ে আল আমীন উপাধিতে ভূষিত মহানবী (স.)কে পাগল, গণক, মিথ্যুক, যাদুকর ইত্যাদি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে।

এমনকি শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। কখনো তাঁর পথ চলার পথে কাটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, কখনো গলায় চাঁদর পেচিয়ে মেরে ফেলার ফন্দি আটা হয়েছে, কখনো সেজদারত অবস্থায় নাড়িভুড়ি ঢেলে দেয়া হয়েছে, কখনো শরীরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার অনুসারীদের উপর চালানো হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টীম রোলার। বেলাল, খাব্বাব, সুমাইয়া (রা.) প্রমুখ নির্যাতিত মুসলমানদের ঘটনা সর্বজন বিদিত।

সর্বোপরি মহানবীসহ সকলকে মাতৃভূমি মক্কা নগরী থেকেও বিতাড়িত হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও নবীজীর ধৈর্যে বিন্দু মাত্রও পরিবর্তন আসেনি। মুলত এ ধৈর্য ও সহনশীলতার ভিত্তি ছিল আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

"فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل".

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ"(সূরা আহকাফ:৩৫)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "فاصبر صبرا جميلا". "সুতরাং তুমি পরম ধৈর্য ধারণ কর" (সূরা মা'আরিজ:৫)। সূরা নাহলের দা'ওয়াত সম্বলিত আয়াতেও এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে:

"واصبر على ما صبرك إلا بالله".

---

[237] মুসনাদ আহমদ।

www.amarboi.org

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্যতো হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই "(সূরা নাহল :১২৭)।

২. ঈমানের অগ্নি-পরীক্ষা মনে করা

আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো হকপন্থীদের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করা হবে তারা নিজেদের হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এজন্য তারা যেন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত বা সন্দেহ প্রবণ না হয়ে পড়ে। বরং হাসিমুখে এবং ধৈর্য সহকারে তার মোকাবেলা করবে।

তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, পরীক্ষার এ পর্যায় অতিক্রম করতে পারলে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন:

" أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين".

" মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।তাদের পূর্ববতীদের কেও আমি পরীক্ষা করেছি , অনন্তর এভাবে আল্লাহ জানবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী "? (সূরা আনকাবুত:১-৩)

দা'ঈর এ কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, ক্রমাগত পরীক্ষাসমূহের মোকাবেলা তাকে করতেই হবে। প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও পরীক্ষার পথ পরিহার করে সফলতার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।আল্লাহ বলেন:

"قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتي أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأئ المرسلين.وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدي فلا تكونن من الجاهلين".

"আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূ-তলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মো'জেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত

www.amarboi.org

করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"(সূরা আন'আম:৩৩-৩৫)।

আল্লাহর পথে দা'ঈগণকে এ পথেই অগ্নি -পরীক্ষা করে থাকেন, অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন করে মুসলমানকে দা'ঈ হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ঈমানদারকে মোনাফিক শ্রেণী থেকে পৃথক করে থাকেন।ইরশাদ হয়েছে:

"ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي فى سبيل الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين".

"কতক লোক বলে , আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেলে কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক " (সূরা আনকাবুত:১০-১১)।

৩. **উত্তম ব্যবহার**

দা'ঈর প্রতি মন্দ আচরণ করা হলেও সে মন্দ আচরণ করে দা'ঈ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ভাল আচরণ করলে সে ব্যক্তি দা'ঈর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এজন্য মহানবী (স.) তার মন -মানসিকতা আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা না দিয়ে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। আর সেটা আল কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশের আলোকেই ,যখন আল্লাহ পাক বলেছেন:

"ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

"সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন করুন, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু"(সূরা হা-মীম-সাজদা:৩৪)।

কেননা মন্দ আচরণের মোকাবেলা মন্দের দ্বারা হলে দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে দূরত্ব বেড়ে যাবে। যা দা'ঈ ও দা'ওয়াহর কোন উপকারে আসবে না। মন্দের প্রতিশোধ নিয়ে মানুষের বাহ্য সমর্থন নেয়া যায়, কিন্তু অন্তর জয় করা যায় না। মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আন্তে হলে সেখানে দা'ঈর জায়গা করে নিতে হবে। তাহলেই মাদ'উর হৃদয় মন, আচার আচরণ, সমাজ সবকিছু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকবে।

www.amarboi.org

আর এ জন্য যথাসম্ভব মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ পাক খুশী হন। তিনি দা'ঈকে এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

"وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين".

"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে, নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না"(সূরা শুরা:৪০)।

৪. সৌজন্য বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন হওয়া

দা'ঈ চরম ধৈর্য প্রদর্শন এবং বারবার ক্ষমা করে দেয়ার পর যুলম নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হতে থাক্‌লে বা তার মাত্রা বেড়ে গেলে কিংবা বেড়ে যাওয়ার আশংকা করলে, সে ক্ষেত্রে সেই যুলমকারীদের থেকে সাময়িক দূরত্বে অবস্থান করাই শ্রেয়। তবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ভাল আচরণের মাধ্যমে হতে হবে। তথা শত্রুতা প্রদর্শনের ভিত্তিতে নয়। স্বাভাবিক সৌজন্য বজায় রেখে তার থেকে আলাদা হতে হবে। আল কুরআনে একেই 'হাজ্‌র জামিল' বলা হয়েছে। এবং তা অবলম্বনের জন্য দা'ঈদেরকে বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

"واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا".

" তুমি সবর কর এবং সুন্দর ভাবে পরিহার করে চল"(সূরা মুযাম্মিল:১১)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "واعــرض عــن الجاهلين"."আর জাহেল লোকদের থেকে বিরত থাক"(সূরা আরাফ:১৯৯)। অন্য স্থানে আরও বলা হয়, "وإذا خاطبهم الجــاهلون قالوا سلما". আর জাহেল লোকেরা তোমাদের সাথে কথা বলতে এলে বলবে তোমাদের সালাম"(সূরা ফুরকান:৬৩)।

এ জন্য নবী পাক (স.) অত্যাচারী ও নিপীড়নকারীদের নিকট হতে যখন পৃথক হতেন তখন শত্রুতা হিংসা এবং ঝগড়া বিবাদ করে পৃথক হতেন না মানবিক সহমর্মিতার আচরণ অব্যাহত রাখতেন দা'ওয়াতী কাজও জারি রাখতেন।

৫. নামায ও দু'আ

চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে শ্রেষ্ঠ দু'আ নামাযের মাধ্যমেও টিকে থাকার চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন:

"يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصابرين".

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"(সূরা বাকারা:১৫৩)।

এজন্য মহানবী (স.)ও তার অনুসারীদেরকে প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করে নামায আদায় করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা শুনাতেন।

ইরশাদ হয়েছে, "ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة

www.amarboi.org

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর "(সূরা নিসা: ৭৭)।

তেমনি ভাবে বনী ইসরাঈলের উপর যখন ফের'আউনী অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন মূসা (আ.) নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন।ইরশাদ হয়েছে:

"وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوة الظالمين. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسي وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلوة وبشر المؤمنين".

"আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে।আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘর গুলো বানাবে কেন্দ্র হিসেবে এবং নামায কায়েম কর ,আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর"(সূরা ইউনুস:৮৪-৮৭)।

উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী নবী (আ.) গণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগতির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে মাদ'উ কখনো আর ঈমান আনবে না, তখন তাদের উপর বদ দু'আ করেছেন। যেমন হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমের ব্যাপারে বদ দু'আ করেছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে, "وقال نوح رب لا تذر علي الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا".

" নূহ (আ.) আরও বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফের"(সূরা নূহ:২৬-২৭)। এমনি ভাবে মুসা (আ.) ও অত্যাচারী ফের'আউনও তার সম্প্রদায়ের উপর বদ দু'আ করেছিলেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

www.amarboi.org

"وقال موسي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فيالحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتي يروا العذاب الأليم".

"মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার , তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পাথিব জীবনের আড়ম্বর পূর্ণ করেছ, এবং সম্পদ দান করেছ। হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরওয়ারদেগার , তাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্ত রগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনা দায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়"(সূরা ইউনুস:৮৮)।

এজন্য মহানবী (স.) হুঁশিয়ার করেছেন:

"واتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب".

" মায্লূমের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থেক।কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই"।[২৩৮]অর্থাৎ সরাসরি কবুল হয়ে যায়। তবে তাঁরা নিশ্চিত না হয়ে বদ দু'আ করেননি। যেমন মক্কা ও তায়েফ বাসী মহানবী (স.)কে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তায়েফবাসী কর্তৃক তিনি নির্যাতিত হওয়ায় আল্লাহ্ পাক তাঁর নিকট ফিরিশ্তা পাঠিয়ে ছিলেন ওদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে নবী পাকের মর্জি আছে কি না জানার জন্য। মহানবী (স.) তাতে রাজী হননি। আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আজকে দা'ঈগণের নিকট যেহেতু ওহী আসা বন্ধ, তাই যালেমদের হেদায়েদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে এভাবে দু'আ করা যায়, "হে আল্লাহ্ ওদের নসীবে হেদায়েত থাক্লে তা প্রদান করুন, অন্যথায় ধ্বংস করে দিন, তাদের শক্তি সামর্থ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিন"। এ ধরনের দু'আ দা'ঈ কাজে লাগাতে পারেন।

৬. সতর্ককরণ ও ভীতি প্রদর্শন

পরিস্থিতি যদি দা'ঈর কিছুটা অনুকূলে থাকে, অন্য দিকে নির্যাতনও যদি হাল্কা ধরনের হয় ,তবে সে যালেমকে সতর্ক করা যেতে পারে। এমনকি ধমকি বা শাস্তির হুমকিও দেয়া যেতে পারে। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ঐ দিকেও ইংগিতবহ:

"فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا".

"আপনি এদের এড়িয়ে যান, আর সতর্ক করুন এবং এদের ব্যাপারে শক্ত কথা বলুন"(সূরা নিসা: ৬৩)।

---

[238] সহীহ্ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু সালাতিল ইমাম ওয়া দু'আয়িহি লি সাহিবিস সাদাকাহ, ২খ. পৃ.২৫৬।

www.amarboi.org

কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত যালেমদের এ দুনিয়ায় ধ্বংস ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে দা'ঈকে লক্ষ রাখ্তে হবে, কেউ গালি গালাজ করে অন্যায় করলে, তাকেও গালি গালাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া ঠিক নয়। এমনকি এ ব্যাপারে আল কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে:

"ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسوا الله عدوا بغير علم".

"আল্লাহকে ছেড়ে যারা অন্যের আরাধনা করে তাদেরকে মন্দ বলো না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতা বশত আল্লাহকে মন্দ বল্বে"(সূরা আন'আম:১০৮)।

কুকুর মানুষের পায়ে কামড় দিলে মানুষ সে কুকুরের পায়ে কামড় বসাবে না। সুতরাং দা'ঈ নিজ আত্মমর্যাদা ও ভদ্রতা বজায় রেখে হুমকি ধমকি দিয়ে অত্যাচারীকে বারণ করার চেষ্টা করবেন।

৭. যালেমদের গণবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো

যালেমরা যাদের সহযোগিতা নিয়ে যুল্ম করে ,তারা সমাজের অভিজাত ও ধনিক শ্রেণী এবং যাদের সমর্থনে টিকে থাকে, তারা হলো সাধারণ জনগোষ্ঠী। তাই ঐ যালেমদেরকে জনগোষ্ঠী তথা জনমত থেকে বিছিন্ন করতে সক্ষম হলেও অনেক যুল্ম নির্যাতন হ্রাস পায়। আর আখেরাতের অবস্থা তুলে ধরেই দা'ঈগণকে সে কৌশল শেখানো হয়েছে কালামে পাকে:

"ولو يري الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال

الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا وكذلك يريهم الله أعمالهم

حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار".

"আর কতইনা উত্তম হত, যদি এ যালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। অনুসৃত নেতাগণ যখন তাদের অনুসারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে ,আর এভাবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাহাদের (দুনিয়ার সাথে) সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন সে অনুসারীরা বল্বে, হায়! যদি একবার ফিরে যেতাম, তবে আমরাও ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেভাবে আজ তারা করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপ রূপে তাদেরকে দেখাবেন। আর তারা জাহান্নাম থেকে কখনো বের হতে পারবে না"(সূরা বাকারা: ১৬৫-৬৭)।

এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরে দা'ঈগণ জনসাধারণকে যালেমদের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুল্তে পারেন। কেননা আজকে যালেমদের হয়ে কোন যুল্মে সাহায্য করলে একদিন সেটাই তাদের জন্য পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

৮. অবরোধ ও বয়কট (BOYCOTT)

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করে অসহযোগিতা প্রদর্শন করার মাধ্যমেও অনেক যালেমকে প্রতিরোধ করা যায়। তাকে যুল্‌ম থেকে বিরত রাখা যায়। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক পদ্ধতি।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মুনাফিক, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীকে উক্ত পদ্ধতিতে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যায়। এজন্য অত্যাচারী মক্কার কাফেরদেরকে চিন্তাগত বয়কট করার জন্য সূরা কাফিরুন নাযিল হয়। আর কার্যগত ও সহযোগিতা মূলক ইস্যুতে বয়কট করার জন্য নির্দেশ করা হয়:

"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".

"আর যালেমদের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হবে না, তখন তোমাদের দোযখের আগুন স্পর্শ করবে"(সূরা হুদ:১১৩)।

এ পদ্ধতিকে এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যও ইসলাম অনুমোদন করেছে। যেমন কারো স্ত্রী যদি অন্যায় ভাবে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করে,তবে তাকে বয়কট করা যায়।

কালামে পাকে বলা হয়:."واهجروهن فى المضاجع""বিছানায় তাদেরকে বয়কট কর"(সূরা নিসা: ৩৪)।

বর্ণিত, মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ যুদ্ধে যেতে অবহেলাকারী তিন জন সাহাবীকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছিলেন। বর্তমান কালের হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন এ পর্যায় ভুক্ত বলে মনে হয়, যা দা'ঈগণও ব্যবহার করতে পারেন।

৯. রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবহারের প্রচেষ্টা:

সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃক এক শক্তি শালী হাতিয়ার। সমাজে আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রকমের যুল্‌ম প্রতিরোধ, সমাজ সদস্যদের মতবিরোধ নিরসন, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও কল্যাণই তার মূল লক্ষ্য। আল কুরআনের ভাষায় আল্লাহপাক সকল নবী (আ.)কে ঐ পরিকল্পনা দিয়েই পাঠিয়ে ছিলেন।

ইরশাদ হয়েছে, "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا معهم الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس".

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহ ও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ"(সূরা হাদীদ:২৫)।

অনেকে এ ন্যায়দণ্ড ও লৌহ দণ্ডকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর কিতাবকে সংবিধান বলেছেন। এ সবের সমন্বয়ে সমাজে ইসলামী আইন চালু করা গেলে সব রকমের যুলম অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন সম্ভব। যুল্‌ম নির্যাতন

www.amarboi.org

মূলক অপরাধে ইসলামে বিভিন্ন ধরনের দণ্ড বিধি চালু করিয়েছে। যেমন, অন্যায় হত্যার শাস্তি কিসাস বা হত্যা, চুরির শাস্তি হাত কাটা, ব্যাভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত বা আমরণ প্রস্তর নিক্ষেপ, ডাকাত ও হাইজাকারের শাস্তি অপরাধের মাত্রানুসারে হত্যা করা বা ফাসিতে দেয়া কিংবা হাত পা কেটে ফেলা, নতুবা নির্বাসন দেয়া ইত্যাদি। তেমনি রয়েছে তা'যীর (تعزير) বা লঘু শাস্তি ,যেমন কারাগারে আটক, নির্বাসন, প্রহার, কুটবাক্য এবং পদমর্যাদা নীচ করণ ইত্যাদি। যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিশেষজ্ঞ ও বিচারকের ফয়সালার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে।

এমনি ভাবে রয়েছে জরিমানা বা অর্থ দণ্ড যা শরী'আতের পরিভাষায় কিছু কিছুর নাম দিয়্যাত (হত্যার বিনিময়), আবার কিছু কিছুর নাম কাফ্ফারা। যেমন কসম ভঙ্গ করা, যিহার বা স্ত্রীকে মাতৃতূল্য করা ইত্যাদিতে যে অর্থ দণ্ড দেয়া হয়। এভাবে ইসলামী আইন চালু করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তাগুত বা খোদাদ্রোহী ও কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) পন্থীরা নিজেদের স্বার্থে আইন রচনা করবে এবং এর মাধ্যমে যুল্ম প্রতিষ্ঠা করবে।

৯.অপসংস্কৃতি ও বেদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া:

শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থও খাঁটি ইসলামী দা'ঈদের সহ্য করে না। যেমন, ইব্রাহীমের পিতা আযর ধর্মীয় নেতা। তিনি ইব্রাহীম (আ.) এর দা'ওয়াতের পথে বাধা দিয়েছিলেন।

তেমনি শেষনবী আশা করেছিলেন যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের 'উলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (কুরআনের ভাষায় আহ্‌বার ও রহবান) হয়ত তাঁর দা'ওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখেরাত, নবী, ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগেই পরিচিত। কিন্তু দেখা গেল, রাসূল (স.) এর দা'ওয়াতের সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাধল, তখন ঐ আহবার ও রহবানদের ধর্মীয়স্বার্থও তাদেরকে আবু জেহেলের সাথেই সহযোগিতা করতে বাধ্য করল।

এভাবে এক শ্রেণীর ভণ্ডপীর ও বিকৃতমনা বুদ্ধিজীবী সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হয়ে দা'ঈদের উপর নির্যাতনের সহায়তা দেয়। জনমতকে খোদাদ্রোহীদের পক্ষে ও দা'ঈদের বিপক্ষে নিয়ে যায়।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, হাসান আল বান্না , সায়্যিদ কুতুব প্রমুখ ইসলামী দা'ঈ ও তাদের অনুসারীদের উপর যে নির্যাতন নেমে এসেছিল, তাতে ঐ শ্রেণীর লোকদের সহায়তা কার্যকর ছিল। তাই তাদের ভণ্ডামী, চাতুর্য ও ধর্ম ব্যবসা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করতে হবে। তাদেরকে গণ-বিচ্ছিন্ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তাদের মাঝে দেয়াল রচনা করতে হবে।

১০. যুদ্ধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ

যুল্ম প্রতিরোধে সশস্ত্র পদক্ষেপ এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামী দা'ঈগণের শক্তি যখন একটি রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয় এবং সামর্থ্য থাকে, তখন সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। দা'ঈগণ এতে সামর্থ্যবান হলে এটা খুবই

www.amarboi.org

কার্যকরী পন্থা। ইসলামের চূড়ান্ত জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধকে যে ক'টি উদ্দেশ্যে অনুমোদন করেছে, তাতে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল, যুল্‌মের মূলোৎপাটন। যালেমের নখের থাবায় আহাজারিতে রত মায্‌লূমকে রক্ষা করা। ইরশাদ হয়েছে:

"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير".

" যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ তারা নির্যাতিত। আর আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম"(সূরা হজ্জ: ৩৯)।

অন্য আয়াতে বলা হয়:

"قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ".

"ফেতনা ফ্যাসাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও"(সূরা আনফাল:৩৯)।

ইসলামী দা'ওয়াতের বাধা অপসারণসহ মানুষের ধন সম্পদ ,ইজ্জত সম্মান, ইত্যাদিতে যত রকম অন্যায় অবিচার রয়েছে, সব কিছু অপসারণে যুদ্ধ চল্‌তে পারে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ইসলামী পণ্ডিতগণের মাঝে কেউ কেউ বলেন, ইসলামের সকল যুদ্ধই প্রতিরক্ষামূলক।[২৩৯]কারণ আল্লাহ্ পাক বলেছেন:

"وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم".

"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত"(সূরা বাকারা:১৯০)।

কিন্তু এমতটি যথাযথ নয়। কারণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধকেও ইসলাম অনুমোদন করে। যা হয়ে থাকে যালেমদের বিরুদ্ধে, ইসলামী দা'ওয়াতের পথে বাধা অপসারণার্থে এবং মাযলূমকে রক্ষার্থে। প্রথম লক্ষ্যে বলা হয়:

"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين".

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক্‌বে ,যতক্ষন ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্য কাউকে আক্রমণ করা চল্‌বে না"(সূরা বাকারা:১৯৩)।

বস্তুত আল্লাহ্ তার পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তার বান্দাদের বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক।

---

[২৩৯]শায়খ মুহাম্মদ রশীদ রেদা, *আল ওহী আল মুহাম্মদী*, (বৈরূত: আল মাক্‌তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯হি.)পৃ.৩০৮।

www.amarboi.org

সবলেরা দুর্বলদের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক, এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। তিনি চান না , পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, বেইনসাফী, হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলুক এবং দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্ট জীবের দাসত্ব করুক।তাদের উচ্চ মানবীয় মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বকে অপমানিত ও কলংকিত করুক।[২৪০]

এমনি ভাবে মাযলূমের আর্তনাদে যখন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়, তখন তাদের মুক্ত করার জন্য যালেমের উপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

ইরশাদ হয়েছে, وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও"(সূরা নিসা: ৭৫)।

এভাবে কোন শত্রু পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে যুদ্ধের আশংকায় চুক্তি ভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করার জন্য আক্রমণ করা যায়। মহানবী (স.) এ প্রেক্ষাপটে মক্কা অভিযান ও বিজয় লাভ করেছিলেন।

মোটকথা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে অনুমোদন ও এর নির্দেশ প্রদান করলেও যুল্মের বিরুদ্ধে একে ব্যবহার করার বিষয়টি ইসলামী দিক নির্দেশনায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহর (স.) যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধ্যমত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নতুন নতুন কৌশল ও নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আগ্রাসী বা শত্রু শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। যেমন, আরবরা এলোপাতাড়ি আক্রমণে যুদ্ধ করত। মহানবী (স) বদর যুদ্ধে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কাতার বদ্ধ ভাবে সুশৃংখল আক্রমণ করান। এমনিভাবে আহযাবে প্রায় ২৮ হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় পরিখা খনন করেন । যা ছিল আরবদের কাছে অপরিচিত। যে জন্য হতাহতের সংখ্যা ছিল নগন্য, তিনি যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। এভাবে মক্কাবিজয় অভিযানে একই নীতি অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। সৈন্য বাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মক্কার প্রতিটি

---

[240] সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, *আল জিহাদ,* অনু. আকরাম ফারুক, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯খৃ.) ,পৃ.৪৭।

www.amarboi.org

প্রবেশপথের মুখে পাহাড়ের টীলায় সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল। বলে দেওয়া হয়েছিল, রাতের খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা যৌথভাবে না করে চারদিককার পাহাড়গুলোতে হাজার হাজার চুল্লি জ্বলতে দেখে মক্কাবাসীদের মনে এমন ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো যে, এদের মধ্যে প্রতিরোধ করার মত মানসিক বল একেবারেই খতম হয়ে গেল। ফলে তারা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহস পায়নি। তেমন হতাহত হয়নি। মাত্র ২৩ বা ২৪ জন লোক নিহত হয়েছিল। অতএব প্রায় বিনা রক্তপাতেই মক্কাবিজয় সম্পন্ন হয়। মহানবী (স) ৩৩টি যুদ্ধ পরিচালনা ও ২৮টি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর একই নীতির কারণে সে সব যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হাজারের কোটাও স্পর্শ করেনি। পৃথিবীতে অন্যান্য যুদ্ধে হতাহতের তুলনায় যা ছিল একেবারেই নগন্য। অথচ এক বিশাল ও সফল বিপ্লব ঘটিয়েছিল। অতএব যুদ্ধনীতিতে দা'ঈগণ একই নীতি অবলম্বন করবেন।

১১.সন্ধি চুক্তি করা

সাধারণত প্রতি পক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধি চুক্তিতে আস্তে হবে।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله عليهم سبيلا".

"সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে দাড়ায়, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি"(সূরা নিসা:৯০)।

এমনিভাবে ইসলামী দা'ঈগণও যুদ্ধে অপারগ হলে সন্ধি চুক্তিতে আসার চেষ্টা করতে পারেন। আর এটা সামরিক চুক্তিও হতে পারে যেমন মহানবী (স.) এর হুদায়বিয়ার চুক্তি, আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তিও হতে পারে।যেমন তাঁর মদীনা সনদের মাধ্যমে চুক্তি।

উল্লেখ্য, মহানবী (স.)র এসব চুক্তির মাধ্যমে যালেমদের পক্ষ থেকে অনেক যুল্ম থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করেছিলেন। দা'ঈগণও তা ব্যবহার করতে পারেন।

১২.প্রভাবশালীর আশ্রয় লাভ

অত্যাচারী থেকে রক্ষা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কিংবা রাষ্ট্রেরও সহযোগিতা বা আশ্রয় নেয়া যায়। ইসলামী দা'ওয়াতের পরিভাষায় একে সুলতান নাসীর তথা সাহায্যকারী কর্তৃত্ব বলা হয়। এজন্য আল্লাহ পাক মহানবী (স.)কে তা চাইতে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন যা তাঁর বাণীতেই রয়েছে:

"واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا"

"তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য সাহায্য কারী কর্তৃত্ব নিয়োগ করে দাও"(সূরা বনী ইসরাঈল:৮০)।

এজন্য মহানবী (স.) হযরত ওমর ও আবুল হাকাম আবু জাহলের ঈমান গ্রহণ কামনা করতেন।

www.amarboi.org

ঐ প্রভাবশালী মহলটি মুস্‌লিম হোক আর অমুসলিম, প্রয়োজনে ও নির্ভরযোগ্য মনে হলে উভয় প্রকারের ব্যক্তির আশ্রয় নেয়া যাবে। এজন্য মহানবী (স.) মক্কায় স্বীয় চাচা আবূ তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তায়েফে গিয়ে ছিলেন দা'ওয়াত নিয়ে এবং সাহায্যকারী খুঁজতে। তৎকালীন মক্কার অবস্থা তাঁর জন্য অনুকূলে ছিল না। তাই তায়েফে নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন মাত্'আম ইব্‌ন আদ্দীর আশ্রয়ে।[২৪১]

১৩.কাহ্‌ফ পদ্ধতি (আত্মগোপন)

কাহ্‌ফ পদ্ধতি হলো পাহাড় পর্বতের গুহায় তথা গোপনীয় কোন স্থানে লুকিয়ে থাকা। যালেমের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে কোন রকমের প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে দা'ঈ আত্মগোপন করতে পারেন। তবে এর সাথে যথা সম্ভব প্রতিরোধে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। যুল্‌ম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ঐ পদ্ধতি অনেক দা'ঈ অবলম্বন করেছেন। যেমন ইয়াহুদীদের যুল্‌ম অত্যাচার থেকে বাচার জন্য প্রাথমিক কালের নাসারাগণ পাহাড় পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কিছুটা অজ্ঞাত থাক্‌লেও এ ধরনে কাহ্‌ফ বা গুহাবাসীর কথা আল্ কুরআনের আলোচিত হয়েছে। তাদের এক জনের কথা থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট, যিনি শহরে লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ

"إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا".

"তারা যদি তোমাদের খবর জান্‌তে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে কখনই সাফল্য লাভ করবে না"(সূরা কাহ্‌ফ:২০)। অতএব তাদের দ্বীনের উপর টিকে থাক্‌তে ও অত্যাচার যুল্‌ম থেকে বাচার জন্যই কাহ্‌ফে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইহা এমন কি নবীগণের মাঝে কেউ কেউ তা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেমন, হযরত যাকারিয়া (আ.) একটি গাছে, ঈসা (আ.) গহীন জঙ্গলে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরতের সময় মক্কায় পাহাড়ের গুহায়। ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দা'ঈ অত্যাচারীর হাত থেকে বাচার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। এটা কাপুরুষতা নয়। বরং পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য।

১৪.হিজরত

অত্যাচার যদি এমন পর্যায়ে যায় যে, দা'ঈর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। অথচ প্রতিরোধের কোন কৌশলই তাঁর হাতে নেই, নেই কোন আশ্রয় বা আত্মগোপন করার স্থান, সে ক্ষেত্রে দা'ঈ হিজরত করবেন। বরং নির্যাতিত অবস্থায় সকলকে হিজরত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

---

[241] ইব্‌নুল আছীর, *আল কামিল ফিত্ তারীখ,* (বৈরূতঃ দারুল 'ইল্‌ম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭) ২খ, পৃ.৯২।

www.amarboi.org

"إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسي الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة".

"যারা নিজের যুলম করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশ্তারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পথও পায় না। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে"(সূরা নিসা:৯৭-১০০)।

এমনকি আল্লাহ পাকের অনেক নবী (আ.)ও হিজরত করেছেন। যেমন ইব্রাহীম, মূসা, মুহাম্মদ (স.)।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে হিজরত করার পূর্বেও মুসলমানদেরকে দু'দফা হাবশায় হিজরতে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ও অনুসারীগণ ধীরে ধীরে মদীনায় হিজরত করেন এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

অতএব দা'ঈগণকেও শুধু হিজরত করলে চল্‌বে না। বরং হিজরত করতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ও দা'ওযাতকে সফলতায় পৌছানোর জন্য।

বিভিন্ন রকম প্রতিরোধে সময়ক্ষণ বিবেচনা

উল্লেখ্য যে, যুল্‌ম ও নির্যাতন মোকাবিলায় বিভিন্ন রকম কৌশল ও মাধ্যমের মাঝে ক'টিতে প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় না। যেমন, সবর, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহার, নাযায ও দু'আ.আত্মগোপন ,হিজরত। এগুলো দা'ঈ তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত।তার নিজস্ব শক্তি সামর্থ অনুসারে তাত পদক্ষেপ নিবেন।আবার কিছু কিছু আছে যেগুলোতে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়।এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।যেমন যুদ্ধ,গণ আন্দোলন, অবরোধ ও বয়কট, দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ মাধ্যম গুলো ব্যবহারের যথাযথ সময় আছে।

সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধরা বা ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ নয়। কেননা একই ধরনের যুল্‌ম বার বার আপতিত হওয়ার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শক্তি প্রয়োগে প্রতিরোধ

www.amarboi.org

করা না হলে সে অত্যাচার যুল্‌মের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।এ অবস্থায় শেষোক্ত পর্যায়ে মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও শক্তি সঞ্চয়।

তা'ছাড়া, ইসলামী দণ্ড বিধি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। যা অন্যায়কারীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সেই বিধি গুলো বাস্ত বায়ন করবে। অন্যথায় দেখা দিবে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা। তখন দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। আর কর্তৃত্ব হল ভিত্তি বা মূল স্তম্ভ। ভিত্তি বা স্তম্ভ ছাড়া কোন ঘর উঠানো সম্ভব নয়।

এমনি ভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলেও প্রয়োজন বিভিন্ন রকম শক্তি। তার মধ্যে জনশক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, যুদ্ধাস্ত্র, ভরণপোষণ ও যোগাযোগ শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি। এ বিষয়টিকে সংক্ষেপে আল কুরআনে বলা হয়:

"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

"তাদের মোকাবিলায় শক্তি সঞ্চয়ে যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ কর"(সূরা আনফাল :৬০)।

উপরোক্ত দিকসমূহে প্রতিপক্ষের কতটুকু কি আছে, তা পরিমাপ করেই যদি দা'ঈগণ মনে করেন তাদের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত, তাহলেই সশস্ত্র প্রতিরোধে অবতীর্ণ হতে পারেন, অন্যথায় নয়। এ জন্য দেখা যায়, মহানবী (স.) ইসলামী বিরোধী শক্তির সাথে সশস্ত্র প্রতিরোধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

প্রথমত: উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়, এজন্য মাক্কী জীবনে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল , আদেশ ছিল, كفوا أيديكم "তোমাদের হস্ত সংবরণ কর"(সূরা নিসা:৭৭)।

দ্বিতীয়ত: যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়, সেটাও ক'টি পর্যায়ে। প্রথমত:ইহা ফরয না করে তাতে অনুমতি দেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا".

" যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কারণ তারা নির্যাতিত"(সূরা হজ্জ:৩৯)।

তৃতীয়ত: মুসলমানদের সাথে যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয় , তাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্যথায় বিরত থাকা।যেমন, যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে:

"فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا".

"অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে,তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমারের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ দেননি"(সূরা নিসা:৯০)।

www.amarboi.org

চতুর্থতঃ ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার করার পরেও যারা কুফুরীর উপর অটল থাকে, এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আতুগত্য প্রদর্শন না করে, জিযিয়া কর আদায় করাকে অস্বীকার করে, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় দা'ওয়াতী কাজে বাধা দেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যেন আল্লাহর যমীন থেকে সকল অত্যাচার অনাচার যুল্ম নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায় এবং ইসলামের আদল ইনসাফ ও কল্যাণের পতাকাতলে সকলে একত্রিত হয়,তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীতে মানব সমাজ নিমগ্ন হয়। বিশ্ব ধর্ম হিসেবে ইসলামের এ মিশন বিশ্বব্যাপী। গোটা দুনিয়া খোদাদ্রোহী কাফের ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সে মিশন পরিচালিত হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়। তবে যথাযথ শক্তি সামর্থ্য , প্রস্তুতি ও কর্তৃত্ব লাভের পরই তা গ্রহণ করা যাবে। এ পর্যায়ে আহলে কিতাব জিযিয়া কর না দেয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

"قـــاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون".

"তোমরা যুদ্ধ কর আহ্লে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে"(সূরা তাওবা:২৯)।

এমনি ভাবে জাযিরাতুল আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلوة وأتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم".

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"(সূরা তওবা:৫)।

আর এ অবস্থায় রেখে মহানবী (স.) ইনতিকাল করেন।অতএব শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাধ্যম ব্যবহার করে দা'ঈগণ ব্যর্থ হলে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে কার সাথে যুদ্ধ করা প্রয়োজন, কার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যায়, কার সাথে সন্ধি চুক্তি করা দরকার, ইত্যাদি।বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপের অনুমোদন ও নির্দেশ দিয়ে ইসলাম দা'ঈগণের পথ খুলে দিয়েছে।

www.amarboi.org

যুল্ম -নির্যাতন মোকাবেলায় ইসলামী নৈতিকতা

এক্ষেত্রে ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে :

প্রথমতঃ সে মোকাবেলা হবে আল্লাহর রাস্তায় তথা তার সন্তুষ্টি অর্জনে ইসলামী দা'ওয়াতের স্বার্থে। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দা'ঈ প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে না। যুদ্ধ হোক আর না হোক, সব হবে আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহ পাক বলেনঃ

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت".

"যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে"(সূরা নিসাঃ৭৬)।

যালেম নিকটাত্মীয় হলেও দা'ঈর শুধু আত্মীয়তার স্বার্থে তার মোকাবেলা থেকে পিছিয়ে যাবে না।ইরশাদ হচ্ছেঃ

"كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر

يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم".

"আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়"(সূরা মুজাদালাঃ২১-২২)।

দ্বিতীয়তঃ সর্বাবস্থায় যুল্ম পরিত্যাজ্য। ইরশাদ হয়েছেঃ

"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقواي ".

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর।এটাই তাকওয়ার নিকটতর "(সূরা মায়িদাঃ৮)। ইসলাম এমনকি যুদ্ধরত দের সাথেও যুল্ম করাকে হারাম ঘোষণা করেছে।ইরশাদ হয়েছেঃ

"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না"(সূরা বাকারাঃ১৯০)।

যুদ্ধে যুল্মের মধ্যে একটি হল, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা। যেমন শস্য ক্ষেত্র , গৃহ পালিত জন্তু, ফলের গাছ,ইত্যাদি।

এমনি ভাবে তাদেরকে হত্যা করা যুল্ম, যারা সাধারণত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না। যেমন শিশু সন্তান, বৃদ্ধ, মহিলা, সন্ন্যাসী, রোগাক্রান্ত ইত্যাদি এসব মহানবীর

www.amarboi.org

হাদিস থেকে প্রমাণিত।[২৪২] কিন্তু তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

তৃতীয়তঃ প্রস্তুতি ও ধারাক্রম নীতি অবলম্বন। কেননা অসময়ে অপাত্রে কিংবা যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।আর এটা অন্য দিক দিয়ে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপরই যুল্‌ম। ইরশাদ হয়েছেঃ

"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ". "তোমরা নিজেদেরকে হাতে ধরে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"(সূরা বাকারাঃ ১৯৫)।

চতুর্থতঃ সামর্থ থাকতে যুল্‌ম প্রতিরোধ না করা অবৈধ। কেননা অত্যাচারীকে মানুষের উপর অত্যাচার করতে দেয়া এক ধরনের যুল্‌ম।

মহানবী বলেছেন, "من أعان ظالما سلطه الله عليه". "যে যালেমকে সহায়তা করে, আল্লাহ তাকে সে ব্যক্তির উপর চড়াও করিয়ে দেন"।[২৪৩]

যালেমকে যুল্‌ম করতে ছেড়ে দেয়ার অর্থ তাকে সহায়তা করা। আর এটাও দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর যুল্‌ম বটে।

পঞ্চমতঃ দা'ওয়াতে লাভজনক না হলে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে ক্ষমা, সংযম ও ধৈর্যই উত্তম। ইরশাদ হয়েছেঃ

"ولئن صبرتم لهو خير للصابرين".

"আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর, তাহলে ধৈর্য শীলদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে"(সূরা নাহল : ১২৬)।

ষষ্ঠতঃ শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ হতে হবে উত্তম পন্থায়। আর উত্তম পন্থা হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাথে আরো ক'টি নীতি অবলম্বন। যথাঃ

১. যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নতুন করে আবার দা'ওয়াত দিতে হবে।
২. যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ও সন্ধিকে প্রাধাণ্য দিতে হবে।বিশেষ করে অত্যাচারী পক্ষ যদি এগিয়ে আসেঃ

ইরশাদ হচ্ছে, "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ". "তারা যদি শান্তি চুক্তি করতে চায়, তাহলে তাই কর, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর"(সূরা আনফাল :৬১)।

৩. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ও খেয়ানত না করাঃ ইরশাদ হয়েছেঃ

"ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.

---

[242] মুসনাদে আহমদ, ১খ. পৃ.৩০০।

[243] হাফেজ ইব্‌ন আসাকির , হযরত 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ থেকে এটি বর্ণনা করেন।

www.amarboi.org

"প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা ভঙ্গ কর না। আর তোমাদের উপর আল্লাহকে যামিনদার রেখেছ"(সূরা নাহল : ৯১)।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতে ইচ্ছুক যিম্মীদের নিকট থেকে সামরিক কাজ থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে জিযিয়া গ্রহণ করা।

যেমন, পূর্বোক্ত আল্লাহর বাণী,."حتى يعطوا الجزية"যতক্ষণ না জিযিয়া দেয় "।

৫. শত্রুর সাথে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন। যেমন বন্দীদেরকে উত্তম খাবার পরিবেশন ও ভাল আচরণ করা।

ইরশাদ হয়েছে, ."ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"

"তারা আল্লাহর ভাল বাসা পাওয়ার জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও যুদ্ধবন্দীদেরকে খাবার পরিবেশন করে"(সূরা ইনসানঃ ৮)।

মোটকথা, যুদ্ধ অবস্থাতেও শত্রুর সাথে ভাল আচার আচরণ দুঃখ দুর্দশায় সমবেদনা জানানো ইত্যাদি কাজ করে তার হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছেঃ

"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি,তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন"(সূরা মুমতাহিনা:৮)। তাই সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ভূমিকা বিশ্ব বিখ্যাত।

উপসংহারে বলা যায়, মানবিকতায় উন্নত এবং বৈচিত্র্যময় নীতি ও নৈতিকতায় পরিপূর্ণ এক দা'ওয়াতী পরিকল্পনায় ইসলাম সকল রকমের যুল্‌ম অত্যাচার নিপীড়ন, নির্যাতন, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস নির্মূলে ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সব কিছু মানবতার কল্যাণে মানব সমাজের স্বাধীনতা, শান্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতেল, খোদাদ্রোহী, তাগুত, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। দা'ঈগণ যদি উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন পন্থা তথা কৌশল ও মাধ্যম অনুসরণ করে, তাহলে তাদের দা'ওয়াত বিজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীতে একমাত্র ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম পাওয়া যাবে না, যে ধর্ম তাঁর অনুসারীদেরকে যুল্‌মের মোকাবেলা, আল্লাহর রাস্তায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায়, দুর্বল অসহায়দের সাহায্যে, উন্নত জীবন ধারা প্রচলনে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব সমাজে যুদ্ধ থাকবে, বিভিন্ন রকমের যুল্‌ম , অন্যায়, অবিচার, মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ইসলাম এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করেছে এভাবে যে,তা হতে হবে আদল , ইনসাফ, ইহসান ও সততার সাথে ও শান্তিকামিতায়।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসলামী দা'ওয়াহ্ কার্যক্রমে অটল ও চলমান থাকার কৌশল অবলম্বন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়, ইসলামের নির্দেশ হলো, ইসলামী দা'ওয়াতে অটল থাক্তে হবে। শত্রু পক্ষের হুমকি ধমকি, নিপীড়ণ নির্যাতন ও বাধার মুখে দা'ওয়াতী কাজ হতে বিরত থাকা যাবে না। শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না। তাদের তোষামোদে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী কিছু করা যাবে না। বরং অনবরত কৌশলে দা'ওয়াতী কাজ করে যেতে হবে। এ কার্যক্রম ধারাকে চলমান রাখ্তে হবে।

পূর্বেই আমরা দেখেছি, এ মর্মে আল কুরআনেও আল্লাহর নির্দেশ এসেছেঃ

"واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم".

"তোমাকে যে ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাতে অটল থাক। তাদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করবে না"(সূরা শুরা:১৫)।

উল্লেখ্য, দা'ওয়াতী কাজে দৃঢ় ও অটল থেকে এ কাজকে সচল রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতী কৌশল ও মূলনীতি সমূহের অনুসরণ-ই এ ক্ষেত্রে প্রধান পাথেয়। তবে ঐ গুলো ছাড়া সুনির্দিষ্ট ভাবে আরো কিছু কৌশলগত দিক রয়েছে , যে গুলোর অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে এ সবের গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলঃ

১. দা'ওয়াতী কাজে আস্থা রাখা

দা'ওয়াতী কাজে টিকে থাকার জন্য প্রথম কাজ হলো, এর উপর দা'ঈ নিজেরই আস্থা থাক্তে হবে। ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। ইসলামকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে হবে।

অতঃপর তিনি এ পথে কুরআন সুন্নাহ প্রদত্ত যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তার উপরও আস্থা রাখতে হবে। লোক সমাজ থেকে সাড়া না পেয়ে, কিংবা কাঙ্খিত ফলাফল পেতে দেরী দেখে, বা অনুসারীর সংখ্যা স্বল্প দেখে, নতুবা বাতিল শক্তির হাসি ঠাট্টা, ও দম্ভ অবলোকন করে, অথবা দা'ঈর প্রিয় নেতার শাহাদতবরণ বা মৃত্যু হওয়ায় নিরাশ হয়ে গেলে চল্‌বে না। দা'ঈর দায়িত্ব হল আল্লাহর দেয়া পথ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া। কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ তা সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি অধিক জ্ঞাত। তাই তিনি ঐ শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটিই দা'ঈকে দিয়েছেন। এ মর্মে উপরোক্ত দা'ওয়াতী সংবিধানে উল্লেখ করা হয়ঃ

إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

"নিশ্চয় তোমার প্রভূ তার রাস্তা থেকে যে বিচ্যুত তার সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত। আর যারা হেদায়েত প্রাপ্ত তাদের সম্পর্কে ও তিনি অধিক জ্ঞাত"(সূরা নাহ্‌ল:১২৫)।

www.amarboi.org

মাদ'উ দা'ওয়াতে সাড়া না দিলে সেটা তাদের একটা অযোগ্যতা, এটা দা'ঈর অযোগ্যতার প্রমাণ নয়। কারণ দা'ঈ ইচ্ছা করলেই যে কাউকে দ্বীনে প্রবেশ করাতে পারেন না। আল্লাহ পাক সকলকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। তাই দা'ওয়াত গ্রহণ করা বা না করা, তাদের ব্যাপার। আল্লাহ পাক বলেন

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন"(সুরা কাসাস:৫৬)।

এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের সাহায্যের উপর আস্তা রাখতে হবে।এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون.

"আমার রসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী"(সূরা সাফ্‌ফাত :১৭১-১৭৩)।

২. অসীম ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন

এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়, এটা দা'ওয়াতের সকল স্তরের কার্যকর অস্ত্র। ধৈর্য ছাড়া দা'ওয়াতে টিকে থাকার প্রসঙ্গ অবান্তর। এ জন্য আয়াতে দা'ওয়াতে হিকমত, মাউ'য়িযা, মুজাদালা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়ার পর পরই বলা হয়:

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.

"তুমি সবর কর, তোমার সবর আল্লাহর জন্য , অন্য কারো জন্য নয়। তাদের জন্য দুঃখ করবে না, আর তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবে না"(সূরা নাহল:১২৭)।

৩. জোর যবরদস্তি করে দ্বীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা

ইসলামী দা'ওয়াতের মূলনীতি হলো, কাউকে জবরদস্তি করে ইসলামে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা। লক্ষ্যস্থিত ব্যক্তি যেন, ইসলাম সম্পর্কে বুঝে শুনে তা গ্রহণ করতে পারে তারই চেষ্টা অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। ইরশাদ হয়েছে:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

"দ্বীন কবুলের ক্ষেত্রে জোর যবর দস্তি নেই। কোনটা হেদায়েতের পথ, কোনটা গোমরাহীর পথ তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে" (সূরা বাকারা:২৫৬)।

আর এটা এ জন্য যে, জোর যবরদস্তি করে কোন কিছু কারো উপর ছাপিয়ে দিলে সুযোগ বুঝেই সে তা প্রত্যাখ্যান করে।এমনকি দা'ঈর ক্ষতি করে। কারণ মানব অন্তকরণের স্বাভাবিক রীতি হল, যে তার প্রতি ভাল আচরণ করল সদয় হল, তাকে সে ভাল বাসে। আর যে যবরদস্তি করল, তাকে সে ঘৃণা করে। ঐ জবরদস্তি কারী যে কেউ হোন না কেন।

www.amarboi.org

৪. ভারসাম্য রক্ষা করা

দা'ঈর কথা বার্তা, ইবাদত বন্দেগী, আচার-আচরণ, চিন্তা- ফিকির , ও জীবন যাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখ্তে হবে। এটা যেমনি ভাবে জীবন চলার পথে প্রয়োজন, তেমনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও। এভাবে দা'ওয়াত কৃত ব্যক্তির সাথে। ইসলামের শিক্ষার বিভিন্ন দিক ঐ ব্যক্তির উপর এমন ভাবে হঠাৎ ছাপিয়ে দেয়া যাবে না, যাতে সে পালিয়ে বাচতে চায়। আবার এমন হালকা করে দেয়াও যাবে না, যা ইসলামের মৌলিক দিক রক্ষা না পায়। এমনি ভাবে তাকে এত ভাল বাসা প্রকাশ করা যাবে না যে, কোন কারণে সে উথ্লে যায় কিংবা ইসলামের প্রতি তার দরদের চেয়ে দা'ঈর প্রতিই তার দরদ বেরে যায়।এভাবে এত দূরে রাখা যাবে না যে, সে ইসলামী জীবনাচরণের সংস্পর্শেই আস্ল না, জান্ল না, কিছু অনুভব করতে পারল না। অবশেষে সে দা'ঈর হাত ছাড়া হয়ে গেল। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন:

ولا تجعل يدك مغلولة إلا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.

"তোমার হাতকে একেবারে ঘাড়ের দিকে গোটাইয়েও নিও না (ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না) ,আবার একেরারে প্রসারিত করেও দিও না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাক্বে"(সূরা বনী ইসরাঈল :২৯)।

৫. দা'ওয়াতের স্তরসমূহ অতিক্রমে নিরবিচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখা

ইসলামী দা'ওয়াতের স্থান, কাল-পাত্র , বিষয় ও পথ পরিক্রমা অনুসারে বৈচিত্র্যময় স্তর রয়েছে।যেমন:

প্রথমতঃ স্থান অনুসারে দা'ওয়াত বল্তে প্রথমে নিজের পরিবারে দা'ওয়াত দেয়া, অতঃপর নিজ গোত্র, তারপর নিজ এলাকা, এরপর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে যাওয়া দা'ওয়াত নিয়ে, অতঃপর বিশ্ব ব্যাপী তৎপরতা চালানো।

দ্বিতীয়তঃ সময় অনুসারে প্রথমে মাদ'উর হাসি খূশী অবস্থায় কিংবা দুঃখের সময়ে, অতঃপর বিশেষ উৎসবের সময়ে , তারপর অনবরত চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

তৃতীয়তঃ ব্যক্তি তথা দা'ওয়াতে পাত্রের দিক বিবেচনায় প্রথমে পরিবার পরিজন, অতঃপর আত্মীয় স্বজন, তারপর বন্ধু মহল ও পরিচিত জন, অতঃপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এরপর সমাজের নিগৃহিত গোষ্ঠী , তারপর সকল আম জনতা।

চতুর্থতঃ বিষয়গত দিক দিয়ে প্রথমে আকীদার দিক, এরপর চারিত্রিক দিক, অতঃপর আইনগত বাধ্যবাধকতা।

পঞ্চমতঃ পথ পরিক্রমাগত দিক দিয়ে প্রথমে প্রচার করা তথা পেশ করা, অতঃপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া, তারপর বাস্তবায়ন ও কাজে নিয়োগ দান।

ষষ্ঠতঃ উপস্থাপনার ধরনের দিকদিয়ে প্রথমে ইশারা ইঙ্গিতে, অতঃপর গোপনে স্পষ্ট ভাবে ,তারপর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেয়া।

এভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমধারা রক্ষা করে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হলে তা দা'ওয়াতে সচল থাক্তে সহায়তা করে। এসব পর্যায় ধারা অনুসরণ নবী রসূলগণেরই সুন্নত ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ.) দীর্ঘ

www.amarboi.org

সাড়ে নয় শত বৎসর দিবারাত্রি দা'ওয়াত চালু রাখায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার বর্ণনায় আল কুরআনে এসেছে:

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعاءي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني اعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.

"সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা রাত্রি দা'ওয়াত দিয়েছি: কিন্তু আমার দা'ওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি"(সূরা নূহ:৫-৯)।

৬. ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা:

জ্ঞাতি ভাই হওয়ার পাশাপাশি মুমিন গণ পরস্পর ভাই ভাই। এমনি ভাবে গোটা মানব জাতি হযরত আদমের সন্তান হিসেবে ভাই ভাই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করা ইসলামী দা'ওয়াতে একটি কৌশলগত দিক। এর মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশে অনেক পরিস্থিতির সহজ মোকাবেলা করে টিকে যেতে পারেন। শত্রুকেও আপন করে নিতে পারেন। অনুকূল পরিবেশেও ঐক্য , সংহতি ধরে রাখা, এবং পরস্পরে সহমর্মিতা জাগানোর জন্য এটা অন্যতম মৌলিক পন্থা।

মোটকথা, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থায়েই দা'ঈ দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সচল থাকার জন্য ভ্রাতৃত্ব ধরে রাখতে হবে। অনুসারীদের মাঝে এর চর্চা থাক্‌তে হবে। এজন্য মহানবী (স.) মদীনায় গিয়ে মুহাজির আনসার দের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। সুদীর্ঘ বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত আউস ও খাযরাজের মাঝে ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলে ছিলেন। এটা ছিল মুসলমানদের উপর আল্লাহর দেয়া স্মরণীয় নেয়ামত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর: পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই

www.amarboi.org

ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এ ভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার"(সূরা আল ইমরান:১০৩)।

৭. অভিযোগ খণ্ডন এবং সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা

ইসলাম বিরোধীপক্ষ সতত চেষ্টা করে দা'ওয়াত ও দা'ঈকে লোক সমাজে বিতর্কিত করে তোলার জন্য। তখন দা'ঈ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যালেমের অত্যাচারের মুখে টিকে থাকতে পারে না। তাই টিকে থাকার জন্য দা'ঈর কর্তব্য হলো, তার নিজের বিরুদ্ধে এবং তার দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়, তা খণ্ডন করা, এবং যে সব অপবাদ দেয়া হয় , যে সব সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা, তা অপনোদন ও নিরসন করা।

এ জন্য আল কুরআনে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের খণ্ডন করতেন। এমনি ভাবে মহানবী মুহাম্মদ (স.) এর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ও সংশয় সৃষ্টি করা হতো, তা খোদ কুরআনেও খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন মক্কার মুশরিকদের অভিযোগ ছিল , রাসূল একজন প্রভাব শালী ধনাঢ্য ব্যক্তি নন, তাই তার কথা শুনতে উচ্চমহল বাধ্য নয়। এর জবাবে আল কুরআনে বলা হয়:

وقالوا لولا نزل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না ? তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে ? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে।তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম "(সূরা যখরুফ : ৩২-৩৩) ।

তবে এ ক্ষেত্রে দা'ঈর উচিত হবে, যে সব ক্ষেত্রে পদার্পণে মানুষের মাঝে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মে, অথচ সে সেখানে পদার্পন না করলে দা'ওয়াতে বড় ধরনের কোন ক্ষতি নেই, সে ক্ষেত্রে সেখানে দা'ঈ না যাওয়াই উত্তম। এমনি ভাবে মনে রাখতে হবে, ছোট খাট লাভ অর্জনের চেয়ে বিপর্যয় ঠেকানো অনেক ভাল।

৮. মনোপুত না হলেও আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া:

দা'ঈ নিজের বা অন্যের মনোপুত না হলেও আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করা যাবে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ মালার উপরই অবস্থান করতে হবে। এ ধরনের অবস্থানের দ্বারা দা'ঈ উপকৃত হবেন। কারণ ফলাফল যাই আসূক, এটা আল্লাহর আদেশ বলে দা'ঈ হতাশায় আচ্ছন্ন হবে না। এমনি ভাবে এ ধরনের অটলতা দা'ঈর ভূমিকাকে জন সম্মুখে দৃঢ় করবে। তার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। দেখা গেছে, অধিকাংশ বিপর্যয় বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

www.amarboi.org

আদেশ অমান্য করে ব্যক্তি নিজের মনগড়া পথে চলার কারণে। এ ধরনের করতে কুরআন হাকীমে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন:

ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله.

"প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না , কেননা তা আল্লাহর রাস্তা হতে তোমাকে বিচ্যুত করে দেবে"(সূরা সোয়াদ:২৬)।

৯. আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার

আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার বিষয়টি ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। এটা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ।এটা ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিরও অংশ। এর দ্বারা দা'ঈগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা নিশ্চিত হয়। এ কাজে দা'ঈ আত্মনিয়োগ করলে সমাজের গভীরে তার ভিত্তিমূল রচিত ও দৃঢ় হবে। যা সে সমাজে টিকে থাকার জন্য কাজে আস্বে। তাছাড়া এ বিষয়টি দা'ওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এটা না করলে দা'ওয়াতী কাজ অপূর্ণাঙ্গ থাক্বে। এর জন্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। ইরশাদ হচ্ছে:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকার্যের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম" (সূরা আল ইমরান:১০৪) ।আরো ইরশাদ করেন:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো"(সূরা আল ইমরান: ১১০)।

১০. ঐক্য গড়ে তোলা ও দলবদ্ধ হওয়া

অনেক সংখ্যক ব্যক্তি কোন লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার উপর একমত ও একতা বদ্ধ হওয়া কে দল বলে, যারা একজন নেতার তেনৃতাধীন পরিচালিত হয়।

সুতরাং দা'ঈগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ না করে একতা বদ্ধ তথা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও তাদের কার্যক্রম শক্তি শালী হবে। বাতিল শক্তি তাদেরকে সমীহ করবে। তাদের উপর আক্রমণ করতে বা দা'ওয়াতে বাধা দিতে ভয় করবে। বিচ্ছিন্ন থাক্লে দা'ঈগণের প্রভাব খুন্ন হয়। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.

www.amarboi.org

"তোমরা পরস্পরে বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের (প্রভাব প্রতিপত্তির) বাতাস চলে যাবে, আর সবর কর"(সূরা আনফাল:৪৬)। অন্য আয়াতে বলা হয়:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়িয়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না"(সূরা আল ইমরান:১০৩)।

হযরত হারিছ আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করব যার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন, ১.জামা'আত বদ্ধ হওয়া,২.মান্য করা, ৩. আনুগত হওয়া ৪. হিজরাত করা, ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে জামা'আত হতে বিঘত (অল্প) পরিমাণ বের হয়ে যাবে, সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে গেল। সে অবস্থায়েই থাক্‌বে, যতক্ষণ না সে আবার জামা'আতে ফিরে আসে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ঐ ব্যক্তি যদিও নামায রোজা করে তবুও।মহানবী (স.) বললেন, তবুও, যদিও সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম।[২৪৪]

জাম'আত বদ্ধ হয়ে থাকার ব্যাপারে প্রচুর হাদীছ এসেছে। এমনি তিরমিযী শরীফে কিতাবুল ফিতানে একটি অধ্যায় রয়েছে। যার শিরোনাম "জামা'আত বদ্ধ হওয়া"। সেখানে তিনি অনেক হাদীছ উল্লেখ করে। এভাবে বুখারী, মুসলিমেও অনেক হাদীছ এসেছে।

১১. তাক্‌ওয়ার উপর জোর দেয়া

তাকওয়া শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। খোদাভীতির কারণে জীবনাচরণে পরহেযগারী অবলম্বনই তাক্‌ওয়া। দা'ঈর চেতনায় যখন শুধু আল্লাহর ভয় থাক্‌বে, আর কোন শক্তির ভয় থাকবে না, তখন সেটা তার টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট। যুগে যুগে আল্লাহর রসূল গণ দা'ওয়াতী কাজে তাই করতেন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حسيبا.

"সেই নবী গণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন।তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট"(সূরা আহযাব:৩৯)। আরো ইরশাদ হয়:

---

[244] সহীহ মুসলিম , কিতাবুল ঈমান , বাবু বয়ানি খিসালিল মুনাফিক, , ১খ,পৃ. ৭৯।

www.amarboi.org

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

"হে মুমিনগণ , তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে ভাল বাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী"(সূরা মায়িদা:৫৪)।

আর পরহেযগারী অবলম্বন করলে লোকজনও দা'ঈকে ভাল জানবে, সম্মান করবে। তাদের মাঝে দা'ঈ আস্থা সৃষ্টি হবে। বিপদে তারা এগিয়ে আসবে। তাক্ওয়া দাঈর জন্য বিরাট রক্ষা কবজ ও পাথেয়। ইরশাদ হয়েছে:

فإن خير الزاد التقوي. "অতঃপর নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হল তাক্ওয়া"(সূরা বাকারা:১৯৭)।

অপরদিকে মানুষের অন্তরে তাক্ওয়ার বীজ বপন করা সম্ভব হলেও দা'ঈর বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ নিতে ভয় পাবে। বরং দা'ওয়াতই কবুল করে বস্বে।

১২. শুরা ব্যবস্থা চালু রাখা

মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শুরা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ করা। আল্লাহ পাক বলেছেন, . أمرهم شوري بينهم "তাঁদের কর্ম সম্পাদন পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে"(সূরা শুরা:৩৮)।

শুরা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম ভিত্তি। শুরার মাধ্যমে অন্যের মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায়। সহযোগিতা পাওয়া যায়। ব্যর্থতায় সমালোচনা থেকে বাঁচা যায়। এ রকম এতে আরো অনেক উপকারাদি বিদ্যমান। তাই উহুদ যুদ্ধে যারা ভুল করেছিলেন, তাদেরকে শুধু ক্ষমা করে দিতেই বলা হয়নি, বরং তাদের সাথে পরামর্শ করতেও বলা হয়। যেন ভবিষ্যতে তাদের আরো সহযোগিতা ও আন্ত রিকতা পাওয়া যায়। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়:

فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمر.

"আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং আপতিত প্রসঙ্গে তাদের পরামর্শ চান"(সূরা আল ইমরান:১৫৯)।

www.amarboi.org

মহানবী (স.) বলেছেন, ولا نــدم من استشار. "যে পরামর্শ চায় সে লজ্জিত হয় না"।[২৪৫]

অতএব ইসলামী দা'ঈ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সে পন্থা অবলম্বন করবেন। একনায়কত্ব প্রদর্শন করে একক সিদ্ধান্ত নিলে তার অনুসারীরা আস্তে আস্তে কেটে পড়বে, না হয় বিদ্রোহ করবে। তার প্রতি তাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাবে। অতএব শুরার প্রতি দা'ঈর কাজকে গতিশীল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক।

১৩. কুরআন সুন্নাহের আলোকে হুকুমত চালু করা ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দান

দা'ঈ টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের বিকল্প খুব কমই আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিলে অনেক প্রতিকূলতা বিদূরিত হবে। কুরআন সুন্নাহর আইন ব্যাপক ভাবে সমাজে চালু করা সহজ হবে। কারণ সমাজের নেতৃবৃন্দের দ্বারাই সাধারণ জন গোষ্ঠী বেশী প্রভাবিত হয়। আখেরাতে এ জন্য তারা অভিযোগও করবে:

قالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيلا.

"তারা বল্‌বে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড় লোকদের অনুসরণ করেছি, তারাই আমাদের সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করেছে "(সূরা আরাফ:৬৭)। পূর্বেই বলা হয়, আল্লাহর রাসূল গণ ক্রমান্বয়ে সে দিকে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) মদীনায় জগত বিখ্যাত ও অনন্য আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা ঐতিহাসিক সত্য।

এমনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহ খোদাদ্রোহী , প্রতারক নেতাদের নেতৃত্ব ইসলাম থেকে দুরে চলে যাচ্ছে। যে কারণে দা'ঈগণ ও উম্মাহর পক্ষ থেকে তেমন সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তাই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বে এগিয়ে আস্‌তে হবে। যেন কেউ তাদের বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়ানক হয়ে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করতে পাবে।

১৪. মানব মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া

মানবাধিকার রক্ষা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দা'ঈ অংশগ্রহণ করলে কিংবা আন্দোলন গড়ে তোল্‌লে তিনি টিকে যাবেন। সাধারন মানুষের সহায়তা পাবেন। এতে ইসলামের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। এ লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যায় বিচার করতে হবে। অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাক্‌তে হবে। তাদের সাথে ন্যায় বিচার করতে হবে। এমনকি শত্রুর সাথেও। ইরশাদ হয়েছে:

---

[245] মুসনাদ আহমদ।

www.amarboi.org

ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي

আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর।এটাই তাকওয়ার নিকটতর "(সূরা মায়িদা : ৮)।

তাই মানুষের মাঝে তাকাফুল বা পরস্পর প্রতিপালন নীতি চালু করতে হবে। সমাজ সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না। মানুষের উযর , আপত্তি শুনতে হবে। ভুল ভ্রান্তি, অপরাগতা মূলক দুর্বলতাসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে। তা হলেও দা'ঈ অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন।

১৫. ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও আঁতাত না করা

তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। সুযোগ পেলেই তারা আক্রমণ করে বসে। এ তাগুতি শক্তিকে বিশ্বাসকরা কঠিন।বরং বিপদ সংকুল যে কোন সময় দা'ঈর গোটা পরিকল্পনা ও জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই বিভিন্ন বিষয়ে বিনিময়ে ও লেনদেনে ইনসাফ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও মূল পরিকল্পনা ও তৎপরতার সাথে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না।

এ মর্মে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রাকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?"(সূরা নিসা: ১৪৪)

আল্লাহ পাক আরো বলেন, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلي الله المصير.

"মুমিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এ রূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে তা করবে। আল্লাহ (তা'আলা) তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে"(সূরা আল ইমরান:২৮)।

বন্ধুত্বের ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يري الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.

www.amarboi.org

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর"(সূরা বাকারাঃ ১৬৫)।

১৬. আত্মত্যাগের বাসনা ও জিহাদী চেতনা জাগ্রত রাখা

জিহাদ হল আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বময় প্রচেষ্টা চালানো মৌখিক কার্যগত সকল প্রচেষ্টাই ইহার অন্তর্গত। কেউ ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে কেউ লেখালেখির মাধ্যমে, কেউ শক্তি প্রয়োগ তথা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ করে থাকে। জিহাদ যেমনি ভাবে নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে হয়, তেমনি ভাবে বাইরের ইসলামী শত্রুদের বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে।

ইসলামের দা'ঈকে তার দা'ওয়াতী কাজে অবিচল থাকতে হলে নিরলস চেষ্টা অব্যাহ রাখতে হলে তার নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনা জাগরুক রাখতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেছেন, وجـــاهدوا فى الله حقا جهاده. "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর সত্যিকারের জিহাদ"(সূরা হাজ্জঃ ৭৮)।

তিনি আরো বলেন, يـــا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين. "হে নবী আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন"(সূরা তাওবাহ:৬১)।

আল্লাহ আরো বলেন, والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব , নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন "(আনকাবুত:৬৯)।

জিহাদ হল ইসলামের রক্ষা কবচ এবং পক্ষান্তরে দা'ঈরও রক্ষাকবচ।এই জিহাদের মাধ্যমে মানবতার মুক্তিলাভ হবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে, দা'ওয়াতের পথ হতে বাধাসমূহ অপসারিত হবে। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে জিহাদ অংগাঅংগি ভাবে জড়িত। এর কোন বিকল্প নেই।

১৭. ইজতিহাদ ও গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখা

ইজতিহাদ হল জ্ঞান গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোন প্রসঙ্গে মতামত দেয়া। দা'ওয়াতী পরিক্রমায় ও মানব জীবনে বিভিন্ন ধরনের নব নব সমস্যা সৃষ্টি হবে। ইসলামের দা'ঈকে কুরআন হাদীসের আলোকে গবেষণা করে ইহার সমাধান দিতে হবে। অন্যথায় দা'ওয়াতে গতিশীলতা হারিয়ে যাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধাত্ব সৃষ্টি হবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের বিতরে এমন

www.amarboi.org

একদল দা'ঈ তৈরী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন এবং অপর লোকজনকে তারা অভিহিত করবেন।

যেমন আল্লাহর বাণী. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয় তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না , যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে , যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে ? "(সূরা তাওবা: ১২২)

১৮.পরস্পরের কল্যাণ ও সত্যগ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত রাখা

দা'ঈ সব সময় সত্য আঁকড়িয়ে থাকবে সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ কামনা করবে। সত্য যার পক্ষ হতেই আসুক তা গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ধরনের চেতনা সবার মাঝে জাগ্রত করতে সক্ষম হলে, অনেক মতনৈক্য মতবিরোধ ও হানাহানি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।দা'ঈ অনেক ক্ষতির হাত হতে বেঁচে যাবে। ক্ষতি থেকে বাচার উপায় হিসেবে সূরা আছরে আসা চারটি বিষয়ের অন্যতম হল:

وتواصوا بالحق "আর যারা সত্য গ্রহণে পরস্পর উপদেশ দেয়"(সূরা আসর:২)।

১৯. ইহতেসাব করা

ইহতেসাব হল নিজের বা অন্যের দ্বারা নিজ পদক্ষেপকে বিচার বিশ্লেষণ করা।এর দ্বারা দা'ওয়াতী কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল-ত্রটি দা'ঈর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। দা'ঈ এক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা ও মনো-বিশ্লেষণে সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকের সাথে মন-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন। এতে তার প্রভাব স্থায়ীত্ব লাভ করে এবং কাজে কর্মে ভারসাম্যতা চলে আসে। এক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার শিক্ষা অগ্রগণ্য।

২০. বাইয়্যাত ও শপথ করানো

শরীয়তের বিভিন্ন আদেশ পালনে অনুসারীদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করানোই বাইয়্যাত। এর দ্বারা অনুসারীদের মাঝে দৃঢ়তা আসে। এজন্য আল্লাহর রাসূল (স.) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে বাইয়্যাত করাতেন। হোদায়বিয়ার দিবসে এক ঐতিহাসিক বাইয়্যাত প্রসঙ্গে এমনকি আল কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতে, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যে শপথ করে , তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ

www.amarboi.org

করে, অতি অভশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লা সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন"(সূরা ফাত্হ:১০)।

২১. ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ

দা'ঈ অতীত হতে যেমনি শিক্ষা নিবেন, তেমনি ভবিষ্যত সম্পর্কেও চিন্তা করবেন। বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে অনেক বিপর্যয় থেকে দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে রক্ষা করা যাবে। তকদীরের মালিক যদিও আল্লাহ্ পাক এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত তবু বলা যায়, ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ তকদীরের বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। আল কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় হযরত ইউসুফ (আ.) ও যুল কারনাইন ভবিষ্যতে সম্ভাব্য আগত সমস্যা সমাধানে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। যে জন্য তিনি হজ্বের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যেন তিনি একটি নিরাপদ ভূখণ্ড লাভ করতে পারেন।যাকে কেন্দ্র করে তিনি দা'ওয়াতকে প্রসারিত করবেন। অবশেষে মদীনা বাসীদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি সফল হন।

মোটকথা উপরোক্ত বিষয়গুলো দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে গতিশীল ও চলমান রাখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।এ গুলো ছাড়াও আর কিছু কিছুর বর্ণনা পূর্বেই হয়েছে। যেমন সন্ধি চুক্তি করা, প্রয়োজনে হিজরত করা ইত্যাদি। এ সব কাজের মাধ্যমে দা'ঈ তার দা'ওয়াতের পথে এক শক্তিশালী ভিত্ত রচনা করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট

পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা আল-কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে। যুগে যুগে নবী (আ.) গণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং যা কুরআন - সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে তা-ই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

বলা হয়, আল কুরআনে বর্ণিত সে পদ্ধতি চৌদ্দশত বছর পূর্বে বর্ণিত ও অনুসৃত একটি পদ্ধতি। যা সেকেলে, পুরাতন ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, টেকনোলজীর যুগ, আধুনিক যুগ। আজকের যুগে তা চলতে পারে কি ,না , তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

যা'হোক, আল-কুরআনের বর্ণিত বিষয়গুলো সেকেলে কি না, তা বিস্তারিত আলোচনার দাবীদার। যা এ সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে কুরআন সুন্নাহের আলোকে বর্ণিত উপরোক্ত দা'ওয়াতী পদ্ধতি আধুনিক যুগে সামঞ্জস্যশীল কি-না, তা ব্যাখ্যা করতে হলে আল কুরআন অবতীর্ণের যুগ ও বর্তমান যুগে তা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তুলনা করে দেখা দরকার। আজকের যুগে ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রম কোন পদ্ধতিতে চলছে, পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির তুলনায় তা কতটুকু যথার্থ , তাও তলিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান অধ্যায় নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করতে চাইঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ : দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যুগ প্রেক্ষাপট বিবেচনার গুরুত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগে কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত দা'ওয়াতী পদ্ধতির কার্যকারিতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিভিন্ন ধারা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগে দা'ওয়াতী সফলতায় কিছু পরামর্শ

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ : দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যুগ-প্রেক্ষাপট বিবেচনার গুরুত্ব

যুগে যুগে নবী (আ) গণ তাঁদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমে যে রীতি নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং যতটুকু কিয়ামত পর্যন্ত মানব গোষ্ঠীর দা'ওয়াতী প্রয়োজনীয় তা-ই আল কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে এবং মহানবী (স.) তা ব্যাখ্যা করেছেন, বাস্তবায়ন করেছেন। এর পরও দা'ওয়াতের কিছু মৌলিক দিক আছে, যা সকল যুগেই কার্যকর ছিল। যেমন : তাওহীদ, রেসালত , আখেরাতের ধারণা এবং সে আলোকে জীবন গড়ার আহবান, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িকতার মাঝে সমন্বয় , ইহলৌকি ও পারলৌকিক জীবনাচারে সামঞ্জস্য, পারলৌকিক জীবনের প্রাধান্য, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করণ, ইখলাস, চারিত্রিক শুদ্ধিতা, হিকমত ও মাউয়িযা অবলম্বন, ধৈর্য ধারণ, বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি প্রদর্শন, দা'ওয়াতের পথে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতার যথাযথ মোকাবিলাকরণ ইত্যাদি।

এ সব সত্ত্বেও প্রত্যেক নবী (আ) যে যুগে ও যে সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন তারা সে সমাজের সমকালীন সমস্যা গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা নিরসনের জন্য চেষ্টা করেছেন, মানুষকে সে ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।
আজকের দিনে তথা আধুনিক যুগে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে একজন দা'ঈ অবশ্যই তার যুগ-প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে দা'ওয়াতী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এ যুগে জীবন প্রণালী ও জীবন উপকরন সমূহ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে মূল্যায়ন করে পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। না হয় তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিয়ম হল, কোন জন সমাজের যুগ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা। তাই তো দেখা যায়, তিনি যখনই কোন সময় কোন জন গোষ্ঠীতে কোন নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাকে তাদের যুগপোযোগী করে তাদের ভাষা ভাষী করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কথাবার্তা, আচার আচরণ, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য অনুধাবন ও মূল্যায়ন করে তাদের সামনে কথা বলতে পারেন, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান তাদের কে বুঝাতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

"আমি প্রত্যেক পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বুঝাতে পারে"(সূরা ইবরাহীম : ৪)।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুখের যেমন ভাষা আছে, অবস্থারও তেমনি ভাষা আছে। অতএব প্রত্যেক নবী (আ) যেমনি তাদের মুখের ভাষা জানতেন , তেমনি তাদের অবস্থার ভাষাও অবহিত হতেন। আর ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন, তারা স্বীকার করবেন যে, কোন জাতির ভাষা জানতে হলে তাদের অবস্থা সম্পর্কেও জানতে হয়। কেননা পরিভাষাগুলো গড়ে উঠে জীবন থেকে। যার মাধ্যমে তারা নিজেদের আবেগ অনুভূতি তথা পরস্পরে ভাব বিনিময় করে, চাওয়া পাওয়াগুলো মিটিয়ে থাকে।

www.amarboi.org

মোট কথা প্রত্যেক নবী (আ) তাদের জীবন প্রণালী ও সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুধাবন তথা অধ্যয়ন করেই তাদের দা'ওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। আর সে ভাবে দ্বীনে রব্বানীর আলোকে মানুষের জীবনে বিকৃত অবস্থাদির সংশোধনী আনতেন। এ ক্ষেত্রে ক'টি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। যেমনঃ

হযরত হুদ (আ) এর যুগে মানুষ তথা আদ জাতি দম্ভ ভরে অযাচিত স্থাপত্য কর্ম স্বরূপ বিশাল বিশাল অট্টালিকা তৈরী করে ভাবতে ছিল এ গুলো তাদেরকে ঝড় তুফান থেকে বাচাবে। তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার দানসমূহ ভুলে যায়। এ ধরনের সংস্কৃতি ও সভ্যতা চেতনা তাদের মাঝে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে যায় এবং জনপ্রিয়তা পায়। তখন হযরত হুদ (আ) তাওহীদের দা'ওয়াতের পাশাপাশি বৈষয়িক ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে জীবন যাপনে পরিমিত আচরণ এবং কল্যাণকর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য আহবান জানান এবং অনুৎপাদনশীল ও বেহুদা শিল্প কর্ম বর্জন করার জন্য তাগিদ দেন। তাঁর এ আহবানটি আল কুরআনে নিম্নরূপ এসেছে :

" أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون"

"তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ ? এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে ? যখন তোমরা আঘাত হান, তখন যালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর"(সূরা শু'আরা : ১২৮-১৩১)।

আদ জাতির পর এমনি ভাবে ছামুদ জাতি পাহাড় কেটে কেটে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করত।[২৪৬] এ ছামুদ জাতি তাদের পূর্ববর্তী আদ জাতির মতই বস্তুবাদী চেতনা পুষ্ট পৌত্তলিক মুশরিক ছিল ।

আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের বংশেরই হযরত সালেহ (আ.) কে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেন। আর তিনি হযরত হুদ (আ.) এর মতই দা'ওয়াতের কর্মসূচি গ্রহণ করেন ।

কিন্তু তাঁর দা'ওয়াতে বিশেষভাবে নতুনত্ব হলো : স্বজাতির লোকজনের দাবীর মুখে আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের এক অলৌকিক দৃশ্যমান নিদর্শন তিনি তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। আর তা ছিল এক বিস্ময়কর উটনি। যার চলা ফেরা খাবার দাবার ছিল অন্যান্য উটনিদের থেকে ব্যতিক্রম।আল কুরআনে এসেছে :

"قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم "

---

[২৪৬] সূরা আরাফ : ৭৪ ।

www.amarboi.org

" তিনি (অর্থাৎ সালেহ) বললেন , 'এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা - নির্দিষ্ট এক - এক দিনের ।তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না ।তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে "(সূরা শুআরা : ১৫৫-১৫৬) ।

এমনি ভাবে হযরত লূত (আ.)কে আল্লাহ পাক সিরীয় অঞ্চলের সদূম জনপদে যখন প্রেরণ করেন, তখন সে জাতি ছিল জঘন্য পাপাচার ও চরম উচ্ছৃংখলতায় নিমগ্ন। বিভিন্ন পাপাচারের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ছিল, তারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। নারীদের ত্যাগ করে পুরুষে পুরুষে তাদের কামতৃপ্তি লাভ করত। মানবেতিহাসে ইতিপূর্বে এ ধরনের কাজ আর কেউ করেনি। শুধু তা-ই নয়, বরং সবটুকু লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে এ জঘন্য কাজটি দিবালোকে প্রকাশ্যে করত এবং এ জন্য তারা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিল ।লোকজন ধরে নিয়ে এসে এ সব ক্লাবে ঐ পাপাচারে বাধ্য করত ।তখন তাওহীদ, তাকওয়া , ইবাদত ইত্যাদির পাশাপাশি তিনি তাদেরকে ঐ পাপাচার থেকে বিরত করার উপর গুরুত্বারোপ করে ছিলেন। আল কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছেঃ

" كذبت قوم لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ، وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا علي رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ، قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون "

লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল ।যখন এদের ভ্রাতা লূত এদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না , তাকওয়া অবলম্বন করবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সঙ্গে উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। এরা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।লূত বলল, আমি তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি ।হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে এরা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর "(সূরা শুআরা : ১৬০-১৬৯)।

অনুরূপ ভাবে হযরত ইউসুফ (আ)কে আল্লাহ তা'আলা যখন মিসরবাসীর হেদায়েতের জন্য দায়িত্ব দেন, তখন মিসর বাসী এক আসন্ন প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগের মুখমুখি ছিল ।তিনি দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দুটি সপ্তবার্ষিকী ও একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। এ

www.amarboi.org

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বাচিয়ে ছিলেন এবং দা'ওয়াতে আকৃষ্ট করেছিলেন।ফলে তারা ব্যাপক হারে ঈমান এনেছিল।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর ও শরীয়তের একই ধারাক্রমে যে সব নবী এসেছিলেন, তাদের মধ্যে মূসা (আ.) এর পূর্বে আগমনকারী নবী হিসেবে হযরত শু'আয়ব (আ.) এর নাম উল্লেখ্য। আল কুরআনের বর্ণনা মতে তিনি মাদইয়ান বাসীদের নিকট রাসুল রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।[২৪৭] লোহিত সাগরের উত্তরাংশে আকাবা নামে যে উপসাগর রূপে স্থল ভূমিতে প্রবেশ করেছে তার উপকূল অঞ্চলই মাদয়ান অঞ্চল। এই মাদইয়ান বাসী বিভিন্ন দেব দেবীদের পূজা পালনে লিপ্ত ছিল। এ জাতির আবাস আর্ন্তজাতিক বানিজ্য কাফেলা সমূহের যাতায়াতের সংযোগ স্থলে হওয়ার কারণে তাদের মূল পেশা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ফলে তারা সুদ ভিত্তিক লেনদেন করত, ওজনে কম দিত, বেশীও নিত এবং তাদের কেউ কেউ বানিজ্য কাফেলা পন্য সামগ্রী ছিনতাই করেও নিয়ে যেত। হযরত শু'আয়ব (আ.) তাদেরকে তাওহীদ তথা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আহবানের পাশাপাশি তাদের লেনদেনে দুর্নীতি ও যুলুম থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আল কুরআনে কয়েকটি স্থানে তাঁর দা'ওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়। সূরা আরাফে এই মর্মে বিবৃত হয়েছে:

" وإلي مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين"

"আমি মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'আয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভুপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।এই হল তোমাদের জণ্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে উৎ পেতে বসে থেক না যে, এতে সন্ত্রাসী করবে, আর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিবে, এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে অধিক

247 সূরা আরাফ : ৮৫, সূরা হুদ : ৮৪, 'আনকাবূত : ৩৬।

www.amarboi.org

করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের"(সূরা আরাফঃ ৮৫-৮৬)।

এভাবে হযরত মূসা (আ.) এর সময়ে যাদুবিদ্যার প্রচণ্ড প্রচলন ছিল, তাই তিনি যাদুকরদেরকে পরাস্ত করে ছিলেন।

অনুরূপ ভাবে হযরত দাউদ (আ.) এর সময়ে ইসরাঈলী সমাজে সংগীতের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল।তাই তিনি সুর ও সঙ্গীতের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি সুমিষ্ট স্বরে যাবুর তেলাওয়াত করতেন। পাহাড়ে বসে তেলাওয়াত করার কারণে এক সুন্দর আওয়াজ তৈরী হত। যাতে মানুষ ও পশু-পাখিরাও মোহিত হত। তাঁর যুগে ইসরাঈলীরা অন্যান্য জাতির সাথে ভীষণভাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।তাই তিনি যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর উপর জোর দিয়েছিলেন।তিনিই বর্মের আবিষ্কারক।

হযরত ঈসা (আ.) এর আগমনের যুগ সন্ধিক্ষণে ইসরাঈলী জাতি প্রচণ্ড বস্তুবাদী হয়ে উঠে।এবং তাদের অধিকাংশ রূহানী জগত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে। সাথে সাথে গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যায়েও চরম ভাবে আকৃষ্ট হয়। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে বিভিন্ন মুজিযা দান করেন। যার অধিকাংশই ছিল রূহানী চিকিৎসার মাধ্যমে দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা। যেমন হাতের স্পর্শে ও দুআয় কুষ্ঠ রোগ ভাল হওয়া , জন্মান্ধের চোখ ভাল হওয়া ইত্যাদি। হযরত ঈসা (আ.) এর এসব মুজিযা রূহানী জগতের সন্ধান দেয়। এগুলির মাধ্যমে তিনি বস্তুবাদী ইয়াহুদীদেরকে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের আহবান জানান। আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) কে রূহানী শক্তিতে বলিয়ান করা হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে,

إذ قال الله يعيسي ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلي والدتك إذ ايدتك بروح القدس.

"যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীন প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম"(সূরা মায়িদা : ১১০)।

এমনি ভাবে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের যুগসন্ধিক্ষণে আরবজাতি ভাষাজ্ঞানে জাত্যাভিমানে গর্ব করত। আর অন্যান্য জাতিদের আজম বা বোবা মনে করতে। তাই আল কুরআনের ভাষাকে এতই উচ্চাঙ্গের শৈলী দিয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে সে আরবরাই হতভম্ব হয়ে যায়। এমনি ভাবে আল কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞানও সারা বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ। অতএব এ গন্থের ভাব ও ভাষা সহ সব দিক দিয়েই কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য চিরন্তন মুজিযা।

এই ভাবে চিরন্তন ইসলামী দাওয়াহকে যুগে যুগে সময়োপযোগী করা হয়েছে। সুতরাং প্রতি যুগের দাঈগণকে সে নীতি মেনে চলতে হবে। যুগ প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং তা বিবেচনা করে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আধুনিক যুগে কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত দা'ওয়াতী পদ্ধতির কার্যকারিতা

উপরে বর্ণিত ইসলাম দাওয়তের পদ্ধতি মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ। এ পদ্ধতি আধুনিক যুগ প্রেক্ষাপটে কার্যকর কি, না। হ্যাঁ,অবশ্যই কার্যকর। তবে কোন দাঈ এ আধুনিক যুগে যদি সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে চায়, তখন তাকে যে বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, তাহল, সে পদ্ধতিটি কখন কিভাবে স্থিরীকৃত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল,তা মূল্যায়ন করা। উল্লেখ্য ইসলামের দা'ওয়াতের পদ্ধতি যেহেতু কুরআন সুন্নাহ কেন্দ্রিক, সেহেতু সে যুগের সাথেই তুলনা করা যুক্তি সংগত। যদিও যুগে যগে ইসলামী দাঈগণের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতা উপরোক্ত পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত বা মিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু সে পদ্ধতির মৌলিক দিকসমূহ কুরআন সুন্নাহ প্রসূত। তাই কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি চিন্তা করা শরীয়ত সম্মত নয়।বরং অসার ও অবান্তর। সুতরাংদা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হলে কুরআন কারীম অবতীর্ণের যুগ ও আধুনিক যুগ প্রেক্ষাপট দ্বয়ের মাঝে তুলনা করতে হবে। কোন দিকে মিল বা অমিল আছে, তা নিরূপণ করতে হবে। এবং সে আলোকে দাঈর করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। তখন এটা হবে শরী'য়ত সম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। এমনি ভাবে উভয় যুগের সাথে তুলনা করলে উক্ত পদ্ধতি বর্তমানে কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব, তাও বের হয়ে আসবে।

যা'হোক, উভয় যুগের মাঝে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করলে কিছু কিছু সাদৃশ্য, আবার কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপঃ

কুরআন সুন্নাহর যুগ ও বর্তমান যুগের মাঝে সাদৃশ্য

উপরে বর্ণিত পদ্ধতির বিভিন্ন দিকে যদি আমরা অনুসন্ধান চালাই, বিশেষত কে দা'ওয়াত দিবেন, কাকে দেওয়া হবে, কোন বিষয়ে কখন কিভাবে দেওয়া হবে, ইত্যাদি, তখন আমরা দা'ওয়াতের জন্য কুরআন সুন্নাহয় যা এসেছে এবং আধুনিক সমাজে যা প্রয়োজন সে সব দিকে অনেক সাদৃশ্য পেয়ে যাব। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গেলে পূর্বোক্ত পদ্ধতির বিভিন্ন দিক এনে আধুনিক যুগের সাথে তুলনা করা প্রয়োজন। যা এ পরিসরে সম্ভব নয় ।অতএব নিম্নে নমুনা স্বরূপ কিছু উল্লেখ করে আধুনিক যুগের দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াতের এ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমত ঃ দা'ওয়াতে টার্গেট কৃত ব্যক্তি ও তার স্বভাব

আল কুরআনের হেদায়েত গোটা মানুষের জন্য। তাই স্বভাবত তার দা'ওয়াতী হেদায়েতেও গোটা মানব জাতির জন্য। আর মানুষ পৃথিবীতে তাদের উন্মেষের সূচনা থেকেই যা ছিল এখনও তাই।তাদের অঙ্গ- প্রতঙ্গ, ফিতরাত, হৃদয়, জীবনে বৈচিত্র্যময় স্বপ্ন, স্বাদ ,আবেগ অনুভূতি ইত্যাদিতে পরির্বতন হয়নি।

www.amarboi.org

(১) দেহ অবয়ব

এক বর্ণনায় জানা যায়, আগেকার মানুষ দীর্ঘাঙ্গী ছিল, যা ক্রমশ খাট হতে চলেছে।কিন্তু তা মেনে নিলেও এমন নয় আগে মানুষের চারটি হাত ছিল, বর্তমানে তাদের এখন দুটি। কিংবা বর্তমানে অতিরিক্ত চক্ষু বা দীর্ঘ হস্তের জন্ম নেয়নি। বরং মানুষ অতিরিক্ত যা শক্তি প্রয়োগ করছে বা উদ্ভাবন করছে, তা মূলত উপকরণের মাধ্যমে। বর্তমানে মানুষ যদিও মহাশূন্যে উড়ছে। কিন্তু তা নিজের শক্তি দিয়ে নয় বরং উপকরণের মাধ্যমে, উড়োজাহাজের মাধ্যমে। অন্য গ্রহ থেকে নতুন কোন মানুষ নেমে আসেনি। মানুষ প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ করছে। যেমনঃ অণু পরমাণু , বাতাস, সৌরশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ,শব্দ ইত্যাদি। কিন্তু এসব দ্বারা মানুষের সৃষ্টিগত অবয়বে এখনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। ক্লোনিং-এর মাধ্যমে নতুন অবয়বের মনুষ্য প্রাণী জন্ম দেয়ার দাবী করছে সম্প্রতি কিছু বিজ্ঞানী। কিন্তু তারা স্বাভাবিক ভাবে জন্ম নেয়া মানুষের মত কাউকে জন্ম দিতে পারবে কিনা এখনও তা অস্পষ্ট।কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তা অসম্ভব।কারণ একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে সুন্দর অবয়ব ও মাধুর্য দিয়ে এ জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন। মোটকথা বর্তমান যুগে নতুন প্রজাতির মানুষ সৃষ্টি হয়নি। অতীতে যারা ছিল, তাদেরই উত্তরাধিকারী বর্তমানের জন মানুষ ।

(২) মানুষের হৃদয়, আবেগ , অনুভূতি

আধুনিক যুগের মানুষ বিভিন্ন বিস্ময়কর জিনিষ আবিষ্কার করে চলেছে। সাথে সাথে তারা চরম বৈষয়িকতা ও প্রচণ্ড বস্তুবাদিতায় মত্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো তারা কোন দঃখ বা কষ্ট পেলে কেঁদে ফেলে, কোন সুসংবাদ শুনলে আনন্দিত হয়। সমাজে সে যে পর্যায়েরই হোক না কেন, তার ভূমিকা যাই হোক না কেন। মানুষের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে কেউ মুক্ত নয়। আল কুরআনের একটি আয়াত সে দিকে ইশারা করে। যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন:

"كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون"

এমনি ভাবে তাদের পূর্বে যারা , তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই আমি উজ্জল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা প্রত্যয়শীল"(সুরা বাকারা :১১৮)।

(৩) ফিতরাত

মানুষের আবেগ অনুভূতি তার ফিতরাতেরই অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন মানুষ দ্বীনি ফিতরাত থেকে মুক্ত নয়।তার কাছে যখন সত্য,মিথ্যা যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়; তখন সে ঠিকই বুঝতে পারে। ফলে যে ব্যক্তি চুরি করে, তার এ কাজকে নিজেও ভাল মনে করে না। এজন্য একজন শিশুকেও দেখা যায়, সে ভাল মন্দ,সত্য মিথ্যার ধারণা নিতে পারে। যদি একই বিষয় বার বার তার সামনে উপস্থাপিত হয়। হাসি কান্না, আনন্দ বা দুঃখ বেদনায় সে সাড়া দেয়। বার বার ধোকা দিলে সে ঠিকই বুঝতে পারে।এসব তার ভিতরে নিহিত এক সুপ্ত শক্তি ও যোগ্যতার কারণে হয়ে থাকে যার নাম ফিতরাত। পৃথিবীতে যত দিন মানুষ

www.amarboi.org

থাকবে, ততদিন এ ফিতরাত মানুষের মাঝে থাকবে।আর এদিকেই নিম্নোক্ত আয়াতটি ইশারা করেছে:

"فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون"

"এটাই আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত, যার উপর তিনি মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।এটাই সরল ধর্ম।কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"(সূরা রূম : ৩০)।এমনিভাবে মহানবী (স) বলেছেন "প্রত্যেক ভূমিষ্ট সন্তান ফিতরাত-এ (সত্য গ্রহণের- যোগ্যতা নিয়ে)জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা মাতাই তাকে হয় ইহুদী বানায়, না হয় নাসারা , না হয় অগ্নি উপাসকে রূপান্তরিত করে"।

সুতরাং মানুষের মাঝে এ ধরনের দিকসমূহ প্রমাণ করে যে এ পৃথিবীতে যত দিন মানুষ থাকবে, ততদিন তাদের জন্য আল- কুরআনের পয়গামের আবেদন শেষ হবে না। আর এটা সত্তঃসিদ্ধ ব্যাপার যে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের প্রতি প্রচণ্ড ভাবে মুখাপেক্ষী। কারণ তারা একাকী সঠিক জ্ঞানে পৌছতে পারে না, পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান রচনা করতে পারে না। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি সীমিত, সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। ব্যক্তি স্বার্থ , গোষ্ঠী স্বার্থের মোহে সে পূর্ণাঙ্গ ভাবে নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ হেদায়াত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতে পারে, হতে পারে তা সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ও কল্যাণের আধার। যা হবে সকল যুগের বিশ্ব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত: সমাজের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে সাদৃশ্য

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে যে সমাজের অধিবাসী করেছেন, তার মৌলিক কাঠামোর দিক দিয়ে এখনও পরিবর্তিত হয়নি। এ বিশ্ব চরাচরে মানব জীবন যাপনে দুটি সমাজ রয়েছে। ১. প্রাকৃতিক সমাজ ২. মানব সমাজ।

(ক) প্রাকৃতিক সমাজ

দা'ওয়াতকে বুঝানোর জন্য আল কুরআন যে প্রাকৃতিক সমাজ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছে, তা এখনও পরিবতন হয়নি। গ্রহ, নক্ষত্র , চন্দ্র, সূর্য , সুজলা সুফলা শস্য -শ্যামলা সমভূমি ,পাহড় পর্বত, নদী- নালা, বৈচিত্র্যময় গাছপালা, পশুপাখি এখনও বিরাজমান। একমাত্র তাই নিরুদ্দেশ বা কিঞ্চিত পরিবর্তিত হয়েছে, যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন। আধুনিক যুগে তথা মহাশূন্য অভিযানের যুগে সূর্য পূর্ব দিকে অস্ত যায় না। অতীতে যা ছিল এখনও তাই। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বিশ্ব সম্রাট নমরূদ নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিল। সে সময় ইসলামী দা'ঈ হযরত ইবরাহীম (আ.) সূর্যের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য তাকে আহবান জানিয়ে যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন, আজকের প্রযুক্তি বিজ্ঞান সে চ্যালেঞ্জ এখনো গ্রহণ করতে পারেনি। যতই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধিত হোক না কেন, এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখনো সক্ষম নয়। এমনিভাবে গোটা সৃষ্টি

www.amarboi.org

জগতের কথা আনা যায়। আজকের বিজ্ঞান এখনো বানরকে মানুষ কিংবা মানুষকে বানর বানাতে পারেনি। একমাত্র কিছু স্বভাব আচরণ আয়ত্ত্ব করা ছাড়া। আজকের বিজ্ঞান আল্লাহর দেওয়া নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে মানুষ জন্ম দিতে পারেনি। টেস্টটিউবের মাধ্যমে যা করা হচ্ছে, তা প্রাকৃতিক প্রজনন নিয়মের মাধ্যমেই।

মোটকথা দৃশ্যমান জগত আল -কুরআন অবতীর্ণের যুগে যা ছিল আজও তাই আছে। যে জগত দা'ঈদের জন্য, সকল মানুষের জন্য সঠিক চিন্তা ফিকির করার ভাণ্ডার। ঐ চিন্তা ফিকির, যা জীবনের জন্য হয়, প্রকৃতির নিয়ম থেকে উপকার লাভের জন্য হয়। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মে পৃথিবী আবাদ করার জন্য, আল্লাহর বিধি বিধান মতে চলার জন্য হয়।

(খ) মানব সমাজ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানব সমাজ আল-কুরআনের এতই মুখাপেক্ষী যত খানি ছিল অতীতেও। আর এটা বিভিন্ন দিক দিয়ে লক্ষণীয়:

১. আকীদা ও ইবাদাতগত দিক দিয়ে

বর্তমান মানব সমাজের অধিকাংশ সদস্য অতীতের মত এখনো হয় মূর্তিপূজায়, না হয় বস্তুপূজায় লিপ্ত। এখনো সিংহভাগ মানুষ জাহেলিয়াতের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। শুধুমাত্র আদিম কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ পাগলের মত ছুটছে। বস্তুবাদিতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে মানুষ এখন দম্ভ ব্যক্ত করে আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করে বসে, আখেরাতের জীবনকে অবাস্তব মনে করে। মানব সমাজে এ সমস্ত ব্যাধি নতুন নয় বরং সুপ্রাচীন। হাজার হাজাত্ম বছর পূর্বে নূহ (আ) এর যুগে মানুষ মূর্তি পূজা শুরু করেছিল। আল্লাহ পাকের মহান নবী নূহ (আ) তাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। নূহ (আ.) এর পরে আসেন হযরত হুদ (আ)। সেই সুদূর অতীতে তাঁর সম্প্রদায় তথা আদ জাতি আখেরাতকে অস্বীকার করে বলে বেড়াত:

" إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين"

"জীবন তো এই দুনিয়ার জীবনই। মরি ও বাচি, আমরা পুনরুত্থিত হব না"(সূরা মুমিনূন : ৩৭)। এ বস্তুবাদী উক্তি ও নাস্তিকতা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যুগেও কিছু কিছু ব্যক্তির কথা বার্তায় শুনা যেত। আজকের যুগে এই নাস্তিকতাকেই আধুনিক বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় বিশ্বময় সয়লাব করে দেয়া হয়েছে। কখনো বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজম, আবার কখনো কমিউনিজম, স্যাকুলারিজম ইত্যাদির শ্লোগানে। বর্তমান সময়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় নতুন আরেক ধরনের মূর্তির পূজা অর্চনা চলছে বিশ্বব্যাপী খেলাধুলার নামে। কোটি কোটি টাকাও ব্যয় হচ্ছে, দিনের পর দিন অবিরাম চলছে শুধু খেলা আর খেলা। এ ধরনের বিষয়গুলো আধুনিক মূর্তিরূপ। মনে হয়, মানব জীবন শুধু এই খেলার জন্য সৃষ্ট। সাময়িক চিত্ত বিনোদনের মাত্রা পেরিয়ে বর্তমানে তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পযর্ন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দেখা যায়। এ সব টাকা যদি

www.amarboi.org

সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় হতো, তাহলে মানব সমাজে আরও অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।আমি খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না।কিন্তু অতিরঞ্জনকে অপছন্দ করছি। যার দোলায় সম্ভাবনাময় যুব সমাজের বৃহৎ অংশ তাদের জীবনে মূল্যবান সময় ও সুযোগ নষ্ট হচ্ছে।

যাহোক, প্রবৃত্তির দাসত্ব পূর্বের চেয়ে বরং এখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা নিয়ন্ত্রণে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা এখন আরো বেশী। প্রবৃত্তির মূর্তি পাথরের মূর্তির চেয়েও ভয়ংকর। এ সব মূর্তির অর্চনায় মত্ত হওয়া প্রতি যুগে মানব সমাজ ধ্বংসের মূল ব্যাধি। এ সব যেমনি প্রাচীন,তেমনি নবীন। বিভিন্ন সুরতে রূপায়িত হয় মাত্র।

সুতরাং এ জীবন ও জগতের শুরু, বর্তমান এবং শেষ সকল দিকে সঠিক আকীদা বিশ্বাস ও দিক নির্দেশনা লাভের জন্য গোটা জাতিকে দা'ওয়াতে কুরআনের দ্বারস্থ হতে হবে।

অধিকন্তু আরেকটি দিক দিয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তা হলো, মূর্তিপূজার উদ্ভবের ক্রমধারাগত দিক দিয়ে। নবীগণের যুগে বিশেষ করে নূহ (আ) আগমন সন্ধিক্ষণে মূর্তিপূজা যেভাবে শুধু হয়েছিল , তার বর্ণনায় বলা হয়, তৎকালীন মানুষ তাদের বীর ও নেকদার লোকের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল। অনন্তর তাদের পরবর্তী লোকজন ঐ সব তৈরী করার উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং সে সব ভাস্কর্যে অংকিত মূর্তিগুলোকেই ইলাহ তথা মাবুদ মনে করে বসে। এক পর্যায়ে তাদের ইবাদত করা আরম্ভ করে। আধুনিক যুগে ভক্তরা যে ভাবে মাযার বা সমাধি সংস্কৃতিতে মত্ত, মনে হয় একদিন মানুষ এ গুলোতেই পূজা অর্চনা অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করতে শুরু করবে। আজকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মাযারে ফুল দেয়া, কিছু না পড়ে শুধু নীরবে দাড়িয়ে থাকাকে অন্যায় মনে করা হয় না। এটা বিশ্ব সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে। অতীতে অগ্নি উপাসকদের অনির্বাণ শিখায় ফুল দেয়াকে মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। এটা কোন কোন মুসলিম সমাজেও চালু হয়ে গিয়েছে। এটা তাদের গা সহা হয়ে গিয়েছে। এমনকি এটা যে শিরক তা বলার মত কারো সাহস হয় না। এরই পথ ধরে সমাজে শিরক প্রবেশ করে।

অতএব আজকের সমাজ আধুনিকতার দোহাই দিয়ে প্রাচীন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এ গুলো করে মুক্ত মন বা প্রগতির দোহাই দিয়ে আল কুরআনের দা'ওয়াত থেকে নিজেদেরকে উন্নত মনে করা বিজ্ঞসূচিত নয়। সঠিক আকীদা বিশ্বাস ও একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য পূর্ব শর্ত। এ জন্য যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর দা'ওয়াত ছিল প্রাথমিক ভাবে তাওহীদের প্রতি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি, আখেরাতমুখী জীবনের প্রতি।

(খ) আইন গত দিক

আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় আরেকটি মূর্তি জন্ম নিয়েছে, যার নাম "সব কিছুতে ক্রমবিবর্তনবাদ"। সব কিছুতে পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। এক কলমের খোচায় দেশের সংবিধান বা আইন পরিবর্তন করে দেয়া হয়। অতীতে

www.amarboi.org

নমরূদ ফেরআউন ও তাদের সভাসদবর্গ যেমনি পরিবর্তন করত ,সমাজের নেতৃত্বে আসা ইয়াহুদী আহবার ও অন্যান্য ধর্মের যাজকরা যেমনি হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে পরিণত করত, তেমনি আজকেও কোন স্বৈরাচারী ব্যক্তি বা দলের বাসনা রসনা তৃপ্তির জন্য সে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। মানব সভ্যতার জন্য এটা বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি করে। এটা এভাবে মানব সমাজে চলতে পারে না। এ জন্য আল কুরআন পূর্বাপর সকলের ঐ ধরনের কাজের নিন্দা জানিয়েছে। মানব জীবনে কার্যকর আল্লাহর সুন্নাহ বা বিধি বিধানগুলো জানিয়ে দিয়েছে। যে গুলোকে মানব জীবন রক্ষায় চিরন্তন ও অপরিহায মূল্যবোধ কেন্দ্রিক গড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এসব বিধি বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রতি যুগে মানুষের জন্যই অতীব জরুরী।

(গ) সমাজ ভিত্তিগত দিক

আধুনিক সমাজ ফ্রয়েডীয় যৌনতার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। মনে হয়, জীবনের উদ্ভব যৌন লিপ্সা চরিতার্থের জন্য। এ জীবনে আর কোন উন্নত ও পরিশীলিত আবেগ অনুভূতির অস্তিত্ব নেই বা প্রয়োজন নেই। ইবাদত অনুষ্ঠানে উন্নত সভ্যতা বিনির্মানে চিন্তা ভাবনার দরকার নেই। কিন্তু একে ভিত্তি করে তো সুশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সুশীল সমাজ গড়ে উঠে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত জীবনাচারে, সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে, ও উন্নত মন মানসিকতায়। আজকের দিনে শিক্ষা, প্রশাসন, ও অন্যান্য কাজ কর্মে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধনাট্য ব্যক্তিবর্গের প্রাসাদে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী পুরুষের সহঅবস্থানের নামে প্রগতির নামে চলছে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, ব্যাভিচার, অবিচার ক্রিয়াকর্ম। পরিবার ও সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অবিশ্বাস, অনাস্থা ও অনিশ্চয়তার কালো ধোঁয়া- বিষ বাষ্প। ভেঙ্গে যাচ্ছে পরিবার, স্বপ্ন। পথভ্রষ্ট হচ্ছে যুব সমাজ।বেড়ে যাচ্ছে হানাহানি, মারামারি, কাটা কাটি, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই। বৃদ্ধি পাচ্ছে মাদকাশক্তি ও আত্মহত্যা ও গুপ্তহত্যার প্রবণতা। সমাজের এই ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের এ যুব সমাজের জন্য প্রয়েজন সেই দা'ওয়াতের যে দা'ওয়াত দিয়ে গিয়েছিলেন হযরত ইউসুফ (আ) মিসরীয় সমাজে,যা আল-কুরআনে বর্নিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু করেদেয়া হয়েছে। মানব সভ্যতাকে রক্ষার জন্য সুস্থ উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য, রক্তের সুচিতার জন্য, পরিবারের পবিত্রতার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম ভালবাসা প্রীতি মমতা ও আস্থা দৃঢ় করার জন্য আল-কুরআনের সেই দা'ওয়াতের বড় বেশী দরকার বর্তমান এই সমাজে।

অধিকন্তু আল কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত লূত (আ) এর সময় সদূম জাতি সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এমনি ভাবে মহানবী (স) এর আগমনের প্রাক্কালে পারসিক মাযদাকীরা অবাধ যৌনতা বৈধ করেছিল। সেখানে নারী পুরুষ, পিতা পুত্রে ভেদাভেদ করা হত না। তাই সেই সুদূর অতীতে হযরত লূত (আ) যেমনি ভাবে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আল কুরআনের আলোকে যেমনি দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, একই ব্যাধিতে আক্রান্ত আজকের

www.amarboi.org

আধুনিক সমাজেও একই ধারায় দা'ওয়াত দিতে হবে। সমকামিতা পশ্চিমা বিশ্বে এতই প্রসার লাভ করেছে যে, তারা এর পক্ষে আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছে। এ সামাজিক ব্যাধি থেকে জন্ম নেয় মরণব্যাধি এইড্স। তারা এমনকি এ ধরনের সব কটি আধুনিক সংস্কৃতির ছলে মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং অন্তত মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে হলেও হাজার হাজার বৎসর পূর্বে অনুসৃত দা'ওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

এমনিভাবে আজকের সমাজে দেখা যায়, মানুষ অপরের ন্যায়সংগত পাওনা আদায় করে না, বা ওজনে কম দিচ্ছে , নিজের অধিকারের চেয়ে বেশী জবর দস্তি বা প্রতারণা করে হাতিয়ে নিচ্ছে। চুরি, ডাকাতি , লটারী, জুয়া, সুদ , ঘুষ ইত্যাদি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তা মানুষের স্বাভাবিক লেনদেন কর্মকে ব্যাহত করছে, বিনিময় ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দিচ্ছে। তাই অতীতের মত আজকের সমাজও হযরত শুআয়ব (আ) এর দা'ওয়াতের মুখাপেক্ষী। কারণ তাঁর সময়ে লেন দেন সংক্রান্ত ঐ ধরনের ব্যাধি প্রচণ্ড আকারে সমাজকে গ্রাস করেছিল। তিনি তা অপনোদন করার সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। যা কুরআন কারীমেও বর্ণিত হয়েছে। এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী দা'ঈগণের কর্মসূচির আওতাভূক্ত করে দেয়া হয়েছে।

(ঘ) সভ্যতা নির্মাণে স্থাপত্য ও প্রযুক্তিগত দিক

বর্তমান সময়ে মানব সমাজ স্থাপত্য ও প্রযুক্তি (Technology) গত উন্নয়নে চরম ভাবে নিবিষ্ট হয়েছে। তারা তাওহীদী সভ্যতাকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র বস্তু বাদী বৈষয়িক ও পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য ও টেকনোলজী গড়ে তুলছে। যেমনিভাবে অতীতে আদ ও সামূদ জাতি অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত স্থাপত্য এবং শিল্প কর্মে মত্ত হয়ে গিয়েছিল।তারা বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করে মনে করত এগুলো তাদেরকে চিরস্থায়ী করে দিবে। আল্লাহ প্রদত্ত প্রকত জীবন ব্যবস্থাকে তারা ভুলে গিয়েছিল।তখন আল্লাহর সে নবী গণ (আ) যে দা'ওয়াত দিয়ে ছিলেন, আজও তা দরকার। তারা উভয়ে স্থাপত্য কর্মে পরিমিত, ভারসাম্য নীতি অবলম্বন, তাওহীদি সভ্যতা গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনা, মূর্তি পূজা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানো, ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার জন্য দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। আজকের সমাজেও তাদের সে দা'ওয়াতের আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। আজকেও প্রাকৃতিক পরিবেশ কলকারখানার ধোঁয়ায় নষ্ট হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে। আজও সেই প্রাচীন ডাক তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ডাক বিশ্বের আনাচে কানাচে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রেমী বিদগ্ধ ব্যক্তি সতত দিয়ে যাচ্ছেন।

এ ছাড়া, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তি যা আল্লাহরই দান, তা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। হযরত মূসা (আ) এর যুগে কারুনের মত বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল, এর দ্বারা আল্লাহ-দ্রোহী তাগুতীদের সাহায্য

www.amarboi.org

করেছিল, চাকচিক্যময় বেশভূষায় অযথা অপব্যয় করছিল।অপর দিকে লাখ কোটি বনী আদম ক্ষধার জ্বালায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। তখন তিনি তাদের উপর বদ দুআ করেছিলেন এবং তারা ধ্বংস হয়েছিল। আজকের যুগে এই সেই পুঁজিবাদী বর্জোয়া শ্রেণী। যাদের কাজের নমূনা আমরা বর্তমান আমেরিকায় দেখতে পাই। তাদের ডাম্পিং থীওরী তথা বাজার রক্ষার অজুহাতে তারা হাজার হাজার টন গম সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল, অথচ তখন ক্ষুধার জ্বালায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আফ্রিকায় মারা যায়। তাদের হাতে এক টুকরা রুটি তুলে ধরেনি।

আজকের বিজ্ঞান পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে, আর এ বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ তা সামরিক বিলাসিতায় ব্যবহারে মত্ত হয়েছে। অথচ ঐ পারমানবিক শক্তির দশ ভাগের এক ভাগও যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হত, তাহলে সারা দুনিয়াকে সার্বক্ষণিকভাবে আলোকিত রাখা যেত।

এমনিভাবে আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেগুলো মানব জীবনের অতীতের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যে গুলো অতীতেও মানব সভ্যতাকে করেছিল হুমকির সম্মুখীন, আজকেও বটে।

মানব সভ্যতায় যুগে যুগে আসা নবী (আ) গণের অবদানই বেশী। ওহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তারা উন্নত সভ্যতা বিনির্মাণ করে গিয়েছিলেন। অথচ আজ আমরা অকৃতজ্ঞতা বশত তাদের সে অবদানকে খাট করে দেখছি, সেকেলে বলে চালিয়ে দিচ্ছি।কুরআন কারীমেই উল্লেখ আছে, হযরত নূহ (আ) নৌকা আবিষ্কার করে ছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) দালান তৈরী করেছিলেন, হযরত দাউদ (আ) লোহ গলিয়ে বর্ম তৈরী করেছিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) লোহা, তামা ও শীশা গলিয়ে বিশাল বিশাল ডেস্কি তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁরা এ সব কিছু মানব কল্যাণে ব্যবহার করে ছিলেন।

অতএব প্রযুক্তি, স্থাপত্যগত দিক দিয়ে চিন্তা চেতনা বর্তমানের মত অতীতেও বিরাজমান ছিল। আজও যেখানে সেই প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছে, সেখানে তা সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নবীগণের সেই অতীতের দা'ওয়াত উপস্থাপন করা ছাড়া গতন্তর নেই। জীবন প্রণালীতে প্রযুক্তিগত উপকরণ অতীতে ছিল, আজও আছে। আমরা অতীতের গুলো যাদুঘরে নিয়ে বন্দী করেছি, কিন্তু তা থেকে আমরা শিক্ষা নেই না। বর্তমানে যতটুকু হয়েছে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারিত হয়েছে। তাই এর পিছনে প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যবহার বিধি। অন্যথায় আরো বিভিন্ন বিপর্যয় ডেকে আনবে।যার আভাষ তাদের অনেক পণ্ডিত মহোদয়ও দিতে শুরু করেছেন। আর এ প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছে এবং সমসাময়িক বিশ্ব সমাজের জন্য নতুন ব্যবস্থা অন্বেষণ করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে পারে এক মাত্র কুরআনের হেদায়েত ও দা'ওয়াতের মাধ্যমে। যে দা'ওয়াত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সঠিক বিশ্বাস, তাওহীদী আধ্যাত্মিকতায় উৎকর্ষ সাধন, ঈমান ও ইবাদতে দৃঢ়তা, আদল, ইহসান, পরস্পরের প্রতি মমতাবোধ,

www.amarboi.org

দয়া দাক্ষিণ্য, সর্বপরি জীবন ও জগতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে, যে পথ রচনা করে দিয়েছেন বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

তৃতীয়তঃ ইসলামী দা'ওয়াতের বিরোধিতার ধরনের দিক দিয়ে

দা'ওয়াতে ইসলামীর পথে যে ধরনের বিরোধিতা হয়ে থাকে, সে দিক দিয়েও অতীত বর্তমানের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। নিম্নে এর কিছু নমুনা পেশ করছি:

(ক) দা'ওয়াত ও দাঈগনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া, সন্দেহ ও অভিযোগ সৃষ্টি করা

বর্তমানে ইসলামী দাঈগণের বিরুদ্ধে যে সব অপবাদ, অভিযোগ ও সন্দেহ তুলে ধরা হয়, তন্মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ ক'টি নিম্নরূপ:

১. দা'ঈ ও তাঁর অনুসারীরা বোকা লোক : অর্থাৎ জীবন যাপনে তারা সুচতুর বা বুদ্ধিমান নয়। যারা স্বাধ আহ্লাদ ভোগ বিলাস বোঝে না। এ ধরনের অভিযোগ বর্তমানে একশ্রেণীর অতি প্রগতিবাদীরা করে থাকে। মহানবী (স.) এর যুগে কাফেররা তাঁর দা'ওয়াতের বিরোধিতায় তাই বল্‌ত।যেমন আল -কুরআনে এসেছে:

" وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء ، آلا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون"

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে , তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদের মত। মনে রেখ প্রকত পক্ষে তারা বোকা , কিন্তু তারা তা বোঝে না"(সূরা বাকারা : ১৩)।

২. দা'ঈরা পথ ভ্রষ্ট এবং তারা সাধারণ মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করে, উন্নতি, প্রগতিও সুসভ্যতা থেকে দূরে রাখছে। অতীতে কাফেররা তাই বলত।যেমন আল কুরআনে এসেছে:

" وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين"

" যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মুমিনগণকে বলে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ"(সূরা ইয়াসিন: ৪৭)।

৩. দাঈরা পাগল যাদুকর। যাদুর মায়ায় সাধারণ মানুষের চক্ষুকে মোহগ্রস্থ করে। তখন মানুষ দা'ওয়াত কবুল করার পর তাদের জীবনকে জীবন মনে করে না। কার্ল মার্কস এর ভাষায় ধর্ম হল আফীম।এ ধরনের অপবাদ অতীতেও নবী রাসূল গণের বিরুদ্ধে কাফিররা উত্থাপন করে মানুষকে দা'ওয়াত থেকে দূরে রাখার বাহানা করত। যেমন, আল কুরআনে এসেছে:

www.amarboi.org

" كذالك ما أتي الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون"
"এমনিভাবে তাদের পূববর্তীদের মাঝে যখনই কোন রাসূল আগমন করেছে, তারা বলেছেঃ যাদুকর , না হয় উন্মাদ"(সূরা আয যারিয়াত: ৫২)।

৪. দা'ঈগণ অলীক ধ্যান ধারণা বহন করে, যা মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার বিরুদ্ধ: আর এ ধরনের কথা বর্তমানের মত অতীতেও কাফেররা বলে বেড়াত। যেমন আল কুরআনেই এসেছে:

" إذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين"
"আর যখন কেউ তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তবে বলে আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এ রূপ বলতে পারি এতো পূর্ববর্তী ইতিকথা বা উপাখ্যান ছাড়া আর কিছুই নয়"(সূরা আনফাল : ৩১)।

৫. ইসলামী দা'ঈরা দেশের নাগরিকদের পশ্চাতপদতার কারণ, অর্থনৈতিক সমস্যার উৎস, উন্নয়নের পথে বাধা। তারা অশুভ ডেকে আনে। তারা দেশের মানুষের মাঝে ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে। তারা বিছিন্নতাবাদী। যেমনিভাবে কাশমীরী মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু শাসকরা বলে থাকে, মরু মুসলমানের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনী শাসকরা বলে থাকে, ফিলিস্তীনী মুসলমানের বিরুদ্ধে ইসরাঈলী আধিপত্যবাদী বলে থাকে। আর এ অজুহাত ধরে মুসলমানদের উপর চালিয়ে চলেছে নিপীড়ন নির্যাতনের স্টীম রোলার ও গণহত্যা ইত্যাদি। অতীতেও কাফেররা ইসলামী দাঈদের অশুভ বলে দাবী করত।যেমন তাদের বক্তব্যটি আল কুরআনেও এসেছে:

"قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم"
তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে"(সূরা ইয়াসিন : ১৮)। মক্কার মহানবী (স.) এর যুগে তৎকালীন মুশরিকরাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি তাদের পরিবারে ফাটল ধরাচ্ছেন, একজন ঈমান আনার পর দেখা যাচ্ছে, পারিবারিক অন্যান্য সদস্যদের থেকে তিনি আলাদা।

৬. অধিকাংশ দাঈ নৈরাজ্যবাদী এবং কেউ কেউ সন্ত্রাসী (Terrorists)। অতীতে কাফেররাও দাঈগণের বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা বলত। যেমন মূসা(আ) ও তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে ফেরআউনের সভাসদবর্গ তার দরবারে গিয়ে বলেছিল:

"أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض" "আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে পৃথিবীতে ফেসাদ (নৈরাজ্যতা) সৃষ্টি করতে সুযোগ দিবেন"(সূরা আরাফ: ১২৭)।

৭. দাঈরা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দা'ওয়াতী কাজ করছে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়, জনগণের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়।

www.amarboi.org

অনুরূপ অতীতেও কাফেররা বলত।যেমন আল-কুরআনে আসা তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের একটি বক্তব্য নিম্নরূপ:

"إن هـذا لشئ يراد" নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত"(সূরা সোয়াদ : ৬)।

৮. দাঈরা দেশের মূল অধিবাসীদেরকে পরবাসী করতে চায়। তারা স্বাধীনতা বিরোধী। বর্তমানে ভারত , পাকিস্তান , বাংলাদেশ , ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে ইসলামী দাঈদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ দাঁড় করান হচ্ছে। অতীতেও কাফেররা সাধারণ জনমত দাঈদের বিপক্ষে নেয়ার কৌশল হিসেবে ঐ ধরনের কথা বল্ত। যা আজ নতুন নয়। যেমন ফেরআউন ও তার দলবল হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) সম্পর্কে ঐধরনের চাল চেলেছিল। যা এমনকি আল কুরআনেও এসেছে:

" قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي"

" তারা বলল , এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়"(সূরা ত্বোহা : ৬৩)।

আধুনিক যুগে এ ধরনের আরো অসংখ্য অসার বক্তব্য প্রদান ও অপপ্রচার করে ইসলাম বিরোধী মহল দা'ওয়াতী কাজকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেক প্রচার মাধ্যম নিয়োজিত করেছে, যেগুলো দাঈদেরকে নিয়ে বিদ্রূপাত্তক ও অপপ্রচারমূলক প্রোগ্রাম সম্প্রচার করছে। যার নাম তথ্য সন্ত্রাস। অতীতেও ছিল আজও আছে। প্রত্যেক নবী(আ) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সে গুলো মোকাবেলা করেছেন, যথা সম্ভব জবাব দিয়েছেন।

(খ) জনগণের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থের ধোঁয়া তোলা

কখনো কখনো ইসলাম বিরোধীরা কোন এলাকার ধর্ম ও দেশীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে ইসলামী দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। তাদের মতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে, তা মূলত দেশের মানুষের নিরাপত্তার খাতিরে, সাধারণ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে।তাদের মতে ইসলামী দাঈরা দেশের মানুষের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। এরা বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক, ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী দাঈদের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের ছল চাতুরিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজকে তাদের অনুকরণে মুসলিম বিশ্বেরও কোন কোন সরকার সে ধরনের ভূমিকায় তৎপর। অনুরূপ ভাবে অতীতেও হযরত মূসা (আ) এর দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে ফেরআউন ঐ ধরনের বাহানা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল। আল কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, যখন ফেরআউন তার স্বজাতিকে বলেছিল:

www.amarboi.org

" إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد"

"আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপযয় সৃষ্টি করবে"(সূরা আল মুমিন : ২৬)।

(গ) শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যবহার

আজকের যুগে তথা সমসাময়িক নাস্তিকরা জাহেলী সমাজে বিভিন্ন শিল্প সাহিত্যে অলীক অবাস্তব বিষয় নির্ভর শিল্পকলা অন্বেষণ করে, যে সব দ্বারা ইসলামী দা'ওয়াতী প্রবাহ মোকাবেলায় সহায়ক কিছু পাওয়া বা উদ্ভাবন করা যায় কিনা। এভাবে অবিরাম চেষ্টা করছে। আর এগুলোর মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় অলীক ও পর্ণ সাহিত্য কেন্দ্রিক নাটক , উপন্যাস , ছোটগল্প, কৌতুক , গান , ছড়া, ইত্যাদি রচনা করে যাচ্ছে। এ সবের কোন কোনটা মুসলিম সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। যেমন আলিফ লায়লা, আকবর দি গ্রেট , ইত্যাদি। এ কাজে বর্তমানে সালমান রুশদীর মত আরো অনেকে সদা তৎপর রয়েছে। এদের মন মানসিকতা ও তৎপরতা এদের পূবসূরীদের মতই, যখন তৎকালীন মক্কার কাফেররা সাধারণ মানুষকে আল কুরআনের প্রভাব থেকে দূরে রাখার নিমিত্তে পারস্য থেকে পারসিকদের উপখ্যান মার্কা সাহিত্য আমদানী করার জন্য গিয়েছিল। আল কুরআন তাদের এ কাজটিকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করেছিল। ইরশাদ হয়েছে:

" ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذوها هزوا أولئك لهم عذاب مهين"

"একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি"(সূরা লোকমান : ৬)।

(ঘ) ধন সম্পদ ব্যবহার

খৃস্টান মিশনারী সংস্থাসমূহ কোন কোন মুসলমানকে বিশাল অংকের বেতন দিয়ে তাদের স্বার্থে বা সংস্থায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করছে। তাই বিশেষত অনুন্নত মুসলিম দেশের কিছু কিছু ধন লোভী মুসলমান নিজেদেরকে ইসলামের ঐ শত্রু মিশনারীদের হাতে সোপর্দ করছে।একমাত্র ধন সম্পদ কামানোর জন্য তাদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। এমনিভাবে অনেক মুসলিম ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ইসলাম বিরোধীদের সাহায্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। যে কারণে দা'ওয়াত বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অতীতেও পুঁজিপতি কারুন ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বৈষয়িক স্বার্থে ফেরআউন ও তার দল বলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামী দা'ওয়াতের বিরোধিতা করেছিল এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। যেন সে রাষ্ট্রীয় সমর্থন নিয়ে আরো অধিক ধন সম্পদ জমাতে পারে। আরো জানা যায় , সে নিজেও ফেরআউনের সভাসদ বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে জন্য হযরত মূসা (আ)

www.amarboi.org

আল্লাহর কাছে করুণ আর্তনাদ করে বদ দুআ করে ছিলেন, যা আল কুরআনেও এসেছে:

" وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حتي يروا العذاب الأليم

" মূসা বলল হে আমার পরয়ারদেগার ! তুমি ফেরআউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনে আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ, হে আমার প্রভু ! যে জন্য তারা তোমার পথ থেকে বিপদগামী করছে। হে আমার পরওয়ারদেগার! তাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তর গুলোকে কঠোর করে দাও, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়"(সূরা ইউনুস : ৮৮)।

(ঙ) ইসলামের কৃতিত্ব ও গৌরবগাথা ঐতিহ্য গুপ্ত ও উপেক্ষা করার নীতি গ্রহণ

যে সব বিষয়ে মুসলমানগণ ইসলামকে নিয়ে গর্ব করে থাকে আজকের যুগে ইসলামের শত্রুরা সেগুলো হয় গুপ্ত , না হয় উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদসহ পশ্চিমা মিডিয়াসমূহ অত্যন্ত তৎপর। মুসলমানদের জন্য কোন প্রশংসনীয় বিষয় হলে তারা তা নির্লজ্জভাবে এড়িয়ে যায়। আবার কোন ত্রুটি পেলে, তা ফলাও করে বার বার প্রচার করে। এ ছাড়া প্রাচবিদদের লেখা ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থবলীতে তা লক্ষণীয়।আর বিবিসি , সি, এন, এন, রয়টার ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার ভূমিকা সুবিদিত। এ ধরনের চেতনা ইসলাম বিরোধীদের অতীতেও ছিল। তারা যাদের প্রতি সম্পর্কিত হয়ে নিজেদেরকে বড় বলে দাবী করত, তাদের মূল আদর্শ তুলে ধরলে তারা তা জানে না বলে ভান করত। তারা বলত কই কোথাও তো শুনিনি। যেমন মুশরিকরা হযরত ইবরাহীম (আ) এর সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করে তার অনুসারী বলে দাবী করত। অথচ তিনি ছিলেন তাওহীদ পন্থী।

তাওহীদের এ বিষয়টি তুলে ধরার পর তারা বলত "إن هذا لشئ عجاب"এ এক আজগুবী ব্যাপার"(সূরা সোয়াদ ৫)।

এমনি ভাবে ফেরআউনকে তাওহীদের দা'ওয়াত দিলে সে বলে উঠেছিল : কই কোথায় ! এ তো আমাদের পূর্ব পুরুষের মাঝে ছিল বলে শুনিনি"(সূরা কাসাস : ৩৬)।

(চ) ক্রুসেডীয় চেতনা

বর্তমানে যেমনি খৃস্টানদের মাঝে ক্রুসেডীয় চেতনা বিরাজ করছে , ইয়াহুদী ও ব্রাম্মণ্যবাদীরাও তাদের অনুসরণ করছে ইসলামের বিরোধিতায় , তেমনি অতীতেও ছিল। যে জন্য আল কুরআনে মহানবী (স) কে বলা হয়েছিল:

www.amarboi.org

" لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"
ইয়াহুদী ও নাসারাগণ কখনও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন"(সূরা বাকারা : ১২০)।

(ছ) অর্থনৈতিক অবরোধ,সামষ্টিক বয়কট ও আগ্রাসন

আজকে পশ্চিমা পরাশক্তিসমূহ যেমনি ভাবে লিবিয়া , ইরান , ইরাক ইত্যাদি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে, তেমনি ভাবে মহানবী (স) এর সময়েও কাফেররা মুসলমান ও তাদের সহযোগীদেরকে অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক ভাবে বয়কট করেছিল। এমনি ভাবে মহানবী (স.) যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন গোটা আরবের অমুসলিম শক্তি এক জোট হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রটিকে সমূলে ধ্বংস করতে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে ছিল। ইসলামের ইতিহাসে যাকে বলা হয়েছে আহযাবের যুদ্ধ বা সম্মিলিত বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

(জ) মুসলিম জাতিকে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ করণ

আধুনিক যুগে বিশ্বের পরা শক্তিসমূহ রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কুটনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম দেশ গুলোকে যেমনি পরাধীন করে রেখেছিল এবং এখনও চেষ্টা করছে, যা ইসলামী দাঈগণ বিশ্বব্যাপী মোকাবেলা করার চেষ্টা করছেন, তেমনি অতীতেও পরাশক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী চেতনা লালন করে আসছিল। ফেরআউনের সে নীতি মোকাবেলা করেছিলেন হযরত মূসা (আ), পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবেলা করেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীগণ। সুতরাং এ কি দিয়েও অতীত বর্তমানের মাঝে সাদশ্য আছে। আজ আমেরিকা যেমনি একক পরাশক্তি হিসাবে আফগানিস্থান, ইরাক সহ বিশ্বের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছে, হয়ত এমন একদিন আসবে, মুসলমানদের হাতেই তার পতন হবে। সেদিন ইসলামের দুশমনরা আটলান্টিক সাগরে ঝাপ দিয়েও নিজেদের বাচাতে পারবে না। কারণ ইতিহাসের নিয়মানুযায়ীঃ

"لكل فرعون موسى" "প্রত্যেক ফেরআউনের পিছনে একজন মূসা রয়েছে।

চতুর্থতঃ ঃ দা'ওয়াতের পদ্ধতিগত দিক দিয়ে সাদৃশ্য

আল কুরআনুল কারীম শ্বাশত ও চিরন্তন জীবন বিধান নিয়ে এসেছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তাই তার দা'ওয়াতী পদ্ধতিও যুগ যুগান্তরে কার্যকর।আজকের হোক, আর কালকের হোক, সকল যুগের দাঈগণের জন্য তা প্রয়োজনীয়। এটা থেকে দুরে অবস্থান করে কেউ ইসলামী দাঈ হতে পারে না।

উক্ত পদ্ধতিতে দাঈগণের গুণাবলীতে যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের থাকতে হবে দৃঢ় ঈমান, সুক্ষ্ম জ্ঞান, সৎচরিত্র, সততা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, দয়া মায়া, সহমর্মিতা, সাহায্য-সহযোগিতা করার মনোবৃত্তি, ইত্যাদি। এগুলো সকল যুগের দাঈদের জন্য প্রয়োজনীয়।

www.amarboi.org

এমনি ভাবে মাদ'উ বা যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে, তাদেরকে যেভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে, সে সকল শ্রেণীর মানুষ বর্তমান যুগেও বিদ্যমান। মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা, সাবেঈ (মুক্তচিন্তা ও তারকা পুজারী), মুশরিক (তথা পৌত্তলিক, হিন্দু বৌদ্ধ, মাজুসী বা অগ্নিউপাসক, প্রকৃতি পুজারী উপজাতি, ইত্যাদি), মুনাফিক ,কাদেয়ানী ও বাহাই দের মত মিথ্যা নবুয়ত দাবীদার, এসব শ্রেণীর ধর্মাবলম্বী মানুষ মহানবী (আ) এর সময়েও ছিল। অনুরূপ ভাবে নারী পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত , অশিক্ষিত, নেতা-নেত্রী, আম জনতা - এ সব ধরনের মানুষ পূর্বের ন্যায় এখনো আছে। এদেরকে কিভাবে দা'ওয়াত দিতে হবে কুরআন সুন্নাহতে তা বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

এভাবে দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে আল কুরআনে যে গুলোর বর্ণনা এসেছে, সেগুলো দাঈদের জন্য সকল যুগেই প্রয়োজনীয়। হ্যাঁ, মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম উদারতা দেখিয়েছে। কারণ এ গুলো জীবন প্রণালী ও উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ক্রম বিবর্তনশীল।

বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করলে বলতে হয়, মহানবী (স) এর যুগে বাহন ছিল ঘোড়া, হাতি, উট, গাদা, খচ্চর, নৌকা ইত্যাদি। কিন্তু আজকের দিনে যান্ত্রিক গাড়ী, লঞ্চ, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। সংবাদ প্রেরণের জন্য ঐসকল বাহন ব্যবহার করে কোন ব্যক্তির দ্বারা সরাসরি যোগাযোগ ,কিংবা চিঠি পত্র আদান প্রদান করা হতো। কিন্তু আজকের দিনে রেডিও , টিভি, স্যাটেলাইট টিভি, ই মেইল, ইন্টারনেন্ট, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তাই দাঈগণকে আধুনিক মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু তাই বলে অতীতের গুলোকে একেবারে অবহেলা করা সমীচীন নয়। কারণ আধুনিক মাধ্যম গুলোর পাশা পাশি মহানবী (স)এর যুগের অনেক মাধ্যম আজকের যান্ত্রিক ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল যুগেও কার্যকর। যেমন ঘোড়া, হাতি ও খচ্চরের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি আনা যায়। আধুনিক সমাজেও দাঈগণ এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী। আজকের পৃথিবীতে বিশেষত গহীন আফ্রিকায় এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেখানে এখনো উপযোক্ত মাধ্যম ঘোড়া, হাতি, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী। যোগাযোগে অনুন্নত অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারীরা ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহন করে গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। এছাড়া, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমি দেখেছি, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও তেল সংকটের আশংকায় ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কত উদাহরণ আমাদের সমাজে বিরাজমান।

আল্লাহ তাআলা সকল যুগের সকল এলাকার জনগণের প্রভু। কিন্তু তাই বলে আমি এটা বলছি না যে, যেখানে ইসলামী দাঈ প্লেইনে চড়ে যেতে পারেন, সেখানে ঘোড়ার গাড়ীতে যাবেন। বরং যেটা বলছি , তাহল, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন

www.amarboi.org

প্রকার বাহন ব্যবহার করার মানসিক প্রস্তুতি ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তারা যথোপযুক্ত মাধ্যম ও বাহন যথাসাধ্য ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আল কুরআন দা'ওয়াতের উপস্থাপনার কৌশল ও মাধ্যম একেবারে সীমিত করে দেয়নি। বরং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন ও মূলনীতি প্রচলন করেছে মাত্র। হিকমতের আওতায় তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং মূলনীতির উপর ভিত্তি করে যুগোপযোগী মাধ্যম ব্যবহার করাই দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত।

মাধ্যম ও উপায় নির্ধারণে ক্রমবিবর্তনকে মেনে নেয়ার অর্থ এই নয় যে, অতীতের সবকিছু পরিত্যাগ করতে হবে। বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যম, যা কুরআন সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সে গুলোর আবেদন ও কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকবে ।

বাস্তবায়ন পর্বে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের আলোকে কোন একটা কৌশল বা মাধ্যমকে মডারেট করা যাবে , কিংবা একটাকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে। অন্যথায় পূর্বোক্ত ইসলামী দা'ওয়াতের মৌলিক পদক্ষেপ গুলো কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কেননা দা'ঈ ইচ্ছা করলে নিজ গবেষণায় হিকমত বা মাউয়িযা হাসানার বিকল্প কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। যখন তর্ক করার প্রয়োজন হয়, তখন তার হাতে মুজাদালা বিল আহসানের বিকল্প নেই। কারণ এগুলোর বিকল্প হলো অজ্ঞতা, বোকামি, অহমিকা প্রদর্শন, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত নয়।

অতএব আল কুরআন যেভাবে দা'ওয়াতের পদ্ধতি উপস্থাপন করেছে, তা স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনীয় বৈশিষ্টদ্বয়ের সমন্বিত রূপ। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যে কোন গ্রহণ বর্জন, পরিবর্তন দা'ওয়াতী হিকমত নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই আল কুরআনের দা'ওয়াতী পদ্ধতি আধুনিক যুগেও অত্যাবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ কোন দাঈ যদি তাওহীদী আকীদা এবং শরীয়াহ ও আখলাকের মূলনীতির দিকে দা'ওয়াত দিতে চায়, তা হলে অতীতে দেখা গেছে, সকল নবী (আ) একই দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আজকের দাঈগণ যদি যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনে উত্তম পন্থায় তর্ক করতে চায় , তাহলে তা হযরত ইবরাহীম (আ) এর দা'ওয়াতে পাওয়া যাবে। দাঈগণ যদি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার করতে চান , অতীতে তা মূসা, দাউদ (আ) সহ অনেকের দা'ওয়াতে তার সন্ধান মিলে যাবে। এমনি ভাবে যদি দাঈ সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী নিতে চান, তা হলে শুআয়ব (আ) , ইউসুফ (আ), মূসা (আ), এর দা'ওয়াতে তা খুজে পাবেন। অনুরূপ ভাবে দাঈ যদি অর্থনৈতিক সংস্কার আনতে চান, তাহলে তিনি তা ইউসুফ (আ) ও শুআয়ব (আ) এর দা'ওয়াতী কর্মসূচীতে তা খুজে পাবেন। এই ধরনের আরো অন্যান্য দিকসহ সব কিছু শেষ নবী মুহাম্মদ (স) এর দা'ওয়াতে তিনি খুজে পাবেন।

আল কুরআন সকল স্তরের মানুষের জন্য দা'ওয়াতের পদ্ধতি সহ সকল বিষয় উপস্থাপনের কৌশলাদিও সরবরাহ করেছে এবং মহানবী (স) তা বাস্তবায়ন করেছেন। যা মূলনীতিতে রূপ নিয়েছে।

www.amarboi.org

দা'ওয়াতের কোন উপস্থাপনা কৌশল বা মাধ্যমকে যুগোপযোগী ও সামঞ্জস্যশীল করা তথা মডারেট করাও একটি দা'ওয়াতী মূলনীতি। মহানবী (স) নিজেও তা করেছেন। যেমনঃ কুরাইশদের প্রথা অনুসারে ভয়াবহ কোন পরিস্থিতিতে লোকজনকে সংবাদ দেয়ার জন্যও তাদেরকে সাফা পাহাড়ে একত্রিত করা হত। যিনি সংবাদটি দিতেন, তিনি উলঙ্গ হয়ে লোকজনকে ডাকাডাকি করতেন। তাদের ভাষায় তাকে নাম দেয়া হত 'নাযীরুল উরয়ান'(نذيــر العريان)। মহানবী (স) ও ভীষণ ভাব ব্যঞ্জনায় ডাকাডাকি করে লোকদের একত্রিত করেন এবং জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। কিন্তু জাহেলী প্রথানুসারে তিনি বিবস্ত্র হননি। এ থেকে বুঝা যায় , তিনি ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে উক্ত মাধ্যমটিকে উন্নত ও পরিমার্জিত করেছিলেন। এটাই সকল যুগে দাঈদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

কুরআন অবতীর্ণের যুগ ও আধুনিক যুগের মাঝে বৈসাদৃশ্য

উল্লেখ্য, উভয় যুগের মাঝে যেমনি সাদৃশ্য আছে, তিনি কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে। বৈসাদৃশ্যের এই দিকসমূহের মধ্যে কত গুলো দা'ওয়াতের জন্য ইতিবাচক, আর কতগুলো নেতিবাচক।

দা'ওয়াতের জন্য ইতিবাচক বৈসাদৃশ্য

দা'ওয়াতের জন্য ইতিবাচক বৈসাদৃশ্য সমূহের মধ্যে ক'টি নিম্নরূপঃ

১. আল কুরআন অবতীর্ণের যুগে দাঈগণ এক সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কুরআন পায়নি। তা তেইশ বৎসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। কিন্তু বর্তমানে পূর্ণাঙ্গরূপে কুরআন আমাদের মাঝে বিরাজমান। কুরআন কারীম অবতীর্ণের যুগে মুসলমানগণ প্রতীক্ষায় থাকতেন যে, কখন কি নাযিল হয়, ঐ বিষয়ে না জানি কোন হুকুম নাযিল হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ এ ধরনের প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয়নি। এটা তাদের জন্য সুযোগ। চিন্তা ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ সাধ্য।
২. তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু আজকে অনেক। অনন্তর দাঈর সংখ্যাও অনেক।
৩. সে সময়ে মুসলমানরা প্রধানত জাযিরাতুল আরবে সীমিত ছিলেন। কিন্তু আজকে সংখ্যায় কম-বেশী তারা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন।
৪. তৎকালীন সময়ে ধর্মগুলো মানুষের মাঝে সত্যের দাবীদার বলে বিরাজ করছিল। কিন্তু আজকের দিনে তাদের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুখে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতা দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে জন্য সে সব ধর্মাবলম্বীগণ হীন মন্যতায় (Infiriority complex) এ ভুগছে।

www.amarboi.org

৫. কুরআন অবতীর্ণের যুগে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ কঠিন ছিল। একটি সংবাদ পৌছাতে হয়ত কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন , কিংবা কয়েক মাস লেগে যেত।কিন্তু বর্তমান কালে উন্নত যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে কি ঘটছে ,কিছুক্ষণের মধ্যেই তা অন্য প্রান্তের লোকজন জেনে যাচ্ছে। যেজন্য বর্তমান বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজ (Global village) বা বিশ্ব পল্লী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটা বিশ্বময় দা'ওয়াত প্রসারের পথ সহজ ও প্রশস্ত করেছে।

দা'ওয়াতের জন্য নেতিবাচক বৈসাদৃশ্য

উভয় যুগের দা'ওয়াতী পরিক্রমায় অনুসন্ধানে অনেক নেতিবাচক বৈসাদৃশ্যের সন্ধান মেলে। যেমন:

১. কুরআন নাযিলের যুগে দা'ওয়াতী কর্ম ছিল ইখলাস নির্ভর। যা বর্তমানে অনেকাংশে হয়ে গিয়েছে লোক দেখানো।

২. পূর্বে দা'ওয়াত ছিল এক মহিমান্বিত সেবা বা খেদমত, বর্তমানে তা হয়ে গিয়েছে পেশা।

৩. পূর্বে দা'ওয়াত বলতে বুঝাত একটি আকীদা,একটি পয়গাম, পরিতৃপ্তি,স্বাদ ও হৃদয়ের আকূতি। বতমান সমাজে যা হয়ে গেছে ব্যক্তিস্বার্থ ,দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের বাহন। যা রূপান্তরিত হয়েছে একটি কষ্টকর পেশায় ।

৪. আগেকার দা'ওয়াত উৎসারিত ছিল এমন এক অনুভূতি থেকে ,যা সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের পথভ্রষ্টতা ও ফেসাদ অবলোকন করে, আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষ দূরে সরে গিয়ে যেমন করে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল, তা থেকে উদ্ধারের প্রেরণা থেকে, কিন্তু আজকের সমাজে দা'ওয়াত হচ্ছে দাঈর নিজস্ব পথ বা দলমতের কর্মী হিসেবে।

৫. সে সময়ের দাঈগণ আল কুরআনের ছায়ায় ইসলামী দাওয়াহ নিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। কিন্তু আজকে দাঈগণ বিভিন্ন বাড়ীতে বা আস্ত ানায় বসে অপেক্ষা করেন,যেন লোকজন তাদের কাছে আসে দা'ওয়াত নেয়ার জন্য, নিজেদের সংশোধনের জন্য।

৬. সে সময়ের দাঈগণ ছিলেন মানুষের জন্য ইসলামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক। তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়। যা দেখে মানুষ দা'ওয়াত কবুল করত। দাঈরা যা করতেন, লোজজনও তা নিজেদের জীবনে আঁকড়িয়ে ধরত। কিন্তু আজকে একজন দর্শক অনেক দাঈর আচার আচরণের দিকে তাকিয়ে আশ্চার্য হয়। কারণ তারা যা বলে তা করে না। সুতরাং ইসলামী জীবন আচার তাদের মাঝে না থাকায় তাদের দা'ওয়াতে মানুষ প্রভাবিত হয় না।

৭. সে যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন প্রত্যেকেই ভাবতেন যে, তাদের নিজেদেরকেও সে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু আজকে সাধারনত সে চেতনা মুসলমানদের মাঝে বহুলাংশে নেই।

www.amarboi.org

৮. সে যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তারা অনুভব করতেন যে, এখন থেকেই তারা জাহেলী ও কুফুরী সমাজ থেকে আলাদা। কিন্তু এ যুগের মুসলমানরা সাধারণত এ ধরনের অনুভব করেন না। অধিকাংশ মুসলমানের ঈমানী চেতনা প্রায় শূন্যের কোটায়।

৯. কুরআন নাযিলের যুগে দাঈদের মাঝে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল।কিন্তু বর্তমান যুগে এ ধরনের সহযোগিতা সাধারনত নেই বললেই চলে। আছে দলীয় চেতনা প্রসূত সহযোগিতা।

১০. বিভিন্ন পদ মর্যাদা ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য সে যুগে দাঈগণের মধ্যে কোন অসঙ্গত প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আজকে তা সচরাচর দেখা যায়।

১১. সে যুগে কুরআনী ওহী অবতীর্ণ হতে ছিল। কাফের ,মুনাফিকদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আগাম বলে দেয়া হত।কিন্তু মহানবী (স) এর ওফাতের পর কেয়ামত পর্যন্ত ওহী বন্ধ। আজকের যুগে সে ধরনের আগাম সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়, একমাত্র আল্লাহর ওলীদের প্রতি ইলহাম ও অন্য কোন গুপ্ত মাধ্যম ব্যতীত।

১২. সে যুগে মদীনায় মহানবী (স) এর হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য একটি দা'ওয়াতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।কিন্তু আজকের যুগে দা'ওয়াতী রাষ্ট্র নেই বললেই চলে।

১৩. মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে সে যুগে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল।কিন্তু আজকে তা নেই।

১৪. সে যুগে বিজ্ঞানের নামে নাস্তিকতা চলত না। কিন্তু বর্তমানে নাস্তিকরা ছলে বলে কৌশলে তা চালাতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রচুর অনুসারীও তারা পেয়েছে।

১৫. কুরআন অবতীর্ণের যুগে বর্তমান যুগের তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় বিভিন্ন অপরাধ বা মন্দ কাজের প্রভাব মন্থর গতিতে স্থানান্তরিত হত।কিন্তু আজ আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সুবাদে সেগুলো দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়।

১৬. সে যুগে পরিকল্পনা , প্রযুক্তি ও কৌশলের দিক দিয়ে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনি বা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু আজকের যুগে দা'ওয়াতের তুলনায় দা'ওয়াত বিরোধী তৎপরতাই বেশী।

উপরে বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ যে দিকগুলো উল্লেখ করা হল , সে গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তার নেতিবাচক দিকগুলোর অধিকাংশই দা'ওয়াতী দৃষ্টিকোণ ও উপস্থাপনার কৌশলে ক্রটির ফসল স্বরূপ। দা'ওয়াতী মাধ্যম দুর্বল হওয়ার কারণে। দা'ওয়াতী পদ্ধতির মূলনীতি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে

www.amarboi.org

সে ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এ গুলো ঠিক করে নিলেই আর সমস্যা থাকবে না।

আর অন্য দিক দিয়ে বলা যায়, কুরআন অবতীর্ণের বিষয়টি ছিল অন্য একটি হিকমতের কারণে। আর তা ছিল সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করে দা'ওয়াত পরিচালনার জন্য।যাহোক বিষয়টি সে যুগের দিক দিয়ে, বর্তমানে এটা কোন বাধা সৃষ্টি করছে না। তাছাড়া, ইতিবাচক দিকগুলো বর্তমান যুগে দা'ওয়াতী পদ্ধতি অনুসরণের পথে আরো সহায়ক নিঃসন্দেহে। যে ধরনের টেকনোলজী ও জ্ঞান বিজ্ঞান দিন দিন আবিষ্কার হচ্ছে, সে গুলো থেকে দাঈ তার দা'ওয়াতের জন্য যুগপোযোগী ও যথাযথ উপকরণ ও কৌশল অবলম্বন করবেন। এটাই দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আধুনিক যুগে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিভিন্ন ধারা

পূর্বে দা'ওয়াতের শ্রেণী বিন্যাসে আমরা দেখেছি, নবী রাসূল (আ) এর যুগেও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর (আ) জন্য হাওয়ারী তথা সাহায্যকারী ছিল। হযরত শুআয়ব , মূসা , ঈসা ও মুহাম্মদ (স) প্রমুখের গঠিত দলের কথা কুরআন কারীমেই উল্লেখ আছে। আজকের যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের চেয়ে সামষ্টিক উদ্যোগের পরিমাণই বেশী। যা হোক, এ যুগে দা'ওয়াতী কার্যক্রম বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে:

(ক) সংস্থা কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ
(খ) সংগঠন কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ
(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দা'ওয়াতী কাজ
(ঘ) ব্যক্তি কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ
(ঙ) প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেট কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

(ক) সংস্থা কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী দা'ওয়াতী কাজ হচ্ছে সংস্থা কেন্দ্রিক। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার দা'ওয়াতী সংস্থা গড়ে উঠেছে। আবার আন্তর্জাতিক পযায়ে যে সব সংস্থা কর্ম তৎপরতা চালাচ্ছে সে গুলো বিশ্বের আনাচে কানাচে নতুন নতুন আরো শাখা ও সংস্থা অবিরাম ভাবে গড়ে তুলছে এবং যথাসাধ্য সে গুলোকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ঐ সব সংস্থার মধ্যে সর্বপ্রথম যেটির নাম আমার কাছে পৌঁছেছে , সেটি হলো আল্লামা জামাল উদ্দীন আফগানী ও উসমানী সালতানাত কর্তৃক যৌথ ভাবে গড়া প্যান ইসলামিক (Pan Islamic) আন্দোলনের কার্যাদি পরিচালনার জন্য শায়খ

www.amarboi.org

মুহাম্মদ রশীদ রেদা(১৮৬৫-১৯৩৫) এর হাতে গড়া একটি সংস্থা।যার নাম জমিয়াতুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ খ্রী.।

অনন্তর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অনেক সংস্থা গড়ে উঠে। ফলে ১৯৬০ সালে মিসর সরকার 'আল মাজলিসুল আলা লিশ শুউনিল ইসলামিয়া' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলে দা'ওয়াতী কাজের জন্যে। অতঃপর বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কাজের নেতৃত্ব নেয় সৌদী সরকার। পেট্রো ডলারে সমৃদ্ধ সৌদী আরবের বাদশা ফয়সল বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কাজের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সরকারের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে ২৪ শে অক্টোবর মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী দাঈ তৈরী জন্য। আর তাদেরকে কাজে নিয়োগ করার জন্য সৌদী সরকার ১৯৬২ সালের মে মাসে 'রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী ' নামে একটি দা'ওয়াতী সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে সৌদী সরকার ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে আরেকটি যুব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম 'আন্ নাদওয়াতুল 'আলামিয়া লিশ্ শাবাবিল ইসলামী'। ইংরেজীতে যার নাম World Assembly of Muslim Youth, সংক্ষেপে ওয়ামী (WAMY)।যার লক্ষ্য হল যুব সমাজের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা এবং বিশ্বের যুব সংগঠনগুলোর কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। একই বছরে তাদের দেখাদেখি লিবিয়া সরকারও আরেকটি সংস্থা গড়ে তুলে। যার নাম 'জমিয়াতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়াহ ' বা The Islamic Call Society, যাকে ১৯৮২ সালে আরো উন্নত ও ব্যাপক কর্মসূচি দিয়ে নাম দেয়া হয় 'আল মাজলিসুল আলামি লিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া' (The World Council for Islamic Call)।

এ সকল সংস্থা বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কর্মীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াহ কে ছড়িয়ে দিয়েছে। রাবেতা ১৯৭৩ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাজমাউল বুহুছ আল ইসলামিয়াহ ' এর সাথে চুক্তি বদ্ধ হয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দাওয়াহ কর্মী নিয়োগের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করার জন্য। অতঃপর তাদের কাজ ইউরোপ ও আমেরিকাতেও সম্প্রসারিত করে। এ ভাবে দেখা যায়, ১৯৮৫সাল নাগাদ রাবেতা বিশ্বব্যাপী এক হাজার দাওয়াহ কর্মীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। (আফ্রিকায় ৩৬০, এশিয়ায় ৪৭৩,ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৬৭)।এ সব কর্মীরাও সে সব স্থানে মসজিদ ও সংস্থা গড়ে তুলে সে রাবেতারই অর্থায়নে। এভাবে হাজার হাজার কর্মী এবং মসজিদ মাদ্রাসা ও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র , দুযোগ মূহূর্তে আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি শাখা প্রশাখায় তার কাজ বিভক্ত করে দেয়।

এদিকে ১৯৮২ সালে ইরান সরকার পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য তার একটি সংস্থা 'মুনাযযামাতে ইলামি ইসলামী' এর আওতায় দা'ওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করে। আশির দশকের শেষ দিকে কুয়েত সরকারও কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা

www.amarboi.org

করে। তার মধ্যে একটির নাম 'আল হাইয়াতুল খাইরিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ আল আলামিয়্যাহ'।

এছাড়া আরব বিশ্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অর্থায়নে বেসরকারী উদ্যোগেও অনেক সংস্থা গড়ে উঠে। এ সব সংস্থা বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা প্রচার , পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সাহায্য প্রদান, দূর্যোগ মূহূর্তে ত্রাণ তৎপরতা, মসজিদ মাদ্রাসা গড়া ও পরিচালনা, ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কাজের মাধ্যমে তারা দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাতে বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) সংগঠন কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ভাবে অনেক ইসলামী সংগঠন গড়ে উঠেছে। অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে প্রথমে দেখা যায়, ১৯২৫ সালে ভারতের মাওলানা ইলিয়াস (র.) প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।যার নাম জামাতে তাবলীগ। এ জামাত সারা বিশ্বব্যাপী তার তৎপরতা প্রসারিত করেছে। বিশ্বকে বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতি অঞ্চলকে আবার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ভাগ করেছে। ফলে তা বর্তমান কাঠামোতে সাংগঠনিক রূপ নিয়েছে। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকট ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা উপস্থাপনে এ সংগঠনের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের পদ্ধতি হল, ছোট ছোট দলে প্রধানত নিজ খরচে গ্রামে গঞ্জে বের হয়ে যেতে হবে। যারা বের হবে তাদের ভিতরে একজন নেতা থাকবেন, পুরাতন কর্মী থাকবেন। যারা বের হলেন তারাও শিখবেন, এবং যাদেরকে দা'ওয়াত দিবেন তাদেরকেও শেখাবেন। তারা যে অঞ্চলে যাবেন, সে অঞ্চলের লোকদের কাছেও সামষ্টিক ভাবে যোগাযোগ করে দা'ওয়াত দিয়ে সকলকে মসজিদমুখী করার চেষ্টা করবেন। এটির মূল বৈশিষ্ট্য হল, এটা ভ্রাম্যমান, সরাসরি যোগাযোগ, নিজে শিখার সাথে সাথে অন্যকে শিখানো, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমল করা, ইত্যাদি। এ সংগঠনের কেন্দ্র ভারতের দিল্লীর নিযামিয়াতে হলেও প্রতি বছর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে লাখ লাখ জনতার সমাগমে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, আরব বিশ্বে ১৯২৮ সালে মিসরে শহীদ হাসানুল বান্না আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন সমমনাদের নিয়ে। যার নাম দেন "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন'। কুরআন সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ধর্মীয়,সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাসানুল বান্না নিজে বিভিন্ন পানশালা ও পাঠশালায় গিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ, জাগরিত ও আলোকিত করে সে সংগঠনের আওতায় নিয়ে আসতেন। এবং তাদেরকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে মান উন্নয়ন করে বিভিন্ন ক্যাডারে বিভক্ত করে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন। অল্প দিনেই মিসরে এক অভূত পূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সংগঠন দ্বারা উন্নতমানের ইসলামী দা'ওয়াহ কর্মী

www.amarboi.org

বাহিনী তৈরী হয়। যারা আশে পাশে আরবীয় অঞ্চলেও ক্রমে দা'ওয়াতী কাজ প্রসারিত করেছিলেন। যে কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখে তিনি ১৯৪৯ সালে আততায়ীর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন মিসরীয় সরকার এ সংগঠনের কর্মীদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু করে। অবশেষে নিষিদ্ধ করে দেয়। যে জন্য এটি আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সাংগঠনিক কাজ অব্যাহত রাখে।

এমনি ভাবে হিন্দুস্থানে মাওলানা আবুল আলা মওদুদী (রহ) ১৯৪১ সালে ইখওয়ানের ধারায় আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার নাম জামাতে ইসলামী। এটি ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সুদূর ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় তার কাজ সম্প্রসারিত করেছে। এমনি ভাবে আব্বাস মাদানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সালভ্রেশন ফ্রন্ট আলজেরিয়াতে কর্মরত আছে। বর্তমান তুরস্কে রেসিপ এরদোগানের নেতৃত্বে 'জাষ্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' (একেপি), ইত্যাদি সংগঠন দেশীয় ভাবে ইসলামী দা'ওয়াহর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এমনি ভাবে তারা ইসলামী সাহিত্য রচনা, দা'ওয়াতী কর্মী গঠন, নেতৃত্ব তৈরী করা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কাজ সহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হস্তগত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সব সংগঠন পূর্ণাঙ্গ ইসলাম উপস্থাপনায় বিভিন্ন শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংক, হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সহ বিভিন্ন আর্থিক ও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা গড়ে তুলছে।

এমনি ভাবে আরব বিশ্বে সালাফিয়া আন্দোলনের কর্মীগণ ও দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে যারা নিজেদের নামকরণ করে থাকেন আহলে হাদীস বলে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক দা'ওয়াতী কাজ

সংস্থা ও সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও দা'ওয়াতী কাজে অবদান রাখছে।মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সরকারী ও বেসরকারী ভাবে দা'ওয়াতের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সৌদী সরকারের দারুল ইফতা ওয়াদ দা'ওয়াতী ওয়াল ইরশাদ, এবং আল মাহাদু লি তাদরীবিল আয়েম্মাতি ওয়াদ দুআত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক 'ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট ',ইত্যাদি ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক গুলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমনঃ মিসরে আল আযহার (৯৬৯ খ্রী, বর্তমান কাঠামোতে ১৮৭৫ খ্রী), ভারতে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা (১৮৯৪), দারুল উলুম দেউবন্দ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়(১৯২০খ্রী), সৌদীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (১৯৮০), বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া(১৯৭৯), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, মালেয়শিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (১৯৮৩), ইত্যাদি।

www.amarboi.org

এসব বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি দা'ওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খুলে এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ইসলামী করণে পদক্ষেপ নিয়ে দা'ওয়াতে বিশাল অবদান রাখছে। তাছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দা'ওয়াতের উপর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

(ঘ) ব্যক্তি কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

দা'ওয়াতের উপর বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগত ভাবেও দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত আছেন, কিংবা নিজে কোন মসজিদ বা খানকা প্রতিষ্ঠা করে দা'ওয়াতী কাজ করছেন। আধুনিক বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও যারা সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (ভারত), ড.আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ (সৌদী), ড. সৈয়দ আলী আশরাফ (বাংলাদেশ), ড. আব্দুল্লাহ আল মুহসিন আত্ তুর্কী (সৌদী), ড. ইউসুফ আল কারদাভী (কাতার), শায়খ আবদুর রহীম জাদ বদরুদ্দীন (মিসর, সৌদী) প্রমুখ।

এ ছাড়া, বিশ্বব্যাপী অনেক খানকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন আফ্রিকায় রেফাঈ, সুনুসী, মাহদী, তিজানী ইত্যাদি। ভারতীয় উপমহাদেশে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া ইত্যাদি তরীকা অনুসারী ফুরফুরা ও জৌনপুরী খানকা, মাও. আশরাফ আলী থানভীর খানকায়ে আশরাফিয়া, ইত্যাদি।

এমনিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়ায়েযীনে কেরামও বিভিন্ন মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। যেমন: মিসরে শায়েখ আবদল হামিদ কাশাক, সৌদীর হাসান আইয়ুব ও শায়েখ শেরানী, বাংলাদেশের মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী, প্রমুখ।

(ঙ) প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেট কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী কাজ

বিশ্বে মুসলমানগণ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। যেমন পত্র পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদি। প্রায় প্রতি ইসলামী সংগঠনই নিজস্ব আঙ্গিকে পত্র পত্রিকা প্রকাশ করছে। কিন্তু বর্তমানে স্যাটেলাইটের সুবাদে এ সকল গণমাধ্যম ব্যবস্থার রূপরেখা পাল্টে গিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এক নতুন স্তরে উন্নিত করেছে। সারা বিশ্বে এর প্রসার ঘটছে বিস্ময়কর গতিতে। তাই ইসলামী দাঈগণও সে সব স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল ইন্টারনেট (Internet)। যার প্রভাব ব্যাপক, সার্বক্ষণিক এবং সহজ লভ্য। বরং এর দোলায় সারা বিশ্ব দুলছে। যে কারণে ইসলামী দাঈগণও ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েভসাইট খুলে ইসলামী প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছেন। ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে উন্মুক্ত এ মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে আরো ব্যাপক দা'ওয়াতী কাজের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগে দা'ওয়াতী সফলতায় কিছু পরামর্শ

আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতায় বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানী হ্যান্টিংটনের মত যারা সভ্যতার দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বর্তমান প্রবক্তা, তারাও স্বীকার কবতে বাধ্য হয়েছেন যে, বর্তমান যুগ ইসলামের যুগ। এর সফলতা ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তা'ছাড়া ইসলামী দা'ওয়াতের প্রাথমিক কৌশলগত স্থান হলো মানুষের ফিতরাত, যা সকলের মাঝেই নিহিত রয়েছে। এমনি ভাবে দাঈদের হাতে মু'জিযা রয়েছে আল কুরআনুল কারীম ও মহানবী (স) এর সীরাত। পাশাপাশি আছে হিকমতপূর্ণ তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক দাওয়াহ্ পদ্ধতি। এমনিভাবে মুসলমানদের মাঝে দা'ওয়াতী চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখে শত্রুরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে মানব রচিত মতবাদগুলো তাদের সুঁতিকাগারেই পতিত হয়েছে। আজকের বিশ্বের মানুষ দিশেহারা হয়ে শান্তি খুজছে, সত্যের অনুসন্ধান করছে। দাঈগণ যদি এ মোক্ষম সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন, তবে গোটা বিশ্বে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটতে পারে। বরং এ সম্ভাবনাই উজ্জল। তাই এ ক্ষেত্রে দাঈগণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরামর্শ রাখব:

১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপক সংশোধন করতে হবে, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে এবং অন্যকেও করতে হবে।
২. নির্দ্বিধায় কুরআন সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কে আকড়িয়ে ধরতে হবে।
৩. সত্য গ্রহনে পরস্পরে উপদেশ দিতে হবে এবং নিজের কোন ভুল হলে, তা নিসংকোচে মেনে নিতে হবে।
৪. চরম ধৈর্য সহকারে এগুতে হবে।নৈরাজ্যের মোকবেলা আরেকটি নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে নয়।
৫. দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে, পরিকল্পনা মাপিক হিকমতের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাড়াহুড়ো প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে।
৬. একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে এবং জীবনে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।
৭. কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।
৮. খণ্ডিত ইসলাম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বরণ ও উপস্থাপন করতে হবে।
৯. ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দিতে হবে।

www.amarboi.org

১০. ইসলামী দাঈদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ও সার্বিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
১১. মুসলিম উম্মাহর মাঝে সংগ্রামী এবং গবেষণা মনোবৃত্তি জাগরিত করতে হবে
১২. দা'ওয়াতী বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাঝে সমন্বয় ও পরস্পরে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।
১৩. চরম ইখলাস ও মানবতার প্রতি প্রভূত দরদ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
১৪. উম্মাহর মাঝে ইসলামী ঐক্য ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগরিত করতে হবে।
১৫. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বকে দা'ওয়াতের পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
১৬. দম্ভ ও ভোগ বিলাসিতার পরিবর্তে বিনয় ও পরিমিত জীবনাচারের মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং চলা ফেরায় স্মার্ট হতে হবে।
১৭. শিক্ষিত সমাজের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
১৮. ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে।
১৯. বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে।
২০. সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কৌশল ও মাধ্যম উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
২১. সর্বপোরি অসীম সাহস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা রেখে দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

www.amarboi.org

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আল- কুরআনুল কারীম

২. আনওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম, (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া , ১৯৯৮)

৩. আন্ নজম, 'উমর ইব্ন ফাহদ, ইত্তিহাফুল ওরা বি আখবারি উম্মিল কুরা, (বৈরূতঃ দারুল আন্দালুস ১৩৯৯হি../১৯৮৭খ্রী.)

৪. আন্দালোসী, আবু হায়ান, আল বাহরুল মুহীত, (দারুল ফিক্র , ১৪০৩ হি,)

৫. আবূল বাকা, কিতাবুল কুল্লিয়াত, (কায়রোঃ বুলাক, ১৩৮১হিজরী)

৬. আবূ যাহরা, শায়খ মুহাম্মদ, উসূলুল ফিক্হ, (কায়রোঃ দারুল ফিক্রিল 'আরাবী, তা. বি.)

৭. আলওয়াঈ, ড. মহিউদ্দীন, মিনহাজুদ দু'ওয়াত , (জেদ্দাহঃ মাক্তাবাহ 'উকায, ১৪০৬হি,/ ১৯৮৫ খ্রী.)

৮. আলূসী, শিহাবুদ্দীন আস্-সায়্যিদ মাহ্মূদ , রুহুল মা'আনী , (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী ,১৪০৫ হি, /১৯৮৫ খ্রী)

৯. আযহারী ,মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, বাংলা একাডেমী 'আরবী -বাংলা আভিধান (ঢাকা ঃ ১৯৯৩ ই ং)

১০. আল্'আস্সাল, ড. খলীফা হুসাঈন, মা'আলিমুদ্ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহদিহাল মাক্কী, (কায়রো ঃ দারুত্তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৯৮৮)

১১. আল ইফ্রীকী, ইবন মানযুর, লিসানুল 'আরব (বৈরূত, দারু বৈরূত লিত্ তাবাআতি ওয়ান নাশরি ১৯৫৬)

১২. ঐ , লিসানুল 'আরব (দারু সাদের, তা. বি) ১২খ.

১৩. ইব্নুল আছীর, আন্ নিহায়া ফি গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, (বৈরূতঃ আল মাক্তাবাতু আর ইসলামিয়্যাহ, তা. ব.)

১৪. ঐ, আল কামিল ফিত্ তারীখ, (বৈরূতঃ দারুল 'ইল্ম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭)

১৫. ইব্ন 'আশুরা, তাফসীরুত্ তাহ্বীর ওয়াত তানভীর, (তিউনিসঃ দারু সাহনূন, ১৯৯৭ইং)

১৬. ইব্ন কাছীর, 'ইমাদুদ্দীন, তাফসীরুল কোরআনিল আযীম,(বৈরূত : দারুল মারিফা, তা. বি.)

১৭. ঐ, আস্ সীরাতুন নাববিয়্যা (কায়রো : মাক্তাবাতু 'ঈসা আল - হালাবী , ১৩৮৯ হি..)

১৮. ইব্ন খালদূন , আল মুকাদ্দিমা, (বৈরূত, দারুল কলম, ১৯৮১খৃ.)

১৯. ইবন তাইমিয়াহ, ইমাম, কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল মানতিকিয়্যিন,(বুম্বাইঃ আল মাত্বাউল কাইয়্যিমাহ, ১৯৪৭)

www.amarboi.org

২০. ঐ, দারউ তা'আরুদিল 'আকলি ওয়ান নাকলি, (কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ওয়াতানিয়াহ, ১৯৭১ইং)
২১. ইবনূল মান্‌যারী, আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রোঃ ইহ্ ইয়াউত্ তরছিল 'আরাবী, ১৯৬৮)
২২. ইবন সীনা, আশ্ শিফা, কিতাবুল জাদাল (কায়রোঃ আল মাকতাবাতুল মাতাবি'ইল আমেরিয়া, ১৩৮৬হি.),
২৩. ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্ নবী, অনু, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা, ১৯৯৪)
২৪. আল ইস্‌ফাহানী, আর-রাগিব, আয-যারীআতু ইলা মাকারিমিশ্ শরী'আহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইল্‌মিয়্যাহ, ১৯৮০ইং১৪০০হি)
২৫. ঐ, আল্-মুফ্‌রাদাত ফি গরীবিল্ কুরআন (কায়রো : আল- বাবী আল হালাবী , ১৯৬১)
২৬. ইসলাহী, আমীন আহসান , দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, বঙ্গানু. মুহাম্মদ মুসা (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী , ১৯৯২)
২৭. 'ইসাম, মোল্লা, শরহ 'ইসাম 'আলাল 'আযদিয়া (মুনাযারা রাশিদিয়ার পরিশিষ্টে সংযুক্ত, দেওবন্দ:মাকতাবায়ে থানবী , তা.বি.)
২৮. উছমানী, ছানা উল্লাহ, আত্ তাফসীরুল মাযহারী , (দিল্লী : নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, তা.বি)
২৯. আল- কাত্‌তান, ডঃ মান্না', মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন,(রিয়াদঃ মাক্‌তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯২ইং/১৪১৩হিজরী)
৩০. কাসেমী, জামালুদ্দীন, মাহাসিনুত্ তা'বীল,(কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী , তা. বি.)
৩১. কাযবীনী, ইবন মাজা, সুনান, (কায়রো : দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা , তা. বি.)
৩২. কুতুব, সাইয়্যেদ, ফী যিলালিল কুরআন, (বৈরূতঃ দারুশ শূরুক ১৯৮২ইং,)
৩৩. কুশায়রী, ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম শরীফ (ইসতাম্বল : আল মাকতাবুল ইসলামী , তা.বি.)
৩৪. কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, আল জামি'উ লি আহকামিল কুরআন,(বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী , তা. বি.
৩৫. খাওলী, শায়খ বাহী, তাযকিরতুদ্ দু'আত (কায়রোঃ মাতবা'আতুত্ তুরাছ, ১৪০৮ হিঃ)
৩৬. গালুশ, ডঃ আহমদ আহমদ, আদ্ দা'ওয়াতুল ইসলামিয়া (কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী ,১৯৭৮)
৩৭. গাযালী, ইমাম আবূ হামেদ, ইয়াহ ইয়াউ 'উলুমিদ দ্বীন, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা , তা.বি.)

www.amarboi.org

৩৮. জওযিয়া, ইবনুল কায়্যিম , মানাকিব ওমর

৩৯. ঐ, মিফ্‌তাহুস্‌ সা'আদা (রিয়াদঃ মাক্‌তাবাতুর রিয়াদ আল হাদীছাহ, তা. বি)

৪০. জারীশা, ড. আলী, মানাহিজুদ্‌ দা'ওয়াহ ওয়া আসালীবুহা (আল্‌-মানসুরাঃ দারুল ওফা, ১৪১৭ হি,/ ১৯৮৬ ইং)

৪১. আল জুরজানী , 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, কিতাবুত্‌ তা'রীফাত, (বৈরূতঃ দারুদ দায়ান লিত্‌তুরাছ, ১৪০৩হি.)

৪২. তায়্যিব, কারী মুহাম্মদ, কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি, অনু. মাও.মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. ১৯৯৫)

৪৩. তাবারী, ইব্‌ন জরীর , তারীখুল উমামি ওয়ার রসুল ওয়াল মুলূক, (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি)

৪৪. ঐ, জামি'উল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন , (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা ১৪০৬হি.)

৪৫. তাবীল, ডঃ সাইয়্যেদ রিযক ,আদ্‌ দা'ওয়াতু ফিল ইসলাম, (মক্‌কা আল মুকার্‌রমাঃ রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৯৮৪/১৪০৪হিজরী)

৪৬. তিরমিযী, আবূ ঈসা, আল - জামি'উস্‌ সহীহ , (মিসরঃ মস্তফা আল বাবী , ১৩৯৮ হি.)

৪৭. নদভী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী, হিকমাতুদ্‌ দা'ওয়াহ ওয়া সিফাতুদ দু'আত, (লাখনৌঃ আল মাজমাউল ইসলামী আল 'ইল্‌মি, ১৪০৯হি./১৯৮৯)

৪৮. ঐ, রাওয়াই'উ মিন আদাবিদ্‌ দাওয়াহ (কুয়েতঃ দারুল করম, ১৯৮১ইং/১৪০১হিঃ)

৪৯. আন্‌-নাসাফী, আবুল বারাকাত, মাদারিকুত্‌ তানযীল ওয়া হাকাইকুত্‌ তা'বীল (তাফসীরে খাযেনের সাথে সংযুক্ত)

৫০. নিশাপুরী, নিযামুদ্দীন, গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান (প্রাগুক্ত তাবারীর তাফসীরের সাথে সংযুক্ত)

৫১. ফজলুর রহমান , ড. মুহাম্মদ, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী,১৯৯৯)

৫২. আল ফায়ূমী , আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, আল মিস্‌বাহুল মুনীর,(বৈরূতঃ আল মাক্‌তাবাতু আল ইল্‌মিয়্যাহ, তা. বি.)

৫৩. বাগদাদী, আলাউদ্দীন, তাফসীরে খাযেন, (কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা.,বি.),

৫৪. আল্‌-বান্না, শহীদ হাসান, মাজ্‌মা'আতুর রাসায়েল, (বৈরূতঃ আল মুআস্‌সাসাতুল ইসলামিয়্যা, তা. বি.)

৫৫. বারগূছ, শায়খ তায়্যিব, মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ,(ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী , ১৪১৬ হি.)

www.amarboi.org

৫৬. বারাকাত, ড., উসলুবুদ দা'ওয়াহ, (কায়রোঃ দার গরীব লিত্ তাবা'আ, ১৪০৩ হি:/১৯৮৩ ইং.)

৫৭. বায়দাবী,কাজী নাসিরুদ্দীন, আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আস্‌রারুত্ তা'বীল, (দামেশকঃ দারুল ফিকর, তা বি)

৫৮. বায়ানূনী, ড. আবুল ফাত্‌হ, আল মাদখালু 'ইলা ইলমিদ্ দা'ওয়াহ (বৈরূতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২হি./১৯৯১)

৫৯. বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল , সহীহ বুখারী ,

৬০. মওদূদী, সায়্যিদ আবুল আ'লা, আল জিহাদ, অনু আকরাম ফারুক, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং.)

৬১. মারাগী, মস্তফা, তাফসীরুল মারাগী (দামেশকঃ দারুল ফিক্‌র, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি.)

৬২. আল মু'জাম আল ওসীত, মাজমা'উল লুগাতিল আরাবিয়্যা, বৈরুত , (দিল্লীঃ দারুল ইল্‌ম, তা. বি)

৬৩. শফী, মুফতী মুহাম্মদ, তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন , অনু মহিউদ্দিন খান,(ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,)

৬৪. আশ্ শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, ফাত্‌হুল কাদীর (বৈরূতঃদারুল ফিকর , ১৪০৩ হি. /১৯৯৩ ইং)

৬৫. রশীদ রেদা, মুহাম্মদ, তাফ্‌সীরুল মানার, (বৈরূত : দারুল মারেফা ২য় সং, তা. বি.)

৬৬. ঐ, আল ওহী আল মুহাম্মদী, (বৈরূতঃ আল মাক্‌তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯হি.)

৬৭. আর-রাযী, মুহাম্মদ আবু বকর, মুখতারুস্ সিহাহ, (বৈরূতঃ মুআস্‌সা সাতু উসূলিল কুরআন, ১৯৮৬ইং)

৬৮. আর-রাযী, ইমাম ফখরুদ্দীন, আত্ তাফসীরুল কবীর, (দারু ইয়াহ ইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী , তা. বি.)

৬৯. শাতবী, ইমাম আবূ ইসহাক , আল মুওয়াফিকাত ফি উসূলিশ্ শরী'আ (বৈরূতঃ দারুল মারিফা, তা.বি.)

৭০. শালাবী, ডঃ রউফ, সাইকোলোজিয়া তুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ (কুয়েত : দারুল কলম ,১৯৮২)

৭১. আশ-শায়বানী, ইমাম আব্দুর রহমান ইব্‌ন আলী মুহাম্মদ, তামঈযুত্ তায়্যিব (বৈরূত : দারুল কিতাবিন্ 'আরাবী, তা. বি.)

৭২. যামাখশারী, আল্লামা জারুল্লাহ, আল-কাশ্‌শাফ, (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, তা.বি.)

৭৩. যায়দান, শায়খ আবদুল করীম, উসূলুদ দা'ওয়াহ, (ইসকান্দারিয়াঃ দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬)

www.amarboi.org

৭৪. সাকার, আবদুল বাদী', আমরা দা'ওয়াতের কাজ কিভাবে করব, অনু, এম. তাহেরুল হক, (ঢাকাঃ সিন্দাবাদ প্রকাশনী , ১৯৯০ ইং)
৭৫. আস্ সিজিস্তানী , আবু দাউদ সুলায়মান , সুনান আবি দাউদ (হিম্‌সঃ দারুল হাদীছ, তা.বি.)
৭৬. সিদ্দিকী, গাউসুল ইসলাম, শারহুশ্ শরীফিয়্যা - মুনাযারা রশীদিয়্যাহ (দেওবন্দ:মাকতাবায়ে থানবী , তা.বি.)
৭৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, আল ইত্‌কান ফী 'উলুমিল কুরআন (মিসরঃ মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী আল হালাবী , ১৩৯৮ হিজরী)
৭৮. হাসান, ফায়দুল, হাশিয়াতুল হুমায়দিয়া 'আল মুনাযারা রশীদিয়া, (মুনাযারা রশীদিয়ার সাথে সংযুক্ত)
79. Gisbert, Fundamentals of Sociology , (London , 1960)
80. The Hanswehr Dictionary of Modern written Arabic , ed. J.M. cowan, (Newyork, 1976)
৮১. আন্‌ওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ,ইসলামী দা'ওয়াহ পরিধি, ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩৯বর্ষ ২য় সংখ্যা, অকটোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯)
৮২. ঐ , ইসলমী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে হিকমতঃ স্বরূপ ও প্রয়োগ, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ৭ম খ. ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৮
৮৩. ঐ, ইসলমী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউ'য়িযা হাসানা : স্বরূপ ও প্রয়োগ, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ৮ম খ. ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৮৪. ঐ, ইসলমী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মুজাদালাঃ স্বরূপ ও প্রয়োগ, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ৮ম খ. ২য় সংখ্যা, কুষ্টিয়া, জুন, ২০০০

www.amarboi.org

বিআইআইটি'র বাংলা বইসমূহ

বই	লেখক	মূল্য
◆ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	*ইসমাইল রাজী আল ফারুকী*	১৭৫/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	৩০০/-
◆ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	২৫০/-
◆ মুসলিম মানসে সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
◆ জ্ঞানের ইসলামায়ন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	৩০/-
◆ ইসলামের দন্ডবিধি	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২০/-
◆ মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতির সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২২৫/-
◆ মুসলিমের ইউরোপ	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
◆ নির্মাতাদের গুপ্তধন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ নির্মাতা দ্বীপের গুপ্তধন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ ইসলামে নারী অধিকার : কতিপয় সমালোচনার জবাব	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	*ড. এম উমর চাপরা*	২০০/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	*ড. এম উপর চাপরা*	২০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	৫০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	১৭০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৩য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত	*তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল*	৫০/-
◆ ইসলামে উসূলে ফিকাহ	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	৭০/-
◆ ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	১২০/-
◆ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে)	*ড. জামাল আল বাদাবী*	৩০০/-
◆ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	*ড. জামাল আল বাদাবি*	২০০/-
◆ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত	*অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন*	১৭৫/-
◆ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরে*	৩০০/-
◆ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. এম. জাফর ইকবাল*	১৫০/-
◆ উন্নয়ন ও ইসলাম	*প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ*	৩৫/-
◆ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	*প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালন্ধরী*	১০০/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	*বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*	৫০/-
◆ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	*এম. আকরাম খান, এম. রকিবুজ জামান*	৭০/-
◆ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	*প্রফেসর আবদুন নূর*	২০০/-
◆ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	*ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	২০০/-
◆ জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ	*ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	/-
◆ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	*কাজী মো: মোরতুজা আলী*	১৭৫/-
◆ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট	*এম রুহুল আমিন অনুদিত*	১৩০/-
◆ আমাদের সংস্কৃতি	*প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত*	৬০/-
◆ গণতন্ত্র ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১২০/-
◆ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১০০/-
◆ অভিচিন্তন : অনুভাবের দৃশ্যময়তা	*মালিক বদরী*	৫০/-
◆ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ	*ড. তাহির আমিন*	১০০/-
◆ ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা	*এম. হাশিম কামালী*	২০০/-
◆ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন	*এম. এ. কে. লোদী*	১৫০/-
◆ লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড	*আইআইআইটি স্টাইলশীট*	৫০/-
◆ সুন্নাহর সান্নিধ্যে	*ইউসুফ আল কারযাভী*	/-
◆ সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামী প্রেক্ষিত	জামাল বাদী ও মুস্তফা তাজদীন	/-
◆ ইসলামী সভ্যতার প্রাণ	শাইখ মুহাম্মদ আল-ফাদিল বিন	/-

www.amarboi.org

English Publications of BIIT

Journal

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)
— Edited by *Prof. Dr. UAB Razia Akter Banu* 150/-

Book

- Medical Education —*Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 200/-
- Medical Ethics —*Prof. Dr. Omer Hasan Kasule* 50/-
- Islam in Bengali Verse — *Poet Farruk Ahmed* 100/-
- A Young Muslim's Guide to Religions in the World
  —*Prof. Dr. Syed Sajjad Husain* 250/-
- Civilization and Society *Dr. Syed Sajjad Husain* 300/-
- Guidelines to Islamic Economics, Nature, Concept and Principles
  Prof. M. Raihan Sharif 350/-
- A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islam Countries
  Prof. Dr. Masudul Alam Chowdhury 350/-
- Origin and Development of Experimental Science
  Prof. Dr. Muin-Ud-din Ahmad Khan 120/-
- On Openness, Integration and Economic Growth
  Prof. Dr. M. Kabir Hasan 200/-
- Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid
  Prof. Dr. Md. Athar Ali 250/-
- Social Laws of Islam *Shah Abdul Hannan* 40/-
- Accounting, Philosophy, Ethics and Principles
  M. Zohurul Islam FCA 200/-
- Al-Zakah : A Hand Book of Zakah Administration
  M. Zohurul Islam FCA 250/-
- Islamization of Academic Discipline
  Edited by M. Zohurul Islam FCA. 150/-
- An Analysis of History of the Socio-Economic Thought
  M. Zohurul Islam FCA. 100/-
- Interfaith Relation : National & Regional Perspective
  Edited by M. Zohurul Islam FCA. & M. Abdul Aziz 100/-
- Leadership : Western and Islamic
  Dr. M. Anisuzzaman & Prof. Zainul Abedin Majumder 70/-
- Man and Universe *Major Md. Zakaria Kamal* 200/-
- Islamic Theory of Jihad and International System
  Dr. *Md. Moniruzzaman* 200/-
- Selection From Akram Khan's Tafsirul Qur'an
  Editorial Bard 175/-

www.amarboi.org

Important Publications of IIIT,USA

- A Thematic Commentary of the Qur'an
  Dr. Shaikh Muhammad Al Ghazali 450/-
- Forensic Psychiatry in Islamic Jurisprudence
  Dr. Kutaiba S. Chaleby 500/-
- Islam and the Economic Challenge
  Dr. M. Umer Chapra 800/-
- Missing Dimensions in the Contemporary Islamic Movements
  Dr. Taha Jabir Al-Alwani 150/-
- Laxity, Moderation & Extremism in Islam
  Aisha B. Lemu & Fatema Hiren 150/-
- Feminism vs Women's Liberation Movements
  Abdelwahab M. Almessiri 150/-
- Toward Islamic Anthropology
  Akbar S. Ahmed 200/-
- Islam & Other Faith
  Dr. Ismail Raji Al-Faruqi 1,000/-
- Crisis in the Muslim Mind
  Dr. AbdulHamid A. AbuSulayman 400/-
- Wholeness & Holiness in Education
  Zahra Al Zeera 550/-
- Contemplation : An Islamic Psycho-spiritual Study
  Malik Badri 250/-
- Rethinking Muslim Women & the Veil
  Katherine Bullock 600/-
- The Qur'an & Politics
  Eltigani Abdelgadir Hamid 500/-
- Vicegerency of Man
  Abd al Majid al Najjar 250/-
- Social Justice of Islam
  Deina Abdelkader 500/-
- Economic Doctrines of Islam
  Irfan Ui Haq 600/-
- Islamic Jurisprudence
  Dr. Taha Jabir Al-Alwani 200/-
- Towards Understanding Islam
  Abul A'la Mawdudi 250/-
- Forcing God's Hand
  Grace Halsell 300/-
- National & Internationalism in Liberalism Marxism & Islam
  Dr. Tahir Amin 250/-

www.amarboi.org

BIIT AT A GLANCE

Bangdesh Institute of Islamic Thought (BIIT) is a think- tank which engaged in research and indepth study for synthesizing education, culture & ethics. It was established in the year 1989 as a non-government research organisation with the following programs -

- **Research :** In order to identify the Islamic approach in different disciplines of higher education, BIIT conducts the research programs under the supervision of senior faculties of Public Universities.
- **Translation :** In order to publicise the ideas and thoughts of major scholars of the world, BIIT took an initiatives to translate the major books of major scholars written in Arabic and English.
- **Publication :** BIIT publishes the original writings, research works, translation work and seminar proceedings which are used as reference for teachers, students, researchers and thinkers.
- **Library Service** : BIIT has a good number of rare books and journals including the publications of IIIT, USA. These books and journals are preferentially issued to readers of different professionals, university teachers, students and researchers.
- **Supplying the Materials** : One of the major Program of BIIT is collection, preparation and supplying of study materials on National, International and Ummatic Issues.
- **Series of Seminar & lecture** : From the very beginning BIIT is working for organizing the seminers, symposiums, workshops, study circles, discussion meetings etc related to thoughts on education, culture and religion.
- **Exchange Program :** To exchange the informations, Ideas and views, BIIT organizes the partnership program with related organizations and individuals at home and abroad.
- **Distribution of Publications :** In order to dissmination of knowledge, BIIT distributed the publications of IIIT and BIIT to the concerned organizations and individuals.
- **Training & Workshop :** BIIT is conducting the different types of training on research methodology, english & arabic language course etc so that the concerned can perform their activities more efficiently & skilfully.
- **Dialogue & Roundtable discussion :** Dialogues on national & Internationl issues particularly Inter-faith issue, socio-economic issue are arranged by BIIT

www.amarboi.org

গ্রন্থকার

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুষ্টিয়া-এর দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর। তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উক্ত বিভাগে প্রথম ব্যাচে অনার্স (১৯৮৮) ও মাস্টার্স (১৯৮৯) ডিগ্রী লাভ করেন এবং বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি মক্কাস্থ রাবেতা পরিচালিত ঢাকার ইনস্টিটিউট অব হায়ার ইসলামিক লার্নিং থেকে দা'ওয়াহ্ বিষয়ে মিশরীয় প্রফেসরদের অধীনে এক্সিল্যান্ট গ্রেডে উচ্চতর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্য থেকে তিনিই প্রথম ১৯৯২ সালে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ সালে মানবাধিকার বিষয়ে এম ফিল ডিগ্রী এবং ১৯৯৯ সালে আল কুরআনে ইসলামী দা'ঈ ও দা'ওয়াহ পদ্ধতির উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইবি থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম সে উচ্চতর ডিগ্রী লাভগুলো করেন। তার থিসিসগুলো মক্কা উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সউদী সরকার এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে। দা'ওয়াহ বিষয়ে তার ২৮টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। এছাড়া তাঁর প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ দেশ বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দা'ওয়াহ বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও তিনি একজন প্রতিভাবান গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দা'ওয়াহ বিষয়ে তিনি দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াহ বিভাগের সিলেবাস প্রনয়ন, দা'ওয়াহ বিজ্ঞান উন্নয়ন, দা'ওয়াহ একাডেমী প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন।

ISBN-984-8203-37-7